মহাকবি বাণভট্ট বিরচিত

চণ্ডীশতক

অন্বয়মুখে শব্দার্থ, চণ্ডীপ্রভা টীকা ও শ্লোকার্থ এবং ভূমিকা
ও বাণভট্ট সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ এবং আচার্য্য
আনন্দবর্দ্ধন রচিত দেবীশতক সম্বলিত।

পরিব্রাজক
শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়।

প্রকাশিকা :
সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সরস্বতী
অধ্যক্ষা, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
২১১/এ গিরিশ ঘোষ রোড,
পোঃ বেলুড়মঠ, জিঃ হাওড়া,
পশ্চিমবঙ্গ। পিন ৭১১২০২

প্রথম প্রকাশ—৫২৫—১৩৫৯

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

২। শ্রীরামকৃষ্ণ বুকষ্টল
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

৪। সর্বোদয় বুকষ্টল
হাওড়া স্টেশন।

৫। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩
ফোন—৩১-১৪৭৯

৬। জয়গুরু পুস্তকালয়
১২/১ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর—
সুমঙ্গল রায়, আদর্শ প্রেস,
৭, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা-১১

শ্রীরাধানাথ দত্ত,
অন্নপূর্ণা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫ই, দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেন
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

নিবেদন

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত শতক কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই প্রসঙ্গে বাণভট্টকৃত 'চণ্ডীশতক', আনন্দবর্ধনকৃত 'দেবীশতক', ময়ূরভট্টকৃত 'সূর্য্যশতক', ভর্ত্তৃহরিকৃত 'বৈরাগ্যশতক' ও 'শৃঙ্গারশতক' ও 'শান্তিশতক', অর্জুনবর্মদেবকৃত 'অমরুশতক' এবং চাণক্যকৃত শ্লোকশতক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কোন কোন পণ্ডিতের মতে স্তোত্রাকারে লিখিত কাব্যসমূহের মধ্যে বাণভট্টের চণ্ডীশতক ও আনন্দবর্ধনের দেবীশতকের স্থান সর্বাগ্রে। উভয় স্তোত্রের বিষয় অভিন্ন হইলেও দুই স্তোত্র দুইভাবে লিখিত। কারণ বাণভট্ট মহাকবি ও আনন্দবর্ধন আলঙ্কারিক।

মহাকবি বাণভট্ট বিরচিত 'চণ্ডীশতক' দ্ব্যধিকশত শ্লোকে সমাপ্ত এবং শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত। ইহাতে মহিষাসুরের সহিত চণ্ডিকার যুদ্ধ এবং পরিশেষে মহিষাসুর নিধন নৈপুণ্যসহকারে বর্ণিত। মহাকবির প্রধান বর্ণনীয় বিষয়, মহিষাসুরের সহিত মহাযুদ্ধে শিব, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণ পলায়ন করিয়াছেন এবং একমাত্র চণ্ডিকা তাঁহার বামপদের গোড়ালিদ্বারা পেষণপূর্বক দুর্জয় মহিষকে বধ করিয়াছেন। এই একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ বর্ণনায় শতশ্লোক পর্য্যবসিত। শুধু ভাব নহে, একই শব্দের পুনরুল্লেখও ইহাতে দৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে কাব্যশোভায় সমুজ্জ্বল দুই একটি শ্লোকও দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'চণ্ডীশতক' বাণভট্টের অপরিপক্ক বয়সের রচনা ও 'কাদম্বরী' পরিপক্ক বয়সের রচনা। 'কাদম্বরী' কাব্যে বহুবার একই অর্থ প্রকাশের জন্য মহাকবি কোন শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করেন নাই। 'চণ্ডীশতকের' রচনায় এই প্রতিভা দৃষ্ট হয় না। ইহার স্থানে স্থানে চ্যুত সংস্কৃত শব্দ ও অপ্রযুক্ততা দোষ দেখা যায়। ৯১ সংখ্যক শ্লোকে ক্লীবলিঙ্গে খড়্গ শব্দের ব্যবহার এবং ৯২, ৯৩ ও ৯৪ সংখ্যক শ্লোকে তৎপুরুষ সমাসান্ত পদ্মশব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগ ইহার উদাহরণ। কোথাও কোথাও দুই একটি শব্দের অধ্যাহার না করিলে অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। যথা পঞ্চম শ্লোকে 'কুমার' শব্দের পূর্বে 'যস্যাঃ' এবং 'মুষ্মাৎ' ক্রিয়াপদের পূর্বে 'সা' পদদ্বয় অধ্যাহার করিতে

হইবে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির উক্ত 'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্' দ্বারা অধ্যাহার সমর্থিত। পূর্বে যে দোষ উল্লিখিত, তাহা সত্যই বাণভট্টের অনবধানতা নিমিত্ত বা লিপিকারগণের ভ্রমহেতু তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। উক্তস্থলসমূহে খড়্গ শব্দ পুংলিঙ্গে অথবা পদ্মশব্দ ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইলেও ছন্দঃ ভঙ্গ হইত না। মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে শিব ও বিষ্ণু যে কেবল পলায়ন করিয়াছেন, তাহাই নহে; তাঁহারা কখনও স্বয়ং চণ্ডিকাদ্বারা, কখনও বা তাঁহার সহচরী জয়া-কর্তৃক অত্যন্ত তুচ্ছভাবে উপহাসিত হইয়াছেন। শিব ও বিষ্ণুর এইরূপ লাঞ্ছনা শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে কোথাও নাই।

বাণভট্ট 'কাদম্বরী' কাব্যের প্রারম্ভে নিম্নোক্ত শ্লোকে গুণভেদে একই ব্রহ্মের মূর্তিত্রয়, পরমার্থতঃ অভিন্নরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বন্দনা করিয়াছেন—

"রজোজুষে জন্মনি সত্ত্ববৃত্তয়েস্থিতৌ প্রবানাং প্রলয়ে তমঃ স্পৃশে।
অজায়সর্গস্থিতিনাশহেতবে ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মনে নমঃ॥"

যিনি সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টির জন্য রজোগুণ, স্থিতির জন্য সত্ত্বগুণ এবং বিনাশের জন্য তমোগুণ আশ্রয় করেন, সেই জন্মরহিত ও সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্মকে নমস্কার।

কাদম্বরী কাব্যে চণ্ডালকন্যার বর্ণনা প্রসঙ্গে কাত্যায়নী সম্বন্ধে আছে, 'অতিবহল পিণ্ডালক্তকরয়রাগপল্লবিতপাদপঙ্কজাম্, অচিরমৃদিতমহিষাসুররুধির রক্তচরণামিব কাত্যায়নীম্।' এইরূপ উল্লেখ আলোচ্য মহাকাব্যের অন্যত্রও দেখা যায়।

বাণভট্ট সম্রাট হর্ষবর্ধনের নিকট গমনকালে পথিমধ্যে চণ্ডিকা কানন দর্শনে মোহিত হন। চণ্ডিকা মন্দিরের বর্ণনাও তিনি কোন কাব্যে দিয়াছেন। সম্ভবতঃ ঐ চণ্ডিকা মন্দিরে মহিষমর্দিনী বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। হয়ত ইহা দর্শনে তিনি যৌবনেই চণ্ডীশতক রচনায় প্রবৃত্ত হন। তৎকালে উত্তর ভারতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর বহুল প্রচার থাকায় তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য অবলম্বনে চণ্ডীশতক রচনা করেন। তাঁহার নামদ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি

শৈববংশে জাত হন এবং বাল্য হইতেই শিবভক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই চণ্ডীস্তোত্র রচনা নিঃসংশয়ে শোভনীয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বাণাসুর পূজিত শিবলিঙ্গ বাণলিঙ্গ নামে অভিহিত।

বহুবর্ষ পূর্বে বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত কাব্যমালার চতুর্থগুচ্ছে চণ্ডীশতক মুদ্রিত হয়। উহার সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ শর্মা ও কাশীনাথ শর্মা। তাঁহারা চণ্ডীশতকের দুইটি মাত্র টীকা প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে একটি টীকা সোমেশ্বরের পুত্র ধনেশ্বর কর্তৃক রচিত এবং অন্য টীকার প্রণেতা অজ্ঞাত। এই টীকা দুইটি অতিশয় পল্লবিত বলিয়া সম্পাদকদ্বয় তাহা মুদ্রিত না করিয়া তদবলম্বনে প্রতি শ্লোকের শেষে টিপ্পনীতুল্য ক্ষুদ্র টীকা যোজনা করিয়াছেন। চণ্ডীশতকের টীকাকারগণের মধ্যে সোমেশ্বর-পুত্র ধনেশ্বর প্রধান। ইহা ব্যতীত নাগোজীভট্ট, ভাস্কর রায় এবং অন্য একজন অজ্ঞাতনামা টীকাকারের টীকাও পাওয়া যায়। বাণভট্টকৃত 'চণ্ডীশতক' ব্যতীত চণ্ডী সম্বন্ধে আরও কয়েকটি রচনা পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে লক্ষ্মণাচার্য্য রচিত 'চণ্ডীকুচপঞ্চাশিকা', রুদ্রত্রিপাঠী-রচিত 'চণ্ডীচরিত নাটক', ভৈরবানন্দ রচিত 'চণ্ডীচরিতচন্দ্রিকা', চণ্ডসিংহ রচিত 'চণ্ডীকুচসপ্ততি' ও 'চণ্ডিকাচরিত' এবং কালিদাস রচিত 'চণ্ডিকাদণ্ড স্তোত্র' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন, 'চণ্ডীশতক' বাণভট্ট বিরচিত। সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, কাব্যপ্রকাশ এবং অমরুশতকের অর্জুনবর্মদেবকৃত টীকায় চণ্ডীশতক বাণের রচনারূপে উল্লিখিত। বাণভট্ট মহামাহেশ্বর ছিলেন। ইহা তাঁহার গ্রন্থমালায় সর্বত্র সুস্পষ্ট। তিনি নানাস্থানে নানাভাবে মাহেশ্বরী মহাশক্তি চণ্ডিকার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। তিনি চণ্ডিকামন্দিরের অতি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়াছেন। সম্ভবতঃ উক্তমন্দিরে চণ্ডিকাদর্শনে তিনি বিপুল প্রেরণা প্রাপ্ত হন এবং চণ্ডিকার মহিমা কীর্তনাভিলাষে 'চণ্ডীশতক' রচনা করেন। মানতুঙ্গাচার্য্যকৃত 'ভক্তামর স্তোত্রে'র টীকায় গুণাকর ও রত্নচন্দ্র প্রভৃতি বাণের চণ্ডীশতক নির্মাণে যে কারণ দেখাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কাব্যমালার

প্রথম খণ্ড চতুর্থ গুচ্ছকে মুদ্রিত চণ্ডীশতকের টিপ্পনীতে পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ মন্তব্য করেন, "বাণভট্টস্য চণ্ডীশতক নির্মাণে কারণং মানতুঙ্গ প্রণীত ভক্তামরাখ্যজিন-স্তুতিটীকা কর্তৃভির্গুণাকর রত্নচন্দ্রাদিভিঃ স্ব স্ব টীকারম্ভে লিখিত মস্তিতচ্চ কপোল কল্পিতামিতি।"

কখনও আরোগ্য কামনায়, কখনও ধনপুত্রাদিলাভার্থ, কখনও বা শ্রদ্ধা ভক্তির প্রেরণায় বা কবিত্বপ্রকাশের উদ্দেশ্যে স্তোত্রাদি রচিত হইয়াছে। জনশ্রুতি অনুসারে কবি ময়ূরভট্ট কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য কামনায় 'সূর্য্যশতক' রচনা করেন এবং সূর্য্যকৃপায় রোগমুক্ত হন। বাণভট্ট কোন্ উদ্দেশ্যে 'চণ্ডীশতক' রচনা করেন, তাহা জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে মানতুঙ্গ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মন্তব্য 'কপোলকল্পিত' মনে হয়। চণ্ডীপদে উর্জিতা ভক্তির প্রেরণায় বাণভট্ট শতশ্লোকী চণ্ডীস্তোত্র রচনা করেন এবং দেহান্তে দেবীলোক প্রাপ্ত হন। এই চণ্ডীশতক স্তোত্রে প্রেমাভক্তি উচ্ছ্বসিত দেখা যায়; অতএব আশা করি চণ্ডীভক্তমাত্রই চণ্ডীশতক পাঠে অপার আনন্দলাভে কৃতার্থ হইবেন।

ইহা অবিসম্বাদিত যে, বাণভট্ট সংস্কৃত গদ্য কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা এবং তৎকৃত মহাকাব্য 'কাদম্বরী' সর্বোত্তম গ্রন্থরূপে স্বীকৃত। ইহ জন্মে ও পূর্ব পূর্ব জন্মে চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রণয়কাহিনী এই কাব্যে মধুর ভাষায় অভিব্যক্ত। প্রধান আখ্যায়িকার সহিত পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রেমকথা ইহাতে গ্রন্থকার কর্তৃক সুকৌশলে বিবৃত। পুণ্ডরীকের অভিশাপে চন্দ্রমা চন্দ্রাপীড়রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাদম্বরীর প্রেমে আবদ্ধ হন। ইহজন্মে চন্দ্রাপীড় রাজা শূদ্রকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল অদ্ভুত কাহিনী কাদম্বরীতে অনুপম ভাষায় লিখিত। কিন্তু চণ্ডীশতকে চণ্ডীলীলা ব্যতীত অন্য কাহিনী নাই। কাদম্বরীর শেষাংশ বাণের পুত্র ভূষণভট্ট কর্তৃক রচিত। আর সম্পূর্ণ চণ্ডীশতক বাণভট্টের রচনা বলিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উহাতে শুদ্ধা-ভক্তির সুপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। অনুরাগী পাঠক বা পাঠিকা ইহা উপলব্ধি করিয়া চণ্ডিকার কৃপালাভে ধন্য হইবেন।

মহাকবি বাণভট্ট বিরচিত

চণ্ডীশতক

মা ভাঙ্ক্ষীর্বিভ্রমং ভ্রূরধর বিধুরতা কেয়মাস্যাস্য রাগং
পাণে প্রাণ্যেব নায়ং কলয়সি কলহশ্রদ্ধয়া কিং ত্রিশূলম্।
ইত্যুদ্যৎকোপকেতূন্ প্রকৃতিমবয়বান প্রাপয়ন্ত্যেব দেব্যা
ন্যস্তো বো মূর্ধ্নি মুষ্যান্মরুদসুহৃদসূন্ সংহরন্নঙ্ঘ্রিরংহঃ ॥ ১

অন্বয়—ভ্রূঃ (ওহে ভ্রূ) বিভ্রমং (সঙ্কোচ বা বক্রতা) মা ভাঙ্ক্ষীঃ (ভজনা করিও না) অধর (ওহে অধর) ইয়ং (এই প্রকার) বিধুরতা (বিকলতা) কা (কিরূপ) আস্য (ওহে মুখ) রাগং (রক্তিমা) অস্য (ত্যাগ কর) অয়ং (এই মহিষ) প্রাণী (জীব) এব ন (নহে) (অতঃ) পাণে (হে হস্ত) কলহশ্রদ্ধয়া (কলহের ইচ্ছায়) কিং (কেন) ত্রিশূলং (ত্রিশূলকে) কলয়সি (চালনা বা ধারণ করিতেছ) ইতি (এই প্রকার) উদ্যৎকোপকেতূন্ (ক্রোধলক্ষণান্বিত) অবয়বান্ (অবয়বসমূহকে) প্রকৃতিং (স্বাভাবিক অবস্থা) প্রাপয়ন্ত্যা (আনয়নকারিণী) দেব্যা (দেবীদ্বারা) বঃ (তোমাদের) মূর্ধ্নি (মস্তকে) ন্যস্তঃ (স্থাপিত) মরুদসুহৃদসূন্ (দেবশত্রুগণের প্রাণ) সংহরণ্ (হরণকারী) অঙ্ঘ্রিঃ (চরণ) অংহঃ (পাপ) মুষ্যাৎ (যেন হরণ করে) ॥ ১

চণ্ডীপ্রভা টীকা—বিদ্যা জ্যোতিঃ স্বরূপিণী তমোমহিষমর্দিনী।
চণ্ডিকা পাতু নো নিত্যং সিদ্ধিদা জননীশুভা ॥

মহিষাসুরঃ খলু ইন্দ্রাদীন্ পরাজিত্য স্বর্গংচাধিকৃত্য ত্রৈলোক্যস্য বিক্ষোভং জনিতবান্। তাদৃশমপি বিক্রমশালিনং দেবী প্রাণী মধ্যে

এব ন গণয়তি, পাষাণাদিবৎ জড়মেব মন্যতে। অতস্তেনাক্রান্তায়া স্তস্যাঃ ভ্রূণেত্রাদীনাং কোপবশাৎ যা যা বিকৃতির্জাতা, তৎসর্বমনর্থকং মত্বা, অবয়বান্ সম্বোধ্য সা প্রাহ। ভ্রূঃ বিভ্রমং মা ভাঙ্ক্ষীঃ বক্রিমাণং পরিহর। যদ্যপি স্ত্রীণাং হর্ষাদিবশাৎ ত্বরয়া অস্থানে ভূষণাদিন্যাস এব বিভ্রমস্তথাপি ভ্রূপক্ষে তস্যাসম্ভবাৎ অত্র সঙ্কোচ রূপার্থ এব গ্রাহ্যঃ। অধর ইয়ং কাতে বিধুরতা স্ফুরণস্পন্দনাদি বৈকল্যং কিমর্থম্, আস্য মুখং রাগং ক্রোধজনিতারুণত্বং। অস্য দূরং মুঞ্চ ক্ষেপনার্থকস্য অসুধাতো লোটিরূপম্। অয়ং মে পাদানতঃ অসুরঃ প্রাণী এব ন ইমমহং জীব মধ্যে এব ন গণয়ামি। অতঃ হে পাণে হস্ত কিমর্থং কলহশ্রদ্ধয়া বিবাদেপ্সয়া ত্রিশূলং তদাখ্যং শস্ত্রং কলয়সি ধরসি চালয়সীতি। ইতি এবং মনসিকৃত্বা উদ্যৎকোপকেতূন্, কোপস্যকেতবঃ চিহ্নানি, উদ্যন্তঃ কোপকেতবঃ যেষাং তান্, আবির্ভূত-কোপ-চিহ্নান্ অবয়বান্, অঙ্গানি, প্রকৃতিং স্বাভাবিকীং সংস্থাং প্রাপয়ন্ত্যা গময়ন্ত্যা দেব্যা চণ্ডিকয়া ইত্যর্থঃ। বঃ যুষ্মাকং মূর্দ্ধি মস্তকে ন্যস্তঃ স্থাপিতঃ মরুদ সুহৃদস্যূন্, মরুতাং দেবীনাং অসুহৃৎ শত্রুঃ তস্য অসূন্ প্রাণান্, দেব বৈরী প্রাণান্ হরণ্ বিনাশয়ন্ অঙ্ঘ্রিঃ চরণঃ অংহঃ পাপং মুষ্যাৎ হরেৎ। আশংসায়াং লিঙ্। সর্বত্র স্রগ্ধরা বৃত্তম্॥ ১

শ্লোকার্থ—ইন্দ্রাদিদেবগণকে পরাজিত করিয়া মহিষাসুর স্বর্গের আধিপত্য লাভ ও দেবতাগণকে পীড়ন করিতে লাগিল। দেবতাদিগের স্তবে তুষ্টা দেবী চণ্ডিকা অসুরবধার্থ যুদ্ধে অবতীর্ণা হইয়া মহাবীর্যবান মহিষাসুরকে প্রাণী মধ্যে গণ্য করিলেন না। পাষাণবৎ জড় পদার্থ চিন্তা করিয়া নিজ ভ্রূ, নেত্র প্রভৃতিতে যে সমস্ত বিকৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া দেবী চণ্ডিকা বলিতেছেন,—

ও হে ভ্রূ, বক্রিমা ভজনা করিও না! হে অধর, তোমার এরূপ বিকলতা কেন? হে মুখ, রক্তিমা ত্যাগ কর। যাহাকে তুমি পদতলে দলিত দেখিতেছ, সে প্রাণীই নহে। অতএব হে হস্ত, সংগ্রামের ইচ্ছায় ত্রিশূল ধারণ করিতেছ

কেন? অঙ্গসমূহে যে ক্রোধ চিহ্ন আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন কর। দেবশত্রু মহিষাসুরের প্রাণ হরণকারী যে চরণ তোমাদের মস্তকে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা তোমাদের সর্বপাপ হরণ করুক। ১

হুংকারে ন্যক্‌কৃতোদন্বতি মহতি জিতে শিঞ্জিতৈর্নূপুরস্য
শ্লিষ্যচ্ছৃঙ্গক্ষতেঽপি ক্ষরদসৃজি নিজালক্তক ভ্রান্তি ভাজি।
স্কন্ধে বিন্ধ্যাদ্রিবুদ্ধ্যা নিকষতি মহিষস্যাহিতোঽসূনহার্ষী
দজ্ঞানাদেব যস্যাশ্চরণ ইতি শিবং সা শিবা বঃ করোতু॥ ২

অন্বয়—যস্যাঃ (যাহার) অজ্ঞানাৎ এব (প্রায় অজ্ঞান বশে, যেন না জানিয়াই) বিন্ধ্যাদ্রিবুদ্ধ্যা (ইহাকে বিন্ধ্যগিরি ভাবিয়া) মহিষস্য (মহিষাসুরের) স্কন্ধে (স্কন্ধ দেশে) চরণে (পদে) আহিতে (স্থাপিত হইলে) নিকষতি (ঘর্ষণ করিলে) শ্লিষ্যচ্ছৃঙ্গক্ষিতে (শৃঙ্গের সহিত লগ্ন হইবার জন্য ক্ষত) ক্ষরদসৃজি (রক্তপাতান্বিত) অপি (তাহাতেও) নিজালক্তক ভ্রান্তিভাজি (স্বীয় পদের অলক্তক এইরূপ ভ্রমযুক্ত) নূপুরস্য (নূপুরের) শিঞ্জিতে (ধ্বনিদ্বারা) ন্যক্‌কৃতোদন্বতি (সমুদ্রেরও পরাভবকারী) মহতি (মহান্, প্রচণ্ড) হুঙ্কারে (হুঙ্কার) জিতে (পরাজিত হইলে) চরণ (সেই পদ) অসূন্ (মহিষের প্রাণ) অহার্ষীৎ (হরণ করিয়াছিল) সা (সেই) শিবা (চণ্ডী) বঃ (তোমাদের) শিবং (মঙ্গল) করোতু (করুন)॥ ২

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যস্যাঃ দেব্যাশ্চণ্ডিকায়া ইত্যর্থঃ অজ্ঞানাদেব তুচ্ছত্বাদনঙ্গীকারাদিতি মন্তব্যঃ যতঃ যা খলু স্বরমো জ্ঞানাত্মিকা তস্যাঃ অজ্ঞানং ন সম্ভবত্যেব, বিন্ধ্যাদ্রিবুদ্ধ্যা অয়ং মে বাসস্থানং বিন্ধ্যনামা শৈল এব ভবিষ্যতি এবং মত্বা (অনেন মহিষস্কন্ধস্য পর্বতস্যেব স্যামত্বং দৃঢ়ত্বং আয়তত্বং চ বোধ্যম্) মহিষস্য মহিষাসুরস্য স্কন্ধে (অংশদেশে) আহিতঃ স্থাপিতঃ চরণঃ পাদঃ অসূন প্রাণান্ (অর্থাৎ তস্য মহিষস্য) অহার্ষীৎ হৃতবান্ অপিচ যস্যাশ্চরণে আহিতে ইতি ঊহঃ কর্তব্য। রক্ষোহাগমলঘ্বসংদেহা প্রয়োজনম্ ইতি ভাষ্যোক্ত্যা স্থানে খলু

উহ স্যাপি ইষ্টত্বাৎ। চরণে আহিতে কিং বৃত্তং তৎ কথয়তি। মহিষস্কন্ধে পদন্যাসকালে তস্য শৃঙ্গং তত্র শ্লিষ্টং লগ্নং জাতং তেন ক্ষতোৎপত্তি শোণিত পাতশ্চ পরং শ্লিষ্যাচ্ছৃঙ্গক্ষতে শৃঙ্গ শ্লেষ জনিতে ক্ষতে ক্ষরদসৃজি। স্রবতি চ শোণিতে তস্মিন্ চরণে নিজালক্তক ভ্রান্তি ভাজি নৈতচ্ছোনিতং পরং পদস্যালক্তকমেব ঈদৃশীং ভ্রান্তিং ভজতি। অপিচ তস্য চরণস্য নূপুরস্য পাদভূষণ বিশেষস্য শিঞ্জিতৈর্মধুর ধ্বনিভিরেব তস্যাসুরস্য ন্যককৃতঃ অধঃ কৃতঃ উদন্বান সমুদ্রোযেন গম্ভীর ঘোষেণেত্যর্থঃ তাদৃশে মহতি ঘোরে হুঙ্কারে জিতে শ্রবণাযোগ্যো-কৃতে। যস্যাশ্চরণ এব মকার্ষীৎ সা শিবা বঃ যুষ্মাকং শিবং মঙ্গলং করোতু বিদধাতু। মহিষস্কন্ধে পদ স্থাপনকালে এব দেব্যা পদেন মহিষশৃঙ্গং লগ্নং তেন রক্তপাতশ্চ জাতঃ। তুচ্ছত্বাৎ ক্ষতজনিতাং পীড়াং সা নান্বভব দো অপিচ তত্র শোণিত-মবলোক্যানি ইদং মে পাদালক্তকমেব ভবেৎ ঈদৃশী ভ্রান্তির্জাতা। শৃঙ্গ শ্লেষেণ দুর্ভবং পদমপসারয়িতু মহিষেণ শিরশ্চালিতং তথাচ ঘোরারাবঃ কৃতঃ যোনি-র্ঘোষেণ সমুদ্রমপি জয়তি, পরং দেব্যা নূপুর শিঞ্জনেনৈব মহিষস্য হুকারোন্যকৃ কৃতঃ ততশ্চ পাদভরেনৈব দেবী মহিষস্য প্রাণান্ জহারইত্যর্থঃ ॥ ২

শ্লোকার্থ—বিন্ধ্যগিরি ভ্রমে মহিষাসুরের স্কন্ধদেশে দেবীর চরণ স্থাপিত হইলে এবং কন্দুতির অপনয়নার্থ সেই স্থানে চরণ ঘর্ষণের ফলে শৃঙ্গাঘাতে ক্ষতস্থান হইতে রক্তপাত হইলে সম্ভবতঃ ইহা আমারই পাদলগ্ন অলক্তক (আলতা) ভ্রম হইয়াছিল। সমুদ্রের গর্জন হইতেও গম্ভীর মহিষের প্রচণ্ড হুঙ্কার যাঁহার সুমধুর নূপুর ধ্বনিতে ম্রিয়মান হইয়াছিল এবং যাঁহার পদভার মহিষের প্রাণ হরণ করিয়াছিল, সেই দেবী চণ্ডিকা তোমাদের সর্ববিধ মঙ্গল বিধান করুন ॥ ২

জাহ্নব্যা যা ন জাতানুনয়পরহরক্ষিপ্তয়া ক্ষালয়ন্ত্যা
নূনং নো নূপুরেণ গ্রপিতশশিরুচা জ্যোৎস্নয়া বা নখানাম্।
তাং শোভামাদধানা জয়তি নবমিবালক্তকং পীড়য়িত্বা
পাদেনৈব[১] ক্ষিপন্তী মহিষমসুরসাদান নিষ্কার্যমার্যা ॥ ৩

---

১ পাদেন ইতি বা পাঠঃ

অন্বয়—অনুনয় পরহর ক্ষিপ্তয়া (অনুনয় পরায়ণ হর কর্তৃক প্রেরিতা) ক্ষালয়ন্ত্যা (প্রক্ষালন কারিণী) জাহ্নব্যা (জাহ্নব্য, গঙ্গাকর্তৃক) নখানাম্ (নখসমূহের) জ্যোৎস্নয়া (জ্যোৎস্না দ্বারা) গ্রপিত শশিরুচা (চন্দ্র কিরণের ও ম্লানিজনক) নূপুরেণ বা নো (নূপুর দ্বারাও বা) যা (যে শোভা) ন জাতা (জাত হয় নাই) পাদেন এব (পদদ্বারাই) নবং (নূতন) অলক্তকম্ ইব (আলতা সাদৃশ) অসুর সাদান নিষ্কার্য্য (নিষ্প্রাণ বলিয়া নিষ্প্রয়োজন) মহিষং (মহিষাসুরকে) ক্ষিপন্তী (দূরে নিক্ষেপ কারিণী) তাং (সেই) শোভং (সৌন্দর্য্য) আদধানা (ধারণকারিণী) আর্য্যা (চণ্ডী) জয়তু (জয়লাভ করুন) ॥ ৩

চণ্ডীপ্রভা টীকা—সহজবিদ্বেষ্যাৎ সপত্নী প্রতিদ্বন্দ্বিনীং সপত্নীং নাভ্যেতি কিমুতপাদক্ষালনম্ অতঃ অনুনয় পরহর ক্ষিপ্তয়া অঞ্জুলিবিধানাদি প্রসাদনপরায়ণো যো হরঃ শিবস্তেন ক্ষিপ্তয়া প্রেরিতয়া তাদৃশস্য দেবানামপি দেবস্য পরমগুরো-রনুনয়ঃ জাতু লঙ্ঘনীয় ইতি গচ্ছন্ত্যা জহ্নব্যা গঙ্গয়া ক্ষালয়ন্ত্যা ধাবনং কুর্বত্যা নখানাম্ দেব্যা এব ইত্যর্থ্যঃ। জ্যোৎস্নয়া প্রভয়া অনেন নখানাং চন্দ্রেন সাদৃশ্যং ব্যক্তং গ্রপিত শশিরুচা (শশিনঃ রুক্ গ্রপিতা শশিরুন যেন তেন) ইন্দু-প্রভামণি মলিনাং কুর্বতা নূপুরেণ বা পাদালঙ্কারবিশেষেণ বা, যা যাদৃশী শোভা ইত্যর্থঃ। পাদেনৈব চরণে নৈব নবং নূতনং অলক্তকমিব যাবক সদৃশং অসুর সাদাননিষ্কার্য্যং (অসবঃ প্রাণাঃ তেষাং রসঃ সারভাগঃ তস্য আদানং গ্রহণং তেন নিষ্কার্য্যং অকর্মণ্যত্বাৎ নিষ্প্রয়োজনং) প্রাণ গ্রহণেন প্রয়োজন রহিতং মহিষং তন্নামকমসুরং ক্ষিপন্তি দূরমুৎপাতয়ন্তি তাং তাদৃশীং শোভাং শ্রিয়ং আদধানা ধারয়ন্তী আর্য্যা চণ্ডী জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। রমণ্যঃ খলু তুল লগ্নম্ অলক্তকং সলিলসিক্তং কৃত্বা তদ্রসং নিষ্পীড্য তেন পাদৌ রঞ্জয়ন্তি রসহীনংতুলং চ দূরং ক্ষিপন্তি মহিষস্যাপি প্রাণরসোগৃহীতঃ অতঃ কিমস্য দেবমাত্রেণ প্রয়োজনম্ ইতি দেব্যাপি তচ্ছরীরং পাদেনৈব দূরমক্ষিপৎ, করেণাস্পৃষ্টা পাদেনৈব ক্ষেপনেন

মহিষশরীরস্য অতি তুচ্ছত্বং ব্যক্তম্ ॥ ৩

শ্লোকার্থ—অনুনয়পরায়ণ শিব কর্তৃক প্রেরিতা জাহ্নবী দ্বারা প্রক্ষালিত হইয়া, জ্যোৎস্না সদৃশ নখ প্রভাদ্বারা, এমনকি যে নূপুর চন্দ্র কিরণকে ম্লানিযুক্ত করে; তাহা দ্বারাও যে শোভা হয় নাই, প্রাণ হরণের ফলে নিষ্প্রয়োজন মহিষের শরীর নূতন অলক্তকসদৃশ নিষ্পীড়ন করিয়া চরণ দ্বারাই দূরে নিক্ষেপ কারিণী, সেইরূপ শোভাময়ী চণ্ডিকা জয়যুক্তা হউন। ৩

মৃত্যোস্তুল্যং ত্রিলোকীং গ্রসিতুমতিরসান্নিঃসৃতাঃ কিং নু জিহ্বাঃ
কিং বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মদ্যুতিভিররুণিতা বিষ্ণুপদ্যাঃ পদব্যঃ।
প্রাপ্তা সন্ধ্যাঃ স্মরারেঃ স্বয়মুত নুতিভিস্তিস্র ইত্যূহ্যমানা
দেবৈর্দেবীত্রিশূলাহতমহিষজুষো রক্তধারা জয়ন্তি ॥ ৪

অন্বয়—কিং (এ কী?) অতিরসাৎ (অতিশয় তৃষ্ণা হেতু) ত্রিলোকীং (ত্রিভুবন) গ্রসিতুং (গ্রাস করিবার জন্য) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) জিহবা (রসনা-সমূহ) তুল্যং (যুগপৎ) নিঃসৃতা (বহির্গতা) কিংবা (অথবা) কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মদ্যুতি-ভিররুণিতাঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ পদ্মের প্রভায় রক্তিম) বিষ্ণুপদ্যাঃ (আকাশ গঙ্গার) পদব্যঃ (প্রবাহ রূপ পথ সমূহ) উত (অথবা) স্মরারে (শিবের) নুতিভিঃ (স্তব সমূহ দ্বারা) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) তিস্রঃ (তিন) সন্ধ্যাঃ (সন্ধ্যা) প্রাপ্তাঃ (প্রাপ্ত) দেবৈঃ (দেবগণ কর্তৃক) ইতি (এইরূপ) উহ্যমানা (উৎ-প্রোক্ষিত) দেবী ত্রিশূলাহত মহিষজুষঃ (দেবীর ত্রিশূল দ্বারা আহত মহিষের অঙ্গলগ্ন) রক্তধারা (শোণিত প্রবাহ) জয়ন্তি (জয়যুক্ত হয়) ॥ ৪

চণ্ডীপ্রভা টীকা—দেব্যাস্ত্রিশূলাঘাতেন নিহতস্য মহিষস্য শরীরাৎ ত্রিস্রোতাঃ রুধিরং ঊর্দ্ধমুৎসরতি, তদবলোক্য দেবাঃ যথানোহন্যং তর্কয়ন্তি তাদবাত্র বর্ণিতম্। কিমিতি বিতর্কে, অতিরসাৎ অতিশয় তৃষ্ণাবশাৎ ত্রিলোকীং ত্রিভুবনং গ্রসিতুং কবলীকর্তুং, মৃত্যোর্যমস্য অথবা মৃত্যু শব্দঃ স্ত্রিয়ামপি তেন

মরণং বিধাত্র্যাঃ অতিঘোর-রূপায়াঃ দেবতায়াঃ জিহ্বা বহুবচনাৎ তিস্রঃ রসনাঃ (ত্রিশূলেন ত্রিস্থস্থানেষু কৃতেভ্যঃ রন্ধ্রেভ্যঃ রক্তধারা উৎপতন্তি, তৎপানার্থ রসনা-অপি তিস্রঃ) তুল্যং সমকালমেব, নিঃসৃতাঃ বহির্গতাঃ, কিম্বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মদ্যুতিভিঃ (কৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্রিরেব পদ্মং তস্য দ্যুতিভিঃ) বামনরূপমাস্থায় কৃষ্ণেন বিরতি প্রসারিতং যৎ পাদপদ্মং তস্য প্রভাভিঃ অরুণিতাঃ লৌহিত্যমাপাদিতাঃ বিষ্ণুপদ্যাঃ স্বর্গগঙ্গায়া (গঙ্গা বিষ্ণুপদী জহ্নুতনয়া সুরনিম্নগা ইতি কোষঃ) পদব্যঃ প্রবাহরূপাঃ পন্থানঃ উত অথবা স্মরারে শিবস্য স্তুতিভিঃ স্তবৈঃ (আকৃষ্যমানা ইত্যর্থঃ)। তিস্র সন্ধ্যাঃ প্রতি মর্ধ্যাহ্নসায়াহ্নোপস্থাতব্যাঃ যুগপদেব প্রাপ্তাঃ উপস্থিতাঃ দেবৈঃ সুরৈঃ ইতি এবম্প্রকারেণ, উহ্যমানাঃ উৎপ্রেক্ষিতাঃ বিতর্কিতাশ্চ, দেবী শূলাহত মহিষ জুষঃ (দেব্যাঃ শূলং তেন আহতো যো মহিষ স্তং জুষতে) দেবীকৃত শূলাঘাতেন আহতে মহিষে লগ্নাঃ রক্তধারাঃ শোণিত প্রবাহাঃ জয়ন্তি। তাদৃশানাং রক্তধারাণাং জয়েন দেব্যা এব জয়ঃ, কর্মহি কর্তারমেবাচষ্টে ইত্যর্থঃ।

শ্লোকার্থ—অত্যধিক তৃষ্ণাহেতু ত্রিভুবন গ্রাস করিবার নিমিত্ত মৃত্যু কি যুগপৎ তাহার রসনাসমূহ প্রসারিত করিয়াছে, কিংবা একি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের প্রভায় আকাশ গঙ্গার প্রবাহ সমূহ লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, অথবা ভগবান্ শিবের স্তব-রাজির আকর্ষণে যুগপৎ ত্রিসন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে, চণ্ডীর ত্রিশূলে আহত মহিষাসুরের শরীরে লিপ্ত রক্ত ধারা সমূহ দেখিয়া যে দেবগণ এইরূপ বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারা জয়লাভ করুন। ৪

দত্তে দর্পাৎপ্রহারে সপদি পদভরোৎ পিষ্টদেহাবশিষ্টাং
শ্লিষ্টাং শৃঙ্গস্য কোটিং মহিষসুররিপোর্নূপুরগ্রন্থিসীম্নি।
মুষ্যাদ্বঃ কল্মষাণি ব্যতিকরবিরতাবাদদানঃ কুমারো
মাতুঃ প্রভ্রষ্টলীলাকুবলয়কলিকাকর্ণপূরাদরেণ॥ ৫

অন্বয়—দর্পাৎ (দর্পবশতঃ) প্রহারে (প্রহার) দত্তে (দেওয়া হইলে) সপদি (দ্রুত অথবা সঙ্গে সঙ্গে) মহিষসুররিপোঃ (দেবতাদের শত্রু মহিষের) পদ-

ভরোৎপিষ্ট দেহাবশিষ্টাং (পদ ভরে উৎপিষ্ট দেহের অবশিষ্টমাত্র) নূপুর গ্রন্থিসীম্নি (নূপুর সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রান্তে) শ্লিষ্টাং (লগ্ন) শৃঙ্গস্য (শৃঙ্গের) কোটিং (সূক্ষ্মাগ্রভাগ) ব্যতিকরবিরতৌ (যুদ্ধাবসান) মাতুঃ (জননীর) প্রভ্রষ্ট লীলাকুবলয় কলিকাকর্ণ পূরাদরেণ (কর্ণ হইতে বিচ্যুত লীলা পদ্মের কর্ণভূষণ যোগ্য কলিকা বোধে আদর করিয়া) আদদানঃ (গ্রহণকারী) কুমারঃ (কার্ত্তিকেয়) বঃ (তোমাদের) কলুষাণি (পাপসমূহ) মুষ্ণাৎ (অপহরণ করুক) ॥ ৫

চণ্ডীপ্রভা টীকা—দর্পাৎ বলাভিমানাৎ প্রহারে দত্তে প্রহৃতে সতি সপাদি যদ্যা বা মহিষসুরারিণোঃ (মহিষশ্চাযৌ সুররিপুশ্চ তস্য) মহিষাসুরস্য (সুর রিপুর সুর শব্দ দৈত্যেব পর্য্যায়ঃ), পদভরোৎপিষ্টদেহাবশিষ্টাং (পদস্য ভরঃ তেন উৎপিষ্টো যো দেহস্তস্য তস্মাদ্ বা অবশিষ্টা তাং) চরণমর্দনেন সর্বং শরীরং নিঃশেষেণ বিনষ্টাং পরং কঠিন ত্বাবৎ অবিনষ্টাম্ সততা অবশিষ্টাং নূপুরগ্রন্থিসীম্নি নূপুরগ্রন্থিগুর্নকদেশঃ তৎপ্রান্তে, শ্লিষ্টাং লগ্নাং, শৃঙ্গস্য কোটিং শৃঙ্গস্য ক্রমসূক্ষ্মাগ্র-ভাগং, ব্যতিকরবিরতৌ মহিষেণ সহ দেব্যা সমরাবসানে, মাতুঃ জনন্যাঃ, প্রভ্রষ্টলীলাকুবলয় কলিকা কর্ণ পূরাদরেণ প্রভ্রষ্টা (কর্ণাদিত্যর্থঃ) যা লীলাপদ্মস্য কলিকা কোরকং তদেব কর্ণপূরং কর্ণভূষনং তস্মিন য আদরঃ সম্মাননা তেন, অত্র কুবলয় শব্দেন নীলোৎপল মবগন্তব্যম্, ইন্দীবরমপি কর্ণভূষণং ভবতি, তস্য চ মহিষশৃঙ্গেণ বর্ণসাম্যমস্তি, তেন চ শৃঙ্গে কুবলয়ভ্রান্তিরতপপন্না ; আদদানঃ গৃহ্লানঃ ভূপতিতামিত্যর্থঃ, কুমারঃ শিশুস্কন্দঃ বঃ যুষ্মাকং কল্মষাণি পাপানি মুখ্যাৎ অপহরেৎ। অত্র যস্যাঃ ইতি পদং কুমারাৎ প্রাক্ দাহতি পদমাক্ষিণ্য মুখ্যাদিতি ক্রিয়য়া অন্বেয়ম্। অন্যথা যত্র চণ্ডিকায়া স্তুতিরেব কবেরভিপ্রেতা তত্র কুমার বা স্তত্যঃস্যাৎ। স্তগ্যোঽহনি কুমারঃ মাতরমনাদৃত্য ন স্তবনীয়ঃ ॥ ৫

শ্লোকার্থ—চণ্ডীদেবী বলদর্পে পদপ্রহার করিলে সঙ্গে সঙ্গে তচ্চরণে মর্দিত মহিষাসুরের সমগ্র দেহের যে শৃঙ্গাগ্র ভাগ মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহা চণ্ডিকার নূপুরবন্ধনস্থান প্রান্তে সংলগ্ন হইয়া (ভূপতিত হইলে)

যুদ্ধাবসানে দেবীপুত্র কুমার (শিশু কার্ত্তিকের) ইহা মাতার কর্ণচ্যুত লীলাপদ্মের কলিকারূপ কর্ণাভরণ মনে করিয়া সমাদর সহকারে গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি তোমাদের পাপরাশি হরণ করুন। ৫

টিপ্পনী—এই শ্লোকে 'মুষ্যাৎ' (অপহরণ করুক) এই ক্রিয়াপদের কর্ত্তা কুমার। কুমারও অবশ্য স্তবের যোগ্য, কিন্তু চণ্ডিকার স্তবই কবির অভিপ্রেত। সহসা তাহা ত্যাগ করিয়া কুমারের স্তুতি তাঁহার অভিপ্রায় সঙ্গত হয় না। অতএব 'কুমার' শব্দের পূর্বে 'যস্যাঃ' (যাঁহার) ও 'মুষ্যাৎ' এই ক্রিয়াপদের পূর্বে 'সা' (তিনি) এই পদদ্বয়ের অধ্যাহার করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে অধ্যাহার করা ব্যাকরণের একটি বিধান। রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্-মহাভাষ্যকার পতঞ্জলীর এই উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়।

শশ্বদ্বিশ্বোপকারপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ সাস্তু শান্ত্যৈ শিবা বো
যস্যাঃ পাদোপশল্যে ত্রিদশপতিরিপুর্দূরদৃষ্টাশয়োঽপি।
নাকে প্রাপৎ প্রতিষ্ঠামসকৃদভিমুখো বাদয়ঞ্শৃঙ্গকোট্যা
হত্বা কোণেন বীণামিব রণিতমণিং মণ্ডলীং নূপুরস্য ॥ ৬

অন্বয়—দূরদুষ্টাশয়ঃ অপি (অতিশয় নীচাশয় হইয়াও) ত্রিদশাপতিরিপুঃ ইন্দ্রের শত্রু মহিষাসুর) যস্যাঃ (যাহার) পাদোপশল্যে (পাদপ্রান্তে) অসকৃদভিমুখঃ বার বার সমীপবর্ত্তী হইয়া) শৃঙ্গ কোট্যা (শৃঙ্গের তীক্ষ্ণাগ্রদ্বারা) হত্বা (আঘাত করিয়া) কোণেন (বাদন দণ্ডের দ্বারা) বীণামিব (বীণার ন্যায়) নূপুরস্য নূপুরের) রণিতমণিং (মণির ঝঙ্কারন্বিত) মণ্ডলীং (চক্রাকারবেষ্টন) বাদয়ন্ বাজাইয়া) নাকে (স্বর্গে) প্রতিষ্ঠাং (প্রতিষ্ঠা) প্রাপৎ (পাইয়াছিল) শশ্বদ্‌বিশ্বো-পকৃতিঃ (সর্বদা বিশ্বের উপকারিণী) অবিকৃতিঃ (বিকৃতি রহিতা) সা (সেই), শিবা (চণ্ডিকা) বঃ (তোমাদের) শান্ত্যৈ (শান্তির নিমিত্ত) অস্তু (হউন) ॥ ৬

চণ্ডীপ্রভা টীকা—দূরদুষ্টাশয়োঽপি দূরোদীর্ঘদীর্ঘঃ অতিশয়েন ইত্যর্থঃ দুষ্ট আশয়ঃ যস্য ত্রিভূবনস্যা মঙ্গল বিধায়কত্বাৎ নিচাশয়োঽপি, ত্রিদশাপতিরিপুঃ

ত্রিদশানাং দেবানাং পতিঃ ইন্দ্র তস্য রিপুঃ মহিষাসুরঃ যস্যা দেব্যাশ্চণ্ডিকায়াঃ পাদোপশল্যে চরণাস্তিকে (উপকণ্ঠোপশল্পে দ্বে ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ), অসকৃৎ বারং বারম্ অভিমুখ আসন্নঃ সমীপবর্ত্তী চা শৃঙ্গকোট্যা শৃঙ্গস্য তীক্ষ্ণাগ্রেণ, হত্বা আহত্য, কোণেন বাদন দণ্ডেন (ভাষায়াং মেবজান ইতি খ্যাতেন) বীণামিব বল্লকীমিব নূপুরস্য রণিত মণিং মণ্ডলীং (রণিতাঃ মনয়োর্যস্যাং তাং) সজ্ঘর্ষণজনিত শিঞ্জনোদ্‌গারিণীং নূপুরমণ্ডলীং বাদরন্ ধ্বনয়ন্ নাকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠাং চিরস্থিতিং প্রাপৎ প্রাপ্তবান্, শশ্বদবিশ্বোপ্রকৃতিঃ চিরমেব বিশ্বস্য উপকৃতিঃ সর্বমঙ্গলেত্যর্থঃ অবিকৃতিঃ বিকার রহিতা মূলপ্রকৃতিস্বরূপা। অতএব বিকার রহিতা (মূল প্রকৃতির বিকৃতিঃ) অথবা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপা—ব্রহ্মণোবিকার রাহিত্যাৎ সা প্রসিদ্ধা শিবা চণ্ডিকা বঃ যুষ্মাকং শান্ত্যৈ শান্তিবিধাণায় অস্তু কল্পতামিত্যর্থঃ। সর্বমঙ্গলা যুষ্মাকং মঙ্গলং বিদধাতু ইতি নিষ্কর্ষঃ। ৬

শ্লোকার্থ—অত্যধিক দুষ্টাশয় ইন্দ্র-বৈরী মহিষাসুর বারবার যাঁহার পাদ প্রান্তের সমীপবর্ত্তী হইয়া বাদনদণ্ড (কথা ভাষায় সে গ্রাপ্) দ্বারা বীণাসদৃশ বক্র শৃঙ্গের তীক্ষ্ণাগ্র দ্বারা যাহার মণিঘর্ষণোত্থিত শিঞ্জযুক্ত নূপুর মণ্ডলী বাজাইয়া চিরতরে স্বর্গলোকে স্থান লাভ করিয়াছে। স্বয়ং বিকাররহিতা ব্রহ্মরূপা সর্বদা বিশ্বের মঙ্গল বিধায়িনী সেই শিবা, চণ্ডী তোমাদের কল্যাণ করুন। ৬

নিষ্ঠ্যূতোঽঙ্গুষ্ঠকোট্যা নখশিখরহতঃ পার্ষ্ণিনির্ঘাত সারো
গর্ভে দর্ভাগ্রসূচীলঘুরিব গণিতো নোপসর্পন্সমীপম্।
নাভৌ বক্ত্রং প্রবিষ্টাকৃতি বিকৃতি যয়া পাদপাতেন কৃত্বা
দৈত্যাধীশো বিনাশং রণভুবি গমিতঃ সাস্তু দেবী শ্রিয়ে বঃ ॥ ৭

অন্বয়—যয়া (যে দেবী কর্তৃক) দৈত্যাধীশঃ (দৈত্যপতি মহিষাসুর) সমীপমুপসর্পন্ অপি (নিকটে আসিলেও) ন গণিতঃ (গণনীয় হয় নাই) অঙ্গুষ্ঠ কোট্যা (অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা) নিষ্ঠ্যূতঃ (পীড়িত অথবা নিষ্ঠীবনের ন্যায়

দূরে ক্ষিপ্ত) নখশিখরাহতঃ (নখাগ্রের দ্বারা আহত) পার্ষ্ণিনির্ঘাতসারঃ (পার্ষ্ণি অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি দ্বারা মর্দনের ফলে নিঃসার) গর্ভে (পদের গর্ভে অর্থাৎ মধ্যভাগে) দর্ভাগ্রসূচীলঘুরিব (কুশাগ্রসূচীর ন্যায় তুচ্ছ) পাদপাতেন (চরণ মর্দনের দ্বারা) প্রবিষ্টা কৃতি বিকৃতি (যাহাতে প্রবেশের অর্থাৎ পদতলে পতনের পূর্বে যে আকৃতি ছিল তাহা বিকৃতি লাভ করে সেইরূপে) নাভৌ (নাভিদেশে) বক্ত্রং কৃত্বা (মুখ ঢুকাইয়া দিয়া) রণভুবি (রণক্ষেত্রে) বিনাশং গমিতঃ (বিনষ্ট হইয়াছে) সা দেবী (সেই দেবী) বঃ (তোমাদের) শ্রিয়ে (শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত) অস্তু (হউন)॥ ৭

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যয়া ভগবত্যা চণ্ডিকয়া, দৈত্যাধীশঃ মহিষাসুরঃ, সমীপমুপসর্পন্নপি যুদ্ধার্থং বারং বারং অভ্যর্নমাগতমপি ন গণিতঃ তুচ্ছত্বাৎ অস্বীকৃতঃ অঙ্গুষ্ঠাগ্রকোট্যা অঙ্গুষ্ঠস্য সূক্ষ্মাগ্রভাগেন নিষ্ঠ্যূতঃ—নিষ্ঠীবনবৎ দূর মুৎক্ষিপ্তঃ নখশিখরাহতঃ নতুসমগ্রনখেন পরং তস্য অগ্রভাগেন তব আহতঃ পার্ষ্ণিনির্ঘাতসারঃ গুল্ফাস্যাধোভাগেন তথা নিষ্পীড়িতো যথা দেহস্য স্থিং-রাংশো বলঞ্চ বিধ্বস্তং (সারো বলে স্থিংরাংশেচ ইতি কোষঃ) অপিচ গর্ভে পাদস্য প্রপদগুল্ফয়োর্মধ্যভাগে যদাস্য দেহো নিপতিত ইত্যর্থ স্তদাদর্ভাগ্র-সূচীলঘুরিব মহাকায়মপি তং কুশসূচীমিব প্রায়েণাদৃশ্যামিব মত্বা পদপাতেন পাদগর্ভস্য পাতেন মর্দনেন প্রবিষ্টাকৃতি বিকৃতি প্রবিষ্টস্য যা আকৃতিবাকারস্তস্য যথা সম্যক্ বিকৃতি জায়তে তথা কৃত্বা, তথাচ কীদৃনিতি নাভৌ বক্ত্রং কৃত্বা মহিষস্য বক্ত্রং মুখং যথা নাভৌস্যাৎ নাভিমেব প্রবিশতি এবং পিণ্ডীকৃত্য, রণভুবি রণক্ষেত্র, বিনাশং গমিতঃ বিনাশিতঃ। সা দেবী বঃ যুষ্মাকং শ্রিয়ে শ্রীসম্পত্তয়ে অস্তু। মহাকায়োঽপি মহিষাসুরঃ দেব্যা পাদভরেণ মাংসপিণ্ডে পারণতোঽভূৎ পরং তাদৃশং কর্মাপি তস্যাঃ অকিঞ্চিৎকর মেবাসীৎ। ৭

শ্লোকার্থ—যে চণ্ডীদেবী মহিষাসুর নিকটে আসিলেও তাহাকে গ্রাহ্য করেন নাই, পরন্তু পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ মাত্র দ্বারা নিষ্ঠীবন তুল্য দূরে

নিক্ষেপ করিয়াছেন, নখাগ্র দ্বারা আঘাত করিয়া পার্ষ্ণি (গোড়ালি) প্রহারে তাহাকে শক্তি হীন করিয়াছেন, এবং যখন সে তাঁহার পদতলের মধ্যভাগে আসিয়াছে, তখন পদভরে যে আকৃতি লইয়া সে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা এমনই বিকৃত হইয়াছে, যে তাহার মুখ (পিষ্ট হইয়া) নাভিদেশে প্রবেশ করিয়াছে, এইরূপে রণক্ষেত্রে তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, তিনি তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন। ৭

গ্রস্তাশ্বঃ শষ্পলোভাদিব হরিতহরেরপ্রসোঢ়ান লোষ্মা
স্থানৌ কণ্ডূং বিনীয় প্রতিমহিষরুষেবান্তকোপান্তবর্তী।
কৃষ্ণং পঙ্কং যথেচ্ছন্বরুণমুপগতো মজ্জনায়েব যস্যাঃ
স্বস্থোঽভূৎপাদমাপ্য হ্রদমিব মহিষঃ সাস্তু দুর্গা শ্রিয়ে বঃ ॥ ৮

অন্বয়—শষ্পলোভাদিব হরিতহরেঃ প্রস্তাশ্বঃ (যে তৃণ লোভেই যেন সূর্য্যের অশ্বসমূহকে গ্রাস করিয়াছিল) অপ্রসোঢ়ানলোষ্মা (অগ্নির উষ্ণতা সহ্য করিতে অসমর্থ) স্থানৌ কণ্ডূং বিনীয় (শিবের সহিত যুদ্ধ করিয়া অথবা শুষ্ক বৃক্ষাদির কাণ্ডে গাত্রের কণ্ডূতি অপনয়ন করিয়া) প্রতি মহিষরুষা (প্রতিদ্বন্দ্বী মহিষের প্রতিরোধ বশতঃ) মন্ত কোপান্তবর্তী (মহিষ বাহন যমের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল) কৃষ্ণং যথা পঙ্কং (তথা) ইচ্ছন্ (শ্রীকৃষ্ণকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া পঙ্কমাত্র মনে করিয়া) মজ্জনায় ইব (যেন অবগাহন করিবার জন্য) বরুণম্ উপগতঃ (বরুণের নিকট গিয়াছিল) (সঃ) মহিষঃ (সেই মহিষ) যস্যাঃ (যাঁহার-যে দেবীর) হ্রদমিব (হ্রদের ন্যায়) পাদম্ আপ্য (পদ প্রাপ্ত হইয়া) স্বস্থঃ অভূৎ (সুস্থ হইয়াছিল, অথবা স্বর্গস্থ হইয়াছিল) সা দুর্গা (সেই দুর্গা) বঃ (তোমাদের), শ্রিয়ে (শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত) অস্তু (হউন)। ৮

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যো মহিষঃ শষ্পলোভাদিব লোভবশাৎ তৃণান্য ধুমেব, হরিত হরেঃ সূর্য্যস্য (পীত লোহিতাদয়ঃ সপ্তবর্ণাঃ সূর্য্যস্য অশ্বাঃ যতঃ হরিদশ্বো ঽপি তস্য নামান্তরম্) গ্রস্তাশ্বঃ—অশ্বান্ কবলিতবান্ (গ্রস্তা অশ্বাঃ যেন,

অন্বয়ার্থং হরিত হরি মপেক্ষমানোঽপি আপেক্ষেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ) অপ্রলোঢ়ান লোম্মাঅগ্নেস্তেজোইসহমানঃ (অপ্রসোঢ়ঃ সোঢ়ুমসমর্থঃ অনলোষ্মা অগ্নিতেজঃ যেন তাদৃশঃ) অগ্নিরপি দেবপক্ষেস্থিতঃ যতঃ দেবাযেস্তস্য দর্পাৎ তস্য উষ্মাতেজঃ অসহো জাতঃ প্রকৃত্যা মহিষোঽপি উষ্মানং ন সহতে, স্থানৌ কণ্ডুং বিনীয়-স্থানৌ শিবে সমর কণ্ডুতিং অথবা শুষ্কবৃক্ষাদৌ দেহকণ্ডুতিং অপনীয়, প্রতিমহিষরুষা প্রতিদ্বন্দ্বীনং মহিষং প্রতিরোধ বশাৎ অন্তকোপান্তবর্ত্তী অন্তযাস্য মহিষ বাহনস্য যমস্য উপান্তে বর্ত্ততে যস্তাদৃশঃ যমসমীপং যুদ্ধার্থমাগত ইত্যর্থঃ কৃষ্ণং যথা পঙ্কং ইচ্ছন্—বর্ণেন হি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ কৃষ্ণ তব, পঙ্কোঽপি কৃষ্ণঃ, মহিষশ্চ প্রকৃত্যা পঙ্কপ্রিয়াঃ মহিষাসুরোঽপি কৃষ্ণং তথৈব যুদ্ধার্থমত্যুপেতঃ যথা পঙ্কেনেব তেন নন্দতি-কৃষ্ণং পঙ্কযতিতুস্থং সম্যমানঃ মজ্জনায় ইব অবগাহনায় ইব, বরুণং জলাধীশম্ উপগতঃ সমীপং গতঃ বরুণেনাপ্যস্য যুদ্ধং শীতসলিলাবগাহন মিব প্রমোদকরং প্রকৃত্যা চা বগাহন প্রিয়াঃ মহিষাঃ যস্যাঃ দেব্যাশ্চণ্ডিকায়া ইত্যর্থঃ, হ্রদমিব সুপ্রসন্ন গভীর জলাশয়মিব পাদম্ আপ্ত্বা চরণং প্রাপ্য স্বস্থঃ অভূৎ তাপশান্ত্যা সুস্থতামাপন্নঃ অথবা সস্বর্গঃ তত্রস্থঃ স্বর্গগতএব বভূব সা দুর্গা-সা চণ্ডিকা যুষ্মাকং ; শ্রিয়ে শ্রীসম্পত্তয়ে অস্তু ভবতু। মহিষোহি যুদ্ধার্থং সূর্য্যং শিবং কৃষ্ণ বরুণঞ্চ গতঃ পরং তেনাপি তস্য বনকণ্ডুতির্নাপতীতা দেবী পাদং প্রাপ্যৈব তস্যাঃ নিবৃত্তির্জাতা। অপরং চ মহিষাস্তৃণামত্তি আতপং নসহতে পঙ্কে লুঠতি শীতলং সলিলঞ্চাবগাহতে স্বভাবা দেব লোভবশাৎ তৃণ যুদ্ধ্যা সূর্য্যাশ্বাগং গ্রাসাদয়ভ্য দেব্যাঃ পাদহ্রদং প্রাপ্য নির্বৃত্তিলাভং যাবৎ স স্বভাব তব প্রকটিত। ৮

শ্লোকার্থ—যে মহিষাসুর যেন তৃণ লোভেই সূর্য্যের অশ্বসমূহ গ্রাস করিয়াছে, যে অগ্নি তেজ সহনে অসমর্থ, শিব দ্বারা যুদ্ধ করিয়া যে রণকণ্ডুতি (বা শুষ্ক বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করিয়া যে দেহ কণ্ডুয়ন অপনয়ন করিয়াছিল) প্রতিদ্বন্দ্বী মহিষাসুরের প্রতি ক্রোধবশে যে মহিষবাহন যমের নিকট গিয়াছিল, কৃষ্ণকেও পঙ্কের তুল্য তুচ্ছ মনে করিয়া অবগাহনার্থ যে বরুণের সম্মুখে গিয়াছিল,

সে যাঁহার চরণরূপ হ্রদ প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ, স্বর্গস্থ হইয়াছিল, সেই দেবী দুর্গা তোমাদিগকে শ্রী সম্পন্ন করুন। ৮

টীপ্পনী—স্থাণু অর্থে শিব ও শুষ্ক বৃক্ষ উভয়ই বুঝায়, স্বস্থ অর্থে সুস্থ অথবা স্বর্গস্থ (স্বর্+স্থা+ক) উভয়ই হইতে পারে। মহিষ সৌর তাপ সহনে অক্ষম। সে জন্য সে জলে ও কর্দমে দেহসিক্ত করিতে ভালবাসে এবং অন্য মহিষ দেখিয়া রুষ্ট হয় ইহাও মহিষের স্বভাব।

ত্রৈলোক্যাতঙ্কশান্তয়ে[১] প্রবিশতি বিবশে ধাতরি ধ্যানতন্দ্রী-
মিন্দ্রাদ্যেষু দ্রবৎসু দ্রবিণপতিপয়ঃ পালকালানলেষু।
যে স্পর্শৈনৈব পিষ্ট্বা মহিষমতিরুষং ত্রাতবন্তস্ত্রিলোকীং
পান্তু ত্বাং পঞ্চ চণ্ড্যাশ্চরণনখনিভেনাপরে লোকপালাঃ॥ ৯

অন্বয়। ত্রৈলোক্যাতঙ্কশান্তয়ে (ত্রিভুবনের ভীতিদূর করিবার নিমিত্ত) বিবশে (অবশচিত্ত) ধাতরি (বিধাতা) ধ্যানতন্দ্রীং (ধ্যানরূপতন্দ্রায়) প্রবিশতি (প্রবেশ করিলে) ইন্দ্রাদ্যেষু (ইন্দ্রপ্রভৃতি) দ্রবিণপাতপয়ঃ পালকানলেষু (ধনপতিকুবের জলাধিপতি বরুণ ও মনল) দ্রবৎসু (পলায়ন করিলে) যে (যাহারা) স্পর্শেনৈব (একমাত্র স্পর্শদ্বারাই) অতিরুষং (অতিশয়ক্রুদ্ধ) মহিষং (মহিষাসুরকে) পিষ্ট্বা (পেষণ করিয়া) ত্রিলোকীং (ত্রিভুবন) ত্রাতবন্তঃ (রক্ষা করিয়াছে) তে (সেই পাল) চণ্ড্যাঃ (চণ্ডীর) চরণ নখনিভেন (চরণনখের সাদৃশ্য দ্বারা) অপরে (অন্য) পঞ্চ (পঞ্চসংখ্যক) লোকপালা (লোকপালগণ) ত্বাং (তোমাকে) পান্তু (রক্ষা করুন)। ৯

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ত্রৈলোক্যাতঙ্ক শান্তয়ে ত্রিভুবনস্য মহিষাসুরাৎ য আতঙ্কঃ ভয়ং তস্য শান্তয়ে উপশমায় বিবশে অবসন্নচিত্তে, ধাতরি বিধাতরি ধ্যানতন্দ্রীং চিন্তাকুলসন্ উপায়ান্তরমপশ্যন্ তন্দ্রাগতইব নয়নে নিমীল্য

---

১ ত্রৈলোক্যাতঙ্ক শান্ত্যৈ ইতি পাঠান্তর

্যানকর্মণি প্রবিশতি-প্রবিষ্টে-ধ্যানমগ্নে জাতে ইন্দ্রাদ্যেষু মহেন্দ্র প্রভৃতিষু ্বিণপয়ঃ পালকানলেষু-ধনাধিপ-জলাধিপানলেষু দ্রবৎসু-পলায়িতেষু, চরণ ্যনিভেন-চরণ নখসাদৃশ্য মাত্রমুদ্বহতা স্পর্শেনৈব-স্পর্শমাত্রেন, অনেন নমানাং ্যামগ্রিক ব্যাপারোঽপি ন জাতঃ ইত্যবগম্যতে অতিরুষং তিম্যাং ক্রোধাবিষ্টং, ্হিষং মহিষাসুরং, পিষ্ট্বা মর্দিত্বা যে অপরে লোকপালাইব, ইন্দ্রাদিষু ্লাকপালেষু পলায়িতেষু প্রয়োজনযুদ্ধ্যা লোকপালাধিকারং স্বীকৃত্যেত্যর্থঃ প্রসিদ্ধ লোকপালান্ বিহায় অন্যে লোকপালাঃ ত্রিলোকীং ত্রিভুবনং ত্রাতবন্তঃ রক্ষিতবন্তঃ, তে ইতি উহ্যং, পঞ্চ পঞ্চসংখ্যকাঃ নমা ইত্যর্থঃ ত্বাং পান্তু রক্ষন্তু। ৯

শ্লোকার্থ—মহিষাসুরের উপদ্রবে বিধাতা অবসন্নচিত্তে ধ্যানরূপ যোগ-নিদ্রাগত হইলেন। তখন ইন্দ্র, কুবের, বরুণ ও অগ্নি প্রমুখ দেবতা পলায়ন করিলেন এবং দেবী চণ্ডিকার চরণের নখসাদৃশ্যযুক্ত স্পর্শমাত্র অতিক্রুদ্ধ মহিষাসুরকে পেষণান্তে ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যান্য লোকপালগণের ন্যায় চণ্ডিকার সেই পঞ্চনখ তোমাকে রক্ষা করুন। ৯

প্রালেয়োৎপীড়পীব্নাং নখরজনিকৃতামাতপেনাতি পাণ্ডুঃ
পার্বত্যাঃ পাতু যুষ্মান্ পিতুরিব তুলিতাদ্রীন্দ্রসারঃ স পাদঃ
যো ধৈর্য্যান্মুক্তলীলাসমুচিতপতনাপাতপীতাসুরাসী-
ন্নো দেব্যা এব বামশ্ছলমহিষতনোর্নাকলোকদ্বিষোঽপি ॥ ১০

অন্বয়—প্রালেয়োৎ পীড়পীব্নাং (তুহিনরাশি দলিত করার ফলে অতিশয়বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) নখর জনিকৃতাং (নখচন্দ্রসমূহের) আতপেন (প্রভাদ্বারা) অতিপাণ্ডু (অতিশয় শুভ্রবর্ণ) পিতু (পিতার অর্থাৎ হিমালয়ের পাদদেশের ন্যায়), তুলিতাদ্রীন্দ্রসারঃ (নগরাজের সারভাগের সদৃশ) ধৈর্য্যাৎ (ধৈর্য্যবশতঃ) নাক লোকদ্বিষঃ (স্বর্গদ্বেষী) ছলমহিষতনোঃ (কপট মহিষ রূপধারী অসুরের) মুক্তলীলা সমুচিত পতনাপাত পীতাসুঃ (যাহা স্ত্রী জনোচিত বিলাস ত্যাগ করিয়া যথোচিতরূপে পতিত হইয়া প্রাণাপান্ গ্রাস্ করিয়াছে) যঃ (যে)

দেব্যাঃ (দেবীর) পার্বত্যাঃ (পার্বতীর) বামঃ (বাম-ভক্তের নিকট সুন্দ ও মহিষের প্রতিকূল) পাদঃ (চরণ) সঃ (তাহা) নঃ (আমাদের পাতু (রক্ষা করুক)। ১০

চণ্ডীপ্রভা টীকা—দেব্যাঃ পার্বত্যাঃ বামপাদঃ বামচরণঃ নঃ অস্মা পাতুরক্ষতু। কীদৃশোঽসৌ পাদঃ? প্রালেয়োৎ পীড়পীব্নাং তুহিনদলনাৎ পীবানঃ বৰ্দ্ধিতাঃ (পৈঙ্ধাতোঃ ক্বনিপি রূপং) তেষাং নখরজনিকৃতাং-রজনি করোতীতি রজনিকৃৎ চন্দ্রঃ নখাএব রজনিকৃতঃ তেষাং আতপেন (প্রভয়া অতিপাণ্ডুঃ (অতিশুভ্র) (পার্বতী তুহিনাচলে বসতি তত্রভ্রমণেন তুষার সম্পর্কা চন্দ্রইব দ্যোতমানাস্তস্যা নখাঃ সমধিক শুভ্রতয়া সমুল্লসন্ত্যেব) অপিচ পিতু হিমালস্যোত্যর্থঃ তুলিতাদ্রীন্দ্রসারঃ অদ্রীণাং পার্বতানাং যে ইন্দ্রাঃ শ্রেষ্ঠাঃ তেষাং সারেণ স্থিরাংশেন তুলিতা উপমিতাঃ নিতরাং সারবান্ ইত্যর্থঃ, পাদইব যস্যাঃ পাদঃ নাকলোকদ্বিষঃ যো নাকলোকং স্বর্গলোকং দ্বেষ্টিতস্য, ধৈর্য্যাৎ ধীরতয় ছলমহিষতনোঃ-ছলেন কপটেন মহিষশরীর ধারিণঃ মহিষাসুরস্য মুক্তলীল সমুচিত পাতনা পাতপীতাসুঃ মুক্তাযালীলা স্ত্রী জনচিতা বিলাসপতিঃ তয়া যঃ সমুচিত পাতনাপাতঃ যোগ্যপাদপাতনরূপঃ আপাতঃ তেন পীতাঃ গ্রস্তাঃ অসবঃ (মহিষস্য ইতিসম্বন্ধঃ সমুন্নেয়ঃ) যেন তাদৃশঃ স্ত্রীণাং পাদক্ষেপেঽপি শৃঙ্গারো চিতালীলা ধীরায়মাণায়াঃ তস্যাঃ সা ন শোভতে ইতি কৃত্বালীলা মুক্তেত্যর্থঃ যঃ দেব্যাঃ পার্বত্যাঃ বামপাদঃ-বামচরণঃ বামঃ ভক্তদৃষ্ট্যা সুন্দরঃ মহিষপক্ষে তু অদক্ষিণ প্রতিকূলইত্যর্থঃ নঃ অস্মান্ পাতুরক্ষতু। ১০

শ্লোকার্থ—দেবী পার্বতী যে বাম (ভক্তপক্ষে অনুকুল ও মহিষ পক্ষে প্রতিকুল) চরণের নখচন্দ্র তুহিনরাশি দলন পূর্বক অতিশয় শুভ্রকান্তি ধারণ করিয়াছে। পিতার পদতুল্য যে চরণ শ্রেষ্ঠ পর্বতসমূহের ন্যায় সারবান্, যাহা ধৈর্য্যবশে স্ত্রী জনোচিত বিলাস পরিত্যাগ পূর্বক মর্দন দ্বারা স্বর্গদ্বেষী কপট মহিষরূপধারী মহিষাসুরের প্রাণবারিপান করিয়াছেন, দেবীর সেই অভয় চরণ তোমাদিগকে পালন করুন। ১০

বক্ষো ব্যাজৈণরাজঃ স দশভিরভিনৎ পাণিজৈঃ প্রাক্সুরারেঃ
পঞ্চৈ বাস্তং নয়ামো যুবতিচরণজাঃ শত্রুমেতে বয়ং তু।
ইত্যুৎপন্নাভিমানৈর্নখশশিমণিভির্জ্যোৎস্নয়া স্বাংশুমযা
যস্যাঃ পাদে হতারৌ হসিত[১] ইব হরিঃ সাস্তু কালী শ্রিয়ে বঃ॥ ১১

অন্বয়—সঃ (সেই) ব্যাজৈনরাজঃ (কপটসিংহ) দশভিঃ পাণিজৈঃ (দশটি নখের দ্বারা) প্রাক্ (পূর্বে) সুরারেঃ (দেববৈরী হিরণ্যকশিপুর) বক্ষঃ (বক্ষস্থল) অভিনৎ (বিদীর্ণ করিয়াছিল)। এতে বয়ং (এই আমরা) যুবতিচরণজাঃ (যুবতির চরণজাত) পঞ্চ এব (পাঁচজনেই) শত্রুং (শত্রুকে) অস্তং (বিনাশ) নয়ামঃ (প্রাপ্ত করাইব)। যস্যাঃ (যাঁহার) হতারৌ পাদে (পদ অরি নিধন করিলে) ইতি (এই প্রকার) উৎপন্নাভিমানৈঃ (গর্বিত) নখশশিমণিভিঃ (নখরূপচন্দ্রকান্তমণিসকল) অংশুময্যা (প্রভাময়) জ্যোৎস্নয়া (দীপ্তিদ্বারা) হরিঃ (নৃসিংহ) হসিতঃ ইব (উপহাসিত হইয়াছিল) সা কালী (সেই কালী) বঃ (তোমাদের) শ্রিয়ে (শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত) অস্তু (হউন)। ১১

চণ্ডীপ্রভা টীকা—প্রাক্ পুরাকল্পে, স ব্যাজৈনরাজঃ (এণানাং মৃগাণাং রাজা সিংহ ইত্যর্থঃ) ব্যাজঃ কপটঃ এণরাজঃ—নতুপ্রকৃত্যা পরং কপটমাশ্রিত্য ধৃতসিংহবিগ্রহঃ নৃসিংহঃ, সুরারেঃ হিরণ্যকশিপোঃ, বক্ষঃ উরঃ স্থলং দশভিঃ পাণিজৈঃ (দশনখৈঃ) অভিনৎ (বিদীর্ণবান্) এতেবয়ং সাম্প্রতং বিদ্যমানা এব যুবতিচরণজাঃ পঞ্চ এব শত্রুম্ অস্তং নয়ামঃ বিনাশয়ামঃ। ইতি এবং উৎপন্নাভিমানৈঃ সঞ্জাত গর্বৈঃ [নৃসিংহঃ পুমান্ অপি দশনখৈঃ যৎ চকার বয়ং যুবতিচরণজাঃ পঞ্চ এব তৎ কর্মঃ ইতি গর্বপ্রকারঃ], নখশশিমণিভিঃ—নখরূপ চন্দ্রকান্তৈঃ, অংশুময্যা জ্যোৎস্নয়া—প্রভাভাস্বরকিরণৈঃ যস্যাঃ কাল্যাঃ পাদে চরণে হতারৌ হতোঽরির্যেন তাদৃশে সতি, হরিঃ নৃসিংহঃ হসিত ইব প্রায়েণোপহসিতঃ, সা কালী বং যুষ্মাকং শ্রিয়ে ভূত্যৈ অস্তু। ১১

---

১ হস্মিত ইতি বা পাঠঃ

শ্লোকার্থ—পূর্বে কপটসিংহবিগ্রহ (নৃসিংহদেব) দশ নখদ্বারা দেববৈরী হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। আমরা যুবতির চরণজাত হইয়াও পাঁচজনই শত্রুনাশ করিতেছি। এইরূপ পদাঘাতে অসুর নিহত হইলে যাঁহার নখরূপ চন্দ্রকান্তমণিসমূহ গর্বভরে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাদ্বারা নৃসিংহদেবকেও উপহাস করিয়াছিল, সেই দেবী কালী তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন। ১১

রক্তাক্তেঽলক্তকশ্রীর্বিজয়িনি বিজয়ে নো বিরাজত্যমুষ্মিন্
হাসো হস্তাগ্রসংবাহনমপি দলিতাদ্রীন্দ্রসারদ্বিষোঽস্য।
ত্রাসেনৈবাদ্য সর্বঃ প্রণমতি কদনেনামুনেতি ক্ষতারিঃ
পাদোঽব্যাচ্চুম্বিতো বো রহসি বিহসতা ত্র্যম্বকেনাম্বিকায়াঃ ॥ ১২

অন্বয়—বিজয়ে (হে দুর্গে) বিজয়িণি (বিজয়শীল) রক্তাক্তে (রক্তরঞ্জিত) অমুষ্মিন্ (তোমার এই পদে) অলক্তক শ্রীঃ (আলতার শোভা) নো (সম্ভব নহে)। দলিতাদ্রীন্দ্রসারদ্বিষঃ (যে গিরিরাজের ন্যায় সারবান্ শত্রুকে দলিত করিয়াছে) অস্য (ইহার) হস্তাগ্রসংবাহনমপি (হস্তের অগ্রভাগ দ্বারা সংবাহনও) হাসঃ (হাস্যজনক)। অধুনা (ইহাদ্বারা) কদনেন (পীড়নের দ্বারা) ক্ষতারিঃ (শত্রু নিহত হইয়াছে) অদ্য (আজ) ত্রাসেন (সভয়ে) সর্বঃ (সকলে) প্রণমতি (প্রণাম করিতেছে) ইতি (ইহা বলিয়া) রহসি (গোপনে) বিহসতা ত্র্যম্বকেন (সহাস শিবের দ্বারা) চুম্বিতঃ (চুম্বিত) অম্বিকায়াঃ (অম্বিকার) পাদঃ (চরণ) বঃ (তোমাদের) অব্যাৎ (রক্ষা করুক)। ১২

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে বিজয়ে দুর্গে (দেব্যাঃ নামান্তর বিজয়েতি দেবী-পুরাণাদুপলভ্যতে—তথাচ—"বিজিত্যপদ্মনামানং দৈত্যরাজং মহাবলম্। বিজয়া তেন সা দেবী লোকে চৈবাপরাজিতা ॥") বিজয়িণি অসুরবিজয়কারিণি রক্তাক্তে মহিষাসুরস্যরুধির রঞ্জিতে অমুষ্মিন্ তে পদে ইত্যর্থঃ। অলক্তকশ্রাঃ যাবকশোভা নো ন সম্ভবতি রুধিরেণৈব যাবককৃত্যসম্পাদনাদিত্যর্থঃ দলিতাদ্রীন্দ্রসারদ্বিষঃ (অদ্রীণাং পর্বতানাং ইন্দ্রঃ তস্য সার ইব সারো যস্য তাদৃশো দ্বিট্ শত্রুঃ স দলিতো যেন তস্য) শিলাসঙ্ঘাতকঠোরবপুঃ শত্রুরপি যেন পিষ্টঃ তাদৃশস্য অস্য

তে পাদস্য হস্তাগ্রসংবাহনমপি হস্তামর্ষেণ সেবনমপি হাসঃ হাসস্বরূপ যে অমুনা পাদেনেত্যর্থ। কদনেন পীড়নেন ক্ষতারিঃ শত্রুর্নিহতঃ অতঃ অস্য সর্বঃ সকললোকঃ ত্রাসেন ভয়েন প্রণমতি ইতি অভিধায় ইত্যর্থঃ রহসি বিবিক্তস্থানে বিহসতাত্র্যম্বকেন হাসং কুর্বতা শিবেন চুম্বিতঃ অম্বিকায়াঃ পাদঃ বঃ যুষ্মান্ তব্যাৎ রক্ষেৎ। প্রিয়ায়া চরণস্য যাবকপ্রসাধনেন সংবাহনেন প্রণামেন বা সম্ভাবনা ক্রিয়তে—তেষাং ত্রয়াণামপি অযোগ্যত্বাৎ চুম্বনেন আদ্রিয়তে ইত্যর্থঃ। ১২

শ্লোকার্থ—হে বিজয়ে দুর্গে, মহিষাসুরের রক্তে রঞ্জিত তোমার এই পদে অলক্তক শোভা পায় না। গিরিরাজসদৃশ সারবান্ মহাশত্রুকে দলিত করিয়াছ। সেজন্য হস্তদ্বারা তাহার সংবাহনও হাস্যকর। ইহাকে পীড়নদ্বারা শত্রুনিধন করিয়াছ বলিয়া সকলেই আজ তোমাকে প্রণাম করিতেছে। অতএব অলক্তকদ্বারা প্রসাধন, সংবাহন ও প্রণাম তিনটিই নিষ্প্রয়োজন। বিবিক্তপ্রদেশে ভগবান্ শিব ইহা বলিয়া হাসিতে হাসিতে অম্বিকার যে চরণচুম্বন করিয়াছিলেন তাহা তোমাদের রক্ষা করুক। ১২

ভঙ্গো ন ভ্রূল-তায়াস্তুলিতবলতয়ানাস্থমস্থনাং তু চক্রে
ন ক্রোধাৎপাদপদ্মং মহদমৃতভুজামুদ্ধৃতং শল্যমন্তঃ।
বাচালং, নূপুরং নো জগদজনি জয়ং শংসদংশেন পার্ষ্ণে
-মুর্ষ্ণস্ত্যাসূনসুরারেঃ সমরভুবি যয়া পার্বতী পাতু সা বঃ॥ ১৩

অন্বয়—তুলিতবলতয়া (মহিষাসুরের বল পরিমিত বলিয়া—অর্থাৎ ইহার শক্তি এতটুকুমাত্র জানিয়া) ভ্রূলতায়াঃ ভঙ্গো ন (ভ্রূভঙ্গ করেন নাই) অনাস্থং (তাচ্ছিল্যের সহিত) অস্থনাং (মহিষাসুরের অস্থিসমূহ) [ভঙ্গ] চক্রে (ভগ্ন করিয়াছিলেন) ক্রোধাৎ (ক্রোধবশতঃ) পাদপদ্মং (চরণকমল) নোদ্ধৃতং তোলেন নাই) অমৃতভুজাং (অমৃতভোজী দেবতাগণের) মহৎ (বিশাল) অন্তঃশল্যম্ (অন্তকরণের শল্য) উদ্ধৃতং (উদ্ধার করিয়াছেন) বাচালং (মুখের) নূপুরং (নূপুর) ন অজনি (হয় নাই) জগৎ (ব্রহ্মাণ্ড) জয়ং শংসৎ (জয় সাধন করিয়া) বাচালম্ অজনি (মুখর হইয়াছিল) সমরভুবি (যুদ্ধক্ষেত্রে) পার্ষ্ণেঃ

অংশেন (গোড়ালির অংশমাত্র দ্বারা) সুরারেঃ (দেববৈরী মহিষের) অসূন্ (প্রাণ) মুষ্ণন্ত্যা যয়া (হরণ কারিণী যে দেবী কর্তৃক) সা পার্বতী (সেই পার্বতী) বঃ (তোমাদের) পাতু (রক্ষা করুন)। ১৩

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যয়া দেব্যা পার্বত্যা তুলিতবলতয়া অস্য মহিষাসুরস্য বলং তুলিতং ন তু অতুলং ইয়দেবাস্য বলং ইতি জ্ঞানেন তদ্বধকালে ভ্রূলতায়াঃ ভঙ্গঃ ক্রোধচিহ্নরূপঃ ভ্রূভঙ্গো ন চক্রে পরং অনাস্থং (ন বিদ্যতে আস্থা যস্মিন্ কর্মণি তথা) অতিতুচ্ছং মত্বেত্যর্থং তস্য অস্থ্যাং ভঙ্গশ্চক্রে, ক্রোধাৎ কোপবশাৎ পাদপদ্মং চরণকমলং নোদ্ধৃতম্ পরং অমৃতভুজাং (অমৃতভুঙ্‌ক্তে ইতি অমৃতভুক্ দেবঃ) দেবানাং মহৎ অতিবিশালং অন্তঃশল্যং হৃদয়কণ্টকং উদ্ধৃতমিতিশেষঃ তস্যাং নূপুরং বাচালং মুখরং শব্দায়মানমিত্যর্থঃ। ন অজনি ন জাতম্ পরং জয়ং শংসৎ—জয় জয় ইত্যসকৃৎ ঘোষয়ৎ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডং বাচালং জাতম্ সমরভুবি রণক্ষেত্রে সুরারেঃ দেববৈরিণঃ মহিষাসুরস্যেত্যর্থং অসূন্ প্রাণান্ মুষ্ণন্ত্যা হরন্ত্যা যয়া এবং কৃতং সা পার্বতী বঃ যুস্মান্ পাতু রক্ষতু। ১৩

শ্লোকার্থ—মহিষাসুরের প্রাণহরণকারিণী যে দেবী চণ্ডিকা ইহার বল অল্পমাত্র জানিয়া ভ্রূভঙ্গও করেন নাই, কিন্তু অত্যন্ত তুচ্ছভাবে তাহার অস্থিগুলি চূর্ণ করিয়াছিলেন এবং ক্রোধবশে স্বকীয় চরণকমল একবারও ঊর্দ্ধে তোলেন নাই, পরন্তু অমৃতভোজী দেববৃন্দের হৃদয়কণ্টক উৎপাটিত করিয়াছিলেন। তৎকালে যাঁহার নূপুর একবারও ঝংকৃত হয় নাই কিন্তু জগৎ জয় ঘোষণায় মুখর হইয়াছিল, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। ১৩

নির্যন্নানাস্ত্রশস্ত্রাবলি বলতি বলং কেবলং দানবানাং
দ্রাঙ্ নীতে দীর্ঘনিদ্রাং দ্বিষতি ন মহিষীত্যুচ্যসে প্রায়শোঽদ্য।
অস্ত্রীসংভাব্যবীর্যা ত্বমসি খলু ময়া নৈবমাকারণীয়া
কাত্যায়ন্যাত্তকেলাবিতি হসতি হরে হ্রীমতী হন্ত্বরীন্বঃ ॥ ১৪

অন্বয়—দ্রাক্ (সহসা) দ্বিষতি (শত্রু অর্থাৎ মহিষাসুর) দীর্ঘনিদ্রাং (মৃত্যু) নীতে (প্রাপিত হইলে) দানবানাং (অসুরগণের) নির্যন্নানাস্ত্রশস্ত্রাবলি (নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া) বলং (সৈন্য) কেবলং বলতি (একমাত্র

পলায়নপর হইলে) অদ্য (আজ, এক্ষণে) মহিষী ইতি (মহিষী বলিয়া) ন উচ্যসে (তোমাকে সম্বোধন করিতে পারি না)। ত্বং খলু (তুমি) অস্ত্রী-সম্ভাব্যবীর্যা (স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্ভাব্যবীর্যধারিণী) [অতঃ—অতএব] ময়া (আমাকর্তৃক) এবং (এইপ্রকার) ন আকারনীয়া (সম্বোধনের যোগ্য নহ) আত্ত কেলৌ (কেলিপরায়ণ) হসতি (হাসিয়া) হরে (শিব—এইরূপ বলিলে) হ্রীমতী (লজ্জিতা) কাত্যায়নী (কাত্যায়নী) বঃ (তোমাদের) অরীন্ (শত্রুদের) হন্তু (বিনাশ করুন)। ১৪

চণ্ডীপ্রভা টীকা—দ্রাক্ ত্বরয়া দ্বিষতি শত্রৌ অর্থাৎ মহিষাসুর দীর্ঘনিদ্রাং মহানিদ্রাং মৃত্যুমিত্যর্থঃ নীতে প্রাপিতে দানবানাং অসুরাণাং নির্যন্নানাস্ত্রশস্ত্রাবলি অস্ত্রং দূরোৎক্ষেপণ যোগ্যং ভল্লাদি শস্ত্রং চ তদন্যমায়ুধং নানা অস্ত্রানি শস্ত্রানি চ তেষামাবলিঃ সা নির্যন্তী নির্গচ্ছন্তী পরিত্যক্তা যস্য তথাবিধং বলং সৈন্যং কেবলং বলতি পলায়নমাত্র পরে, অদ্য সাম্প্রতং ত্বং মহিষী ইতি ন উচ্যসে কথ্যসে ময়া পূর্বং মম সাম্রাজ্যেশ্বরী ত্বং ময়া আদরেণ মহিষীতি উচ্যসে স্ম, মহিষপ্রিয়াপি মহিষী অতঃ ইদানীং মহিষমর্দিন্যাস্তা তাদৃগভিধানং গ্লানিকরমেব ইতি ভাবঃ। ত্বং খলু অস্ত্রীসম্ভাব্যবীর্যা স্ত্রীষুসম্ভাব্যং বীর্য্যং যস্যাঃ সা স্ত্রীসম্ভাব্যবীর্য্যা ত্বং তু ইন্দ্রাদিভিঃ সুরবীরৈরাপি যদশদ্যং তস্য সাধনাৎ—তাদৃশী ন ভবসি অতঃ ময়া এবং ন আকারণীয়া সম্বোধ্যা আত্তকেলৌ আত্ত স্বীকৃতা কেলির্যেন অর্থাৎ পার্বত্যাসহ কেলিপরায়ণে হসতি হাস্যযুক্তে হরে সতি হ্রীমতী লজ্জিতা কাত্যায়নী বঃ যুষ্মাকং অরীন্ শত্রুন্ হন্তু বিনাশয়ন্তু। ১৪

শ্লোকার্থ—অতিশীঘ্র দেবশত্রু মহিষাসুর মহানিদ্রা প্রাপিত হইলে অসুর সৈন্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইল। তখন দেবীর সহিত ক্রীড়ারত শিব হাসিয়া বলিলেন, "পূর্বে তোমাকে মহিষী অর্থাৎ আমার সাম্রাজ্যের ঈশ্বরী বলিতাম, কিন্তু মহিষের স্ত্রীও মহিষী এবং তুমি মহিষমর্দিণী। সেজন্য এখন আর তোমাকে মহিষী বলিতে পারি না। তুমি স্ত্রীলোকের পক্ষে অকল্পনীয় বীর্য্যধারণ করিতেছ।" শিববাক্য শ্রবণে লজ্জিতা কাত্যায়নী তোমাদের শত্রু ধ্বংস করুন। ১৪

জাতা কিং তে হরে ভীর্ভবতি মহিষতো ভীরবশ্যং হরীণা—
মদ্যেন্দোর্দ্বৌ কলঙ্কৌ ত্যজতি পতিরপাং ধৈর্যমালোক্য চন্দ্রম্ ॥
বায়ো কম্প্যাস্ত্বয়ান্যো[1] নয় যম মহিষাদাত্মযুগ্যং যয়ারৌ
পিষ্টে নষ্টং জহাস দ্যুজনামতি জয়া সাস্তু দেবো[2] শ্রিয়ে বঃ ॥ ১৫

অন্বয়—যয়া (যে দেবীকর্তৃক) অরৌ (শত্রু—মহিষাসুর) পিষ্টে (চূর্ণীকৃত হইলে) হরে (ওহে ইন্দ্র) ভীঃ (ভয়) যাতা কিং (হইয়াছে কি ?) মহিষতঃ (মহিষ হইতে) অবশ্যং (নিশ্চয়ই) হরীণাং (তোমার ন্যায় ইন্দ্রদের অথবা অশ্বসমূহের) ভীর্ভবতি (ভয় হইয়াই থাকে) অদ্য (আজ) ইন্দোঃ (চন্দ্রের) দ্বৌ কলঙ্কৌ (দুইটি কলঙ্ক হইল) অপাং পতিঃ (জলাধিপতি বরুণ) চন্দ্রং (চন্দ্রকে) আলোক্য (দেখিয়া) ধৈর্যং ত্যজতি (ধৈর্য ত্যাগ করিতেছে) বায়ো (ওহে বায়ু) ত্বয়া (তোমাদ্বারা) অন্যঃ (অন্য কেহ অর্থাৎ মহিষাসুর নহে) কম্প্যাঃ (কম্পনীয়) যম (ওহে যম) মহিষাৎ (মহিষাসুরের নিকট হইতে) আত্মযুগ্যং (নিজের বাহনটিকে) নয় (অন্যত্র লইয়া যাও) জয়া (দেবীর সহচরী জয়া) নষ্টং (পলায়িত) দ্যুজনং (স্বর্গবাসী দেবতাগণের) ইতি (এই প্রকার) জহাস (উপহাস করিয়াছিল) সা দেবী (সেই দেবী) বঃ (তোমাদের) শ্রিয়ে (শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত) অস্তু (হউন)। ১৫

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যয়া দেব্যা চণ্ডিকায়া, অরৌ শত্রৌ মহিষাসুরে পিষ্টে চূর্ণীকৃত্য নিহতে, জয়া দেব্যাসখী (জহাস ইতি পরেণ অন্বয়ঃ) হে হরে ইন্দ্র, ভীর্যাতা কিং—কিং তে ভয়মুৎপন্নং ? অথবা কথং ভয়ং ন স্যাৎ যতঃ মহিষতো মহিষাৎ হরীণাং অশ্বানাং অবশ্যমেব ধ্রুবমেব ভয়ং ভবতি ত্বমপি হরিরতঃ অশ্বা যথা মহিষং বীক্ষ্য ত্রাস্যন্তি তথাপি মহিষাসুরমবলোক্য তথৈব ভয়ং জাতম্। অদ্য ইন্দোঃ চন্দ্রস্য দ্বৌ কলঙ্কৌ একস্তু সহজ কৃষ্ণচিহ্নং অপরস্তু যুদ্ধক্ষেত্রাৎ পলায়নাৎ। অপাং পতিঃ বরুণোঽপি চন্দ্রমালোক্য পলায়নপরং শশিনং বীক্ষ্য ধৈর্যং ত্যজতি অধীর ভূত্বা তরঙ্গসঙ্ঘাতৈর্বেলাং প্লাবয়তি—চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রস্য

---

১ কম্প্যস্ত্বয়ান্যো ইতি বা পাঠঃ

২ দেবী ইতি পাঠান্তর

উদ্বেলতা প্রকৃত্যা এব ভবতি অদ্যতু সা অস্ত্যেব পরং চন্দ্রস্য পলায়নং দৃষ্ট্বা উদ্বেলতা দ্বিগুণা জাতা, বায়ো—অনল অন্যঃ মহিষাদন্যঃ কোঽপি ত্বয়া কম্প্যঃ কম্পনীয়ঃ মহিষাসুরং কম্পয়িতুং ত্বং ন প্রভবসি, যম অন্তক মহিষাৎ মহিষাসুরাৎ আত্মযুগ্যং আত্মনঃ বাহনং নয় অপসারয় যতো মহিষমবলোক্য মহিষঃ কুপ্যত্যেব ইতি এবম্প্রকারং নষ্টং পলায়িতং ত্র্যজনম্ দিবোজনং স্বর্গবাসিগণং জহাস—উপহাসেন ভৎর্সিতবতী সা দেবী বঃ যুষ্মাকম্ শ্রিয়ে শ্রীসম্পত্ত্যৈ অস্তু ভবতু। ১৫

শ্লোকার্থ—যে দেবী কর্তৃক মহিষাসুর চূর্ণীকৃত হইলে সহচরী জয়া পলায়মান স্বর্গবাসী দেবগণকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ওহে ইন্দ্র, ভয় পাইয়াছ কি? অথবা ভয় পাওয়ারই কথা। কারন তুমিও হরি আর অশ্বও হরি। যেরূপ মহিষ দেখিয়া অশ্ব ভীত হয়, মহিষাসুরকে দেখিয়া তুমিও নিশ্চিত তদ্রূপ ভীত হইয়াছ। আজ চন্দ্রের দুইটি কলঙ্ক হইল। একটি স্বাভাবিক, অন্যটি পলায়নজনিত। বরুণও ভীত চন্দ্রকে দেখিয়া ধৈর্যচ্যুত হইতেছে। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র স্বভাবত উদ্বেল হয়। আজ পলায়নপর চন্দ্রকে দেখিয়া সে আরও অধিক উদ্বেল হইতেছে। মহিষ, মহিষ দেখিলেই ক্রুদ্ধ হয়। অতএব ওহে যম, তোমার বাহন মহিষকে মহিষাসুরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও। যাঁহার সখী জয়াদেবী দেবগণকে এইরূপ উপহাস করিয়াছিলেন, সেই দেবী তোমাদের শ্রীসম্পন্ন করুন। ১৫

শূলপ্রোতাদুপাত্তপ্লুতমহি[১] মহিষাদুৎপতন্ত্যা স্রবন্ত্যা
বর্ত্মন্যারজ্জমানে[২] সপদি মখভুজাং জাত সংধ্যা প্রমোহঃ।
নৃত্যন্‌হাসেন মত্বা বিজয়মহমহং মানয়ামীতি বাদী
যামাশ্লিষ্য প্রনৃত্তঃ পুনরপি পুরভিৎ পার্ব্বতী পাতু সা বঃ॥ ১৬

অন্বয়—শূলপ্রোতাৎ (শূলবিদ্ধ) মহিষাৎ (মহিষাসুর হইতে) উৎপতন্ত্যা (উর্ধে উৎক্ষিপ্ত) স্রবন্ত্যা (রক্তনদীধারা) মখভুজাং (দেবতাগণের) বর্ত্মনি (পথ)

১ শূলোৎ প্রোতাদুপাত্তপ্লুতমহি ইতি বা পাঠঃ
২ স্রবন্ত্যাবর্ত্মন্যারজ্যমানে ইতি পাঠান্তর

সপদি (তৎক্ষণাৎ) আরজামানে (রক্তিমবর্ণ ধারণ করিলে) জাতসন্ধ্যাপ্রমোহঃ (সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে এইরূপ ভ্রান্তিবশতঃ) পুরভিৎ (শিব) নৃত্যন্ (নৃত্য করিয়া) পুনরপি (ফিরিয়া) মত্বা (প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া) হাসেন (হাস্যের সহিত) অহং (আমি) বিজয়মহং (বিজয়োৎসবটিকে) মানয়ামি (অভিনন্দন করিব)। ইতি বাদী (ইহা বলিয়া) যাং (যাহাকে) আশ্লিষ্য (আলিঙ্গন করিয়া) উপাত্তপ্লুতমহি (পৃথিবীকে একবার ঊর্ধে উৎক্ষিপ্ত ও পুনরায় নিম্নে পাতিত করিয়া) প্রনৃত্তঃ (নৃত্য করিয়াছিলেন) সা পার্বতী (সেই পার্বতী) বঃ (তোমাদের) পাতু (রক্ষা করুন)। ১৬

চণ্ডীপ্রভা টীকা—শূলপ্রোতাৎ শূলেন বিদ্ধাৎ মহিষাৎ মহিষাসুরাৎ উৎপতন্ত্যা ঊর্ধগামিন্যা স্রবন্ত্যা নদ্যা রুধিরস্যেত্যর্থঃ, মখভুজাং যজ্ঞাশিনাং দেবানাং বর্ত্মনি পথি অন্তরিক্ষে, সপদি তৎক্ষণে আরজ্যমানে শোণিতপ্রভয়া রঞ্জিতে জাতসন্ধ্যাপ্রমোহঃ সন্ধ্যায়াঃ প্রমোহঃ সন্ধ্যাভ্রান্তিঃ সঞ্জাতোযস্য সন্ধ্যা-সমাগমেনৈব গগণং সিন্দুরবর্ণং জাতমিতি মন্যমানঃ পুরভিৎ ত্রিপুরারিঃ, নৃত্যন্ নৃত্যং কুর্বন্ পুনরপি ভ্রমাপগমে ইত্যর্থঃ, মত্বা নায়ং সন্ধ্যাকৃতঃ অরুণিমা পরং পার্বত্যা নিহতস্য মহিষাসুরস্য শোনিতধারয়ৈব গগনং প্লাবিতমিতি বুদ্ধা হাসেন স্বীয়ভ্রমেণ ভার্য্যায়াঃ বিজয়জনিতেনানন্দেন চ জনিতেন হাসেন উপ-লক্ষিতঃ, অহং বিজয়ামহং বিজয়োৎসবং মানয়ামি অভিনন্দয়ামি ইতিবাদী—এবমুক্ত্বা যাং পার্বতীমিত্যর্থঃ আশ্লিষ্য-আলিল্য উপাত্তপ্লুতমহি আদৌ উপাত্তা উপরিষ্টাদাত্তা ক্ষিপ্তা পশ্চাৎ প্লুতা প্লাবনবেগেনেব নীচৈরানীতা যথা স্যাৎ তথা কৃত্বা (নটরাজস্য নৃত্যকালে পাদোত্তলনেন মহী ঊর্ধ্বং প্রযাতি পুনঃ পাদপাতেন নীচৈ রায়তি) প্রনৃত্তঃ নর্ত্তিতবান্। সা পার্বতী বঃ যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। সন্ধ্যায়াং হরো নৃত্যতি ইতি প্রসিদ্ধিঃ।

শ্লোকার্থ—শূলবিদ্ধ মহিষাসুরের শরীর হইতে নির্গতা ঊর্ধগামিনী রক্ত-নদীদ্বারা যজ্ঞভোজী দেবগণের মার্গ (আকাশ) লোহিতবর্ণধারণ করিলে, সন্ধ্যা সমাগতা এইরূপ ভ্রমে নটরাজ নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে নিজ ভ্রম

বুঝিতে পারিয়া এবং প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া 'আমি চণ্ডিকার এই বিজয়োৎসবকে অভিনন্দিত করিব' ইহা বলিয়া যাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক পৃথিবীকে একবার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত ও পুনরায় নিম্নে পাতিত করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই দেবী চণ্ডিকা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৬

নাকৌকোনায়কাদ্যৈর্দ্যুবসতিভিরসিশ্যামধামা ধরিত্রীং
রুন্ধন্বর্ধিষ্ণুবিন্ধ্যাচলচকিতমনাবৃত্তিভির্বীক্ষিতো[১] যঃ।
পাদোৎপিষ্টঃ স যস্যা মহিষসুররিপুর্নূপুরান্তাবলম্বী
লেভে লোলেন্দ্রনীলোপলশকলতুল্যাং স্তাদুমা সা শ্রিয়ে বঃ॥ ১৭

অন্বয়—বর্ধিষ্ণু বিন্ধ্যাচল চকিত মনোবৃত্তিভিঃ (বিন্ধ্যপর্বত আবার বাড়িতেছে নাকি এইরূপ বিস্মিতান্তঃকরণ) দ্যুবসতিভিঃ (স্বর্গবাসী) নাকৌকনায়কাদ্যৈ (দেবগণের নেতা ইন্দ্র প্রভৃতি কর্তৃক) ধরিত্রীং রুন্ধন্ (সমস্ত পৃথিবীকে আবরণকারী) অসিশ্যামধামা (খড়্গধারার ন্যায় শ্যামবর্ণ) যঃ (যে) বীক্ষিতঃ (দৃষ্ট হইয়াছিল) সঃ (সেই) মহিষসুররিপুঃ (দেবারি মহিষাসুর) যস্যাঃ (যাঁহার) পাদোৎপিষ্টঃ (পদতলে নিপীড়িত) নূপুরান্তাবলম্বী (নূপুরের প্রান্তে স্থিত হইয়া) লোলেন্দ্রনীলোপলশকলতুল্যাং (চঞ্চলইন্দ্রনীলমণিখণ্ডের ন্যায়) লেভে (লাভ করিয়াছিল) সা উমা (সেই উমা) বঃ (তোমাদের) শ্রিয়ে (শ্রীর নিমিত্ত) স্তাৎ (হউন)। ১৭

চণ্ডীপ্রভা টীকা—বর্ধিষ্ণুবিন্ধ্যাচলচকিতমনোবৃত্তিভিঃ বর্ধিষ্ণু বর্ধনশীলঃ বিন্ধ্যাচল ইতি চকিতা বিস্মিতা মনোবৃত্তির্যেষাং তৈঃ পুরা অগস্ত্যেন নিয়ত-বর্ধমানো বিন্ধ্যোনমিতঃ কিমসৌ পুনর্বর্ধিতুং প্রবৃত্তঃ ইতি বিস্মিতান্তঃ করণৈঃ দ্যুবসতিভিঃ দ্যৌরেব বসতির্যেষাং তৈঃ স্বর্গবাসিভিঃ নাকৌকোনায়কাদ্যৈঃ নাকঃ স্বর্গ এব ওকঃ বাসস্থানং যেষাং তে নাকৌক সঃ সেবাঃ তেষাং নায়কঃ ইন্দ্র এব আদ্যো যেষাং তৈঃ ইন্দ্রাদিভিঃ অন্তরিক্ষে অবস্থায় ইত্যর্থঃ ধরিত্রীং

১ ধরিত্রী রুন্ধন্ বর্ধিষ্ণু বিন্ধ্যাচল চকিতমনোবৃত্তিভির্বীক্ষিতো ইতি বা পাঠঃ

রুন্ধন্ বিশালেন বহুধা সর্বাং পৃথিবীং আবৃণ্বন্ অসিশ্যামধামা—অসেরিব শ্যামঃ ধাম প্রভা যস্য তাদৃশঃ যঃ মহিষাসুরঃ বীক্ষিতঃ দৃষ্টঃ সঃ মহিষাসুররিপুঃ মহিষশ্চাসৌ সুররিপুশ্চ যস্যাঃ উমায়া ইত্যর্থঃ পাদোৎপৃষ্ট চরণপীড়িতঃ অতএব নূপুরান্তাবলম্বী নূপুরপ্রান্তেস্থিতঃ লোলেন্দ্রনীলোপলশকলতুলতাং—নূপুরাশ্লিষ্টচরণস্য চাঞ্চল্যবশাৎ লোলশ্চঞ্চল য ইন্দ্রনীলোপলঃ ইন্দ্রনীলমণিঃ তস্য শকলস্য খণ্ডস্য তুলতাং সাম্যং লেভে লব্ধবান্ সা উমা বঃ যুষ্মাকং শ্রিয়ে শ্রীসম্পত্ত্যৈ স্তাৎ ভবতু। 'তুহ্যোস্তাতঙ্ আশিষ্যন্যতরস্যাম্'—ইতি অস্ধাতোস্তাতঙি রূপম্। ১৭

শ্লোকার্থ—পূর্বে নিয়তবর্ধমান যে বিন্ধ্যাচল অগস্ত্যমুনি কর্তৃক নমিত হইয়াছিল, সেই বর্ধিষ্ণু বিন্ধ্য কি আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে! এইরূপ বিস্মিতান্তঃকরণে স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণের নায়কসমূহ খড়্গধারার ন্যায় শ্যামকান্তি যাহাকে সমস্ত পৃথিবী আবৃত করিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মহিষাসুর যে উমার চরণ-দলিত ও নূপুরপ্রান্তে লগ্ন হইয়া একখণ্ড চঞ্চল ইন্দ্রনীলমণির তুল্যতা লাভ করিয়াছিল, সেই উমাদেবী তোমাদিগকে শ্রীযুক্ত করুন। ১৭

দুর্বারস্য দ্যুধাম্নাং মহিষিতবপুষো বিদ্বিষঃ পাতু যুষ্মান্
পার্বত্যা প্রেতপালস্বপুরুষপরুষঃ প্রেষিতোঽসৌ পৃষৎকঃ।
যঃ কৃত্বা লক্ষ্যভেদং হৃতভুবনভয়ো গাং বিভিদ্য প্রবিষ্টঃ
পাতালং পক্ষপালীপবনকৃতপতত্তার্ক্ষ্যশঙ্কাকুলাহিঃ॥ ১৮

অন্বয়—দ্যুধাম্নাং (স্বর্গবাসীগণের) দুর্বারস্য (দুর্বার) মহিষিতবপুষঃ (মহিষশরীরধারী) বিদ্বিষঃ (শত্রুর) প্রেতপালস্বপুরুষপরুষঃ (যমদূতের ন্যায় ক্রূর) পার্বত্যা (পার্বতীকর্তৃক) প্রেষিতঃ (প্রেরিত, নিক্ষিপ্ত) অসৌ পৃষৎকঃ (সেই বাণ) হৃতভুবনভয়ঃ (ভুবনের ভয়হরণকারী) যঃ (যে) লক্ষ্যভেদং কৃত্বা (লক্ষ্য ভেদ করিয়া) গাং (পৃথিবীকে) বিভিদ্য (ভেদ করিয়া) পক্ষপালীপবন-কৃতপতত্তার্ক্ষ্যশঙ্কাকুলাহিঃ (পশ্চাতে লগ্ন কাকপক্ষের বায়ুবেগে যাহা গরুড় আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া সর্পসকলের শঙ্কা উৎপাদন করিয়া) পাতালং প্রবিষ্টঃ

(পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা) যুষ্মান্ (তোমাদের) পাতু (রক্ষা করুক)। ১৮

চণ্ডীপ্রভা টীকা—দ্যুধাম্নাং দ্যৌবেরধাম যেষাং তেষাং দেবানাং দুর্বারস্ত বারয়িতুং পরাকেতুমশক্যস্ত, মহিষিতবপুষঃ যেন বপুঃ শরীরং মহিষরূপং কৃতং তস্ত বিদ্বিষঃ শত্রোঃ সম্বন্ধে প্রেতপালস্বপুরুষপরুষঃ প্রেতপালঃ যমঃ তস্য স্বপুরুষঃ স্বকীয় ভৃত্যঃ দূতরূপঃ তদ্বৎ পরুষঃ ক্রূরঃ, পার্বত্যা দেব্যা চণ্ডিকায়া প্রেষিতঃ প্রেরিতঃ ক্ষিপ্ত ইত্যর্থঃ অসৌ প্রসিদ্ধঃ পৃষৎকঃ শরঃ হৃতভুবনভয়ঃ হৃতং ভুবনস্য ভয়ং যেন তাদৃশ যঃ লক্ষ্যভেদং কৃত্বা মহিষরূপো যো লক্ষ্যঃ শরব্যঃ তস্য ভেদং বিদারণং কৃত্বা ততঃ গাং পৃথিবীঞ্চ বিভিদ্য বিদার্য পক্ষপালীপবনকৃতপতত্তার্ক্ষ্যশঙ্কাকুলাহি পক্ষপালী পবনঃ বায়ুঃ তৎকৃতা পততঃ সহসা আপাততঃ তার্ক্ষ্যাৎ গরুড়াৎ যা শঙ্কা ভয়ং তয়া আকুলাঃ উদ্বেজিতাঃ অহয়ঃ সর্পাঃ যেন তথাবিধঃ সন্ পাতালং নাগলোকং প্রবিষ্টঃ গতঃ—যাঃ শরঃ যুষ্মান্ পাতু বক্ষতু। ১৮

শ্লোকার্থ—স্বর্গবাসী দেববৃন্দেরও অপরাজেয় মহিষাকারশরীর বিশিষ্ট শত্রুর প্রতি পার্বতীকর্তৃক নিক্ষিপ্ত যে শর যমদূততুল্য ক্রূর, জগতের ভয়হরণকারী যাহা লক্ষ্যভেদপূর্বক পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া এমনভাবে পাতালে প্রবেশ করিয়া-ছিল, যাহার পশ্চাদ্‌ভাগে সংলগ্ন কাকপক্ষের উড্ডয়নজাত বায়ুবেগে গরুড় সহসা আসিয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া সর্পদের আশঙ্কা হইয়াছিল, সেই দিব্যশর তোমাদিগকে রক্ষা করুক। ১৮

বজ্রং বিন্যস্য হারে হরিকরগলিতং কণ্ঠসূত্রে চ চক্রং
কেশানবদ্ধাক্ষিপাশৈ ধূর্তধনদগদা প্রাকপ্রলীনান্বিহস্য।
দেবানুৎসারণোৎকা কিল মহিষহতৌ মীলতো হ্রেপয়ন্তী
হ্রীমত্যা হৈমবত্যা বিমতিবিহতয়ে তর্জিতা স্তাজ্জয়া বঃ॥ ১৯

অন্বয়—মহিষহতৌ (মহিষাসুর নিহত হইলে) প্রাক্ প্রলীনান্ (পূর্বে পলায়িত) দেবান্ (দেবতাগণের) বিহস্য (উপহাস করিয়া) হরিকরগলিতং (ইন্দ্রের হস্ত হইতে চ্যুত) বজ্রং (বজ্র) হারে (হারে) [হরিকরগলিতং—

বিষ্ণুর হস্ত হইতে ভ্রষ্ট] চক্রং (চক্র) কণ্ঠসূত্রে (কণ্ঠসূত্রনাম গ্রীবালঙ্কারে) বিন্যস্য (বিন্যস্ত করিয়া) অব্ধিপাশৈঃ (বরুণের পাশসমূহদ্বারা) কেশান্ বদ্ধ্বা (কেশ বন্ধন করিয়া) ধৃতধনদগদা (কুবেরের গদা ধারণ করিয়া) মীলতঃ (পুনর্মিলিত—তাহাদের) হ্রেপয়ন্তী (লজ্জাদানকারিণী) উৎসারণোৎকা (দূর করিবার জন্য প্রযত্নশীলা) কিল (নিশ্চিত) হ্রীমত্যা (লজ্জাবতী) হৈমবত্যা (হৈমবতী কর্তৃক) তর্জিতা (ভর্ৎসিতা) জয়া (জয়া) বঃ (তোমাদের) বিমতিবিহতয়ে (দুর্বুদ্ধিনাশের নিমিত্ত) স্তাৎ (হউন)। ১৯

চণ্ডীপ্রভা টীকা—মহিষহতৌ মহিষস্য হতির্মরণং তস্যাং সত্যাং নিহতে মহিষাসুরে ইত্যর্থঃ প্রাক্ প্রলীনান্ পূর্বমেব পলায়িতান্ বিহস্য (উপহস্য) উপহাসস্য প্রকারং কথয়তি হরিকরগলিতং হরিরিন্দ্রঃ তস্য করাৎ ভ্রষ্টং বজ্রং অশনিং হারে বিন্যস্য—সংস্থাপ্য পুনঃ হরিকরগলিতম্ ইতি পদমাবৃত্য—হরির্বিষ্ণুঃ তৎপাণিপতিতং চক্রং কণ্ঠসূত্রে বিন্যস্য অব্ধিপাশৈঃ বরুণস্য পাশৈঃ নামৈকদেশ গ্রহণেন নামগ্রহণং ইতি ন্যায়াৎ অব্ধিশব্দেনাত্র অব্ধিপতিরেব বোদ্ধব্যঃ কেশান্ বদ্ধ্বা কুন্তলবন্ধেন কবরীং বচয়িত্বা ধৃতধনদগদা ধৃতা ধনদস্য কুবেরস্য গদা যয়া সা যুষ্মাদৃশৈঃ পুম্ভির্যানি আয়ুধবুদ্ধ্যা ধ্রিয়ন্তে তানিতু মাদৃশানাং মঙ্গলানাং দেহপ্রসাধনোচিতানি ভূষণান্যেব ব্যঙ্গেন এবং কথয়ন্তী মীলতঃ মহিষাসুরস্য বধানন্তরং পুনর্মিলিতান্ তান্ দেবান্ হ্রেপয়ন্তী লজ্জাপয়ন্তী উৎসারণোৎকা উৎসারণং দূরীকরণং তদর্থমুৎকা উৎকণ্ঠিতা কোঽর্থঃ ভবদ্ভিরত্রস্থিতৈঃ দূরমো গচ্ছত ভঙ্গ্যা এতদাভাষমানা হ্রীমত্যা লজ্জাবত্যা হৈমবত্যা চণ্ডিকয়া তর্জিতা ভর্ৎসিতা জয়া, বঃ যুষ্মাকং বিমতিবিহতয়ে দুর্বুদ্ধিনিরাসায় স্তাৎ ভবেৎ পূজ্যাঃ নোপহসনীয়েতি জয়া দেব্যা ভর্ৎসিতা যুষ্মাকমপি তাদৃশো অকার্যে প্রবৃত্তির্ন ভবতু ইত্যর্থঃ। ১৯

শ্লোকার্থ—মহিষাসুর নিধনের পূর্বেই পলায়িত দেবগণ পুনর্মিলিত হইলে সখি জয়া যখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে স্খলিত বজ্র নিজ হারে ও বিষ্ণুর হস্তচ্যুত চক্র কণ্ঠসূত্রে বিন্যস্ত করিয়া এবং বরুণের পাশাস্ত্রে কেশবন্ধন পূর্বক কুবেরের গদা

ধারণ করিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিতে ও সেইস্থান হইতে অপসারনার্থ যত্নবতী হইলেন, তখন লজ্জিতা হৈমবতী কর্তৃক তিরস্কৃতা জয়া তোমাদের দুর্বুদ্ধি-নাশের নিমিত্ত হউন।

টিপ্পনী—ইন্দ্রাদির কর হইতে স্খলিত অস্ত্রগুলি নিজের ভূষণরূপে ব্যবহার করিয়া 'এই সকল অস্ত্র তোমাদের ন্যায় কাপুরুষের ধারণযোগ্য নহে, প্রত্যুত অবলাদের ভূষণযোগ্য' জয়া অঙ্গভঙ্গিদ্বারা তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। জয়াকে ভৎ'সনা করিয়া দেবীও সকলকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন, পূজ্য ব্যক্তিগণকে উপহাস করা উচিত নহে। জয়ার উপহাসে দেবী নিজেও লজ্জিতা হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার গর্বরাহিত্য ও বিনয়গৌরব প্রকাশিত। কোন মহৎ কার্য করিয়া গর্বপ্রকাশ ও পূজ্যব্যক্তিগণকে উপহাস করার দুর্বুদ্ধি কাহারও না হয়, ইহাই চণ্ডিকার উপদেশ।

খড়্গো পাণীয়মাহ্লাদয়তি হি মহিষং পক্ষপাতী-পৃষৎকঃ
শূলেনেশো-যশোভাগ্ ভবতি পরিলঘুঃ স্যাদ্বধার্হেঽপিদণ্ডঃ।
হিত্বা হেতীরিতীবাভিহতিবহলিত-প্রাক্তনাপাটলিম্না
পার্ষ্ণ্যৈব প্রোষিতাসুং সুরারিপুমবতাৎ কুর্বতী পার্বতী বঃ॥ ২০

অন্বয়—খড়্গো (অসিতে) পানীয়ম্ (স্বচ্ছতা ও শ্যামলিমা বর্তমান থাকা-বশত—জল) মহিষং (মহিষাসুরকে) আহ্লাদয়তি (আহ্লাদিত করিয়া) পৃষৎকঃ (বাণ) পক্ষপাতী (পশ্চাতে সংলগ্ন কাকপক্ষের সাহায্যে লক্ষ্যস্থলে পতিত হয়—পক্ষপাতযুক্ত) শূলেন (ত্রিশূলের দ্বারা) ঈশঃ (শিব) যশোভাক্ (যশস্বী—শিবই শূলী বলিয়া অভিহিত। অতএব শূলের দ্বারা শিবই যশস্বী, অন্যে নহে) বধার্হে (বধ্যে) দণ্ড (শাস্তি) পরিলঘুঃ (সত্বর বিধেয়) ইতীব (ইহা মনে করিয়াই যেন) হেতীঃ (অস্ত্রসমূহ) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) অভিহতিবহলিত প্রাক্তনাপাটলিম্না (আঘাত করিবার ফলে যাহার পূর্বের রক্তিমা আরও গাঢ় হইয়াছে) [সেই] পার্ষ্ণ্যা (পায়ের গোড়ালি দ্বারা) সুররিপুং

(দেববৈরীকে) প্রোষিতাসুং (গতপ্রাণ) কুর্বতী (করিয়া) পার্বতী (চণ্ডিকা বঃ (তোমাদের) পাতু (রক্ষা করুন)। ২০

চণ্ডীপ্রভা টীকা—খড়্গে অসৌ পানীয়ম্ জলং—জলে ইব খড়্গেহ স্বচ্ছতা শ্যামলা চাস্তি তেন তস্মিন্ জলবুদ্ধির্জায়তে তচ্চ জলং মহিষং আহ্লাদ য়তি তোষয়তি অতঃ যেন খড়্গপাতেন স তুষ্যত্যেব তেসালম্ পৃষৎব বাণঃ পক্ষপাতী পশ্চাল্লগ্ন কাকপক্ষেণ উড্ডীয় পততি অতঃ পক্ষপাতী অন্য পক্ষপাতিত্বাৎ মহিষস্য সহায় এব অতঃ তেনাপি ন প্রয়োজনং শূলে ত্রিশূলেন ঈশঃ শিব এব যশোভাক্ শূলী ইতি শিব এব অভিধীয়তে নান্য শূলেনৈব তস্য যশঃ, অতঃ শূলযোগেন মহিষস্য শূলিত্ব বিধানমপি ন যুক্ত পরং বধার্হে মহিষাসুরসদৃশবধযোগ্যজনে দণ্ডঃ দণ্ডবিধানং পরিলঘুঃ তূর্ণমে ভবিতুমুচিতম্ ইতীব এবং বিচিন্ত্য ইত্যর্থঃ, হেতীঃ অস্ত্রশস্ত্রাণি হিৎ ত্যক্ত্বা অভিহতিবহলিত প্রাক্তনাপাটলিম্না—অভিহত্যা আঘাতে বহলিত বহলীকৃতঃ প্রাক্তনঃ প্রাগেবস্থিতঃ আপটলিমা লৌহিত্যং যয়া তাদৃশ্যা পাষ্ণি গুল্ফাধো-ভাগেন, সুররিপুং দেববৈরিণমহিষাসুরং প্রোষিতাসুং প্রোষিত দূরংগতাঃ অসবো যস্য তথাবিধং গতপ্রাণমিত্যর্থঃ কুর্বতী বিদধতী পার্বতী ব যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। ২০

শ্লোকার্থ—স্বচ্ছতা ও শ্যামলতা প্রযুক্ত খড়্গও জলতুল্য দেখায়। স্বতঃ তাহা মহিষকে আনন্দিত করে। তীক্ষ্ণবাণ তো পক্ষপাতী। কার পশ্চাতে লগ্ন পালকের সাহায্যে উহা লক্ষ্যবস্তুতে বিদ্ধ হয়, অন্যার্থে পক্ষপাত দোষে দোষী। শূলধারণে একমাত্র শিবই যশস্বী, অথচ বধার্হ অসুরের দণ্ডবিধানে বিলম্ব উচিত নহে। ইহা ভাবিয়াই যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া যে চণ্ডিক আঘাতের ফলে পূর্বাপেক্ষাও অধিক রক্তবর্ণ শ্রীপদের গোড়ালির দ্বারা মহিষাসুরকে গতাসু করিয়াছেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। ২০

টিপ্পনী—জলতুল্য স্বচ্ছ বলিয়া খড়্গে জলভ্রান্তি হইতে পারে, আর জল মহিষের অতিপ্রিয়। বাণপক্ষপাতী বলিয়া মহিষের পক্ষ অবলম্বন পূর্বক তাহা

বলবৃদ্ধিই করিবে। শূলী নামে শিবই বিখ্যাত। অতএব শূলসংযোগে মহিষাসুরকে শূলবিদ্ধ করিলে একদিকে যেমন শিবের খ্যাতি লোপ হয়, অন্যদিকে তেমনই মহিষাসুর সম্মানিত হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়াই যেন দেবী অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া কেবল পদাঘাতেই মহিষের প্রাণসংহার করিলেন।

কৃত্বেদৃক্কর্ম লজ্জাজননমনশনে শক্র মাসূন্বিহাসী
বিত্তেশ স্থানুকণ্ঠে জহি গদমগদস্যায়মেবোপযোগঃ।
জাতশ্চক্রিন্বিচক্রো দিতিজ ইতি সুরাংস্ত্যক্তহেতীন্ব্রুবন্ত্যা
ব্রীড়াং ব্যাপাদিতারির্জয়তি বিজয়য়া নীয়মানা ভবানী॥ ২১

অন্বয়—[হে অনশনে—বজ্রহীন] শক্র (ইন্দ্র) ঈদৃক্ (এইরূপ) লজ্জাজননং (লজ্জাজনক, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নরূপ লজ্জা) কর্ম (কার্য) কৃত্বা (করিয়া) অনশনে (উপবাসে) অসূন্ (প্রাণ) মা বিহাসী (ত্যাগ করিওনা) হে বিত্তেশ (ওহে কুবের) স্থাণুকণ্ঠে (শিবের বিষযুক্ত কণ্ঠে) গদং (রোগ) জহি (ত্যাগ কর) অগদস্য (ঔষধের অথবা গদারহিত ব্যক্তির) অয়মেব (ইহাই) উপযোগঃ (উপযুক্ত ব্যবহার) হে চক্রিন্ (ওহে বিষ্ণু) দিতিজঃ [তথাত্বমপি] (অসুর এবং তুমি নিজেও) বিচক্রঃ (সৈন্যরহিত অথবা চক্রহীন) জাত (হইয়াছে অথবা হইয়াছ) ত্যক্তহেতীন্ (অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগকারী) সুরান্ (দেবগণের) ইতি (এই প্রকার) ব্রুবন্ত্যা (ভাষিণী) বিজয়য়া (বিজয়া কর্তৃক) ব্রীড়া (লজ্জা) নীয়মানা (প্রাপিত) ব্যাপাদিতারিঃ (শত্রু-নিধনকারিণী) ভবানী (চণ্ডিকা) জয়তি (জয়লাভ করেন)। ২১

চণ্ডীপ্রভা টীকা—অনশনে অগদস্য বিচক্রঃ ইত্যেতানি পদানি দ্ব্যর্থং বহন্তি দ্বিরাবর্ত্তণীয়ানি। হে অনশনে ন বিদ্যতে অশনির্যস্য তৎসম্বোধনম্ ইন্দ্র ইত্যর্থঃ যুদ্ধাৎ পলায়িতস্য তস্য হস্তাৎ অশনিভ্রংশাৎ হে শক্র, ইন্দ্র ঈদৃক্ লজ্জাজননং যুদ্ধাৎ পলায়নরূপং কর্ম কৃত্বা খেদাৎ অনশনে উপবাসে অসূন্ প্রাণান্ মা বিহাসীঃ মা ত্যাক্ষীঃ হে বিত্তেশ কুবের গদং রোগং পলায়নমেদজনিত-

মাধিমিত্যর্থঃ। স্বান্থকণ্ঠে শিবস্য কণ্ঠে জহি ত্যজ যো হি কণ্ঠে হলাহলামপি ধারয়িতুং শক্তঃ সুহৃদনুরোধাৎ স এব মনোব্যাধিমপি তত্র ধারয়িষ্যতি যতঃ অগদস্য ঔষধস্য পক্ষে ন বিদ্যতে গদা যস্য তস্য গদাহীনস্য তব অয়মেব উপযোগঃ যোগ্যব্যবহারঃ বিষস্য বিষমৌষধং অতঃ এব রোগরূপং বিষং শিবস্য বিষাক্তে কণ্ঠে নিহিতং সৎ তস্যাপি বিষং নাশয়িষ্যতি তেন তে সুহৃৎ কৃত্যমপি সম্পৎস্যতে। হে চক্রিন্ বিষ্ণো দিতিজঃ মহিষাসুরঃ বিচক্রো জাতঃ তস্য বলরূপং চক্রং ভগ্নং বিগতঞ্চ ত্বমপি বিচক্রঃ চক্রহীনঃ অসুরস্য চক্রে ভগ্নে চক্রহীনস্য তে নাস্তি শঙ্কেত্যর্থঃ ত্যক্তহেতীন্ ত্যক্তা হেতয়ঃ শস্ত্রাণি যৈঃ তান্ সুরান্ দেবান্ ইতি ব্রুবন্ত্যা ভাষমানয়া বিজয়য়া পার্বতীসখ্যা ব্রীড়াং লজ্জাং নীয়মানা প্রাপিতা ব্যাপাদিতারিঃ ব্যাপাদিতঃ নিহতঃ অরিঃ শত্রুর্যয়া সা ভবানী জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। স্বসমক্ষং দেবান্ লক্ষয়িত্বা উপহাসবচনমাকর্ণ্য বিনয়বতী ভবানী লজ্জিতেত্যর্থঃ। ২১

শ্লোকার্থ—ওহে অশনিরহিত ইন্দ্র, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নরূপ লজ্জাজনক কার্য্য করিয়া খেদবশে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিওনা। ওহে ধনপতি কুবের, তোমার মনোব্যাধি শিবের কণ্ঠে ত্যাগ কর। শিব তোমার সুহৃৎ ও স্বীয় কণ্ঠে হলাহলধারণ করেন। অতএব তোমার ব্যাধি যতই পীড়াজনক হউক, ভক্তের অনুরোধে তাহাও তিনি ধারণ করিতে পারিবেন। রোগহীন বা গদাহীন ব্যক্তির পক্ষে ইহাই উপযুক্ত ব্যবহার। তোমার ব্যাধি বিষসম হইলেও শিবের কণ্ঠস্থিত বিষের পক্ষে তাহা ঔষধস্বরূপই হইবে; কারণ বিষই বিষের ঔষধ। বিষ প্রয়োগে রোগশান্তি করিয়া তুমি বিষাক্ত ঔষধের যথার্থ ব্যবহারই করিবে। ওহে বিষ্ণু, দেবশত্রু মহিষাসুরের সৈন্যচক্র আর নাই। তুমি চক্রহীন হইয়াছ বলিয়া আর কোন শঙ্কা নাই। যে দেবগণ অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সখী বিজয়া উক্তরূপ উপহাস করিলে শত্রুনিধনকারিণী লজ্জাপ্রাপ্তা ভবানী জয়লাভ করুন। ২১

দেয়াদ্‌বো বাঞ্ছিতানি ছলময়মহিষোৎপেষরোষানুষঙ্গা[১]
ন্নীতঃ পাতালকুক্ষিং হৃতভুবনভয়ো ভদ্রকাল্যাঃ স পাদঃ।
যঃ প্রাদক্ষিণ্যকাঙ্ক্ষাবলয়িতবপুষা বন্দ্যমানো মুহূর্তং
শেষেণেবেন্দুকান্তোপলরচিত মহানূপুরাভোগলক্ষ্মীঃ ॥ ২২

অন্বয়—ছলময়মহিষোৎপেষরোষানুসঙ্গাৎ (রোষবশতঃ কপটচারী মহিষাসুরকে পেষণ করিবার প্রসঙ্গে) ভদ্রকাল্যা (ভদ্রকালীর) হৃতভুবনভয়ঃ (ভুবনের ভয়হরণকারী) যঃ পাদঃ (যে চরণ) পাতালকুক্ষিং নীতঃ (পাতালগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া) প্রাদক্ষিণ্যকাঙ্ক্ষাবলয়িতবপুষা শেষেণ (প্রদক্ষিণ করিবার আকাঙ্ক্ষায় নিজের শরীরকে বলয়িত করিয়া শেষনাগ কর্তৃক) বন্দ্যমানঃ (বন্দিত হইয়া) মুহূর্তং (মুহূর্তের জন্য) ইন্দুকান্তোপলরচিত মহানূপুরাভোগলক্ষ্মীঃ ইব (চন্দ্রকান্তমণিখচিত বিশাল নূপুরের ন্যায় শোভমান হইয়াছিল) সঃ (সেই চরণ) বঃ (তোমাদের) বাঞ্ছিতানি (অভীষ্ট ফল) দেয়াৎ (দান করুক)। ২২

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ছলময়মহিষোৎপেষরোষানুষঙ্গাৎ—ছলময়ঃ বহুকপটান্বিতঃ যো মহিষঃ তস্য উৎপেষঃ উৎপীড়নং তেন যো রোষঃ ক্রোধঃ তস্য অনুসঙ্গাৎ সম্পর্কাৎ ভদ্রকাল্যা দেব্যাশ্চণ্ডিকায়াঃ হৃতভুবনভয়ঃ হৃতং ভুবনস্য ভয়ং যেন তাদৃশঃ সঃ পাদঃ প্রসিদ্ধো যশ্চরণঃ পাতালকুক্ষিং নীতঃ অধোভুবনগর্ভং প্রাপিতঃ। প্রাদক্ষিণ্যকাঙ্ক্ষাবলয়িতবপুষা প্রদক্ষিণ করণমেব প্রাদক্ষিণ্য তদর্থ আকাঙ্ক্ষা সনা তয়া বলয়িতং বর্তুলীকৃতং বপুঃ শরীরং যস্য তেন শেষেণ অনন্তনাগেন ন্যমানঃ পূজ্যমান্ সন্ মুহূর্তং ক্ষণং ব্যাপ্য ইন্দুকান্তোপলরচিত মহানূপুরাভোগলক্ষ্মীঃ—ইন্দুকান্তোপলং চন্দ্রকান্তমণিং তেন রচিতং যৎ মহৎ বিশালং নূপুরং স্য আভোগস্য বিস্তারস্য লক্ষ্মীরিব শোভেব শোভা যস্য তাদৃশঃ সঃ চরণঃ বঃ াকং বাঞ্ছিতানি অভীষ্টফলানি, দয়াৎ দদাতু ইত্যাশীঃ। ২২

শ্লোকার্থ—কপটাচারী মহিষাসুরকে রোষবশে পেষণ করিতে যাইয়া ভুবনের হারিণী পার্বতীর যে চরণ পাতালগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যাহা

১ ছলময়মহিষোৎপেষরোষাণুষঙ্গান্ ইতি বা পাঠঃ

প্রদক্ষিণের আকাঙ্ক্ষায় তাহার চারিদিকে নিজের শরীরকে কুণ্ডলিত করার ফলে শেষনাগ অল্পকালের জন্য চন্দ্রকান্তমণিরচিত বিশাল বিস্তার বিশিষ্ট নূপুরের শোভা ধারণ করিয়াছিল, শেষনাগ কর্তৃক বন্দিত দেবীর সেই চরণ তোমাদের অভীষ্ট প্রদান করুক। ২২

শূলং তূলং নু গাঢ়ং প্রহর হর হৃষীকেশ কেশোঽপি বক্র-
শ্চক্রেণাকারি কিং মে পবিরবতি নহি ত্বাষ্ট্রশত্রো দ্যুরাষ্ট্রম্।
পাশাঃ[1] কেশাব্জনালান্যনল ন লভসে ভাতুমিত্যাত্তদর্পে[2]
জল্পন্দেবান্দিবৌকোরিপুরবধি যয়া সাস্তু শান্ত্যৈ শিবা বঃ॥ ২৩

অন্বয়—হে হর (হে শিব) শূলং তূলং নু (তোমার শূল তুলার মতই কি ?) গাঢ়ং প্রহর (আরও জোরে প্রহার কর) হৃষীকেশ (ওহে হৃষীকেশ) চক্রেণ (চক্রের দ্বারা) কিং (কি) মে কেশঃ অপি (আমার লোম ও) বক্রঃ অকারি (বক্র করিতে পারিয়াছে) হে ত্বাষ্ট্রশত্রো (ওহে ইন্দ্র) পবিঃ (বজ্র) দ্যুরাষ্ট্রং (স্বর্গরাজ্য) নহি অবতি (রক্ষা করিতে পারিতেছেনা) হে কেশ (ওহে বরুণ) অব্জনালানি (পদ্মবৃন্তের মতও) হে অনল (ওহে অগ্নি) ভাতুং ন লভসে (আর দীপ্তি পাইতেছনা) আত্তদর্পং (দর্পসহকারে) ইতি (এই প্রকার) দেবান্ (দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া) জল্পন্ (ভাষমান) দিবৌকোরিপুঃ (দেবগণের শত্রু) যয়া (যাঁহা কর্তৃক) অবধি (হত হইয়াছিল) সা শিবা (সেই চণ্ডী) বঃ (তোমাদের) শান্ত্যৈ অস্তু (শান্তির নিমিত্ত হউন)। ২৩

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে হর তে শূলং তূলং তুলসদৃশং নু ? নু অত্র পৃচ্ছায়াং অতঃ গাঢ়ং প্রহর কিমনেন লঘুপ্রহারেণ ইত্যর্থঃ। হে হৃষীকেশ বিষ্ণো, তব চক্রেণ সুদর্শনেন কিং মে কেশোঽপি লোমাপি বক্রঃ অকারি বক্রঃ কৃতঃ— সামর্থ্যাভাবাৎ তদপি কর্তুং না শক্যত ইত্যর্থঃ। হে ত্বাষ্ট্রশত্রো বৃত্রহন্ তব পবি ব ং ইদানীং দ্যুরাষ্ট্রং স্বর্গরাজ্যং নহি অবতি ন পালয়তি, হে কেশ সুখশীর্ষ

---

১ পাশা ইতি পাঠান্তর

২ ভাতুমিত্যাত্তদর্পং ইতি বা পাঠঃ

জলেষু কং কস্ম জলস্য ঈশঃ বরুণ তব পাশাঃ অব্জনালান্যেব তদ্বদ্ভঙ্গুরাঃ, হে অনল অগ্নেঃ ভাতুং ন লভসে মৎপ্রভয়া তেজোহীনস্ত্বং দীপ্তিং ন লভসে আত্তদর্পং আত্তঃ গৃহীতঃ দর্পঃ যথা স্যাৎ তথা ইতি এবম্প্রকারং দেবান্ সুরান্ তান্ লক্ষয়িত্বা ইত্যর্থঃ জল্পন্ ভাষমাণঃ দিবৌকোরিপুঃ দিবৌকেনঃ দেবাঃ তেষাং রিপুঃ মহিষাসুরঃ, যয়া অবধি (হস্তের্লুঙি-রূপম্) হতঃ সা শিবা বঃ যুষ্মাকং শান্ত্যৈ অস্তু শান্তিং বিদধাতু। ২৩

শ্লোকার্থ—ওহে শিব, তোমার শূল কি তুলার মত নরম ? উহার দ্বারা আরও গাঢ় প্রহার কর। ওহে হৃষীকেশ, তোমার চক্র কি আমার লোমও বক্র করিতে পারিয়াছে ? ওহে ইন্দ্র, তোমার বজ্র তো এখন স্বর্গরাজ্য সংরক্ষণে অসমর্থ। ওহে বরুণ, তোমার পাশ তো পদ্মবৃন্তসদৃশ ভঙ্গুর। ওহে অনল, আমার দেহপ্রভায় তেজোহীন হইয়া তুমিও আর দীপ্তি পাইতেছনা। দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া যে দেবশত্রু এইরূপ বলিতে বলিতে যাঁহা দ্বারা নিহত হইয়াছিল, সেই শিবা চণ্ডী তোমাদের শান্তির নিমিত্ত হউন্। ২৩

শার্ঙ্গিন্বাণং বিমুঞ্চ ভ্রমসি বলিরসৌ সংযতঃ কেন বাণো

গোত্রারে[1] হন্ম্যহং তে রিপুমমররিপুস্ত্বেষ গোত্রস্য শত্রুঃ।

দৈত্যা ব্যাপাদ্যতাং দ্রাগজ ইব মহিষো হন্যতে মন্মহেহত্যে

ত্যুৎপ্রাস্যোমা পুরস্তাদনু দনুজতনুং মৃদ্গতো[2] ত্রায়তাং বঃ॥ ২৪

অন্বয়—হে শার্ঙ্গিন্ (ওহে বিষ্ণু) বাণং (শর পক্ষে বাণাসুরকে) বিমুঞ্চ (ত্যাগ কর অথবা ছাড়িয়া দাও) অসৌ বলি (এই বলি) ভ্রমসি (তুমি ভ্রান্তিগ্রস্ত হইতেছ) বাণঃ (বাণাসুর অথবা শর) কেন (কি জন্য) সংযত (আবদ্ধ পক্ষে স্থগিত হইল ?) গোত্রারে (হে পর্বতসমূহের ভেত্তা পক্ষে স্বীয় গোত্রের শত্রু—কশ্যপের পুত্র বলিয়া দেবতা ও দৈত্যগণ একই গোত্রজাত) তে (তোমার) রিপুং (শত্রুকে) অহং হন্মি (আমিই বধ করিতেছি)। এষঃ (এই)

---

১ বাণোগোত্রারে ইতি পাঠান্তর

২ মৃদ্গতী ইতি বা পাঠঃ

অমর রিপুঃ (দেবগণের শত্রু) গোত্রস্য শত্রুঃ (তোমার স্বগোত্রদের পক্ষে পর্বতের শত্রু) দৈত্যাঃ (ওহে দৈত্যগণ) অদ্য (আজ) মন্মহে (আমার উৎসবে) অজ ইব (ছাগের ন্যায়) মহিষঃ (মহিষ) হন্যতে (হত হইতেছে) ব্যাপাদ্যতাং (তাহাকে বধ কর) পুরস্তাৎ (দেবতা ও দৈত্যগণের সম্মুখে) ইতি (এই প্রকার) উৎপ্রাস্য (উপহাস করিয়া) অনু (পশ্চাৎ) দনুজ তনুং (মহিষাসুরের শরীর) মৃদ্নতী (মর্দনকারিণী) উমা (চণ্ডিকা, পার্বতী) বঃ (তোমাদের) ত্রায়তাম্ (ত্রাণ করুন)। ২৪

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে শার্ঙ্গিন্ বিষ্ণো, বাণং বিমুঞ্চ শরং ক্ষিপ পক্ষে বাণনামানমসুরং মুঞ্চ যতঃ যোঽসৌ বাণ ইতি ত্বয়া গৃহীতঃ অসৌ বলিঃ তন্নামা অসুরঃ, কথং মুধা ভ্রমসি ভ্রান্তিবশং গচ্ছসি? কেন কথং বাণঃ শরঃ সংযতঃ বদ্ধঃ স্থগিতোবা। হে গোত্রারে গোত্রভিদ্ ইন্দ্র, অথবা যতো দৈত্যো অপি কাশ্যপেয়াঃ দেবাশ্চ ততঃ দৈত্যানাং অরিভূত্বা ত্বম্ গোত্রারিরেব ভবসি, স্বগোত্রা ন হন্তব্যাঃ অত দৈত্যানং হননাৎ বিরমস্ব, তে তব রিপুং শত্রুং মহিষাসুরং অহ মেব হন্মি এষঃ দৃশ্যমানঃ অমররিপুঃ দেববৈরী, গোত্রস্য তব গোত্রস্য পর্বতস্য বা শত্রুঃ। হে দৈত্যাঃ যতো দৈত্যা অপি দেবীমারাধয়ন্তি অতঃ তে সম্বোধ্য আদিশ্যন্তে, অদ্য অস্মিন্ অহনি মন্মহে মদীয়ে মহে উৎসবে অজ ইব ছাগ ইব মহিষঃ হন্যতে, অতঃ কিং বিলম্বেন দ্রাক্ শীঘ্রমেব অয়ং মহিষঃ ব্যাপাদ্যতাং হন্যতাম্। পুরস্তাৎ দেবানাং দৈত্যানাঞ্চ, ইতি এবম্প্রকারেণ উৎপ্রাস্য উপহাস্য অনু পশ্চাৎ দনুজতনুং অসুর শরীরং মৃদ্নতী পিংশতী উমা পার্বতী বঃ যুষ্মান্ ত্রায়তাং রক্ষতু। ২৪

শ্লোকার্থ—ওহে বিষ্ণু, বাণ (শর অথবা বাণাসুরকে) ত্যাগ কর। এখানে যাহাকে দেখিতেছ, সে বলি, বাণ নহে। কেন ভ্রম করিতেছ? তোমার শর স্খলিত করিলে কেন? ওহে গোত্রারি[১], আমিই তোমার শত্রু বধ

---

১ ইন্দ্র গোত্র বা পর্বতসমূহ বজ্রদ্বারা ভেদ করিয়াছিলেন বলিয়া গোত্রারি নামে অভিহিত। অথবা দেববৃন্দ ও দৈত্যগণ উভয়ে কশ্যপের সন্তান বলিয়া মহিষাসুরও ইন্দ্রের স্বগোত্র। তাহার শত্রুরূপে ইন্দ্রও গোত্রারি।

করিতেছি। এই অসুর তোমাদের গোত্রের শত্রু বটে, কিন্তু তোমার পক্ষে স্বগোত্র বধ অনুচিত। ওহে দৈত্যগণ, দৈত্যবৃন্দও দেবীভক্ত! দেখ, আজ আমার পূজায় ছাগের ন্যায় মহিষও নিহত হইতেছে। অতএব অবিলম্বে এই মহিষকে বধ কর। এইরূপে পূর্বে দেবৃন্দ ও দৈত্যগণকে উপহাস করিয়া পশ্চাৎ মহিষাসুরের শরীর মর্দনকারিণী উমাদেবী তোমাদের ত্রাণ করুন। ২৪

স্পর্ধাবর্ধিতবিন্ধ্যদুর্ভরভরব্যস্তাদ্বিহায়স্তলং
হস্তাদুৎপতিতা প্রসাদয়তু বঃ কৃত্যানি কাত্যায়নী।
যাং শূলামিব দেবদারুঘটিতাং স্কন্ধেন মোহান্ধধীঃ
বধ্যোদ্দেশমশেষবান্ধবকুলধ্বংসায় কংসোঽনয়ৎ॥ ২৫

অন্বয়—মোহান্ধধীঃ (মোহান্ধবুদ্ধি) কংস (কংস) অশেষবান্ধবকুলধ্বংসায় (সকল বান্ধবদের ধ্বংসের নিমিত্ত) দেবদারুঘটিতাং (দেবদারু নির্মিত) শূলামিব (শূলের ন্যায়) যাং (যাহাকে) স্কন্ধেন (স্কন্ধে বহন করিয়া) বধ্যোদ্দেশং (বধ্যস্থানে) অনয়ৎ (আনিয়াছিল) স্পর্ধাবর্ধিত বিন্ধ্যদুর্ভরভরব্যস্তাৎ (যাহা স্পর্ধাবশতঃ বিন্ধ্যের ন্যায় দুর্বহ ভার ধারণ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিয়াছিল) হস্তাৎ (কংসের সেই হস্ত হইতে) বিহায়স্তলং (আকাশমণ্ডলে) উৎপতিতা (উঠিয়া গিয়াছিল) সা কাত্যায়নী (সেই কাত্যায়নী) বঃ (তোমাদের) কৃত্যানি (কার্য্যসমূহ) প্রসাদয়তু (প্রসন্ন অর্থাৎ নির্বিঘ্ন করুন। ২৫

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ভগবতী যোগমায়া একানংশারূপেণ দেবক্যাং সমুৎপন্নাং তাঞ্চ কংস বধার্থমুপাদায় শিলায়ামাজঘান—সাচ স্বরূপমাস্থায় গগনখুৎপস্তী অচিরেনৈব ধ্বংস-মাপ্স্যসি ইত্যভিধায় অন্তর্হিতা "কংসশ্চ ত্বামুপাদায় দেবি শৈলশিলাতলে প্রক্ষেপ্স্যত্যন্তরীক্ষে চ ত্বং স্থানং সমবাপ্স্যসি॥" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণে পুরাণান্তরেষু চ বর্ণিতম্। মোহান্ধধীঃ মোহেন অন্ধা বিমূঢ়া ধীর্যস্য তাদৃশঃ মোহগ্রস্ত ইত্যর্থঃ কংসঃ অশেষবান্ধবকুলধ্বংসায় ন কেবলমাত্মনং পরং সবংশ্যানাং সর্বেষা বান্ধবভূতানাং দৈত্যানামপি ধ্বংসায় দেবদারুঘটিতাং লোহবৎ কঠিনত্বাৎ দেবদারুণা রচিতাং বধার্থং লৌহময়ং তীক্ষ্ণশূলং স্থূলতর দারুণি এব

সংঘটিতং ভবেৎ, বধ্যশ্চ তং স্কন্ধমারোপ্য বধ্যস্থানং শ্মশানং যাবদ্ বহন্তি এবমেব আচারঃ। শূলমিব, শূলবৎ যাং একানংশারূপিণীং যোগমায়াং, বধ্যোদ্দেশং বধস্থানং শ্মশানং অনয়ৎ নীতবান্। স্পর্ধাবর্ধিত বিন্ধ্যদুর্ভরভরব্যস্তাৎ —কিং মাসণি বোঢ়ুমিচ্ছসি পশ্যামি তে শক্তিমিতি স্পর্ধয়া গর্বেন বর্ধিতঃ বহুলীকৃতঃ বিন্ধ্য ইব যো দুর্ভরঃ দুর্বহঃ ভরঃ তেন বোঢ়ুমশক্তয়া হেতুনা ব্যস্তঃ নিক্ষিপ্তঃ যেন তাদৃশাৎ, হস্তাৎ অর্থাৎ কংসস্য করাৎ বিহায়স্তলং বিহায়সঃ গগনস্য তলং উৎপতিতা ঊর্ধমুখিতা সা কাত্যায়নী চণ্ডী বঃ যুষ্মাকং কৃত্যানি কার্যানি, প্রসাদয়তু—প্রসাদেন নির্বিঘ্নতাং নয়তু। ২৫

শ্লোকার্থ—মোহান্ধবুদ্ধি কংস যাবতীয় স্বজনকুলের ধ্বংসের নিমিত্ত দেবদারুকাষ্ঠের সহিত লগ্ন শূলতুল্য[১] যাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া বধ্যস্থানে বহন করিয়াছিল এবং স্পর্ধাভরে বিন্ধ্যপর্বতসম দুর্বহ গুরুভার ধারণার্থ নিক্ষিপ্ত হইয়া, কংসের হস্ত হইতে যিনি অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইয়াছিলেন, সেই কাত্যায়নী তোমাদের কার্যসমূহ প্রসাদিত করুন। ২৫

তূর্ণে[২] তোষাত্তুরাষাট্ প্রভৃতিষু শমিতে শাত্রবে স্তোত্রকৃৎস্থ
ক্লান্তেবোপেত্য পত্যুস্ততভুজযুগলস্যালমালম্বনায়।
দেহার্ধে গেহবুদ্ধি প্রতিবিহিতবতী লজ্জয়ালীয় কালী
কৃচ্ছ্রং বোঽনিছয়েবাপতিতঘনতরাশ্লেষসৌখ্যা বিহন্তু ॥ ২৬

অন্বয়—তূর্ণং (অতিশীঘ্র) শাত্রবে (শত্রু) শমিতে (প্রশমিত অর্থাৎ নিহত হইলে) তোষাৎ (আনন্দবশতঃ) তুরাষাট্ প্রভৃতিষু (ইন্দ্র প্রভৃতি)

১ পূর্বকালে বধ্যব্যক্তিকেই শূলদণ্ডটি স্কন্ধে করিয়া বধ্যস্থান অবধি নিয়া যাইতে হইত। ভগবান্ যীশুখ্রীষ্টকে এইরূপ ক্রশ্‌টি বহন করিতে হইয়াছিল। নাটক মৃচ্ছকটিকোক্ত চারুদত্তকেও শূলটি বহন করিতে দেখা যায়। শিব ভাবিতেছেন, আমার শূল বহন করিতেছ বলিয়া আমাকেও বহন করিতে চাও! দেখি তোমার কত শক্তি !!

২ তূর্ণং ইতি পাঠান্তর

স্তোত্রকৃৎসু (স্তব করিতে আসিলে) ক্লান্তা ইব (যেন শ্রান্তা হইয়াই) আলম্বনায় (আশ্রয় গ্রহণের জন্য) উপেত্য (আসিয়া) ততভুজ-যুগলস্য (পূর্ব হইতেই যিনি দুইহাত সম্মুখে প্রসারিত করিয়াছিলেন, সেই) পত্যুঃ (স্বামীর) দেহার্দ্ধে (অর্দ্ধ শরীরে) গেহবুদ্ধি (গৃহবুদ্ধি) প্রতিবিহিতবতী (করিয়া) অনিচ্ছয়া এব (ইচ্ছা না থাকিলেও) আপতিত ঘণতরাশ্লেষসৌখ্যা (নিবিড় আলিঙ্গনের সুখ লাভ করিয়া) লজ্জয়া (লজ্জায়) আলীয় (লীন ভাবে আসিয়া) কালী (কালী) বঃ (তোমাদের) কৃচ্ছ্রং (ক্লেশ ও বিপদ্) বিহন্তু (নাশ করুন। ২৬

চণ্ডীপ্রভা টীকা—তূর্ণং অতিশীঘ্রং শক্রবের শাত্রবঃ (স্বার্থে অন্) তস্মিন্ শমিতে নিহতে সতি তুরাষাট্ তুরং বেগবন্তং সহতে ইতি ক্বিপ তুরাষাট্ ইন্দ্রঃ তে এব প্রভৃতয়ো যেষাং তেষু ইন্দ্রাদিদেবেষু তোষাৎ আনন্দাতিশয়াৎ স্তোত্রকৃৎসু স্তবন্‌পরেষু ক্লান্তা ইব রণশ্রমাদিত্যর্থঃ আলম্বনায় আশ্রয়ায় যৎকিঞ্চি-দালম্ব্য বিশ্রমিতুমিত্যর্থঃ, উপেত্য রণভূমি পরিত্যজ্য আগত্য তত ভুজযুগলস্য (তনুবিস্তারে ইতি ক্তান্তস্যরূপং তত ইতি) পুরঃ প্রসারিত বাহুদ্বয়স্য পত্যুঃ স্বামিনঃ শিবস্য দেহার্দ্ধে শরীরার্দ্ধে গেহবুদ্ধিং ইদং পুরঃস্থিতস্তম্ভদ্বয়োপেতং গৃহমিতিধিয়ং প্রতিবিহিতবতী কৃতবতী অনিচ্ছয়া এব তদা ক্লান্তিবিনোদায় বিশ্রামস্যৈব মুখ্যত্বাৎ আলিঙ্গনেচ্ছায়াশ্চ গৌণত্বাৎ অনাকাঙ্ক্ষয়ৈব, আপতিত-ঘনতরাশ্লেষসৌখ্যা উপস্থিতনিবিড়ালিঙ্গনজন্যহর্ষবিশেষ শালিনী যেন তেন ভাবেন যদা কদাপি পত্যুরালিঙ্গনং সুখমেব জনয়তি অতঃ তদানীন্তনমকাঙ্ক্ষি-তমপি পত্যুরালিঙ্গনং সুখায়ৈব জাতমিতিভাবঃ, ভ্রমাদেব শিবস্য দেহার্দ্ধং অধিকৃত্য পতিমর্দ্ধনারীশ্বরং সম্পাদ্য লজ্জয়া হ্রিয়া আলীয় আত্মানং সঙ্গোপ্য এব লীনভাবেন অবস্থায় কালী বঃ যুষ্মাকং কৃচ্ছ্রং আপদাদিজনিতং কষ্টং বিহন্তু নাশয়তু। ২৬

শ্লোকার্থ—দেবশত্রু মহিষাসুরকে অতিশীঘ্র বিনাশ করিলে ও ইন্দ্রাদি দেবগণ আনন্দে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যে দেবী কালী যেন শ্রান্তিবশে

কোন আশ্রয় গ্রহনার্থ রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্বক স্বস্থানে আসিয়া তৎকালে আলিঙ্গনেচ্ছা না থাকিলেও সম্মুখে প্রসারিত-বাহু পতি শিবের অর্ধদেহকে 'ইহাই গৃহ' এইরূপ মনে করিয়া সেইস্থানে প্রবেশপূর্বক নিবিড় আলিঙ্গনলাভে হৃষ্টচিত্তা ও লজ্জিতা হইয়াই আপনার শরীর পতির অর্ধদেহে বিলীন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি তোমাদের কষ্ট দূর করুন। ২৬

আস্তাং মুগ্ধেঽর্ধচন্দ্রঃ ক্ষিপ সুরসরিতং যা সপত্নীভবত্যাঃ[1]

ক্রীড়া দ্বাভ্যাং বিমুঞ্চাপরমলমমুনৈকেন মে পাশকেন।

শূলং প্রাগেব লগ্নং শিরসি যদবলা যুধ্যসেঽব্যাদ্বিদগ্ধং

সোৎপ্রাসালাপপাতৈরিতি দনুজমুমা নির্দহন্তী দৃশা বঃ॥ ২৭

অন্বয়—হে মুগ্ধে (সুন্দরি) অর্দ্ধচন্দ্রঃ (শিরস্থিত অর্ধচন্দ্র অথবা অর্ধচন্দ্র নামক শর) আস্তাং (থাকুক) যা (যে) ভবত্যাঃ (তোমার) সপত্নী (সপত্নী) তাং সুরসরিতং (সুরধুনীকে) ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা) দ্বাভ্যাং (দুইটি দ্বারা) ক্রীড়া (খেলা হয়) অপরং (আর একটি) বিমুঞ্চ (ত্যাগ কর) অমুনা (এই) একেন পাশকেন (একটি মাত্র পাশাস্ত্র অথবা একটি পাশা দ্বারা) অলং (প্রয়োজন নাই) শূলং (শূল) প্রাগেব (পূর্বেই) শিরসি লগ্নং (মস্তকে লগ্ন হইয়াছে) যৎ (যেহেতু) অবলা (রমণী) যুধ্যসে (যুদ্ধ করিতেছ অথবা আমি অবলার সহিত যুদ্ধ করিতেছি) ইতি (এই প্রকার) সোৎপ্রাসালাপপাতৈঃ (পরিহাসজনক আলাপের দ্বারা) বিদগ্ধং (রসিক অথবা পণ্ডিত) দনুজং (দৈত্যকে) দৃশা (দৃষ্টিপাতের দ্বারা) নির্দহন্তী (যেন দগ্ধ করিয়াই) উমা (চণ্ডী) বঃ (তোমাদিগকে) অব্যাৎ (রক্ষা করুন)। ২৭

চণ্ডীপ্রভা টীকা—মহিষাসুরঃ স কেবলং রণদুর্মদঃ পরং পরিহাসনিহনো বিদগ্ধোঽপি—চণ্ডিকয়া—মহিষাসুরং নিরোদ্ধুমেকং পাশং ক্ষিপ্ত্বা ধনুষি অর্ধ-চন্দ্রাখ্যস্য বাণস্য সন্ধানং কৃতম্—তদবলোকস্য স ব্রবীতি অয়ি মুগ্ধে সুন্দরি পুংসাং নয়নানন্দবিধায়িণী সরল সরস চিত্তা চ ত্বং নাস্মিন্ রণক্ষেত্রে শোভসে

---

১ ভবত্যা ইতি বা পাঠঃ

অন্যদেব স্থানং তে সমুচিতমিতি সম্বোধনেন ধ্বন্যতে, অর্ধচন্দ্রং তদাখ্যঃ বাণঃ কথং মুঞ্চসি, স যত্রৈবাস্তে তত্রৈব আস্তাং তিষ্ঠতু; অথবা তে শিরঃ স্থিতং অর্ধচন্দ্রং (জটাজুটসমাযুক্তামর্ধেন্দুকৃতশেখরাম্ ইতিধ্যানাৎ) কথং মুঞ্চসি তেন ত্বমতিতরাং শোভসে বরং যা ভবত্যাঃ সপত্নী তাং সুরসরিতং গঙ্গামেব ক্ষিপ—মামুদ্দিশ্য প্রহিণু, অপিচ ত্বয়া একপাশকং মুক্তং, পাশ এব পাশকং স্বল্পার্থে নিন্দার্থে বা ক প্রত্যয়ঃ, তেন কিং ভবেৎ অপরং চেদস্তি তদপিমুঞ্চ, তব পাশকং পাশকমক্ষমো মনে দ্বাভ্যাং পাশকাভ্যাম—ক্ষাভ্যাং এব ক্রীড়া ভবতীত্যুহলীয়ং অতঃ অমুনা একেন পাশকেন অলম্ নিষ্প্রয়োজনম্ এতদিত্যর্থঃ প্রাগেব পূর্বমেব শিরসি শূলং লগ্নং যদবলাযুধ্যসে যুধ্যসে ইতি কর্তরি কর্মণি বা লট্, লীলাবিলাসযোগ্যা ত্বাদৃশী সুন্দরী রণক্ষেত্র—মাগত্য যুধ্যতে অপি চ মাদৃশেন বীরেণাপি যা যোদ্ধব্যা ইতি বিচিন্ত্য সে শিরসি শূলং ব্যথারূপং লগ্নং মম শিরোব্যথা জাতা, শূলক্ষেপণমপি নিষ্প্রয়োজনমিত্যর্থঃ ইতি এবং সোৎ-প্রাসালাপপাটৈঃ উৎপ্রাসেন পরিহাসেন সহ য আলাপঃ তস্য পাটৈঃ ব্যবহারৈঃ বিদগ্ধং পণ্ডিতং রসিকং বা, দনুজং দৈত্যং মহিষাসুরমিত্যর্থঃ দৃশা কেবলং দৃষ্টিপাতেন (তুচ্ছত্বাদতিপ্রগল্‌ভস্য তস্য পরিহাসস্য বাচা উত্তরদানমযোগ্য-মিতিকৃত্বা) নির্দহন্তী—দগ্ধমিব কুর্বতী উমা বঃ যুষ্মান্ অব্যাৎ রক্ষেৎ ইত্যাশংসা। ২৭

শ্লোকার্থ—হে সুন্দরি, তোমার অর্ধচন্দ্র (অর্ধচন্দ্র নামক বাণ অথবা মস্তকের শশিকলা) যেখানে আছে, সেখানেই থাকুক; বরং তোমার সপত্নী গঙ্গাকে তাহা ক্ষেপণ কর। এই একটি পাশক (অতি তুচ্ছ পাশাস্ত্র অথবা পাশ) নিষ্প্রয়োজন। দুইটি দিয়াই তো খেলা হয়। অতএব অন্য পাশক থাকে তো মোচন কর। তুমি রমণী হইয়াও যুদ্ধ করিতেছ। অথবা তোমার ন্যায় রমণীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া পূর্বেই আমার মস্তকের সহিত শূল লগ্ন হইয়াছে, মাথা ধরিয়াছে। সুতরাং শূল ক্ষেপণও নিরর্থক। এইরূপ পরিহাস-রসিক অসুরকে যিনি দৃষ্টিপাত মাত্রই দগ্ধ করিয়াছেন, সেই

উমাদেবী তোমাদের রক্ষা করুন। ২৭

বক্ত্ৰানাং বিক্লবঃ কিং বহসি বত রুচং স্কন্দষণ্ণাং বিষণ্ণা-
মন্যাঃ ষণ্মাতরস্তে ভব ভব সকলস্ত্বং শরীরার্ধলব্ধ্যা।
জিহ্মাং হন্ম্যদ্যকালীমিতি সমমসুভিঃ কণ্ঠতোনির্গতা গী-
র্গীর্বাণারের্যয়েচ্ছামৃদুপদমৃদিতস্যাদ্রিজা সাবতাদ্বঃ॥ ২৮

অন্বয়—হে স্কন্দ (ওহে কার্তিকেয়) বিক্লবঃ সন্ (কাতর হইয়া) ষণ্ণাং বক্ত্ৰাণাং (ছয়টি মুখের) বিষণ্ণাং রুচং (বিষণ্ণ কান্তি) কিং বত (আহা কেন) বহসি (বহন করিতেছ) তে (তোমার) অন্যাঃ ষণ্মাতরঃ (আর ছয়জন মাতা অর্থাৎ কৃত্তিকারা আছেন) হে ভব (ওহে শিব) শরীরার্ধলব্ধ্যা (পার্বতী-কর্তৃক অপহৃত শরীরার্ধ লাভ করিয়া) ত্বং (তুমি) সকলঃ (পূর্ণাঙ্গ) ভব (হও) অদ্য (আজ) জিহ্মাং (কুটিলা) কালীং (কালীকে) হন্মি (বিনাশ করিতেছি) যয়া (যে দেবী কর্তৃক) ইচ্ছয়া (যদৃচ্ছাক্রমে) মৃদুপদমৃদিস্য (কোমল চরণের দ্বারা নিপীড়িত) গীর্বাণারেঃ (দেববৈরী মহিষাসুরের) কণ্ঠতঃ (কণ্ঠ হইতে) ইতি (এই প্রকার) গীঃ (বাদ্য) অসুভিঃ সমং (প্রাণের সহিত) নির্গতা (নির্গত হইয়াছিল) সা অদ্রিজা (সেই পার্বতী) বঃ (তোমাদের) অব্যাৎ (রক্ষা করুন)। ২৮

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে স্কন্দ কার্তিকেয় বিক্লবঃ কাতরঃ সন্ ষণ্ণাং বক্ত্ৰাণাং ষণ্ণাং মুখানাং বিষণ্ণাং খেদকলুষাং রুচং কান্তিং কিং তে কিমর্থং তে অনুকম্পায়াং বহসি ধারয়সি, তে তব অন্যাঃ ষণ্ মাতরঃ অপরাঃ কৃত্তিকারূপাঃ ষট্ জনন্য সন্তীতি-শেষঃ যুষ্মন্মাতরি পার্বত্যাং ময়া হতায়ামপি ত্বং মাতৃহীনো ন ভবিষ্যসি, নতু একা পরং ষট্ সংখ্যকাস্তে মাতরঃ সন্তি অতঃ বিষাদেনালমিত্যর্থঃ, হে ভব শিব, শরীরার্ধলব্ধ্যা শরীরার্দ্ধস্য পার্বত্যা হৃতস্য পুনর্লাভেন ত্বং সকলঃ কলাভিরংশৈঃ সহ বর্তমানঃ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গঃ ভবঃ, অদ্য জিহ্মাং কুটিলাং কালীং হন্মি নাশয়ামি, যয়া পার্বত্যা ইত্যর্থঃ ইচ্ছয়া যদৃচ্ছয়ৈব, মৃদুপদমৃদিতস্য কোমলচরণেন নতু

কঠিনেন পীড়িতস্য, গীর্বাণারে—দেববৈরিণঃ মহিষাসুরস্য কণ্ঠতঃ গলদেশাৎ ইতি ঈদৃশী গীঃ বাণী অসুভিঃ প্রাণৈ সমং নির্গতা বহির্গতা সা অদ্রিজা পার্বতী, বঃ যুষ্মান্ অব্যাৎ রক্ষতু। ২৮

শ্লোকার্থ—ওহে কার্তিকেয়, ছয়মুখে বিষণ্ণকান্তি বহন করিতেছ কেন? তোমার তো কৃত্তিকাদি আরও ছয় মাতা আছেন! পার্বতীকে আমি বিনাশ করিলেও তোমার পক্ষে মাতৃহীন হওয়ার আশঙ্কা নাই। ওহে শিব, পার্বতীকে আমি বিনাশ করিলে তাহাদ্বারা অপহৃত তোমার শরীরার্দ্ধ পুনর্বার লাভ করিয়া পূর্ণাঙ্গ হও। অতিকুটিলা কালীকে আজ আমি বিনাশ করিতেছি। যদৃচ্ছাক্রমে যাঁহার কোমল চরণদ্বারা মর্দিত হইয়া দেববৈরী মহিষাসুরের কণ্ঠ হইতে এইরূপ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ বহির্গত হইয়াছিল, সেই পার্বতী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ২৮

গাহস্ব ব্যোমমার্গে[১] গতমহিষভয়ৈর্ব্রধ্ন বিশ্রব্ধমশ্বৈঃ
শৃঙ্গাভ্যাং বিশ্বকর্মন্ঘটয়সি ন নবং শার্ঙ্গিণঃ শার্ঙ্গমন্যৎ।
ঐভীত্বগ্নিষ্ঠুরেয়ং বিভৃহি মৃদুমিমামীশ্বরেত্যাত্তহাসা
গৌরীবোঽব্যাৎক্ষতারিঃ স্বচরণগরিমগ্রস্তগীর্বাণগর্বা ॥ ২৯

অন্বয়—হে ব্রধ্ন (ওহে সূর্য্য) গতমহিষভয়ৈঃ (মহিষ হইতে নির্ভয়) অশ্বৈঃ (অশ্বসমূহের দ্বারা) বিশ্রব্ধং (নিশ্চিন্ত হইয়া) ব্যোমমার্গং (আকাশপথে) গাহস্ব (বিচরণ কর) বিশ্বকর্মন্ (ওহে বিশ্বকর্মা) শৃঙ্গাভ্যাং (এই দুইটি শৃঙ্গদ্বারা) শার্ঙ্গিণঃ (বিষ্ণুর) নবং (নূতন) অন্যৎ শার্ঙ্গং (আর একটি শৃঙ্গধনু) [কিঃ] ন ঘটয়সি (কেন নির্মাণ করিতেছ না) হে ঈশ্বর (ওহে শিব) ইয়ং (এই) ঐভীত্বক্ (হস্তিচর্ম) নিষ্ঠুরা (অতি কর্কশ) মৃদুম্ ইমাং (এই মৃদুচর্ম) বিভৃহি (ধারণ কর) ইতি (এই প্রকার) আত্তহাসা (হাস্যময়ী) ক্ষতারিঃ (শত্রুনিধন-কারিণী) স্বচরণগরিমগ্রস্তগীর্বাণগর্বা (নিজের চরণগরিমায় যিনি দেবগণের

---

১ গাহস্বব্যোমমার্গং ইতি বা পাঠঃ

গর্ব গ্রাস করিয়াছিলেন) সা গৌরী (সেই গৌরী) বঃ (তোমাদিগকে) অব্যাৎ (রক্ষা করুন)। ২৯

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে ব্রধ্ন সূর্য্য, গতমহিষভয়ৈঃ মহিষাৎ ভয়ং তদ্‌গতং যেষাং তৈঃ অশ্বৈঃ (মহিষাৎ প্রকৃত্যৈব অশ্বা বিভ্যতি) বিশ্রব্ধং নির্বাধং নিশ্চিন্তঞ্চ যথা স্যাৎ তথা, ব্যোমমার্গং আকাশপথং গাহস্ব প্রবিশ্য বিচর, অনেন জীবতি মহিষাসুরে সূর্য্যস্য নভোমণ্ডলে বিচরণমপি নির্বিঘ্নং নাসীদিতি ধ্বনিতম্ ; হে বিশ্বকর্মন্ দেবশিল্পিন্ শৃঙ্গাভ্যাং অর্থাৎ নিহস্য মহিষাসুরস্য শার্ঙ্গিণঃ বিষ্ণোঃ, অন্যৎ নবং শার্ঙ্গং অপরং নূতনং শৃঙ্গবিকারাত্মকং ধনুঃ ঘটয়সি ন নির্মাসি ন ইতি কাকুঃ অর্থাৎ কিমর্থং ন নির্মাসি বিষ্ণুরপি পুরাতনং জীর্ণং ধনুঃ পরিত্যজ্য নবং শার্ঙ্গং ধনু ধারয়তু ইতি ভাবঃ। হে ঈশ্বর শিব, ইয়ং মাং ত্বং ধারয়সি ঐভীত্বক্ ইভস্য হস্তিনঃ ইয়মিতি ইভশব্দাদনিকৃতে স্ত্রিয়াম্, হস্তিচর্ম নিষ্ঠুরা কর্কশস্পর্শন মৃতমিমাং অর্থাৎ ময়া দীয়মানাং মহিষস্য ত্বচং বিভৃহি ধারয় ইতি আত্তহাস্য আত্তো গৃহীতো হাসো যয়া সা হসন্তীত্যর্থঃ, ক্ষতারিঃ ক্ষতোবিনষ্টোঽরির্যয়া তাদৃশী নিহতশত্রুকা তথা স্বচরণগরিমগ্রস্ত-গীর্বাণগর্বা—দ্বৌ চরণৌ তয়োর্গরিমা তেন গ্রস্তঃ অবলুপ্তঃ গীর্বাণানাং দেবানাং গর্বঃ যয়া সা পদগৌরবেণ দেবনাং গর্বহন্ত্রী গৌরী পার্বতী, বঃ যুষ্মান্ অব্যাৎ রক্ষতু ইত্যাশীঃ। ২৯

শ্লোকার্থ—ওহে সূর্য্য, মহিষ হইতে নির্ভয় অশ্বসমূহ লইয়া নিশ্চিন্তে আকাশপথে বিচরণ কর। ওহে বিশ্বকর্মা, নিহত মহিষাসুরের শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা বিষ্ণুর জন্য আর একটি নূতন শার্ঙ্গধনু নির্মান করনা কেন? ওহে শিব, তোমার পরিহিত হস্তিচর্মটি অত্যন্ত কর্কশ। এই মহিষাসুরের মৃদুচর্ম ধারণ কর। শত্রুনাশকারিণী এবং নিজের চরণ গৌরবে দেবগণের গর্বহারিণী যে গৌরীদেবী হাসিতে হাসিতে এই প্রকার বলিয়াছিলেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। ২৯

ক্ষিপ্তো[১] বাণঃকৃতস্তে ত্রিকবিনতিততো[২] নির্বলির্মধ্যদেশঃ
প্রহ্লাদো নূপুরস্য ক্ষতরিপুশিরসঃ পাদপাতৈর্দিশোঽগাৎ।
সংগ্রামে সন্নতাঙ্গি ব্যথয়সি মহিষং নৈকমন্যানপি ত্বং
যে যুধ্যন্তেঽত্র নৈবেত্যবতু পতিপরিহাসহৃষ্টা শিবা বঃ॥ ৩০

অন্বয়—বাণঃ (শর অথবা বাণ নামক অসুর) ক্ষিপ্তঃ (নিক্ষিপ্ত অথবা দূরীকৃত) ত্রিকবিনতিততঃ (মেরুদণ্ডের সর্বনিম্নে ত্রিকাস্থির বিনমন হেতু সম্মুখে বিস্তৃত) মধ্যদেশঃ (শরীরের মধ্যভাগ) নির্বলিঃ (সঙ্কুচিত চর্মবিহীন অথবা বলি নামক অসুরহীন) কৃতঃ (করিয়াছ) পাদপাতৈঃ (পাদবিক্ষেপের দ্বারা) ক্ষতরিপুশিরসঃ (শত্রুর মস্তকে ক্ষত উৎপাদনকারী) নূপুরস্য (নূপুরের) প্রহ্লাদঃ (শব্দ অথবা প্রহ্লাদ নামক অসুর) দিশঃ (চতুর্দিক) অগাৎ (গিয়াছে অথবা পলায়ন করিয়াছে) হে সন্নতাঙ্গি (হে সন্নতাঙ্গি—সুন্দরি) সংগ্রামে (যুদ্ধে) ত্বং (তুমি) একং মহিষং (একমাত্র মহিষকে) ন ব্যথয়সি (ব্যথিত করিতেছ না) অন্যানপি (অন্য সকলকেও) যে (যাহারা) অত্র (এই স্থানে) নৈব যুধ্যন্তে (যুদ্ধ করিতেছ না) ইতি (এই প্রকার) পতিপরিহাসহৃষ্টা (পতি কর্তৃক পরিহাসে আনন্দিতা) শিবা (চণ্ডিকা) বঃ (তোমাদের) অবতু (রক্ষা করুন)। ৩০

চণ্ডীপ্রভা টীকা—বাণঃ শরঃ পক্ষে বাণনামা অসুরঃ, ক্ষিপ্তঃ শরপক্ষে করহস্তিতঃ, ত্রিকবিনতিততঃ পৃষ্ঠবংশস্য ঊর্ধ্বমারভ্য চতুর্বিংশস্যাস্থ্নঃ অধস্তাৎ অন্যোন্য সংসক্তমস্থিত্রয়ং ত্রিকং শরক্ষেপকালে তৎবিনস্য মধ্যদেশস্য উন্নমনাৎ পুরতস্ততঃ বিস্তৃতো ভবতি শরীরস্য মধ্যদেশঃ তেন তত্র ত্বগূর্মিরূপো বলির্ন লক্ষ্যতে, ত্রিকস্য বিনতির্বিনমনং তেন ততো বিস্তারমাপন্নঃ উত্তানশ্চ মধ্যদেশঃ শরীরস্য ইত্যর্থঃ নির্বলিঃ ন বিদ্যতে বলিস্ত্বগূর্মি যস্মিন্ তাদৃশঃ পক্ষে নির্গতঃ বলিঃ তন্নামা দৈত্যবিশেষঃ যস্মাৎ তথাবিধঃ কৃতঃ বিহিতস্ত্বয়েতি শেষঃ পাদপাতৈঃ পদাঘাতৈঃ

১ ক্ষিপ্তো ইতি পাঠান্তর
২ বাণঃ কৃতস্তে ত্রিকবিনতিততো ইতি অন্যত্র দৃষ্ট।

ক্ষতরিপুশিরসঃ ক্ষতং রিপোঃ শিরোমস্তকং যেন তাদৃশস্য নূপুরস্য পাদভূষণস্য, প্রহ্লাদঃ প্রকৃষ্টঃ হ্লাদঃ শব্দঃ পক্ষে তন্নামা দৈত্যঃ দিশঃ সর্বাদিশ ইত্যর্থঃ। অগাৎ গতবান্ সর্বাদিক্ নূপুরশব্দেন ব্যাপ্তা পক্ষে প্রহ্লাদঃ কান্দিশিকোভূত্বা পলায়িতঃ, সন্নতাঙ্গিপয়োধর গৌরবাৎ সন্নতমঙ্গং যস্যাঃ তৎসম্বোধনে সুন্দরি ইত্যর্থঃ। সংগ্রামে যুদ্ধেঃ ত্বং একং মহিষং কেবলং মহিষং ন ব্যথয়সি ন পীড়য়সি পরং অন্যানপি অপরানপি, যে অত্র ন যুধ্যন্তে অর্থাৎ বাণবলিপ্রহ্লাদাঃ তান্ অপি ব্যথয়সি ইত্যর্থঃ। ইতি এবং পতিপরিহাসহৃষ্টা পত্যুঃ শিবস্য যঃ পরিহাসস্তেনহৃষ্টা আনন্দিতা, শিবা, বঃ যুষ্মান্ অবতু রক্ষতু। ৩০

শ্লোকার্থ—তুমি বাণ ক্ষেপণ করিয়াছ, অথবা বাণ নামক অসুরকে দূর করিয়া দিয়াছ। পৃষ্ঠবংশের নিম্নে ত্রিকাস্থি বিনত ও তাহার সম্মুখভাগ শক্ত করার ফলে ত্বদীয় মধ্যশরীরে চর্মসংকোচরূপ বলি বিলুপ্ত হইয়াছে; অথবা বলি নামক দৈত্য পলায়ন করিয়াছে। তোমার পদাঘাতে যে নূপুর দ্বারা দেবশত্রু মহিষাসুরের মস্তকে ক্ষত হইয়াছে, তাহার প্রহ্লাদ অর্থাৎ শব্দ সর্বদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; অথবা প্রহ্লাদ নামক অসুর দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পলাইয়াছে। অতএব যুদ্ধে তুমি কেবলমাত্র মহিষকেই নহে, যাহারা এইস্থানে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে না, তাহাদিগকেও ব্যথিত করিয়াছ। উমাপতির এইরূপ পরিহাসে হৃষ্টা পার্বতী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩০

মেরৌ মে রৌদ্রশৃঙ্গক্ষতবপুষি রুষো নৈব নীতা নদীনাং
ভর্তারো রিক্ততাং যত্তদপি হিতমভূন্নিঃসপত্নোঽত্র কোঽপি।
এতন্নো মৃষ্যতে যন্মহিষ কলুষিতা স্বর্ধুনী মূর্ধ্নি মান্যা
শম্ভোর্ভিন্দ্যাদ্ধসন্তী পতিমিতি শমিতারাতিরীতীরুমা[১] বঃ॥ ৩১

অন্বয়—রৌদ্রশৃঙ্গক্ষতবপুষি (ভীষণ শৃঙ্গ দ্বারা ক্ষত শরীর) মেরৌ (সুমেরু পর্বত হইলেও) মে (আমার) রুষঃ (ক্রোধ) নৈব (হয় নাই) যৎ (যে) নদীনাং ভর্তারঃ (নদীসমূহের পতি অর্থাৎ সকল সমুদ্র) রিক্ততাং নীতাঃ (জলশূন্য

১ শমিতারাতিরোতোরুমা ইতি বা পাঠঃ

করিয়াছ) তদপি (তাহাও) হিতং (ভালই হইয়াছে) অত্র (ইহাতে) কোঽপি (একজনও—তাহার নাম করিব না) নিঃসত্ত্বঃ (শত্রুহীন হইয়াছে) হে মহিষ (ওহে মহিষাসুর) যৎ (যে) শম্ভোঃ (শিবের) মূর্ধ্নি (মস্তকে স্থিতা) মান্যা (মাননীয়া) স্বর্ধুনী (স্বর্গগঙ্গা) কলুষিতা (কলুষিত করিয়াছ) এতৎ (ইহা) ন মৃষ্যতে (ক্ষমা করিতে পারিতেছনা) পতিং (স্বামী অর্থাৎ শিবকে) ইতি (ইহা বলিয়া) হসন্তী (উপহাস কারিণী) শমিতারিঃ (শত্রুনিধনকারিণী) উমা (চণ্ডিকা) বঃ (তোমাদের) ঈতীঃ (অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, মূষিক ও পক্ষী কর্তৃক শস্যের ক্ষতি এবং যুদ্ধার্থী রাজার সান্নিধ্যরূপ ছয় প্রকারের বিপদ্) ভিন্দ্যাৎ (চূর্ণ করুন অর্থাৎ দূর করুন)॥ ৩১

চণ্ডীপ্রভা টীকা—শিবেন পরিহাসঃ কৃতঃ ইদানীং উমানি শিবং পরিহসতি—হে মহিষ মহিষাসুর ত্বয়া রৌদ্রশৃঙ্গক্ষতবপুষি ভীষণশৃঙ্গঘাতেনবিক্ষত শরীরে, মেরৌ সুমেরৌ কৃতেঽপি সতি মম রোষো ক্রোধঃ নৈব জাতঃ, দেবাধিষ্ঠানস্য সুমেরোরুপীড়নমপি ময়া সোঢ়ম্ নদীনাং ভর্তারঃ অপাং পতয়ঃ সমুদ্রাঃ ইত্যর্থঃ বহুবচনং তু সপত্ন্যাঃ গঙ্গায়াঃ পরিহাসার্থং—ভঙ্গ্যা সা বহুভর্তৃকা ইত্যুক্তম্ রিক্ততাং নীতাঃ শূন্যতাং জলহীনতামিত্যর্থঃ প্রাপিতাঃ তদপি হিতং মঙ্গলমেব যতঃ অত্র অস্মিন্ কর্মনি কোঽপি জনবিশেষঃ যস্য নাম ন উচ্চার্য্যতে শিব ইত্যর্থঃ নিঃসপত্নঃ শত্রুহীনঃ জাতঃ গঙ্গা হি শিবস্য প্রিয়া ভার্য্যা তস্যাঃ শিবঃ সমুদ্রশ্চ দ্বাবেব ভর্ত্তারৌ তেন ভার্য্যায়াঃ দ্বিতীয় পতিরূপঃ প্রতিদ্বন্দ্বী স সপত্নঃ—শত্রুরেব সমুদ্রস্য শোষণাৎ শিবঃ শত্রুহীনঃ জাতঃ তত্তু তস্য হিতমেব, পরং এতৎ ন ময়া মৃষ্যতে সহ্যতে যৎ শম্ভোঃ শিবস্য মূর্ধ্নি মস্তকে অতএব মান্যা স্বর্ধুনী স্বর্গগঙ্গা ত্বয়া কলুষিতা স্পর্শপলোড়নাদিভিঃ দূষিতা গঙ্গা খলু শিবস্য তথৈব প্রিয়া যৎ তাং স শিরসা বহতি শিবস্যাপি তেন মান্যা, ঈদৃশীং গঙ্গাং পরপুরুষঃ সন্ ত্বং ন কেবলং স্পৃষ্টবান্ পরং মথিতবানপি; এতেন গঙ্গামুদ্দিশ্য প্রচ্ছন্নপরিহাসোব্যক্তঃ যৎ গঙ্গে ত্বং পরপুরুষৈরূপভুক্তাসি ইত্যর্থঃ। প্রিয়ভার্য্যামুদ্দিশ্য পরিহাসঃ ভর্তারমেব স্পৃশতি

—অতঃ পতিং ইতি হসন্তী এবমুপহসন্তী শমিতারিঃ শত্রুহন্ত্রী উমা বঃ যুষ্মাকং ঈতীঃ। অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ। প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ অতিবৃষ্টি প্রভৃতি বিপদঃ ভিন্দ্যাৎ নাশয়েৎ। ৩১

শ্লোকার্থ—ওহে মহিষাসুর, তুমি ভীষণ শৃঙ্গের আঘাতে সুমেরুপর্বতকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছ। তাহাতে আমি ক্রুদ্ধ হই নাই। শোষণ করিয়া সরিৎপতি সমুদ্রসমূহকে তুমি জলশূন্য করিয়াছ; তাহাতে ভালই হইয়াছে। কারণ একজন (শিব-ভার্য্যা গঙ্গার অন্যতর পতি বলিয়া সমুদ্র শিবের শত্রু) শত্রুহীন হইয়াছেন। কিন্তু শিবের মস্তকস্থিতা পূজনীয়া স্বর্গগঙ্গাকেও যে তুমি স্পর্শদোষে কলুষিত করিয়াছ। ইহা আমি ক্ষমা করিতে পারিতেছিনা। ইহাতে গঙ্গার প্রতি 'তুমি বহুভর্তৃকা' এই পরিহাস ব্যক্ত হইয়াছে। পতিকে পরিহাস করিয়া হাসিতে হাসিতে যে উমাদেবী ইহা বলিয়াছিলেন, তিনি তোমাদের অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, মূষিক, পক্ষীকর্তৃক শস্যহানি ও যুদ্ধার্থীরাজার সান্নিধ্য—এই ছয় প্রকার বিপদ্ দূর করুন। ৩১

সদ্যঃ সাধিতসাধ্যমুদ্ধৃতবতী শূলং শিবা পাতু বঃ
পাদপ্রান্তবিষক্ত এব মহিষাকারে সুরদ্বেষিণি।
দিষ্ট্যা দেব বৃষধ্বজো যদি ভবানেষাপি নঃ স্বামিনী
সংজাতা মহিষধ্বজেতি জয়য়া কেলৌ কৃতেঽর্ধস্মিতা ॥ ৩২

অন্বয়—হে দেব (হে শিব) যদি ভবান্ বৃষধ্বজঃ (আপনি যদি বৃষধ্বজ হইয়া থাকেন তাহা হইলে) এষা নঃ স্বামিনী (এই আমাদের কর্ত্রীও) দিষ্ট্যা (ভাগ্যক্রমে) মহিষধ্বজা সংজাতা (মহিষধ্বজা হইয়াছেন) জয়য়া (জয়া কর্তৃক) কেলৌ (কেলি কালে) ইতি কৃতে (এইরূপ বলিলে) পদপ্রান্তবিষক্তে (পদপ্রান্তে লগ্ন) এব মহিষাকারে (মহিষরূপধারী) সুরদ্বেষিণি (দেববৈরীর শরীরে) সদ্যসাধিতসাধ্যং (এইমাত্র যাহা নিজের কার্য্য সাধন করিয়াছে) শূলমুদ্ধৃতবতী (সেইরূপ শূল তুলিয়া লইয়াছেন) অর্ধস্মিতা (কিঞ্চিৎ হাস্যময়ী) শিবা (চণ্ডী) বঃ (তোমাদের) পাতু (রক্ষা করুন)। ৩২

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ইদংখলু শিবমুদ্দিস্য জয়য়াঃ নর্মভাষিতং তদপি হর-গৌর্য্যোঃ কেলিকালে, হে দেব পশুপতে, ভবান্ বৃষধ্বজ ইতি খ্যাতঃ বৃষাঙ্কিত স্ত ধ্বজঃ এষা নঃ স্বামীনি কর্ত্রী গৌরীত্যর্থঃ দিষ্ট্যা অস্মাকং ভাগ্যবশাৎ হিষধ্বজা সংজাতা অস্যা অপি ধ্বজঃ মহিষান্বিতো জাতঃ। যোগ্যং যোগেন াজয়েৎ—যুবয়োরুভয়োরপি পশুচিহ্নিতোধ্বজঃ কেলৌ গৌর্য্যাসমং কেলিপ্রবৃত্তে বে জলক্রীড়াদীনাং কালে ইত্যর্থঃ। জয়য়া দেব্যাঃ সখ্যা, ইতি কৃতে এবং রিহাসে কৃতে পদপ্রান্তে বিষক্তে পাদান্তসংলগ্নে সুরদ্বেষিণি দেবশত্রৌ হিষাসুরে সদ্য সাধিতসাধ্যং সপদি সাধিতং সম্পন্নং মহিষাসুর বধরূপং সাধ্যং ত্যং যেন তাদৃশং শূলং উদ্ধৃতবতী মহিষশরীরাৎ ইত্যর্থঃ অর্ধস্মিতা অর্ধং মৃতং যস্যাঃ সা কিঞ্চিৎ হাস্যময়ী শিবা বঃ যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। ৩২

শ্লোকার্থ—হে দেব, আপনি বৃষধ্বজ। আমাদের কর্ত্রীও সম্প্রতি ভাগ্যক্রমে হিষধ্বজ হইয়াছেন। উভয়েরই ধ্বজে পশু; অতএব যোগ্যের সহিত যোগ্যার লন হইয়াছে। হরগৌরীর কেলিকালে সখি জয়া এইরূপ বলিলে সদ্যঃ সদ্যঃ যিনি াদপ্রান্তে লগ্ন দেববৈরী মহিষাসুরের দেহ হইতে স্বকার্য্যসম্পাদনকারী তীক্ষ্ণ লটিকে তুলিয়া লইয়াছেন, কিঞ্চিৎ হাস্যযুক্তা সেই চণ্ডীদেবী তোমাদিগকে ক্ষা করুন। ৩২

বিদ্রাণেন্দ্রাণি কিং ত্বং দ্রবিণদয়িতে[1] পশ্য সংখ্যং স্বসখ্যাঃ
স্বাহে স্বস্থা স্বভর্ত্তর্যমৃতভুজি মুধা রোহিণী রোদিতীব।
লক্ষ্মী শ্রীবৎসলক্ষ্মোরসি[2] বসসি পুরেত্যার্তমাশ্বাসয়ন্ত্যাং
স্বর্গস্ত্রৈণং জয়ায়াং জয়তি হতরিপোর্হ্রেপিতং হৈমবত্যাঃ॥ ৩৩

অন্বয়—অয়ি ইন্দ্রাণি (হে ইন্দ্রাণি) কিং ত্বং বিদ্রাণা (তুমি পলাইতেছ কেন) বিণদদয়িতে (কুবের পত্নি) স্বসখ্যাঃ (নিজের সখীর) সংখ্যং (যুদ্ধ) পশ্য দেখ) স্বাহে (স্বাহা) অমৃতভুজি (অমৃতভোজনকারী) স্বভর্ত্তরি (নিজের

১ দ্রবিণদদয়িতে ইতি পাঠান্তর
২ শ্রীবৎসলক্ষ্মীরসি ইতি বা পাঠ

স্বামীতে) স্বস্থা [ভব] (সুস্থ হইয়া থাক) রোহিণী (রোহিণী) মুধা (বৃথাই) রোদিতি ইব (যেন কাঁদিতেছে) লক্ষ্মি (অয়ি লক্ষ্মি) শ্রীবৎসলক্ষ্মোরসি (শ্রীবৎস-চিহ্নিত বিষ্ণুর বক্ষে) পুরা বসসি (আবার বাস করিবে) ইতি (এই প্রকার) আর্ত্তং স্বর্গস্ত্রৈণং (স্বর্গের ভয়কাতর রমণীদিগকে) আশ্বাসয়ন্ত্যাং জয়ায়াং (জয় আশ্বস্ত করিলে) হতরিপোঃ (শত্রুবধকারিণী) হৈমবত্যাঃ (হৈমবতীর) হ্রেপিতং (লজ্জা) জয়তি (জয়যুক্ত হউক)। ৩৩

চণ্ডীপ্রভা টীকা—মহিষাসুর ভয়ার্ত্তা দেবরমণীর্লক্ষয়িত্বা জয়ায়াঃ আশ্বাস-নমেতৎ হে ইন্দ্রাণি, কিং কথং ত্বং বিদ্রানা পলায়নপরা দ্রবিণং ধনং দদাতি ইতি দ্রবিনদঃ; কুবেরঃ তস্য দয়িতা প্রিয়া তৎসম্বোধনে দ্রবিণদদয়িতে কুবের-পত্নি ইত্যর্থঃ স্বসখ্যাঃ পার্বত্যাঃ সংখ্যং যুদ্ধং পশ্য কৈলাসে সহবাসাৎ শিবকুবেরে সখায়ৌ অতঃ কুবের ভার্য্যাপি পার্বত্যাঃ সখী। হে স্বাহে, অমৃতভুগি সুধাস্বাদিনি স্বভর্তরি অগ্নৌ যজ্ঞীয়হবিরেবামৃতং তদ্ ভোক্তুং শীলমস্য তে অগ্নিরমৃতভুক্ স্বস্থা সুখস্থিতা ভব ইত্যহম্; রোহিণী চন্দ্রপত্নী মুধা বৃথৈব রোদিতি মহিষাসুরস্য বিনাশাৎ রোদনহেতুর্নাস্তীত্যর্থঃ, হে লক্ষ্মি পুরা অচিরেণৈব শ্রীবৎস্যলক্ষ্মোরসি শ্রীবৎস্যঃ রোমাবৃত্তরূপঃ তদেব লক্ষ্ম চিহ্নং যস্য তৎ শ্রীবৎস্যলক্ষ্ম তাদৃশমুরঃ বক্ষঃ তস্মিন্ অর্থাৎ বিষ্ণোর্বক্ষসি বসসি (যাবৎপুরয়োর্লট্ ইতি ভবিষ্যতি লট্) জয়ায়াং স্বর্গস্ত্রৈণং স্ত্রীণাং সমূহঃ স্ত্রৈণং স্বর্গস্য স্ত্রৈণং রমণীগণং এবং আশ্বাসয়ন্ত্যাং সান্ত্বনাবাক্যেন প্রবোধয়ন্ত্যাং হতরিপোঃ হতঃ রিপুর্মহিষাসুরঃ যস্যাঃ তস্যা হৈমবত্যাঃ গৌর্য্যাঃ হ্রেপিতং, নিজস্তাৎ জিহ্রেতের্ভাবেক্ত লজ্জা ভয়েতি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। আত্মপ্রশংসাশ্রবণেন দেবী লজ্জিতা ভবতি —ইতি তাৎপর্য্যম্। ৩৩

শ্লোকার্থ—হে ইন্দ্রাণি, আপনি পলায়ন করিতেছেন কেন? হে কুবের-পত্নি, আপনিও স্বীয় সখীর যুদ্ধদর্শন করুন। হে স্বাহে, অমৃতভোজী নিজ স্বামীর সহিত আপনি নিত্যসুখে অবস্থান করুন। রোহিণী বৃথাই রোদন করিতেছে! হে লক্ষ্মি, আপনিও অচিরে বিষ্ণুর শ্রীবৎস-চিহ্নিত বক্ষে বাস করিবেন

স্বর্গবাসিনী রমণীগণকে সখী জয়া এইরূপ আশ্বস্ত করিলে শত্রুনাশিনী দেবী দুর্গার লজ্জা জয় যুক্ত হউক। ৩৩

নির্বাণঃ কিং ত্বমেকো রণশিরসি শিখিঞ্ছশাঙ্গ´ধন্বাপিবিধ্যং
স্তত্তে ধৈর্যে[১] ক যাতং জহিহি জলপতে দীনতাং ত্বং নদীনঃ।
শক্তো নো শত্রুভঙ্গে ভয়পিশুনস্থনাসীর নাসীরধূলি-
র্ধিগ্যাসি কেতি জল্পন্‌রিপুরবধি যয়া পার্বতী পাতু সা বঃ॥ ৩৪

অন্বয়—হে শিখিন্ (ওহে অগ্নি) ত্বম্ একঃ (তুমি একাই) কিং (কি) রণশিরসি (যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখভাগে) নির্বাণঃ (নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছ) বিধ্যন্ (শরসমূহদ্বারা যিনি শত্রুগণকে বিদ্ধ করিতেছেন সেই) শাঙ্গ´ধন্বাপি (বিষ্ণুও কি নির্বাণপ্রাপ্ত হন নাই) হে জলপতে (ওহে বরুণ) তৎ (সেই বিখ্যাত) তে (তোমার) ধৈর্য্যং (ধৈর্য্য) ক যাতং (কোথায় গেল) ত্বং (তুমিত) নদীনঃ (নদীসমূহের পতি) [অথবা ন দীনঃ—দৈন্যগ্রস্ত নহ] দীনতাং (দৈন্য) জহিহি (ত্যাগ কর) ভয়পিশুনস্থনাসীর (ওহে ভয়সূচক ইন্দ্র) শত্রুভঙ্গ (শত্রুগণকে রণক্ষেত্র হইতে পলায়নে বাধ্য করিতে) নাসীরধূলিঃ (সৈন্যগণের পদাহত ধূলি) ন শক্তঃ (আর সমর্থ নহে) ধিক্ (তোমাকে ধিক্) ক যাসি (কোথায় যাইতেছ) ইতি জল্পন্ (যে এইরূপ বলিতেছেন) রিপুঃ (সেই শত্রু) যয়া (যৎ কর্তৃক) অবধি (হত হইয়াছিল) সা পার্বতী (সেই পার্বতী) বঃ (তোমাদিগকে) পাতু (রক্ষা করুন)। ৩৪

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে শিখিন্ অগ্নে, রণশিরসি যুদ্ধক্ষেত্রস্য পুরোভাগে, কিং ত্বমেকঃ নির্বাণঃ নিস্তেজাঃ জাতঃ নানে? অহং তু পশ্যামি অন্যেঽপি নির্বাণাঃ জাতাঃ বিধ্যন্ শরৈঃ শত্রুমর্ম্মাণি বিদারয়ন্ শাঙ্গ´ধন্বাপি বিষ্ণুরপি কিং নির্বাণো ন জাতঃ? জাত এব ইত্যর্থঃ। জলপতে বরুণ তৎ তে ধৈর্য্যং ধীরতয়ৈব ত্বং খ্যাতঃ পরমদ্য তব তৎ বিখ্যাতং ধৈর্য্যং ক যাতম্ কুত্র গতম্? ত্বং খলু নদীনঃ নদীনামীনঃপ্রভুঃ পক্ষে ন দীনো দৈন্যগ্রস্তঃ অতঃ দীনতাং

১ ধৈর্য্যং ইতি পাঠান্তর

দৈন্যং জহিহি ত্যজ, ভোঃ ভয়পিস্থন স্থনাসীর রণক্ষেত্রে ত্বং চিরমেব শত্রুণাং ভয়ং স্থচয়সি তাদৃশোঽপি হে ইন্দ্র, নাসীরধূলিঃ তব সেনামুখোত্থা ধূলিঃ সৈন্যানাং বাহনানাঞ্চ পদাহতা ধূলিঃ যথাপূর্বং ন তথা অদ্য শত্রুভঙ্গে অরিনাং পলায়নে ন শক্তঃ ন সমর্থঃ। ত্বাং ধিক্ ক্ব যাসি কুত্র পলায়সে? ইতি জল্পন্ এবং ভাষমানঃ রিপুঃ শত্রুঃ মহিষাস্থরঃ ইত্যর্থঃ যয়া অবধি হতঃ, সা পার্বতী বঃ যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। ৩৪

শ্লোকার্থ—ওহে অগ্নে, রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগে তুমি কি একাই নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছ? যিনি শত্রুগণকে শরবিদ্ধ করেন, সেই শার্ঙ্গধন্বা বিষ্ণুও কি নির্বাণ প্রাপ্ত নহেন? ওহে বরুণ, তোমার সেই ধৈর্য্য কোথায় গেল? তুমি নদীসমূহের প্রভু, অথবা তুমি দৈন্যগ্রস্ত নহ বলিয়াই জানি। অতএব দৈন্য পরিহার কর। ওহে ইন্দ্র, পূর্বে তোমার উপস্থিতি শত্রুহৃদয়ে ভয়সঞ্চার করিত, কিন্তু আজ আর তোমার সৈন্যগণের পদাহতধূলিরাশি তাহাদিগকে পলায়নে বাধ্য করিতে সমর্থ নহে। ধিক্ তোমাকে। কোথায় পলায়ন করিতেছ? এইরূপ বলিতে বলিতে যাঁহার দ্বারা দেবশত্রু মহিষাস্থর নিহত হইয়াছিল, সেই পার্বতী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৪

নন্দিন্নানন্দদো মে তব মুরজমৃদুঃ সংপ্রহারে প্রহারঃ
কিং দন্তে রোম্ণি রুগ্‌ণে ব্রজসি গজমুখ ত্বং বশীভূত এব।
নিঘ্ননিঘ্নন্নিদাণীং ত্র্যজনমিহ মহাকাল একোঽস্মি নান্যঃ
কন্যাদ্রেদৈত্যমিত্থং প্রমথপরিভবে মৃদ্গতী ত্রায়তাং বঃ॥ ৩৫

অন্বয়—হে নন্দিন্ (ওহে নন্দী) সংপ্রহারে (যুদ্ধে) তব (তোমার) মুরজমৃদুঃ (মুরজের ধ্বনিরন্যায় মৃদু) প্রহারঃ (আঘাত) মে (আমার) আনন্দদঃ (আনন্দপ্রদ) হে গজমুখ (ওহে গণেশ) রোম্নি (আমার লোমে) দন্তে রুগ্নে (তোমার দন্তপীড়িত অর্থাৎ ভগ্ন) কিং ব্রজসি (কেন যাইতেছ) ত্বং (তুমি) বশীভূত এব (আমার বশীভূত হইয়াছ) ইদানীং (এখন) ত্র্যজনং (স্বর্গবাসী দেবগণের) নিঘ্নন্ নিঘ্নন্ (নিহত করিয়া) মহাকালঃ একাস্মি (আমিই মহাকাল)

নান্যঃ (অন্য কেহ নহে) প্রমথপরিভবে (প্রমথগণ পরাজিত হইলে) দৈত্যং (দৈত্য অর্থাৎ মহিষাসুরকে) ইত্থং (এই প্রকার) মৃদ্নতী (মর্দনকারিণী) অদ্রেঃ কন্যা (গিরিরাজের কন্যা অর্থাৎ পার্বতী) বঃ (তোমাদিগকে) ত্রায়তাম্ (ত্রাণ করুন)। ৩৫

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে নন্দিন্ সংপ্রহারে যুদ্ধে মুরজমৃদুঃ মুরজধ্বনিরিব কোমলঃ তব প্রহারঃ ত্বৎকৃত আঘাতঃ, মে আনন্দদঃ মম আনন্দজনকঃ যুদ্ধে ত্রিশূলাদিভিঃ ত্বং প্রহরসি পরং প্রহারোজনিতোধ্বনির্মুরজধ্বনিরিব অর্থাৎ প্রহারোঽপি মৃদুত্বাদকিঞ্চিৎকরঃ। ভো গজমুখ গণেশ ; মম রোম্নি তে দন্তে রুগ্নে তব দন্তস্য ভঙ্গে যাতে কিং ব্রজসি যুদ্ধং পরিত্যজ্য কথং গচ্ছসি, লম্বোদরত্বাৎ ত্বং শীঘ্রং পলায়িতুমপ্যরশক্তঃ অতঃ ত্বং মম বশীভূত এব অচিরাৎ ত্বামহং গৃহীত্বা বন্দিনং বিধাস্যামি। ইহ অস্মিন্ রণে ত্র্যজনং, দিবঃ স্বর্গস্থজনং দেবগণমিত্যর্থঃ। নিঘ্নন্ নিঘ্নন্, জলপীয়মানঃ মহাকালঃ এবাস্মি সাক্ষাৎ অহমেব কৃতান্তঃ। নান্যঃ নহি কোঽপ্যন্যঃ প্রমথপরিভবে দেব্যাঃ প্রমথানাং নন্দিপ্রভৃতীনাং পার্ষদানাং পরিভবে পরাজয়ে সতি ইত্থং এবং ভাষমানমিত্যর্থঃ। মৃদ্নতী পাদভরেণ পীড়য়ন্তী, অদ্রেঃ কন্যা গিরিজা বঃ যুষ্মান্ ত্রায়তাম্ রক্ষতু। ৩৫

শ্লোকার্থ—ওহে নন্দিন্, যুদ্ধে তোমার প্রহার মুরজধ্বনিতুল্য কোমল। তাহা আমাকে আনন্দই দিতেছে। ওহে গণেশ, আমার লোমে লাগিয়া তোমার দন্ত ভগ্ন হইয়া গেলে পলায়ন করিতেছ কেন ? তুমি আমার বশীভূত হইলে বলিয়া, রণক্ষেত্রে দেবগণকে আমি মহাকালরূপে নিহত করিয়াছি, অন্য কেহ নহে। দেবীর পার্ষদগণ পরাজিত হইলে যে দৈত্যবীর এইরূপ বলিতেছিল, তাহার পীড়নকারিণী গিরিজাদেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৫

বজ্রং মজ্জো মরুত্বানরি হরিরুরসঃ শূলমীশঃ শিরস্তো-

দণ্ডং তুণ্ডাৎকৃতান্তস্ত্বরিতগতি গদামস্থিতোঽর্থাধিনাথঃ

প্রাপন্যৎপাদপিষ্টে দ্বিষি মহিষবপুষ্যঙ্গলগ্নানি ভূয়োঽ
প্যায়ুষীবায়ুধানি দ্যুবসতয় ইতি স্তাদুমা সা শ্রিয়ে বঃ ॥ ৩৬

অন্বয়—মহিষাবপুষি (মহিষাকার) দ্বিষি (শত্রু) পাদপিষ্টে (পদের দ্বারা পিষ্ট হইলে) মজ্জঃ (মজ্জা হইতে) মরুতান্ (ইন্দ্র) বজ্রং (বজ্র) উরসঃ (বক্ষ হইতে) হরিঃ (বিষ্ণু) অরি (চক্র) শিরস্তঃ (মস্তক হইতে) ঈশঃ (শিব) শূলং (শূল) তুণ্ডাৎ (মুখ হইতে) কৃতান্তঃ (যম) দণ্ডং (দণ্ড) অর্থাধিনাথ (কুবের) অস্থিতঃ (অস্থি হইতে) ত্বরিতগতিগদাং (অতিশয় বেগ বিশিষ্ট গদা) ইতি (এই প্রকার) দ্যুবসতয় (স্বর্গবাসী দেবগণ) ভূয়ঃ (ফিরিয়া) আয়ুংষি ইব (নিজেদের আয়ুর ন্যায়) অঙ্গলগ্নানি (মহিষের অঙ্গলগ্ন এবং পেষণবশে বহির্গত) আয়ুধানি (অস্ত্রশস্ত্র সমূহ) প্রাপন্ (পাইয়াছিলেন) সা উমা (সেই উমা) বঃ (তোমাদিগের) শ্রীয়ে (শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত) স্তাৎ (হউন)। ৩৬

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যুদ্ধে দেবৈর্মহিষাসুরং লক্ষয়িত্বা যানি যানি (অস্ত্র-শস্ত্রানি ক্ষিপ্তানি তানি তচ্ছরীরে তেষাধায়ুর্ভিঃ সমমেব প্রোথিতানি অস্ত্রাণাং ব্যর্থত্বাৎ দেবাঃ গতায়ুষ ইব ভবন্ দেব্যাঃ পাদপেষণেন তানি ভূয়ো তান্ প্রাপুঃ তেন ন কেবল মায়ুধানি পুনর্লব্ধানি অসুরস্য বিনাশাৎ আয়ুষ্যাণি লব্ধাণি। মরুত্বানিত্যাদিষু প্রতিপদং প্রাপৎ ইতি বিভক্তিব্যত্যয়েন অন্বয়ঃ কার্য্যঃ। মহিষবপুষি দ্বিষি মহিষাসুররূপধারিণী শত্রৌ যৎপাদপিষ্টে যস্যাঃ পাদপেষণে সতি, মরুত্বান্ ইন্দ্রঃ মজ্জঃ মজ্জধাতোঃ, মজ্জন্ শব্দস্য পঞ্চম্যাং রূপং, উরসঃ মহিষস্য বক্ষোদেশাৎ হরিঃ অরিচক্রম্, অরশব্দ দিলি ক্লীবে দ্বিতীয়ায়াং রূপম্, চক্রস্য কেন্দ্রাৎ অপরিধিব্যাপ্তং শলাকারূপমঙ্গম্ অরশব্দেন অভিধীয়তে। শিরস্তঃ মস্তকাৎ, ঈশঃ শিবঃ শূলম্ তুণ্ডাৎ মুখাৎ কৃতান্তঃ যমঃ দণ্ডম্, অর্থাধিনাথঃ কুবেরঃ অস্থিতঃ অস্থিমধ্যাৎ ত্বরিতগতিগদাং ত্বরিত-গতির্যস্যাঃ তাদৃশীং গদাম্। ইতি যথোক্তান্যায়ুধানি দ্যুবসতয়ঃ দ্যৌরেব বসতির্যেষাং তে স্বর্গবাসিনো দেবাঃ ভূয়ঃ পুনঃ, আয়ুষীব জীবনমিতি মহিষ-শরীরে তেষামায়ুধানি প্রবিশ্য নষ্টানি পরং তেষাং ব্যর্থত্বাৎ জীবনসংশয়োঽপি

জাতঃ ইত্যর্থঃ, আয়ুধানাং পুনঃ প্রাপ্ত্যা জীবনমপি লব্ধম। অঙ্গলগ্নানি মহিষশরীরে প্রবিষ্টানি দেব্যাঃ পাদপেষণেন চ বহিরাগতানি আয়ুধানি অস্ত্রাদীনি প্রাপন্ প্রাপ্তবন্তঃ সা উমা বঃ যুষ্মাকং শ্রিয়ে শ্রীবৃদ্ধয়ে স্তাৎ ভবতু। ৩৬

শ্লোকার্থ—যাঁহার পাদপেষণের ফলে মহিষরূপধারী শত্রুর মজ্জা হইতে বহির্গত বজ্র ইন্দ্র, বক্ষঃ হইতে চক্র হরি, মস্তক হইতে শূল শিব, মুখ হইতে দণ্ড যম ও অস্থি হইতে অতি বেগবান্ গদা কুবের ফিরিয়া পাওয়ায় স্বর্গবাসী দেবগণ যেন নিজেদের আয়ুতুল্য অস্ত্রসমূহ লাভ করিয়াছিলেন, সেই উমাদেবী তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন। ৩৬

দৃষ্টাবাসক্তদৃষ্টিঃ প্রথমমিব তথা সংমুখীনাভিমুখ্যে
স্মেরা হাস্যপ্রগল্ভে প্রিয়বচসি কৃতশ্রোত্রপেয়াধিকোক্তিঃ।
উদ্যুক্তা নর্মকর্মণ্যবতু পশুপতৌ পূর্ববৎ পার্বতী বঃ
কুর্বাণা সর্বমীষদ্বিনিহিত চরণালক্তকেব ক্ষতারিঃ॥ ৩৭

অন্বয়—নর্মকর্মাণি উদ্যুক্তা (পরিহাসে প্রবৃত্তা) পার্বতী (পার্বতী) পশুপতৌ ইব (শিব সম্পর্কে যেরূপ, সেইরূপ) পূর্ববৎ (পূর্বের ন্যায়) দৃষ্টৌ আসক্তদৃষ্টিঃ (নয়নে নয়ন রাখিয়া) অভিমুখ্যে (অভিমুখী হইলে) তথা (ঠিক যেন) প্রথমং সংমুখীনা ইব (এই প্রথম তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছেন) হাসপ্রগল্ভে (ধৃষ্টতার সহিত হাস্যে) স্মেরা (হাস্যযুক্তা) প্রিয়বচসি (প্রিয় বাক্য বলিলে) কৃতশ্রোত্র-পেয়াধিকোক্তিঃ (শ্রবণের তৃপ্তিজনক বহুবাক্য বলিয়া) সর্বং (সকলই) ঈষৎ কুর্বাণা (কিছু কিছু করিয়া) ক্ষতারিঃ (শত্রুনাশিনী) বিনিহতচরণলক্তকেব (যেন পায়ে আলতা পরিয়াছেন, সেইরূপ) বঃ (তোমাদের) অবতু (রক্ষা করুন) ৩৭

চণ্ডীপ্রভা টীকা—পশুপতৌ ইতি দ্বিরাবৃত্ত্য পঠনীয়ম্। পূর্বং পরিণয়াদনন্তরং পত্যা প্রথমসমাগমে পশুপতৌ শিববিষয়ে পার্বত্যা যথা যথা নর্মাণি কৃতানি যুদ্ধক্ষেত্রেঽপি পশূনাং পত্যৌ মহিষরূপে তথা তথা সর্বমেব ঈষৎ চকার, প্রিয়পতৌ পশুপতৌ সর্বং পূর্ণতয়া, শত্রুরূপিণী পশুপতৌ চ ঈষদেব তথাচ নর্মাণি

উদ্যুক্তা পরিহাসে প্রবৃত্তা সা কিং কিং চকার তদাচষ্টে, দৃষ্টৌ আসক্তদৃষ্টি মহিষা সুরে তন্মুখে নয়নে নিদধতি সাপি তন্মুখে আসক্তনেত্রা, আভিমুখ্যে সন্মুখাগমে তস্মিন্ প্রথমং সম্মুখীনা ইব পতিসম্মুখে প্রথমগমনে নারীণাং যাদৃশো ভাবে ভবতি তাদৃশ ভাবান্বিতা হাস প্রগলভে তস্মিন্ হাস্যেন প্রাগল্ভ্যযুক্তে স্মেরা হাস্যময়ী। প্রিয়বচসি তস্মিন্ প্রিয়বচো ব্রুবতি, কৃতশ্রোত্রপেয়াধিকোক্তিঃ অধিকা প্রয়োজনাদতিরিচ্যমানা উক্তিঃ অধিকোক্তিঃ শ্রোত্রেণ কর্ণেন পেয়া শ্রবণ-তর্পিণী কৃতা শ্রোত্রপেয়া অধিকোক্তিঃ যয়া সা বহুলং প্রিয়বাক্যং ব্রুবন্তী এবং সর্বং নর্ম ইত্যর্থঃ। ঈষৎ অংশাংশেন কুর্বতী ততশ্চ ক্ষতারিঃ ক্ষতো নিহতঃ অরির্যয়া সা অতএব তদ্রক্তরঞ্জিতচরণা বিনিহিতচরণালক্তকেব বিনিহিতমর্পিতং চরণে অলক্তকং যয়া সা ইব পার্বতী বঃ যুষ্মান্ অবতু রক্ষতু। ৩৭

শ্লোকার্থ—পূর্বে শিবসম্পর্কে দেবী যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, দৈত্য-পতি মহিষাসুর সম্বন্ধেও সেইরূপ হঠাৎ হাস্য পরিহাসময়ী হইলেন। অর্থাৎ সেই মহিষ মুখের দিকে চাহিলে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, সে সম্মুখে আসিলে নারীগণ পরিণয়ান্তে প্রথম পতির সমাগম সদৃশ সলজ্জ হইয়া যেরূপ প্রগল্ভতার সহিত হাস্য করিলে পতি হর্ষিত হন সেরূপ স্মিত হাস্যময়ী হইয়া, যেরূপ প্রিয়-বাক্য বলিলে পতির শ্রবণের তৃপ্তিজনক হয়, সেরূপ বহু প্রিয়বাক্য বলিয়া এবং পরে যিনি শত্রুনাশ করিয়া তাহার রক্তে যেন পায়ে আলতা পরিয়াছিলেন, সেই পার্বতী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। [যেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণের অস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, সেই মহিষাসুরকে কেবল পাদপ্রহারে দেবী বধ করিয়াছেন।] ৩৭

দৈত্যো দোর্দর্পশালী নহি মহিষবপুঃ কল্পনীয়াভ্যুপায়ো
বায়ো বারীশ বিষ্ণো বৃষগমন বৃষন্ কিং বিষাদো বৃথৈব।
বধ্নীত ব্রহ্মমিশ্রাঃ কবচমচকিতাশ্চিত্রভানো দহারীন্
এবং দেবাঙ্ঘ্রয়োক্তে জয়তি হতরিপোর্হ্রেপিতং হৈমবত্যাঃ॥ ৩৮

অন্বয়—মহিষবপুঃ (মহিষাকার বিশিষ্ট) দৈত্যঃ (দৈত্য) দোর্দপশালী (বাহুবলে গর্বিত) অভ্যুপায়ঃ (প্রতিকারের উপায়) নহি কল্পনীয়ঃ (উদ্ভাবনা

করা যায় না) বায়ো বারীশ বিষ্ণো বৃষগমন বৃষন্ (ওহে বায়ু, বিষ্ণু, শিব এবং ইন্দ্র) বৃথৈব (বৃথা) বিষাদং কিং (কেন বিষাদ করিতেছ) ব্রধ্নমিশ্রাঃ (সূর্য্য প্রভৃতি তোমরা সকলে) অচকিতাঃ (বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া) কবচং বধ্নীত (বর্ম্ম ধারণ কর) চিত্র ভানো (ওহে অগ্নি) অরীন্ (শত্রুদের) দহ (দগ্ধ কর) এবং (এই প্রকার) জয়োক্তে (জয়া বলিলে) হতরিপোঃ (শত্রু নিধনকারিণী) হৈমবত্যাঃ (হৈমবতীর) হ্রেপিতং (লজ্জা) জয়তি (জয়লাভ করে)। ৩৮

চণ্ডীপ্রভা টীকা—অয়ং মহিষবপুঃ মহিষাকারঃ দৈত্য দোদর্পশালী দোষ্ণোবাহোর্বলেন শালতে বাহুবলেন অতিগর্বিত ইত্যর্থঃ। অস্য গর্বং শময়িতুং কোঽপি অভ্যুপায়ঃ প্রতীকারস্য পন্থাঃ অপি নহি দৃশ্যতে ইতি শেষঃ, ভোঃ বারীশ কুবের, বিষ্ণো বিষ্ণু, বৃষগমন হর, বৃষন্ ইন্দ্র, বৃথৈব বিষাদঃ কিং বিষাদেন অলম্ বিষাদেন শত্রুর্নহন্যতে ; তথাপি ব্রধ্নমিশ্রাঃ সূর্য্যপ্রভৃতয়ঃ ভবন্তঃ অচকিতাঃ পরিত্যক্ত বিস্ময়াঃ কবচং বধ্নীত বর্ম্ম পরিধত্ত বিষাদং পরিত্যজ্য উদ্যোগঃ কার্য্যঃ ইত্যর্থঃ। হে চিত্রভানো অগ্নে অরীন্ শত্রূন্ দহ ভস্মীকুরু, ব্যর্থশাস্ত্রান্ বিষণ্ণান্ হতোদ্যমান্ দেবান্ উদ্দিশ্য এবং জয়োক্তে জয়য়া উক্তে সতি হতরিপোঃ হতঃ-রিপুর্যস্যাঃ তস্যাঃ হৈমবত্যাঃ গৌর্য্যাঃ হ্রেপিতং লজ্জা জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। আত্মপ্রশংসা শ্রবণবিমুখতয়া ভঙ্গ্যা দেবানামুপহাসেন দেবী লজ্জিতেত্যর্থঃ। ৩৮

শ্লোকার্থ—এই মহিষাকার মহাদৈত্য অত্যন্ত বাহুবলদর্পিত। ইহার প্রতি-কারের কোনও উপায় দেখা যাইতেছে না। ওহে কুবের, হে বিষ্ণু, হে শিব ও হে ইন্দ্র বৃথা বিষাদ করিয়া লাভ কি ? যাহা হউক্, সূর্য্যাদি তোমরা সকলে বিস্ময়ে বিমূঢ় না হইয়া যুদ্ধার্থ বর্ম্ম পরিধান কর। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি ? ওহে অগ্নি, সমাগত শত্রুগণকে ভস্মসাৎ কর। সখি জয়া এইরূপ বলিলে, শত্রুনিধনকারিণী হৈমবতীর লজ্জা জয়যুক্ত হউক। ৩৮

আ ব্যোমব্যাপি সীম্নাং বনমতিগহনং গাহমানো ভুজানা-
মর্চির্মোক্ষেণ মূর্চ্ছন্দবদহনরুচাং লোচনানাং ত্রয়স্য।

যস্যা নির্মজ্জমজ্জচ্চরণ ভরণতোগাং বিভিদ্য প্রবিষ্টঃ
পাতালং পঙ্কপাতোন্মুখ ইব মহিষঃ স্তাত্নমা সা শ্রীয়ে বঃ ॥ ৩৯

অন্বয়—যস্যাঃ (যাঁহার) ভুজানাং সীম্নাং (বাহুর শেষ প্রান্তের) আ ব্যোমব্যাপি (আকাশপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত) অতিগহনং বনং (অতিগভীর বন) গাহমানঃ (প্রাপ্ত হইয়া) দবদহনরুচাং (দাবানলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট) লোচনানাং ত্রয়স্য (তিনটি চক্ষুর) অর্চির্মোক্ষেণ (তেজ নির্গমের ফলে) মূর্চ্ছন্ (মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া) নির্মজ্জমজ্জচ্চরণ ভরণতঃ (চরণের গাঢ় পেষণে মজ্জা নিঃসৃত হইয়া) গাং বিভিদ্য (পৃথিবী ভেদ করিয়া) পঙ্কপাতোন্মুখ ইব (যেন কর্দমে পতনোন্মুখ হইয়াই) মহিষঃ (মহিষাসুর) পাতালং প্রবিষ্টঃ (পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল) সা উমা (সেই উমা) বঃ (তোমাদের) শ্রিয়ে (শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত) স্তাৎ (হউন)। ৩৯

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যস্যাঃ পার্বত্যাঃ ভুজানাং সীম্নাং ভুজাবধে আ ব্যোমব্যাপি অতিগহনং বনং সর্বমন্তরিক্ষং ব্যাপ্য অতিনিবিড়ং যৎ ভুজারণ্যং দশভুজায়াঃ ইচ্ছামাত্রেণ সহস্রাধিক ভুজায়াশ্চ ভুজবাহুল্যাৎ অরণ্যমিব ইত্যর্থ গাহমানঃ প্রবিষ্টঃ পশ্চাদধোনিক্ষিপ্তশ্চ ইতি বোধ্যম্, তথা দবদহন রুচাং লোচনানাং ত্রয়স্য দাবানলপ্রভাবিশিষ্টস্য নেত্রত্রয়স্য অর্চির্মোক্ষেণ অর্চিস্তেজঃ তস্য মোক্ষেণ মোচনেন লোচনত্রয়াদ্ যত্তেজো নির্গতং তেন, মূর্চ্ছন্ ইব সোঢ়ুমশক্তঃ সন্ বিভ্রান্ত ইব, অপিচ নির্মজ্জমজ্জচ্চরণভরণতঃ নির্গতং মজ্জা যথা স্যাৎ তথা কৃত্বা মজ্জন্ কর্দমে প্রবিশন্ ইব যশ্চরণঃ তস্য ভরঃ তেন নতঃ অর্থাৎ দেবী তথৈব মহিষং চরণেন পিষ্টবতী যথা তস্য চরণঃ তস্য দেহে কর্দমে ইব মগ্নঃ অপিচ তস্য ভরেণ অস্থীনি বিচূর্ণ্য মজ্জরাশিঃ বহিরাগত তেন বিচূর্ণাবয়বঃ সন্ গাং পৃথিবীং বিভিদ্য বিদার্য্য পঙ্কপাতোন্মুখঃ পঙ্কে কর্দমে পাতঃ পতনং তস্মিন্ উন্মুখঃ উত্তাপার্ত্তঃ মহিষঃ প্রকৃত্যা পঙ্কে লুঠতি মহিষাসুরোপি দেব্যাঃ নেত্রাগ্নিতাপেন মূর্চ্ছন পঙ্কপ্রবেশোন্মুখ ইব, পাতাল প্রবিষ্টঃ, সা উমা, বঃ যুষ্মান্ শ্রিয়ে শ্রীবৃদ্ধয়ে তাৎ ভবতু। ৩৯

শ্লোকার্থ—আকাশের শেষ প্রান্ত অবধি ব্যাপ্ত যাঁহার গহন ভুজারণ্যে প্রবিষ্ট ও পরে নিম্নে নিক্ষিপ্ত ও দাবানলসম প্রভাশালী নেত্রত্রয় হইতে নির্গত তেজে মূর্চ্ছিতপ্রায় এবং গুরুচরণ পেষণের ফলে অস্থি হইতে মজ্জা নির্গত হইয়া পৃথিবী ভেদ করিয়া কর্দমে পতনতুল্য মহিষাসুর পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই উমাদেবী তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন। ৩৯

নীতে নির্ব্যাজদীর্ঘামঘবতি মঘবদ্বজ্রলজ্জানিদানে
নিদ্রাং দ্রাগেব দেবদ্বিষি মুষিতরুষঃ সং স্মরন্ত্যাঃ স্বভাবম্।
দেব্যা দৃগ্‌ভ্যস্তিস্‌সৃভ্যস্ত্রয় ইব গলিতা রাশয়ো রক্ততায়া
স্ত্রায়ন্তাং বস্ত্রিশূলক্ষতকুহরভুবো লোহিতান্তঃ সমুদ্রাঃ॥ ৪০

অন্বয়—দ্রাগেব (ঝটিতি) অঘবতি (পাপী) মঘবন্‌বজ্রলজ্জানিদানে (ইন্দ্রের বজ্রের লজ্জার কারণ স্বরূপ) দেবদ্বিষি (দেববৈরী) নির্ব্যাজং (ছলরহিত অর্থাৎ প্রকৃতই) দীর্ঘাং নিদ্রাং (দীর্ঘনিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যু) নীতে (নীত হইলে) মুষিত-রুষঃ (ক্রোধহীন) দেব্যাঃ (দেবীর) স্বভাবং সংস্মরন্ত্যাঃ (স্বভাব স্মরণ পূর্বক) তিসৃভ্য দৃগ্‌ভ্য (তিনটি নেত্র হইতে) গলিতা (নিঃসৃত) রক্ততায়াঃ রাশয়ঃ (লোহিত্যরাশি) ত্রিশূলক্ষতকুহরভুবঃ (ত্রিশূলক্ষতছিদ্র সমূহ হইতে নির্গত) লোহিতান্তঃসমুদ্রা ইব (রক্তসলিল সমুদ্রের ন্যায়) বঃ (তোমাদিগকে) ত্রায়ন্তাম্ (ত্রাণ করুক। ৪০

চণ্ডীপ্রভা টীকা—দ্রাক্ ঝটিতি অঘবতি পাপিনি মঘবদ্ বজ্রলজ্জানিদানে মঘবতঃ ইন্দ্রস্য কুণ্ঠিতবীর্য্যং যদ্ বজ্রম্ অশনিঃ তস্য লজ্জায়াঃ নিদানে কারণস্বরূপে, দেবদ্বিষি দেববৈরিনি মহিষাসুর, নির্ব্যাজং ছলরহিতং যথা স্যাৎ তথা ভূতার্থতঃ সত্যার্থঃ, দীর্ঘাং নিদ্রাং মহানিদ্রাং মৃত্যুমিত্যর্থঃ, নীতে প্রাপিতে সতি, শত্রুরেব রোষকারণং তস্মিন্ বিনষ্টে কারণাভাবাৎ মুষিতা হৃতা রুট্ ক্রোধো যস্যাঃ তস্যাঃ বিগতক্রোধয়াঃ দেব্যাঃ চণ্ডিকায়াঃ স্বভাবং সংস্মরন্ত্যাঃ স্বীয়াং প্রসাদসৌম্যাং প্রকৃতিং স্মরন্ত্যাঃ শত্রুর্বিনষ্টো মে ক্রোধকারণং নাস্তি ইতি মন্বানায়াঃ প্রসাদসুভগা স্বীয়প্রকৃতিঃ প্রত্যাবৃত্তা নেত্রেভ্যশ্চ রক্তিমা অপগত ইত্যর্থঃ, অতএব তথাবিধায়াঃ

তস্যা তিসৃভ্যঃ দৃগ্ভ্যঃ ত্রিভ্যঃ এব নেত্রেভ্যঃ, গলিতাঃ নিঃসৃতাঃ যা রক্ততায়া রাশয়ং রক্তিম্নোবাহুল্যং তৎ ত্রিশূলক্ষতকুহরভুবঃ ত্রিশূলেন কৃতং যৎ ক্ষতং তাদৃশ কুহরং ছিদ্রং এব ভূরুৎপত্তিস্থানং যেষাং তে ইব তাদৃশাঃ লোহিতাম্ভঃসমুদ্রা ই রক্তবারিধয়ঃ বঃ যুষ্মান্ ত্রায়ন্তাম্ রক্ষন্তু। দেব্যাঃ নেত্রনির্গতোরক্তিমা মহিষস ক্ষতদেহসমুত্থঃ রুধিররাশিশ্চ তুল্যরূপৌ ইত্যর্থঃ। ৪০

শ্লোকার্থ—ইন্দ্রায়ুধ বজ্রের লজ্জার হেতুস্বরূপ মহাপাপী দেববৈরী মহিষাসু সহসা দীর্ঘনিদ্রা (মৃত্যু) প্রাপিত হইলে শত্রুবিনষ্ট হইয়াছে অতএব ক্রোধে কারণ নাই ভাবিয়া বিগতক্রোধা দেবী চণ্ডী স্বীয় সৌম্যা প্রকৃতি স্মরণ করিলে মহিষাসুরের ক্ষতদেহের ছিদ্রসমূহ হইতে যে রক্তসলিল সমুদ্র নির্গত ও দেবী ত্রিনয়ন হইতে তৎসদৃশ যে রক্তিমা নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক। ৪০

কালী কল্পান্তকালাকুলমিব সকলং লোকমালোক্য পূর্বে
পশ্চাচ্ছ্লিষ্টে বিষাণে বিদিতদিতিসুতা লোহিতা মৎসরেণ।
পাদোৎপিষ্টে পরাসৌ নিপততি মহিষে প্রাক্স্বভাবেন গৌরী
গৌরী বঃ পাতু পত্যুঃ প্রতিনয়নমিবাবিষ্কৃতান্যোন্যরূপা॥ ৪১

অন্বয়—পূর্বং (পূর্বে) সকলং (সমস্ত জগৎ) কল্পান্তকালাকুলমিব (মহা প্রলয়কারী মহাকাল কর্তৃক আকুলীকৃতের ন্যায়) আলোক্য (দেখিয়া) কালী (কৃষ্ণবর্ণা) পশ্চাৎ (তাহার পর) বিষাণে (শৃঙ্গে) শ্লিষ্টে (গাত্রে সংলগ্ন হইলে) বিদিতদিতিসুতা (দৈত্যকে জানিতে পারিয়া) মৎসরেণ (মাৎসর্য্যবশে) লোহিতা (রক্তবর্ণা) পাদোৎপিষ্টে (চরণ দ্বারা পিষ্ট হইয়া) মহিষে (মহিষ) পরাসৌ (গতপ্রাণ হইয়া) নিপততি (নিপতিত হইলে) প্রাক্স্বভাবেন (পূর্বপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া) গৌরী (গৌরবর্ণা) পত্যুঃ (পতি শিবের) প্রতিনয়নমিব (যেন প্রতিটি নয়নে) আবিষ্কৃতান্যোন্যরূপা (পৃথক পৃথক রূপে আবির্ভূতা) গৌরী (গৌরী) বঃ (তোমাদের) পাতু (রক্ষা করুন। ৪১

চণ্ডীপ্রভা টীকা—গৌরী স্বভাবেন গৌরবর্ণা পরং পূর্বমাদৌ, সকলং

ৎং জগৎ কল্পান্তকালাকুলমিব কল্পান্তে মহাপ্রলয়ে যঃ কালঃ সর্ববিনাশক হাকালঃ তেন আকুলমাকুলীকৃতমিব অতিশয়মুদ্‌বিগ্নং, আলোক্য দৃষ্ট্বা কালী ষ্ণবর্ণা পশ্চাৎ তদনন্তরং বিষাণে, মহিষাসুরস্য শৃঙ্গে শ্লিষ্টে পাদলগ্নে বিদিত-তিসুতা বিদিতো জ্ঞাতো দিতিসুতো মহিষাসুরঃ যয়া সা, অত্রায়ং দৈত্যঃ-ষ্ঠতি অনেনৈব বিশ্বমুদ্বিজিতং ইতি জ্ঞাত্বা মৎসরেণ, কিং ময়ি স্থিতায়ামপি চসমেবমাচরত্যয়ং ধৃষ্টঃ ইতি দৈত্যায়া ক্রোধেন চ লোহিতা রক্তবর্ণা ততঃ স্মিন্‌ মহিষে পাদোৎপিষ্টে চরণভরেণ চূর্ণীকৃতে পরাসৌ পরাগতাঃ অসবঃ ণাঃ যস্য তাদৃশে গতজীবিতে ইত্যর্থঃ, নিপততি ভূপতিতে, প্রাক্‌স্বভাবেন ক্ পূর্বং যথা স্বভাবঃ প্রকৃতিস্তেন, স্বাং প্রকৃতিমবলম্ব্য গৌরী গৌরবর্ণা ং পত্যুঃ শিবস্য প্রতিনয়নং নয়নং নয়নং প্রতি, আবিষ্কৃতান্যোন্যরূপা বিষ্কৃতং প্রকাশিতং অন্যং অন্যঞ্চরূপং যয়া সা প্রতিবারং পৃথগ্‌রূপা, শিবস্য ণি নয়নানি গৌর্য্যা অপি আদৌ কৃষ্ণং ততো লোহিতং তদনন্তরন্ত গৌরবর্ণ-লম্ব্য ত্রীণ্যেবরূপাণি গৃহীতানি এবং যা গৌরী, সা বঃ যুষ্মান্‌ পাতু রক্ষতু। ৪১

শ্লোকার্থ—সমস্ত জগৎ যেন প্রলয়কালে মহাকাল কর্তৃক আকুলিত খয়া প্রথমে কৃষ্ণবর্ণা, তৎপরে শৃঙ্গস্পর্শে দৈত্যকে জানিতে পারিয়া ঈর্ষ্যায় ক্রোধে রক্তবর্ণা, অনন্তর মহিষাসুর তদীয় চরণদ্বারা নিষ্পেষিত ও গতপ্রাণ য়া পতিত হইলে পূর্বস্বভাব বশে গৌরবর্ণা যে গৌরীদেবী পতির প্রতিটি নে পৃথক্ পৃথক্‌ মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে া করুন। ৪১

গম্যং নাগ্নের্ন চেন্দোঃ সপদি দিনকৃতাং দ্বাদশানামসহ্যং
শক্রস্যাক্ষ্ণাং সহস্রং সহ সুরসদসা সাদয়ন্তং প্রসহ্য।
উৎপাতোগ্রান্ধকারাগমমিব মহিষং নিঘ্নতী শর্ম দিশ্যাদ্‌
দেবী বো বামপাদাম্বুরুহনখময়ৈঃ পঞ্চভিশ্চন্দ্রমোভিঃ॥ ৪২

অন্বয়—ন অগ্নেঃ (অগ্নিঃ) ইন্দোশ্চ (চন্দ্রেরও) ন গম্যং (গম্য নহে) শানাং দিনকৃতাং (দ্বাদশ আদিত্যেরও) সপদি (দেখামাত্র সঙ্গে সঙ্গে)

অসহ্যং (অসহনীয়) সুরসদশা সহ (দেবগণের সহিত) শক্রস্য (ইন্দ্রের) অক্ষ্ণাং সহস্রং (সহস্র লোচন) প্রসহ্য (বলপূর্বক) সাদয়ন্তং (অবসন্নকারী) উৎপাতো গ্রান্ধকারাগমমিব (সহসা আগত উৎপাতরূপ উগ্র অন্ধকারের ন্যায়) মহিষ (মহিষাসুরকে) নিঘ্নতী (সংহার কারিণী) দেবী (চণ্ডিকা) বামপাদাম্বু নখময়ৈঃ (বামপাদপদ্মের নখরূপ) পঞ্চভিঃ চন্দ্রমোভিঃ (পাঁচটি চন্দ্রদ্বারা) ব (তোমাদিগের) শর্ম (মঙ্গল) দিশ্যাৎ (বিধান করুন)। ৪২

চণ্ডীপ্রভা টীকা—নাগ্নেঃ ন খলু বহ্নেঃ ইন্দোশ্চ চন্দ্রস্যাপি নগম্যঃ নাভিগম দ্বাদশানাং দিনকৃতাং দ্বাদশানামাদিত্যানামপি সপদি দর্শনমাত্রং অসহ্য সোঢ়ুমশক্যং সুরসদসা সহ দেবসভয়া অর্থাৎ তত্রস্থিতৈঃ দেবৈঃ সহ শক্রস ইন্দ্রস্য অক্ষ্ণাং সহস্রং সহস্রলোচনানি প্রসহ্য বলাদেব, সাদয়ন্তং অবসন্ন তেজোহীনং কুর্বন্তং ইন্দ্রস্য তেজস্বিনাং বহ্নিনামাদিত্যানাং সর্বেষাঞ্চ দেবানা অসহনীয়বীর্য্যমিত্যর্থঃ। উৎপাতোগ্রান্ধকারাগমমিব উৎপাত এব অন্ধকারঃ তমঃ তস্য আগমঃ সহসোপস্থিতিরিব—কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ তমসা মহিষ সাদৃশ্যম্, তদাগমেন সহ উৎপাতানামপি আবির্ভাবাৎ সহসা আপতি প্রলয়ান্ধকার মিব মহিষং মহিষাসুরং নিঘ্নতী হন্ত্রী, দেবী চণ্ডিকা বামপাদ রুহনখময়ৈঃ বামচরণ এব অম্বুরুহং পদ্মং তস্যনখাঃ তদবয়বাঃ তৈরপৃথগ্ বা ইতি ময়ট্ তৈঃ পঞ্চভিঃ চন্দ্রমোভিঃ নখেন্দুভিঃ দেবী চণ্ডিকা বঃ যুষ্ম শর্ম মঙ্গলং দিশ্যাৎ বিদধ্যাৎ। ৪২

শ্লোকার্থ—অগ্নি এবং চন্দ্রেরও অনভিগম্য, দ্বাদশ আদিত্যেরও দর্শন অসহ্য এবং দেবসভাস্থিত দেবগণ ও ইন্দ্রের সহস্রলোচনকে বলপূ অবসন্নকারী, সহসা আবির্ভূত উৎপাতরূপ অন্ধকারের ন্যায় মহিষাসু নিধনকারিণী দেবী চণ্ডিকা তাঁহার বামপাদপদ্মের পঞ্চনখরূপ পঞ্চশশীদ্ব তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন। ৪২

দত্ত্বা স্থূলান্ত্রমালাবলিবিঘসহসদ্ধস্মরপ্রেতকান্তং
কাত্যায়ন্যাত্মনৈব ত্রিদশরিপুমহাদৈত্যদেহোপহারম্।

বিশ্রান্ত্যৈ পাতু যুষ্মান্‌ক্ষণমুপরি ধৃতং কেসরিস্কন্ধভিত্তে-
র্বিভ্রৎ কেসরালীমলিমুখররণন্নূপুরং পাদপদ্মম্ ॥ ৪৩

অন্বয়—আত্মনা (স্বয়ং) এব স্থূলান্ত্রমালাবলিবিঘসহসদ্ধস্মরপ্রেতকান্তং (ভোজনের অবশেষ অতিশয় স্থূল যে নাড়ীগুলিমাত্র পাইয়া উদরপরায়ণা পিশাচীরা হাস্য করিয়াছিল) ত্রিদশমহারিপু দৈত্যদেহোপহারম্ (দেবগণের পরমশত্রু সেই দৈত্যের দেহরূপ উপহার) দত্ত্বা (প্রদান করিয়া) কাত্যায়ন্যা (কাত্যায়নী কর্তৃক) বিশ্রান্ত্যৈ (বিশ্রামের জন্য) ক্ষণং (অল্পকালের জন্য) কেসরিস্কন্ধভিত্তেঃ উপরি (সিংহের স্কন্ধের উপর) ধৃতং (ধৃত) কেসরালীঃ বিভ্রৎ (কেসর যুক্ত) অলিমুখরং (ভ্রমর গুঞ্জনে মুখর) রণন্নূপুরং (নূপুর শিঞ্জনান্বিত)

চণ্ডীপ্রভা টীকা—আত্মনা স্বয়মেব স্থূলান্ত্রমালাবলিবিঘসহসদ্ ধস্মরপ্রেত-কান্তং স্থূলা স্থবীয়সী যা অন্ত্রাবলিঃ সা এব বিঘসঃ অতিথিদেবগুর্বাদীনাং ভোজনাৎ পরং যদবিষ্টং ভোজ্যং ভুক্তাবশেষমিত্যর্থঃ, বি পূর্বস্যাত্তেরলি রূপম্ প্রেতকান্তাঃ প্রেতপত্ন্যঃ যত্র তথাবিধম্ ত্রিদশমহারিপুদৈত্যদেহোপহারম্ ত্রিদশাঃ দেবাঃ তেষাং মহারিপুঃ সা চাসৌ দৈত্যশ্চেতি তস্য দেহঃ শরীরং সা তব উপহারঃ উপদা তং দত্ত্বা প্রদায়, প্রেতপত্নীভ্যঃ পদপেষণেন অন্ত্রমাত্রাবশিষ্টং দৈত্যশরীরমুপহৃতং তাশ্চ ভোজনার্থমতিলোলুপাঃ চিরং প্রতিক্ষমানাঃ দেব্যা মাংসাদিরহিতা কেবলা অন্ত্রাবলিঃ অন্নভ্যং দত্ত্বা ইতি হসিতবত্যঃ। কাত্যায়ন্যা চণ্ডিকয়া বিশ্রান্ত্যৈ বিশ্রামার্থং ক্ষণং অত্যল্পকালং ব্যাপ্য কেসরিস্কন্ধভিত্তেরুপরি স্ববাহনস্য কেসরিণঃ সিংহস্য স্কন্ধ এব ভিত্তিঃ নির্ভরযোগ্যস্থানং তস্য উপরি সিংহস্কন্ধে কেসরালীঃ কেসরসমূহং বিভ্রৎ দধৎ, অলিমুখরং অলিভিঃ গুঞ্জদ্ভিঃ মুখরং শব্দায়মানং তথা রণন্নূপুরং রণৎ শিঞ্জিতং কুর্বৎ নূপুর যস্য তথাবিধম্ পাদপদ্মং চরণসরোজং, সিংহস্কন্ধে কেসরাঃ সন্তি পদ্মেঽপি কেসরৈর্ভাব্যং, সিংহকেসরা এব পাদপদ্মস্যাপি কেসরা ইব শুশুভিরে ইত্যর্থঃ, যুষ্মান পাতু রক্ষতু। ৪৩

শ্লোকার্থ—দেবী কাত্যায়নী স্বহস্তে দেবগণের মহাশত্রু দৈত্য দেহস্থ স্থূলনাড়ীমাত্রাবশিষ্ট খাদ্য প্রেতপত্নীগণকে অর্পণ করিলে মাংসহীন কেবল নাড়ীগুলি পাইয়া তাহারা হাসিতে লাগিল এবং অল্পকাল বিশ্রামলাভার্থ নির্ভরযোগ্য সিংহস্কন্ধের উপর কেসরশোভিত ও ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত তাঁহার নূপুর শিঞ্জনান্বিত পাদপদ্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক। ৪৩

কোপেনেবারুণত্বং[১] দধদধিকতরালক্ষ্যলাক্ষারসশ্রীঃ
শ্লিষ্যচ্ছৃঙ্গাগ্রকোণক্বণিতমণিতুলাকোটিহুঙ্কারগর্ভঃ।
প্রত্যাসন্নাত্মমৃত্যুপ্রতিভয়মসুরৈরীক্ষিতো হন্ত্বরীন্ বঃ
পাদো দেব্যাঃ কৃতান্তোঽপর ইব মহিষস্যোপরিষ্টান্নিবিষ্টঃ॥ ৪৪

অন্বয়—কোপেন (ক্রোধে) অরুণত্বং দধৎ (লোহিতবর্ণ জাত) অধিকতরা-লক্ষ্যলাক্ষারসশ্রীঃ (যাহাতে আলতার শোভা আরও অধিক প্রকট হইয়াছে) শ্লিষ্যচ্ছৃঙ্গাগ্রকোনক্বনিতমণিতুলাকোটিহুঙ্কারগর্ভঃ (শৃঙ্গের অগ্রভাগরূপ কোন মেরজাল লগ্ন হইবার ফলে মণিময় নূপুরের শিঞ্জনমুখরিত) অসুরৈঃ (অসুর-সমূহের দ্বারা) অপরকৃতান্ত ইব (দ্বিতীয় যমসদৃশ) প্রত্যাসন্নমৃত্যুপ্রতিভয়ং (আসন্ন মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কররূপে) ঈক্ষিতঃ (দৃষ্ট) মহিষস্য উপরি (মহিষাসুরের উপরে) সন্নিবিষ্টঃ (স্থাপিত) দেব্যাঃ পাদঃ (দেবীর চরণ) বঃ (তোমাদের) অরীন্ (শত্রুগণকে) হন্তু (বিনাশ করুক); ৪৪

চণ্ডীপ্রভা টীকা—কোপেন ক্রোধেন তথৈব অরুণত্বং দধৎ রক্তিমানং বিভ্রৎ যথা অধিকতর লাক্ষারসশ্রীঃ জাত ইত্যর্থঃ লাক্ষারসঃ যাবকদ্রবঃ তস্য শ্রীঃ শোভা অধিকতরং সুতরাং লাক্ষ্যা দৃষ্টা লাক্ষারসশ্রীর্যস্যঃ তথাবিধঃ, অপিচ শ্লিষ্যচ্ছৃঙ্গাগ্রকোণক্বণিতমণিতুলাকোটিহুঙ্কারগর্ভঃ শৃঙ্গস্য অগ্রমেব কোণঃ তেন ক্বনিতং শব্দায়মানং যৎ মণিতুলাকোটি মণিময়ং নূপুরং তস্য হুঙ্কারঃ

১ কোপেনারুণত্বং ইতি পাঠান্তর

উচ্চনাদঃ গর্ভে যস্য তাদৃশঃ। অসুরৈ র্দৈত্যৈঃ অপরকৃতান্ত ইব দ্বিতীয়
যম ইব, প্রত্যাসন্নমৃত্যুপ্রতিভয়ং প্রত্যাসন্নঃ অচিরাগামী যো মৃত্যুঃ স ইব
প্রতিভয়ং ভয়ঙ্করং যথা স্যাৎ তথা কৃত্বা ঈক্ষিতো বঃ যুষ্মাকং অরীন্ শত্রূন্
স্তু বিনাশয়তু। ৪৪

শ্লোকার্থ—ক্রোধবশে এমনই অরুণবর্ণ যে, দেবীপদে অলক্তকের শোভা আরও প্রকটিত। মহিষাসুরের শৃঙ্গাগ্রভাগরূপ কোন মেরজান সংলগ্ন হইবার ফলে মণিময় নূপুরের শিঞ্জন উচ্চনাদে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। অসুরগণ তাহা দ্বিতীয়মৃত্যুতুল্য আসন্ন শমনসদৃশ ভয়ঙ্কররূপে দেখিতেছে। মহিষাসুরের উপর স্থাপিত দেবীর সেই শ্রীপদ তোমাদের সর্বশত্রু বিনাশ করুক। ৪৪

আহন্তুং নীয়মানা ভরবিধুরভুজস্রংসমানোভয়াংসং
কংসেনৈনাংসি সা বো হরতু হরিযশোরক্ষণায় ক্ষমাপি।
প্রাক্ প্রাণানস্য নাস্যদ্গগনমুদপতদ্গোচরং যা শিলায়াঃ
সংপ্রাপ্যাগামিবিন্ধ্যাচলশিখর শিলাবাসযোগোদ্যতেব ॥ ৪৫

অন্বয়—যা (যিনি) আহন্তুং (আঘাত করিবার জন্য) কংসেন (কংস কর্তৃক) ভরবিধুরস্রংসমানোভয়াংসং (গুরুভারে পীড়িত হইয়া উভয় স্কন্ধ অবনত হইয়া পড়িয়াছে এইভাবে) নীয়মানা (নীত হইয়া) ক্ষমা অপি (প্রাণহরণে সমর্থা হইয়াও) হরিযশো রক্ষণায় (হরির যশ রক্ষা করিবার জন্যই) প্রাক্ (পূর্বে) অস্য (ইহার, কংসের) প্রাণান্ (প্রাণ) ন আস্যৎ (হরণ করেন নাই) শিলায়াঃ গোচরং সংপ্রাপ্য (প্রস্তরে পতিত হইয়া) আগামিবিন্ধ্যাচল শিখরশিলা-বাস যোগোদ্যতা ইব (ভবিষ্যতে বিন্ধ্যপর্বতের শিখররূপ শিলায় বাস করিবার জন্য যেন উদ্যতা হইয়া) গগনম্ উদপতৎ (আকাশে উত্থিত হইয়াছিলেন) সা (তিনি, চণ্ডিকা) বঃ (তোমাদের) এনাংসি (পাপসমূহ) হরতু (হরণ করুন। ৪৫

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যা দেবী একানংশারূপা যোগমায়া কংসেন ভর-বিধুরস্রংসমানোভয়াংসং, ভরেণ বিধুরঃ পীড়িতঃ স্রংসমানঃ অবনতশ্চ উভয়ঃ অংসঃ দ্বাবেব স্কন্ধৌ যথা স্যাৎ তথা নীয়মানা হ্রিয়মাণা, ক্ষমাপি স্বয়মেব

কংসস্য প্রাণহরণে সমর্থাপি কেবলং হরি যশোরক্ষণায় কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিরক্ষণায়, যদি অহমেব ইমং হন্মি তদা কংসবধজনিতা কীর্তিঃ কৃষ্ণো ন লপ্স্যতে ইতি মনসি কৃত্বা, অস্য কংসস্য প্রাণান্ প্রাক্ পূর্বমেব ন আস্থৎ ন হরৎ (ক্ষেপণার্থস্য অস্ধাতোর্লঙিরূপম্) পরন্তু শিলায়াঃ গোচরং সংপ্রাপ্য কংসেন শিলায়াং ক্ষিপ্তা পাষাণস্পর্শমবাপ্য আগামি বিন্ধ্যাচলশিখরশিলাবাসযোগোদ্যতা ইব আগামী অচিরভাবী যো বিন্ধ্যাচলশিখর শিলাবাসঃ বিন্ধ্যপর্বতস্য শিখরং শৃঙ্গমেব শিলা তস্যাং বাসঃ তস্মিন্ যোগে আয়োজনে উদ্যতা কৃতযত্না ইব, গগনম্ উদপতৎ আকাশমধ্যারোহৎ, সা বঃ যুষ্মাকং এনাংসি পাপানি হরতু নাশয়তু। ৪৫

শ্লোকার্থ—যাঁহাকে শিলায় আহতা করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়ার সময় গুরুভারবশে কংসের স্কন্ধদ্বয় নত হইয়াছিল এবং তৎকালে কংসের প্রাণ হরণে সমর্থা হইয়াও একমাত্র কৃষ্ণের কীর্ত্তিরক্ষার্থ পূর্বে তাহার প্রাণ-নাশ না করিয়া কংসকর্তৃক নিক্ষিপ্তা হইয়া শিলায় স্পর্শমাত্র যেন অচির ভবিষ্যতে বিন্ধ্যপর্বতের শৃঙ্গরূপ শৈলাবাসে যোগদানে উদ্যতা হইয়াই আকাশে উত্থিতা হইয়াছিলেন, সেই একা অনংশা যোগমায়া চণ্ডিকা তোমাদের পাপ হরণ করুন। ৪৫

সাম্না নাম্নায়যোনের্ধৃতিমকৃত হরের্নাপি চক্রেণ ভেদাৎ
সেন্দ্রস্যৈরাবণস্যাপ্যুপরি কলুষিতঃ কেবলং দানবৃষ্ট্যা।
দান্তো দণ্ডেন মৃত্যোর্নচ বিফলযথোক্তাভ্যুপায়ো হতোঽরি
র্যেনোপায়ঃ স পাদঃ সুখয়তু ভবতঃ পঞ্চমশ্চণ্ডিকায়াঃ॥ ৪৬

অন্বয়—আম্নায়যোনেঃ (ব্রহ্মার) সাম্নান্ (সামগানের দ্বারাও নহে) হরেঃ (বিষ্ণুর) চক্রেণ (চক্রদ্বারা) ভেদাৎ (বিদারণদ্বারা) ধৃতিম্ ন অকৃৎ (যাহার ধৈর্য্য সম্পাদিত, যাহাকে প্রশমিত করিতে পারে নাই) সেন্দ্রস্য ঐরাবণস্য (ইন্দ্র সহিত ঐরাবতের) দানবৃষ্ট্যা (মদজল বর্ষণদ্বারা) কেবলং উপরি কলুষিতঃ (যাহার উপরিভাগমাত্র মলিন হইয়াছিল) মৃত্যোঃ (যমের) দণ্ডেন (দণ্ডদ্বারা) দান্তঃ ন (যে দমিত হয় নাই) বিফলযথোক্তাভ্যুপায়ঃ (যাহার সম্বন্ধে এইসকল

উপায় ব্যর্থ হইয়াছিল, সেই) অরিঃ (শত্রু মহিষাসুর) যেন হতঃ (যাহাদ্বারা হত হইয়াছিল) পঞ্চমঃ উপায়ঃ (পঞ্চম উপায় স্বরূপ) চণ্ডিকায়াঃ (চণ্ডিকার) স পাদঃ (সেই চরণ) ভবতঃ (তোমাদিগকে) সুখয়তু (সুখী করুক)। ৪৬

চণ্ডীপ্রভা টীকা—আম্নায়যোগেঃ আম্নায়ঃ বেদাঃ তস্য যোনিরুৎপত্তিস্থানং তস্য চতুরাননস্য মুখেভ্যঃ এব বেদানামাবির্ভাবাৎ ব্রহ্মৈব বেদ যোনিরিত্যুচ্যতে, সাম্না সামগানেন, তথা হরেৰ্বিষ্ণোঃ চক্রেণ সুদর্শনেন ভেদাৎ বিদারণাদপি যস্য মহিষাসুরস্য ধৃতিং ন অকৃতধৈর্য্যেনাবস্থাপনং ন কর্ত্তুংশশাক ; সেন্দ্রস্য ইন্দ্রাধিষ্ঠিতস্য ঐরাবণস্য তদাখ্যস্য হস্তিনঃ দানবৃষ্ট্যা মদবারিবর্ষণেন যস্য, কালম্ উপরি উপরিভাগমাত্রং নাভ্যন্তরং কলুষিতং মলিনীকৃতং, মৃত্যোর্থ—সস্য দণ্ডেন তদাখ্যেনায়ুধেন, যো ন দান্তঃ দমিতঃ এবং বিফলযথোক্তাভ্যুপায়ঃ পূর্বং যথা উক্তাঃ অভ্যুপায়াঃ—ব্রহ্মণঃ সামগানং বিষ্ণোশ্চক্রং সেন্দ্রস্য ঐরাবতস্য বীর্য্যং যমস্য দণ্ডশ্চেতি চত্বারঃ উপায়াঃ বিফলাঃ ব্যর্থাঃ যত্র তাদৃশোঽরিঃ শত্রুঃ যেন হতো বিনাশিতঃ। পঞ্চম উপায়ঃ, চণ্ডিকায়াঃ সপাদঃ চরণঃ, বঃ যুষ্মান সুখয়তু সুখিনঃ বিদধাতু। ৪৬

শ্লোকার্থ—বেদকর্তা ব্রহ্মার সামগান অথবা বিষ্ণুর চক্রদ্বারা বিদারণ যাহার ধৈর্য্য সংরক্ষণ করিতে পারে নাই, ইন্দ্রাধিষ্ঠিত ঐরাবতের মদবারিবর্ষণে যাহার শরীরের উপরিভাগমাত্র মলিন হইয়াছে, যমের দণ্ড যাহাকে দমন করিতে পারে নাই, পূর্বোক্ত চারি উপায়ই যে স্থানে ব্যর্থ হইয়াছিল, পঞ্চম উপায়স্বরূপ চণ্ডিকার যে চরণ তাহার বিনাশ সাধন করিয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে সুখী করুক। ৪৬

ভর্ত্তা কর্ত্তা ত্রিলোক্যাস্ত্রিপুরবধকৃতী পশ্যতি ত্র্যক্ষ এষ
ক স্ত্রী কায়োধনেচ্ছা ন তু সদৃশমিদং প্রস্তুতং কিং ময়েতি।
মত্বা সব্যাজ সব্যেতরচরণচলাঙ্গুষ্ঠকোণাভিমৃষ্টং
সদ্যো যা লজ্জিতে বাসুরপতিমবধীৎ পার্বতী পাতু সা বঃ॥ ৪৭

অন্বয়—ত্রিলোক্যাঃ (ত্রিভুবনের) ভর্ত্তা কর্ত্তা (স্রষ্টা ও পালক) ত্রিপুরবধ-

কৃতী (ত্রিপুরাসুর অথবা অসুরগণের পুরত্রয়ের বিনাশকরূপে খ্যাত) এষ ত্র্যক্ষঃ (সম্মুখে বর্তমান এই ত্রিলোচন, শিব) পশ্যতি (চাহিয়া দেখিতেছেন) ক স্ত্রী (কোথায় রমণী) ক আয়োধনেচ্ছা (আর কোথায় যুদ্ধ স্পৃহা) ইদং তু ন সদৃশং (ইহা আমার যোগ্য অর্থাৎ উচিৎ নহে) কিং ময়া প্রস্তুতম্ (তাই তো আমি কি আরম্ভ করিয়াছি) ইতি মত্বা (ইহা মনে করিয়া) লজ্জিতা ইব যা পার্বতী (যে পার্বতী যেন লজ্জিতা হইয়াই) সব্যাজ-সব্যেতরচরণচলাঙ্গুষ্ঠ-কোণাভিমৃষ্টং (বামপদের চঞ্চল অঙ্গুষ্ঠ কোণের দ্বারা ঈষৎ পীড়ন করিবার ব্যপদেশে) সদ্যঃ (অবিলম্বে) অসুরপতিং অবধীৎ (অসুররাজকে বধ করিয়াছিলেন) সা পার্বতী (সেই পার্বতী) বঃ (তোমাদিগকে) পাতু (রক্ষা করুন)। ৪৭

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ত্রিলোক্যা ভূর্ভুবঃস্বরিতি লোকত্রয়স্য ভর্তা কর্তা চ কেবলং পালকঃ পরং স্রষ্টাপি তথা ত্রিপুরবধকৃতী ত্রিপুরনামা অসুরস্তস্য বধেন অথবা অসুরাণাং হৈমং রাজতমায়সং চ যৎ পুরত্রয়ং তস্য বিনাশেন কৃতী খ্যাতিমান্ এষঃ সাক্ষাদ্ বর্তমানঃ ত্র্যক্ষঃ ত্রীণি অক্ষীণি যস্য স ত্রিলোচনঃ, পশ্যতি ইত এব দৃষ্টিমর্পয়তি ক স্ত্রী ক রমণী ক আয়োধনেচ্ছা ক যুদ্ধস্পৃহা দ্বয়োর্মহদন্তরমিত্যর্থঃ কোমলকায়ানামবলানাং মৃদুকর্ম এব শোভতে ন যুদ্ধম্, অতঃ ইদং যুদ্ধং ন মে সদৃশং যুক্তং ময়া কিং প্রস্তুতং আরব্ধম্ সাক্ষাৎ ত্রিপুরারৌস্থিতে রমণ্যা মে যুদ্ধস্পৃহা ধার্ষ্ট্যমেব ইতি মত্বা মনসি কৃত্বা লজ্জিতা ইব হ্রীমতী ইব যা পার্বতী সদঃ সপদি সব্যাজসব্যেতরচরণচলাঙ্গুষ্ঠ কোণাভিমৃষ্টং লজ্জাদি গোপনার্থং রমণ্যঃ মুখমবনম্য অঙ্গুষ্ঠেন ভুবমালিখন্তি, তত্তু অবহিত্থানাম চেষ্টা, অতঃ সব্যাজঃ সাপদেশঃ সব্যেতরস্য বামস্য চরণস্য চলশ্চঞ্চলো যোঽঙ্গুষ্ঠঃ তস্য কোণঃ একদেশঃ তেন অভিমৃষ্টং মর্দিতং অসুরপতিম্ অসুররাজং মহিষাসুরং অবধীৎ হতবতী, সা বঃ যুষ্মান্. পাতু রক্ষতু। ৪৭

শ্লোকার্থ—ত্রিভুবনের স্রষ্টা ও পালক, ত্রিপুরবধের জন্য খ্যাত সাক্ষাৎ ত্রিলোচন চাহিয়া দেখিতেছেন (তিনটি চক্ষু দিয়া দেখিতেছেন বলিয়া গোপনের উপায় নাই), কোথায় বা রমণী, কোথায় বা যুদ্ধস্পৃহা, এইকর্ম আমার

যোগ্য নহে; কিন্তু আমি একি আরম্ভ করিয়াছি।—ইহা ভাবিয়া লজ্জিতা হইয়াই যেন বামপদের চঞ্চল অঙ্গুষ্ঠের কোণমাত্র পীড়নে অবিলম্বে যে পার্বতী অসুররাজকে বধ করিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৪৭

বৃদ্ধোক্ষো ন ক্ষমস্তে ভবতু ভব ভবতাদ্ বাহ এষোঽধুনেতি
ক্ষিপ্তঃ পাদেন দেবং প্রতি ঝটিতি যয়া কেলিকান্তং বিহস্য।
দন্তজ্যোৎস্নাবিতানৈরতনুভিরতনুর্ন্যক্কৃতার্ধেন্দু ভাভি-
র্গৌরী গৌরেব জাতঃ ক্ষণমিব মহিষঃ সাবতাদম্বিকা বঃ॥ ৪৮

অন্বয়—হে ভব (ওহে শিব) তে (তোমার) বৃদ্ধোক্ষঃ (বৃদ্ধ ষাঁড়টি) ন ক্ষমঃ (অসমর্থ) অধুনা (এখন) এষঃ (এইটি) বাহঃ (বাহন) ভবতাৎ (হউক) ইতি (ইহা বলিয়া) বিহস্য (হাসিয়া) কেলিকান্তং (ক্রীড়াপ্রসঙ্গে রত স্বামী) দেবং প্রতি (মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া) ন্যক্‌কৃতার্ধেন্দুভাভিঃ (দন্তপ্রভাসমূহের দ্বারা) ক্ষণং (ক্ষণকালের জন্য) গৌঃ এব জাতঃ (গোরূপধারী) ঝটিতি (সহসা, অতিশীঘ্র) যয়া (যৎ কর্তৃক) মহিষঃ (মহিষ—মহিষাসুর) পাদেন (চরণের দ্বারা) ক্ষিপ্তঃ (নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল) সা অম্বিকা (সেই অম্বিকা, মাতা) গৌরী (গৌরী) বঃ (তোমাদের) অবতাৎ (রক্ষা করুন)। ৪৮

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে ভব শিব, তে তব অয়ং বৃদ্ধোক্ষঃ উক্ষা বৃষঃ, অচতুর বিচতুর ইত্যাদি সূত্রেণ জৈস্ত নিপাতঃ, ন ক্ষমঃ, বোঢ়ুং ন সমর্থঃ অধুনা সাম্প্রতং এষঃ ময়া দত্ত ইত্যর্থঃ বাহঃ বাহনং ভবতাৎ ভবতু, ইতি এবমুক্ত্বা বিহস্য, হসিত্বা কেলিকান্তং কেলিপরায়ণং ক্রীড়ারতং কান্তং স্বামিন্ দেবং মহাদেবং প্রতি ন্যক্‌কৃতার্ধেন্দুভাভিঃ ন্যক্‌কৃতঃ অধঃ কৃতঃ তিরস্কৃতো বা অর্ধেন্দোঃ শিব শিরঃ স্থিতার্ধচন্দ্রস্য ভা কিরণো যৈস্তঃ অতনুভিঃ বহুলৈঃ দন্ত-জ্যোৎস্নাবিতানৈঃ দন্তানাং জ্যোৎস্না দ্যুতিঃ তস্যা বিতানৈঃ সমূহৈঃ দন্তপ্রভা-জালৈঃ ক্ষণমিব মুহূর্তমিব গৌরেব জাতঃ গোরূপসম্পন্নঃ ধূসরকৃষ্ণেঽপি দন্ত-প্রভাভিঃ শুভ্রতামাপন্নঃ অতএব গোরূপঃ মহিষঃ মহিষাসুরঃ যয়া দেব্যা চণ্ডিকায়া ইত্যর্থঃ, ঝটিতি সপদি পাদেন ক্ষিপ্তঃ চরণতাড়নেন নিক্ষিপ্তঃ, সা অম্বিকা

মাতা, গৌরী বঃ যুষ্মান্ অবতাৎ রক্ষতু। ৪৮

শ্লোকার্থ—ওহে শিব, তোমার এই বৃদ্ধ বৃষ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহাই তোমার বাহন হউক।—ইহা বলিয়া কেলিরত পতি মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্বক শিবের শিরে শোভিত অর্ধচন্দ্রস্থ কিরণের তিরস্কারকারী দন্তরাজির প্রচুর প্রভায় মুহূর্তমাত্র শুভ্র হইয়া গোরূপধারী মহিষাসুরকে যিনি সত্বর চরণপ্রহারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই মাতা গৌরী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৪৮

প্রাক্ কামং দহতা কৃতঃ পরিভবো যেন ত্রিসন্ধ্যানতৈঃ
সের্ষ্যা বোঽবতু চণ্ডিকা চরণয়োঃ স্বং পাতয়ন্তী পতিম্।
কুর্বত্যাভ্যধিকং কৃতে প্রতিকৃতং মুক্তেন মৌলৌ মুহু-
র্বাষ্পেণাহিত কজ্জলেন লিখিতং স্বং নাম চন্দ্রে যয়া॥ ৪৯

অন্বয়—যেন (যাঁহা দ্বারা) প্রাক্ (পূর্বে) কামং দহতা (কামকে দগ্ধ করিয়া) পরিভবঃ কৃতঃ (অপমান করা হইয়াছিল) ত্রিসন্ধ্যানতৈঃ (তিনটি সন্ধ্যায় প্রণামের দ্বারা) তং স্বং পতিং (সেই নিজের স্বামীকে) চরণয়োঃ পাতয়ন্তী (নিজের চরণে পাতিত করিয়া) সের্ষ্যা (ঈর্ষ্যাযুক্তা) চণ্ডিকা (চণ্ডী) বঃ (তোমাদের) অবতু (রক্ষা করুন) যয়া (যৎকর্তৃক) কৃতে (শিব যাহা করিয়াছেন তাহার) অধিকং প্রতিকৃতং (আরও বেশী প্রতিকার) কুর্বত্যা (করিয়া) মুহুঃ (বারবার) আহিতকজ্জলেন (কজ্জলমিশ্রিত) বাষ্পেণ (অশ্রুদ্বারা) চন্দ্রে (শিবের শিরস্থিত চন্দ্রে) স্বং নাম (নিজের নাম) লিখিতং (লিখিত হইয়াছিল)। ৪৯

চণ্ডীপ্রভা টীকা—পুরা সেবমানাং গৌরীমনাদৃত্য শিবেন কামো ভস্মীকৃতঃ। সকামেন তস্যাঃ অনলীকায়াৎ তদা গৌরী উপেক্ষয়া অনাদৃতা। ইদানীং তিস্যেব সন্ধ্যাসু কামার্দ্ধঃ স মানভঞ্জনার্থং তস্যাশ্চরণয়োঃ পততি, মানিন্যাঃ সকজ্জলনয়নগলিতম্ অশ্রু চ চরণপতিতস্য তস্য শিরঃস্থিতে চন্দ্রমসি পতৎ কলঙ্কাং ভজতি কজ্জলরূপমসীযোগেন চন্দ্রে সা স্বং নাম লিখতীব। পুরা যাসুপেক্ষ্য কামো ভস্মীভূতঃ

।াম্প্রতং স এব কামার্তঃ পাদয়ো পততি ইতি শিবেন যৎকৃতং গৌর্য্যা ততোঽ
।ধিকমেব প্রতিকৃতমিতি ভাবঃ। যেন শিবেন, প্রাক্ পুরা কামং দহতা মন্মথং
ম্মীকুর্বতা, পরিভবঃ উপেক্ষারূপমপমানং কৃতঃ, ত্রিসন্ধ্যানতৈঃ তিসৃষ্বেব সন্ধ্যাসু
:ণামৈঃ, প্রাতঃ মধ্যাহ্নে সায়ং চ সান্ধ্যোপাসনাং কুর্বদ্ভিঃ মাহেশ্বরী, ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী
শক্তিঃ প্রণম্যতে তেন সর্বশক্তিস্বরূপা গৌরী এব প্রণম্যতে। তং স্বং পতিং
ভর্তারং চরণয়োঃ পাতয়ন্তী পাদয়োঃনময়ন্তী সের্ষ্যা ঈর্ষ্যাযুক্তা জাহ্নবীং প্রতি
বস্য অনুরাগবশাৎ ঈর্ষ্যাযুক্তা মানবতী চ, উক্তঞ্চ ঈর্ষ্যামানো ভবেৎ স্ত্রীণামিতি।
ণ্ডিক' বঃ যুষ্মান্ অবতু রক্ষতু। যয়া চণ্ডিকায়া কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্যাৎ শঠে
াঠ্যং সমাচরেৎ ইতি নীত্যা কৃতে শিবেন উপেক্ষণাপরাধে কৃতে অধিকং প্রতিকৃতং
র্বং ত্বয়াঽমুপেক্ষিতা সাম্প্রতং পাদপাতিতেঽপি ত্বয়ি প্রসদা আলিঙ্গনাদিনা ন তে
।ভিলাষং পূরয়িষ্যামি ইতি অধিকং উপেক্ষণরূপং প্রতিকৃতং প্রতিবিধানং কুর্বত্যা
।াচরন্ত্যা মুহুঃ বারং বারং আহিতকজ্জলেন নেত্রকজ্জলমিশ্রেণ, বাষ্পেণ অশ্রুণা
তএব মসীরূপেন মুক্তেন চন্দ্রে শিবশিরোবর্তিনি চন্দ্রমসি, স্বংনাম লিখিতম্
লপিবদঙ্কিতম্। প্রণয়কোপাদশ্রুমোচনং স্ত্রীণাং প্রকৃত্যাসিদ্ধম্। ৪৯

শ্লোকার্থ—পূর্বে কামকে দগ্ধ করিয়া যিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন, প্রাতঃ,
ধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিন সন্ধ্যায়ই যে চণ্ডিকা স্বীয় পতিকে চরণে প্রণতঃ, ও
তিত হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং যিনি ঈর্ষ্যাহেতু অভিমানবশে নেত্রকজ্জল-
মিশ্রিত অশ্রুদ্বারা তাঁহার মস্তকস্থিত অর্ধচন্দ্রে যেন নিজের নাম লিখিয়া পূর্বকৃত
পরাধের প্রচুর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, সেই দেবী তোমাদিগকে রক্ষা
করুন। ৪৯

তুঙ্গাং শৃঙ্গাগ্রভূমিং শ্রিতবতি মরুতাং প্রেতকায়ে নিকায়ে—
কুঞ্চোৎ স্বকুক্ষ্যাদ্বিশৎসু শ্রুতিকুহরপুটং দ্রাক্ ককুপ্‌কুঞ্জরেষু।
স্মিত্বা বঃ সংহৃতাসোর্দশনরুচিকৃতাকাণ্ডকৈলাসভাসঃ
পায়াৎ পৃষ্ঠাধিরূঢ়ে স্মরমুষি মহিষস্যোচ্চহাসেব দেবী॥ ৫০

অন্বয়—মরুতাং নিকায়ে (দেবগণ) প্রেতকায়ে (নিষ্প্রাণ শরীরে) তুঙ্গাং

(উচ্চ) শৃঙ্গাগ্রভূমিং (শৃঙ্গের অগ্রভাগ) শ্রিতবতি (আশ্রয় করিলে) দ্রাক (সহসা) ককুপ্কুঞ্জরেষু (দিগ্গজেরা) কুঞ্জোৎসুক্যাৎ (ইহা কুঞ্জ হইবে এইর কৌতূহলবশে) শ্রুতিকুহরপুটং (কর্ণরন্ধ্রে) বিশৎসু (প্রবেশ করিলে) স্মরমু (স্মরহর শিব) দশনরুচিকৃতাকাণ্ডকৈলাসভাসঃ (দন্তপ্রভায় যে অস্থানে কৈলাসে শুভ্রকিরণ সৃষ্টি করিয়াছিল সেই) সংহৃতাসোঃ (গতপ্রাণ) মহিষস্য (মহিষের পৃষ্ঠাধিরূঢ়ে (পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া) উচ্চহাসা ইব (যেন উচ্চহাস্য করিয় স্মিত্বা (প্রকৃত প্রস্তাবে ঈষৎ হাসিয়া) দেবী (চণ্ডিকা) বঃ (তোমাদিগকে পায়াৎ (যেন রক্ষা করেন)। ৫০

চণ্ডীপ্রভা টীকা—মরুতাং নিকায়ে দেবগণে, প্রেতকায়ে প্রেতস্য পরলোকে প্রস্থিতস্য কায়ে শরীরে মহিষস্যেত্যর্থঃ তুঙ্গাং শৃঙ্গাগ্রভূমিং অত্যুচ্চবিষাণ শির সুমেরু ভ্রান্ত্যা শ্রিহবতি আশ্রিতে, তথা দ্রাক্ সপদি, ককুপ্কুঞ্জরেষু দিগ গজেষু কুঞ্জোৎসুক্যাৎ অয়ং কুঞ্জঃ অতএব অস্মাকং বিহারযোগ্যো ভবেৎ ই কৌতূহলাৎ শ্রুতিকুহরপুটং কর্ণরন্ধ্রং বিশৎসু প্রবিষ্টেষু স্মরমুষি স্মরহরে শিবে, দশ রুচিকৃতাকাণ্ড কৈলাসভাসঃ দশনানাং দন্তানাং রুচিঃ প্রভা তয়া কৃতা অকাণ্ড অস্থানে কৈলাসস্য ভাঃ দীপ্তির্যেন তস্য সংহৃতাসোঃ সংহৃতাঃ অসবো যস্য ত গতপ্রাণস্য, মহিষস্য মহিষাসুরস্য কৈলাসভ্রান্ত্যা পৃষ্ঠাধিরূঢ়ে পৃষ্ঠাসীনে, উচ্চহা ইব প্রত্যুত নোচ্চহাসা পরং তাদৃশীমঙ্গভঙ্গিং কৃত্বা ভূতার্থতঃ স্মিত্বা মৃদুহসিত্ব দেবী চণ্ডিকা বঃ যুষ্মান্ পায়াৎ রক্ষেৎ দেবানাং দিগ্গজানাং শিবস্যাপি ভ্র দৃষ্ট্বা দেবী জহাস। এতেন মহিষশরীরস্য বিশালতাপি ব্যক্তা। ৫০

শ্লোকার্থ—গতপ্রাণ মহিষাসুরের বিশাল শরীরে শৃঙ্গের অগ্রভাগে দেবগ সুমেরু পর্বত ভ্রমে আশ্রয় করিলে, বিহারযোগ্য কুঞ্জ ভাবিয়া দিগ্গজগ তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিলে এবং প্রাণহীন মহিষের দন্তপ্রভায় অস্থা কৈলাসের ন্যায় ধবলপ্রভা উদিত হইলে (ইহা কৈলাসপর্বত মনে করিয়া কামারি মহেশ তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে উচ্চহাস্য করার ন্যায় অঙ্গভ দ্বারা প্রত্যুত ঈষৎ হাসিয়াছিলেন, সেই দেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৫

কৃত্বা পাতালপঙ্কে ক্ষয়রয়মিলিতৈকার্ণবেচ্ছাবগাহং
দাহা[১]ন্নেত্রত্রয়াগ্নের্বিলয়নবিগলচ্ছৃঙ্গশূন্যোত্তমাঙ্গঃ।
ক্রীড়া ক্রোড়াভিশঙ্কাং বিদধদপিহিত ব্যোমসীমা মহিম্না
বীক্ষ্য ক্ষুণ্ণো যয়ারিস্তৃণমিব মহিষঃ সাবতাদম্বিকা বঃ॥ ৫১

অন্বয়—যয়া (যাঁহার দ্বারা) পাতালপঙ্কে (পাতালরূপ কর্দমে) ক্ষয়রয়মিলিতৈকার্ণবেচ্ছাবগাহং (যেন মহাপ্রলয়ের প্রচণ্ডবেগে আন্দোলিত একার্ণবে স্বেচ্ছায় নিমগ্নতুল্য) কৃত্বা (করিয়া) নেত্রত্রয়াগ্নেঃ দাহাৎ (ত্রিনয়ন হইতে নির্গত অগ্নির দাহবশে) বিলয়নবিগলচ্ছৃঙ্গশূন্যোত্তমাঙ্গঃ (শৃঙ্গদ্বয় সম্পূর্ণরূপে গলিত হইয়া অদৃশ্য হইবার ফলে শৃঙ্গহীন মস্তক) ক্রীড়াক্রোড়াভিশঙ্কাং বিদধৎ (মস্তক শৃঙ্গহীন হইবার জন্য বিষ্ণুর লীলাধৃত বরাহের ন্যায় উৎপ্রেক্ষিত) মহিম্না (শরীরের বিশালতাদ্বারা) বিদধদপিহিতব্যোমসীমা (আকাশের শেষসীমা পর্য্যন্ত ব্যাপী) অরিঃ (শত্রু) মহিষঃ (মহিষাসুর) বীক্ষ্য (দেখিয়া, দৃষ্টি মাত্রদ্বারা) তৃণমিব (তৃণতুল্য) ক্ষুণ্ণঃ (চূর্ণিত হইয়াছিল) সা অম্বিকা (সেই অম্বিকা) বঃ (তোমাদিগকে) অবতাৎ (রক্ষা করুন)। ৫১

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যয়া চণ্ডিকয়া পাতালপঙ্কে পাতাল এব পঙ্কস্তস্মিন্ তমোময়ত্বাৎ কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কসদৃশে মহিষশ্চ পঙ্কপ্রিয়ঃ অতএব ক্ষয়রয়মিলিতৈকার্ণবেচ্ছাবগাহং ক্ষয়ঃ মহাপ্রলয়ঃ তস্য আন্দোলনরূপঃ রয়ঃ বেগঃ তেন মিলিতঃ ক্ষুব্ধঃ একার্ণবঃ প্রলয়ে জগতো জলমগ্নত্বাৎ তত্র ইচ্ছয়া অবগাহঃ নিমজ্জনং যস্য তথাবিধম্—মহাসমুদ্রমবলোক্য তত্র সলিলপ্রিয়ং মহিষং স্বেচ্ছয়া, নিমগ্নমিব কৃত্বা অপিচ নেত্রত্রয়স্য যোঽগ্নিঃ তস্য দাহাদুত্তাপাৎ, বিলয়নবিগলচ্ছৃঙ্গশূন্যোত্তমাঙ্গং বিলয়নং সম্যগ্দর্শনং তৎপ্রান্তে গলন্তী দ্রবন্তী যে শৃঙ্গেবিষাণে তাভ্যাং শূন্যং বিরহিতং উত্তমাঙ্গং মস্তকং যস্য তাদৃশং—উত্তাপেন শৃঙ্গং গলতি, দেব্যাঃ নেত্রাগ্নিণা শৃঙ্গে গলিতে মহিষমস্তকং শৃঙ্গহীনং জাতং তেন, ক্রীড়াক্রোড়াভিশঙ্কাং

---

১ দাহে ইতি বা পাঠঃ

বিদধন, ক্রীড়য়া লীলাচ্ছলেন ভবতো যঃ ক্রোড়ঃ শূকরঃ তস্য অভিশঙ্কাং উৎ-প্রেক্ষণং বিদধৎ—স্বীকুর্বন্—ভগবান্ বিষ্ণুঃ লীলাচ্ছলেন মহাবরাহবপুঃ স্বীকৃত্য প্রলয়ার্ণবমগ্নাং পৃথিবীমুদ্ধাবঃ শৃঙ্গহীনত্বাৎ শূকরসাদৃশ্যং বহন্ মহার্ণবাত্তং পাতালং অবগাহমানো মহিষঃ কিময়ং লীলাধৃতশূকরশরীরঃ বিষ্ণুরেব সমুদ্রে নিমজ্জাতি ইতি জনৈরুৎপ্রেক্ষিতম ; অপিচ মহিম্না শরীরস্য মহত্ত্বেন বিদধদপিহিত ব্যোম-সীমা ব্যোম্নঃ আকাশস্য সীমা, অপিহিতঃ আচ্ছাদিতো ব্যাপ্তো বা ব্যোমসীমা বিদধৎ বিভ্রৎ অপিহিত ব্যোমসীমা যেন তাদৃশঃ ব্যোমসীমাবধিবিস্তৃতবিপুল-বপুরিত্যর্থঃ, অরিঃ শত্রুঃ মহিষঃ মহিষাসুরঃ বীক্ষ্য অবলোক্য সকৃৎ তস্মিন্ দৃষ্টিক্ষেপং কৃত্বৈব, তৃণমিব ক্ষুণ্ণঃ চূর্ণিতঃ সা অম্বিকা বঃ যুষ্মান্ অবতাৎ রক্ষতু। ৫১

শ্লোকার্থ—যেন ইচ্ছা করিয়াই প্রলয়কালীন বিক্ষুব্ধ একার্ণবে মগ্ন হইতেছে, মহিষাসুরকে এইরূপে পাতালরূপ মহাপঙ্কে প্রেরণের ফলে ও দেবীর নেত্রত্রয়ের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মস্তক শৃঙ্গহীন হওয়ায় যাহাকে ভগবানের লীলাধৃত বরাহরূপ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, শরীরের বিশালতায় যে আকাশের শেষ সীমা অবধি ব্যাপ্ত করিয়াছিল, সেই মহিষাসুরকে যিনি দৃষ্টিমাত্র তৃণবৎ চূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই অম্বিকা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৫১

শূলে শৈলাবিকম্পং ন নিমিষিতিমিষৌ পট্টিশে সাট্টহাসং
প্রাসে সোৎপ্রাসমব্যাকুলমপি কুলিশে জাতশঙ্কং ন শঙ্কৌ।
চক্রেঽবক্রং কৃপাণে ন কৃপণমসুরারাতিভিঃ পাত্যমানে
দৈত্যং পাদেন দেবী মহিষিতবপুষং পিংষতি বঃ পুনাতু॥ ৫২

অন্বয়—অসুরারাতিভিঃ (দেবগণ দ্বারা) পাত্যমানে (নিক্ষিপ্ত) শূলে (শুলে) শৈলাবিকম্পং (পর্বতের ন্যায় কম্পরহিত) ইষৌ (পরে) ন নিমিষিতং (নির্নিমেষ দৃষ্টিসম্পন্ন) প্রাসে (প্রাসে) সোৎপ্রাসং (উপহাস পরায়ণ) কুলিশে (বজ্রে) অব্যাকুল (অব্যাকুল) শঙ্কৌ (অংকুশে) ন জাতশঙ্কং (নির্ভয়) চক্রে (চক্রে) অবক্রং (সরলভাবে দণ্ডায়মান) কৃপাণে (তরবারিতে) ন কৃপণং (অকাতর) মহিষবপুষং (মহিষাকার) দৈত্যং (দৈত্যকে) পাদেন (পদের দ্বারা) পিংষতী

(পেষণকারিণী) দেবী (চণ্ডিকা) বঃ (তোমাদিগকে) পুনাতু (পবিত্র করুন)। ৫২

চণ্ডীপ্রভা টীকা—অসুরারাতিভিঃ অসুরাণা অরাতয়ঃ শত্রবঃ দেব্যা ইত্যর্থঃ তৈঃ পাত্যমানে নিক্ষিপ্তে শূলে শৈলাবিকম্পং শৈলবৎ বিকম্পরহিতং স্থিরমিত্যর্থঃ ইষৌ শরে, ন নিমিষিতং ভ্রূক্ষেপনিমেষাদিরহিতং পট্টিশে তন্নামাস্ত্রে সাট্টহাসং অট্টহাসেন উচ্চহাসেন বর্তমানং প্রাসে তদাখ্যশাস্ত্রে সোৎপ্রাসং সোপহাসং কুলিতো বজ্রে অব্যাকুলং স্থিরচিত্তং, শক্তৌ অংকুশে ন জাতশঙ্কং নির্ভয়ং চক্রে সুদর্শনাদৌ অচক্রং বক্ষোদেশমুত্তানীকৃত্য দণ্ডায়মানং কৃপাণে অসৌ ন কৃপাণং অকাতরং মহিষিতবপুষং মহিষশরীরং দৈত্যং অসুরং পদেন চরণেন পিংষতী মর্দয়ন্তী দেবী চণ্ডিকা বঃ যুষ্মান্ পুনাতু পবিত্রীকরোতু। ৫২

শ্লোকার্থ—যে মহিষাকার দৈত্য অমরগণদ্বারা নিক্ষিপ্ত শূলে পর্বত সদৃশ অটল, শরে নির্নিমেষনেত্র, পট্টিশে অট্টহাস্যযুক্ত, প্রাসে উপহাসপরায়ণ, বজ্রে স্থিরচিত্ত, অঙ্কুশে নির্ভয়, চক্রে উন্নতবক্ষে দণ্ডায়মান ও অসিতে অকাতর, তাহাকে যিনি কেবল চরণদ্বারা দলিত করিতেছেন, সেই দেবী চণ্ডিকা তোমাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করুন। সমস্ত দেবতার অস্ত্রশস্ত্র যাহার নিকট ব্যর্থ, কোনও অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া চরণে মর্দিত করিয়াই দেবী মহিষাসুরকে বধ করিয়াছেন। ৫২

চক্রে চক্রস্য নাস্ত্যা ন চ খলু পরশোর্ণ ক্ষুরপ্রস্য নাসে-
র্যদ্বক্ত্রং কৈতবাবিষ্কৃত মহিষতনৌ বিদ্বিষত্যাজি ভাজি।
প্রোতাৎপ্রাসেন মূর্ধ্নঃ সঘৃণমভিমুখায়াতয়া কালরাত্র্যা
কল্যাণান্যানাক্তং সৃজতু তদসৃজো ধারয়া বক্রিতং বঃ। ৫৩

অন্বয়—কৈতবাবিষ্কৃত মহিষতনৌ (কপট মহিষরূপী) বিদ্বিষতি (শত্রু) আজিভাজি (যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে) চক্রস্য (চক্রের) ন চ খলু (এমন কি) পারশোঃ (কুঠারের) ক্ষুরপ্রস্য (ক্ষুরপ্রের) অসেঃ (অসি, খড়্গ) অস্ত্র্যা (ধারা বা তীক্ষ্ণপ্রান্তদ্বারা) যৎ (যাহা, যে মুখ) বক্রং ন চক্রে (বক্র করিতে পারে নাই)

প্রাসেন (প্রাস অস্ত্রদ্বারা) প্রোতাৎ (বিদ্ধ) মূর্দ্ধ্নঃ (মস্তক হইতে) অভিমুখয়াতয়া (সম্মুখে আগত) অসৃজোধারয়া (শোণিতধারাকর্তৃক) কালরাত্র্যা (কালরাত্রি বা চণ্ডীকর্তৃক) সঘৃণং বক্রিতং (ঘৃণা বা করুণার সহিত বক্রিত) তৎ আননাব্জং (সেই মুখপদ্ম) বঃ (তোমাদিগকে) কল্যাণানি (কল্যাণপরম্পরা) সৃজতু (সৃষ্টি বা বিধান করুক)। ৫৩

চণ্ডীপ্রভা টীকা—কৈতবাবিষ্কৃত মহিষতনৌ কৈতবেন ছলেন আবিষ্কৃতা প্রকাশিতা মহিষস্য তনু যেন তস্মিন্ তর্থাৎ কপটমহিষরূপে বিদ্বিষতি শত্রৌ আজিভাজি আজিং যুদ্ধং ভজতি ইতি ভজেঃ কিন্, তস্মিন্ রণপ্রবৃত্তে ইত্যর্থঃ, চক্রস্য পরশোঃ ক্ষুরপ্রস্য তথা অসেঃ অস্ত্র্যা ধারয়া যৎ দেব্যাঃ মুখং বক্রং ন চক্রে কুণিতং ন বিদধৌ প্রাসেন তদাখ্যেন অস্ত্রেণ প্রোতাৎ, প্র পূর্বাৎ বয়তে ক্ত প্রত্যয়ে রূপং বিদ্ধাৎ মূর্দ্ধ্নঃ মস্তকাৎ মহিষাসুরস্য মস্তকাৎ নির্গতয়া ইত্যর্থঃ অভিমুখয়াতয়া সম্মুখাগতয়া অসৃজো ধারয়া শোণিত ধারয়া কর্ত্র্যা কালরাত্র্যা দুর্গয়া, সপ্তমং কালরাত্রীতি দেবী কবচে নবানাং দুর্গানাং সপ্তমং নাম কালরাত্রীতি পঠিতম্। সঘৃণং ঘৃণা জুগুপ্সা করুণা বা তয়া বক্রিতং কুণিতং কৃতং, আণনাব্জং মুখপদ্মং বঃ যুষ্মাকং কল্যাণানি মঙ্গলপরম্পরাং সৃজতু উপাদয়তু। ৫৩

শ্লোকার্থ—যুদ্ধে প্রবৃত্ত কপটমহিষরূপ মহাশত্রুর প্রতি নিক্ষিপ্ত চক্র, কুঠার, ক্ষুরপ্র এবং খড়্গ দ্বারাও যাহার বক্রতারূপ কোনও বিকৃতি হয় নাই, প্রাসাস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ সেই মহিষের মস্তক হইতে নির্গত শোণিত ধারা মুখের দিকে প্রবাহিত হইলে কালরাত্রিরূপিণী মহাদেবীর যে মুখপদ্ম ঘৃণা অথবা করুণায় বক্রভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা তোমাদের কল্যাণ করুক। ৫৩

হস্তাদুৎপত্য যাস্ত্যা গগনমগণিতাধৈর্য্যবীর্য্যাবলেপং
বৈলক্ষ্যোণেব পাণ্ডুদ্যুতিমদিতিসুতারাতিমাপাদয়ন্ত্যাঃ।
দর্পাগল্ল্যাট্টহাস দ্বিগুণতরসিতাঃ সপ্তলোকীজনন্যা
স্তর্জন্যা জন্যদূত্যো নখরুচিততয়স্তর্জয়ন্ত্যাজয়ন্তি॥ ৫৪

অন্বয়—হস্তাৎ (কংসের হস্ত হইতে) উৎপ্লুত্য (সবেগে উপরে উঠিয়া)

গগনং যান্ত্যাঃ (আকাশে গমন করিতে করিতে) বৈলক্ষ্যেণেব (যেন বিকৃতি-সম্পাদন করিয়াই) অগণিতধৈর্য্যবীর্য্যাবলেপং (কাতরবশে যে নিজের বলগর্বকেও অগণ্য মনে করিয়াছিল, সেই) অদিতিসুতারাতিং (অমরগণের শত্রু কংসকে) পাণ্ডুদ্যুতিং (রক্তশূন্য পাণ্ডুবর্ণ) আপাদয়ন্ত্যাঃ (প্রাপ্ত করাইয়া) সপ্তলোকী জনন্যাঃ (সপ্ত লোকের জননীর) জন্য দূত্যাঃ (সংগ্রামের দূতীস্বরূপ অর্থাৎ সংগ্রাম-সূচিকা) দর্পানল্প অট্টহাস দ্বিগুণঃ তরসিতাঃ (দর্পবশে প্রচুর অট্টহাসে যাহার শুভ্রতা দ্বিগুণিত হইয়াছিল, সেই) তর্জয়ন্ত্যাঃ তর্জণ্যাঃ (তর্জনকারিণীর তর্জনীর) নখরুচিততয়ঃ (নখপ্রভাসমূহ) জয়ন্তি (জয়লাভ করুক)। ৫৪

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হস্তাৎ অর্থাৎ শিলায়াং ক্ষিপ্তঃ কংসস্য করাৎ উৎপ্লুত্য উধমারুহ্য, গগনং যান্ত্যাঃ আকাশং গচ্ছন্ত্যাঃ বৈলক্ষ্যেণ ইব—বিকৃতাকারেণ ইব অর্থাৎ বিকৃতাকারসম্পাদনেন ইব, অগণিতাধৈর্য্যবীর্য্যাবলেপং; বীর্যস্য বলস্য অবলেপঃ গর্বঃ অগণিতঃ তুচ্ছোঽয়মিতি নগণ্যীকৃতঃ অধৈর্য্যেণ কাতরতয়া বীর্য্যাবলেপঃ যস্য তথাবিধং চেষ্টাং মম ব্যর্থতামাপাদয়ন্তী ইয়মূর্ধমাকাশং গতা অতো যে বলগর্বো গণনাং না ইতি। ইতি মন্বানং কাতরং অদিতিসুতা-রাতিং, অদিতিসুতা দেবাস্তেষামরাতিং শত্রুং পাণ্ডুদ্যুতিং রক্তশূণ্যতয়া বিবর্ণং আপাদয়ন্ত্যাঃ সম্পাদয়ন্ত্যাঃ, সপ্তলোকীজনন্যা ভূর্ভুবঃস্বঃ সত্যমহোজনস্তকা ইতি সপ্তানাং লোকানাং জনন্যাঃ দেব্যাশ্চণ্ডিকায়া ইত্যর্থঃ। জন্যদূত্যাঃ জন্যঃ যুদ্ধং সত্য দূত্যঃ সূচিকাঃ, দর্পানল্পাট্টহাসদ্বিগুণতরসিতাঃ কো মহৎ প্রভবিতুং শক্তঃ ইতি দর্পাৎ গর্বাৎ যোঽট্টহাসঃ উচ্চৈর্হাস্যং তেন দ্বিগুণ তরসিতা দ্বিগুণিত শুভ্রতা যাসাং তাঃ, তর্জয়ন্ত্যাঃ কংসং ভীষয়মাণায়াঃ তর্জন্যাঃ প্রদেশিন্যাঃ, নখরুচিততয়ঃ নখস্য রুচিঃ প্রভা তস্যাঃ ততিঃ সমূহস্তাঃ, জয়ন্তি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তাং বা। ৫৪

শ্লোকার্থ—কংসের হস্ত হইতে উর্ধ্বে উত্থিতা হইয়া যিনি আকাশমণ্ডলে গমন করিয়াছিলেন, সেই ভূরাদি সপ্তলোকের জননী তর্জনকারিণী দেবী চণ্ডিকার সংগ্রামসূচিকা এবং দর্পভরে অট্টহাসে দ্বিগুণিত শুভ্রতাপ্রাপ্ত তর্জনীর

নখকান্তিমালা, 'আমার বলগব' গণনায় যোগ্য নহে' দেবদ্বেষী কংসের এইরূপ কাতরতাসম্পাদন পূর্বক যেন তাহাকে বিকৃতাকার ও পাণ্ডুবর্ণ করিয়াছিল, তাহা জয়লাভ করুক। ৫৪

প্রালেয়াচলপল্বলৈকবিসিনী সার্থাস্তু বঃ শ্রেয়সে
যস্যাঃ পাদসরোজসীম্নি মহিষক্ষোভাৎক্ষণং বিদ্রুতাঃ।
নিষ্পিষ্টে পতিতাস্ত্রিবিষ্টপরিপৌ গীত্যুৎসবোল্লাসিনো
লোকাঃ সপ্ত সপক্ষপাতমরুতো ভান্তি স্ম ভৃঙ্গা ইব ॥ ৫৫

অন্বয়—যস্যাঃ (যাঁহার) পাদসরোজসীম্নি (পাদপদ্মের প্রান্তে) মহিষক্ষোভাৎ (মহিষাসুরকৃত ক্ষোভবশে) ক্ষণং বিদ্রুতাঃ (অল্পকালের জন্য পলায়িত) ত্রিবিষ্টপরিপৌ (স্বর্গের শত্রু) নিষ্পিষ্টে (নিষ্পেষিত হইলে) গীত্যুৎসবোল্লাসিনঃ (সঙ্গীতোৎসবে উল্লসিত) সপক্ষপাতমরুতঃ (পক্ষপাতযুক্ত, দেবীর পক্ষাশ্রিত অমরগণ অথবা পাখা কাঁপাইয়া যেন ব্যজনানিল প্রবাহিত করিয়া) সপ্তলোকাঃ (ভূরাদি সপ্তলোক) পতিতাঃ (পুনর্মিলিতা) ভৃঙ্গা ইব (ভ্রমর সদৃশ) ভান্তি স্ম (শোভা পাইয়াছিল) প্রালেয়াচলপল্বলৈকবিসিনী (হিমালয়রূপ পল্বলের একমাত্র পদ্মিনী) সা আর্য্যা (সেই চণ্ডিকা) বঃ (তোমাদের) শ্রেয়সে অস্তু (শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত হউন)। ৫৫

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যস্যাঃ দেব্যাশ্চণ্ডিকায়াঃ পাদসরোজসীম্নি, পাদ এব সরোজং তস্য সীম্নি পাদপ্রান্তে ইত্যর্থঃ মহিষক্ষোভাৎ মহিষকৃতঃ মহিষাসুরেণ জনিতঃ যঃ ক্ষোভঃ আলোড়নং তস্মাৎ ক্ষণং বিদ্রুতাঃ মুহূর্ত্তং পলায়িতাঃ (মহিষালোড়িতাৎ সরোজপ্রান্তাদপি ভৃঙ্গাদয়ঃ দূরং যান্তি নিবৃত্তে চ তস্মিন্ পুনরায়ান্তি) ত্রিবিষ্টপরিপৌ স্বর্গস্য স্বর্গবাসিনামিত্যর্থঃ রিপৌ শত্রৌ তস্মিন্ নিষ্পিষ্টে দেব্যাশ্চরণেন চূর্ণীকৃতে, গীত্যুসবোল্লাসিনঃ গীতিঃ ভ্রমরপক্ষে গুঞ্জনং দেবাদীনাং পক্ষে জয়স্তুতিঃ সা এব উৎসবঃ তেন উল্লাসিনঃ প্রমোদাতিশয়ং প্রাপ্তাঃ সপক্ষপাতমরুতঃ পক্ষপাতেন পক্ষাশ্রয়েণ সহ বর্ত্তমানাঃ মরুতঃ দেবাঃ, অথবা উড্ডয়নক্রিয়ায়াং য পক্ষপাতঃ পক্ষবিধূননং তজ্জনিতো যো মরুৎ বায়ুঃ

:তন সহ বর্তমানাঃ পক্ষবিধুননং কুর্বন্ত ইত্যর্থঃ। সপ্তলোকাঃ ভূরাদয়ঃ সপ্ত-:লোকাঃ পতিতাঃ পুনর্মিলিতাঃ ভৃঙ্গা ইব ভ্রমরা ইব, ভান্তি স্ম অশোভন্ত, প্রালেয়াচলপল্বলৈকবিসিনী প্রালেয়ঃ হিমঃ তস্য অচলঃ পর্বতঃ হিমালয়ঃ স এব পল্বলঃ জলাশয়বিশেষঃ তস্য একা এব বিসিনী পদ্মলতা—'মৃলনালদলোৎ,-ফুল্লফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ। পদ্মিনীপ্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বিসিন্যাদিশ্চ সা স্মৃতা ॥' তৎস্বরূপা ইত্যর্থঃ। সা আর্য্যা প্রসিদ্ধা চণ্ডিকা বঃ যুষ্মাকং শ্রেয়সে অস্তু শ্রীবৃদ্ধয়ে ভবতু। ৫৫

শ্লোকার্থ—মহিষাসুরকৃত আলোড়নের ফলে যাঁহার পাদপ্রান্ত হইতে অল্পকালের জন্য দূরে পলায়ন করিয়া, সেই স্বর্গ ও স্বর্গবাসীগণের শত্রু নিষ্পিষ্ট হইলে সঙ্গীতোৎসবে উল্লসিত (ভৃঙ্গপক্ষে গীতিগুঞ্জন, দেবগণের পক্ষে জয়স্তুতি) পক্ষাশ্রয়ী দেবগণ (ভৃঙ্গপক্ষে পাখা কাঁপাইয়া ব্যজনানিল উৎপন্নকারী) ভূরাদি সপ্তলোক ভৃঙ্গের ন্যায় যে স্থানে পুনর্মিলিত হইয়া শোভা পাইয়াছিল, হিমালয়রূপপল্বলের সেই একমাত্র পদ্মিনী দেবী চণ্ডিকা তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন। ৫৫

অপ্রাপ্যেষুরুদাসিতাসিরশনেরারাৎকুতঃ শঙ্কুত-
শ্চক্রব্যুত্ক্রমকৃৎপরোক্ষপরশুঃ শূলেন শূন্যো যয়া
মৃত্যুর্দৈত্যপতেঃ কৃতঃ সুসদৃশঃ পাদাঙ্গুলীপর্ব্বতঃ
পার্বত্যা প্রতিপাল্যতাং ত্রিভুবনং নিঃশল্যকল্যং তয়া ॥ ৫৬

অন্বয়—যয়া পার্বত্যা (যে পার্বতীকর্তৃক) পাদাঙ্গুলীপর্বতঃ (পায়ের অঙ্গুলীর একটিমাত্র পর্বের দ্বারা) দৈত্যপতেঃ (দৈত্যপতি মহিষাসুরের) অপ্রাপ্যেষু (যাহা শরের দ্বারা অপ্রাপ্য) উদাসিতাসিঃ (অসি যাহাতে উদাসীন বা নিষ্ক্রিয়) অশনেঃ আরাৎ (বজ্র হইতে যাহা দূরবর্তী) চক্রব্যুত্ক্রমকৃৎ (যাহা চক্রকেও উল্টাইয়া দেয়) পরোক্ষপরশুঃ (যাহা কুঠারের পক্ষেও পরোক্ষ বা অগোচর) শূলেন শূন্যঃ (শূলেরও অনাস্পদ) কুতঃ শঙ্কুতঃ (শঙ্কুর পক্ষে ত দূরের কথা) সুসদৃশঃ (অতিশয় যোগ্য) মৃত্যুঃ (সেই মৃত্যু) কৃতঃ (সম্পাদিত হইয়াছে) তয়া (তাঁহা কর্তৃক) ত্রিভুবনং

(ত্রিভুবন) নিঃশল্যকল্যং (যাহাতে শল্যরহিত হইয়া নিরাময় হয় এমনভাবে) প্রতিপাল্যতাম্ (প্রতিপালিত হউক)। ৫৬

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যয়া পার্বত্যা পাদাঙ্গুল্যা পর্বমাত্রেণ নতু সম্পূর্ণ পাদপাতেন দৈত্যপতেঃ মহিষাসুরস্য ইত্যর্থঃ। যো মৃত্যুর্মরণং অপ্রাপ্যেষুঃ অপ্রাপ্যমলভ্যম্ ইষুভিঃ শরৈঃ যাদৃশস্তথা শরৈরসাধ্যঃ, উদাসিতাসি উদাসিতঃ নিষ্ক্রিয়রূপেণস্থিতঃ অসিঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ, অশনেঃ বজ্রাদপি আরাৎ দূরেস্থিতঃ চক্রব্যুৎক্রমকৃৎ চক্রস্য যৎ ব্যুৎক্রমঃ পরাবর্তনং তৎ করোতি ইতি চক্রপরাবর্তনবিধায়ী পরোক্ষপরশুঃ পরোক্ষঃ অগোচরঃ পরশুঃ কুঠারো যত্র তাদৃশঃ শূলেন শূন্য শূলেন শূন্যস্বাদনাসাদ্যঃ এবং যত্র সর্বাণ্যেব মহাস্ত্রাণি কুণ্ঠিতাঃ তত্র তুচ্ছাস্ত্রাৎ শঙ্কুতঃ কুতঃ কেনোপায়েন সাধ্যঃ ইত্যর্থঃ তথাপি সুসদৃশঃ যাদৃশো মহিষঃ তস্য অতি সদৃশঃ যোগ্য এব কৃতঃ সম্পাদিতঃ, শাস্ত্রাদিভিরবধ্যস্যাপি তস্য তদুচিতমরণং বিহিতং তয়া পার্বত্যা ইত্যর্থঃ ত্রিভুবনং ত্রৈলোক্যং নিঃশল্যকল্যং নির্গতং যৎ শল্যং তেন হেতুনা নিরাময়ং যথা স্যাৎ তথা কৃত্বা, প্রতিপাল্যতাং রক্ষ্যতাম্। ৫৬

শ্লোকার্থ—যে মহিষাসুরের মৃত্যু শরের অগোচর, যাহাতে অসিও উদাসীন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, যাহা বজ্র হইতে দূরবর্তী বা বজ্র যাহার নাগাল পায় না, যাহা চক্রকেও উল্টাইয়া দেয় এবং কুঠারেরও পরোক্ষ, শূল যেখানে স্থান পায় না, শঙ্কুর কথা দূরেই থাক, অতি যোগ্যারূপেই যে পার্বতী কেবল চরণাঙ্গুলীর একটি পর্বদ্বারাই তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন, যাহাতে সকলে নিঃশল্য হইয়া নিরাময় থাকে, তদ্রূপে তিনি ত্রিজগৎকে প্রতিপালন করুন ॥ ৫৬

নষ্টানষ্টৌ গজেন্দ্রানবত ন বসবঃ কিং দিশোদ্রাগ্ গৃহীতাঃ
শার্ঙ্গিন্ সংগ্রামযুক্ত্যা লঘুরসি গমিতঃ সাধু তার্ক্ষ্যেণ তৈক্ষ্ম্যম্।
উৎখাতা নেত্রপঙ্ক্তির্ন তব সমরতঃ পশ্য নশ্যদ্বলং স্বং
স্বর্ণাথেত্যাত্তদর্পং ব্যসুমসুরমুমা কুর্বতী ত্রায়তাং বঃ ॥ ৫৭

অন্বয়—হে বসবঃ (ওহে বসুগণ) নষ্টান্ (পলায়িত) অষ্টৌ গজেন্দ্রান্ (আট দিগ্ গজকে) অবত (রক্ষা কর) কিং (একি ?) দিশঃ (দিকসকল)

প্রাক্ (পূর্বেই) গৃহীতাঃ (অধিকৃত হইয়াছে) শার্ঙ্গিন (ওহে বিষ্ণু) তার্ক্ষ্যেণ (গরুড় কর্তৃক) তৈক্ষ্ণ্যং (শীঘ্রতা) গমিতঃ অসি (প্রাপ্ত) সংগ্রামযুক্ত্যা (যুদ্ধ যোগে) লঘুঃ (হালকা অর্থাৎ দ্রুত পলায়নপর) অসি (হইয়াছে) সাধু (তাহা ঠিকই হইয়াছে) স্বর্নাথ (হে স্বর্গরাজ ইন্দ্র) তব (তোমার) নেত্রপঙ্ক্তি (চক্ষু সকল) ন উৎখাতা (উৎপাটিত হয় নাই) সমরতঃ (যুদ্ধ হইতে) নশ্যৎ (পলায়মান) স্বং (নিজের) বলং (সৈন্যগণের) পশ্য (দেখ) ইতি (এই প্রকারে) আত্তদর্পং (গর্বিত) অসুরং (মহিষাসুরকে) ব্যসুং (গতপ্রাণ) কুর্বতী (কারিণী) উমা (চণ্ডী) বঃ (তোমাদের) ত্রায়তাম্ (ত্রাণ করুন)। ৫৭

চণ্ডীপ্রভা টীকা—মহিষাসুরঃ যুদ্ধে পলায়মানান্ দেবান্ বীক্ষ্য তান্ উপহাস্য বদতি, হে বসবঃ যে ভূভারধারণায় অষ্টাসু দিক্ষু ব্যবস্থিতাঃ তান্ নষ্টান্ পলায়িতান্ অষ্টৌ গজেন্দ্রান্ দিগ্গজান্ অবত রক্ষত, কিং যুয়মপি পলায়ধ্বে দিশঃ পূর্বাদয়ো দিগন্তরসহিতাঃ অষ্টাবো কিং প্রাক্ পূর্বমেব গৃহীতাঃ অধিকৃতাঃ ? হে শার্ঙ্গিন্ বিষ্ণো, তার্ক্ষ্যেণ গরুড়েন তৈক্ষ্ণ্যং শীঘ্রতাং গমিতঃ প্রাপ্তঃ অতঃ সংগ্রামযুক্ত্যা সুযুদ্ধং সুপলায়িতম্ ইতি কণিকমতমনুস্যত্য প্রয়োজনে জাতে যুদ্ধাৎ পলায়নমপি বরং ইতি যুক্ত্যা ত্বং লঘুঃ ভারহীনঃ অসি, তৎ সাধু অর্থাৎ দ্রুতগামিনা গরুড়েন ত্বং তূর্ণমেব সংগ্রামক্ষেত্রাৎ দূরং নীয়সে তৎ সাধু প্রশংসার্হম্, হে স্বর্নাথ ইন্দ্র, তব নেত্রপংক্তিঃ নেত্রমাত্রা সহস্রং নয়নানীত্যর্থঃ ন উৎখাতা নোৎপাটিতা সর্বানি তে নয়নানি অক্ষতান্যেব সন্তি ইতি পশ্যামি সমরতঃ যুদ্ধাৎ নশ্যৎ পলায়মানং স্বং বলং স্বসৈনিকান্ পশ্য কথং তান্ রক্ষিতুং ন পারয়সি ইত্যর্থঃ। ইতি এবং প্রকারেণ আত্তগর্বং আত্তো গৃহীতো গর্বো যেন তং দর্পিতং অসুরং মহিষাসুরং ব্যসুং বিগতাঃ অসবঃ প্রাণা যস্য তথাবিধং কুর্বতী বিদধতী উমা বঃ যুষ্মান্ ত্রায়তাং রক্ষতু। ৫৭

শ্লোকার্থ—যে গর্বিত অসুর পলায়মান দেবগণকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "ওহে বসুগণ, পলায়িত অষ্ট দিগ্গজকে রক্ষা কর। একী। দিক্সমুহ পূর্বেই অধিকৃত হইয়াছে। ওহে বিষ্ণু, গরুড়বাহনে তুমি দ্রুতগামী হইয়াছ

এবং প্রয়োজন হইলে 'যুদ্ধ অপেক্ষা পলায়নও ভাল', এই যুক্তি বলে শীঘ্র পলাইতেছ, ইহা উত্তম। ওহে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র, তোমার চক্ষুসমূহ উৎপাটিত হয় নাই। পলায়মান নিজ সৈন্যগণকে দেখ।" যিনি সেই মহিষাসুরকে প্রাণহীন করিয়াছেন, সেই উমাদেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৫৭

শ্রুত্বা শক্রং দুহিত্রা নিহতমতিজড়োঽপ্যাগতোঽহ্নায় হর্ষা-
দাশ্লিষ্য ঞ্ছৈলকল্পং মহিষমবনিভৃদ্ বান্ধবো বিন্দ্যবুদ্ধ্যা।
যস্যাঃ শ্বেতীকৃতেঽস্মিন্স্মিতদশনরুচা তুল্যরূপো হিমাদ্রি-
র্দ্রাগ্ দ্রাধীয়ানিবাসীদবতমসনিরাসায় সা স্তাদুমা বঃ॥ ৫৮

অন্বয়—শক্রং (শক্র) নিহতং শ্রুত্বা (নিহত হইয়াছে শুনিয়া) অতিজড়ঃ অপি (অতিশয় জড় অর্থাৎ চলিতে অশক্ত হইয়াও) অবনিভৃদ্ বান্ধবঃ (পর্বত-সমূহের আত্মীয়) হিমাদ্রিঃ (হিমালয়) আগতঃ (আসিয়া) হর্ষাৎ (হর্ষবশে) অহ্নায় (তাড়াতাড়ি) বিন্দ্যবুদ্ধ্যা (ইহা বিন্ধ্যপর্বত এইরূপ মনে করিয়া) শৈলকল্পং (প্রায় পর্বতের ন্যায়) মহিষং (মহিষাসুরকে) আশ্লিষ্যন্ (আলিঙ্গন করিয়া) যস্যাঃ (যাঁহার, যে উমার) স্মিতদশনরুচা (হাস্য বিকশিত দন্তের প্রভায়) অস্মিন্ (সেই মহিষাসুর) শ্বেতীকৃতে (শুভ্রতা সম্পন্ন হইলে) দ্রাক্ (সহসা) সা উমা (সেই উমাদেবী) বঃ (তোমাদের) অবতমননিরাসায় (অতিগহনতমো নিরসনের নিমিত্ত) স্তাৎ (হউন)। ৫৮

চণ্ডীপ্রভা টীকা—শক্রং মহিষাসুরং নিহতং শ্রুত্বা অবনিভৃদ্ বান্ধবঃ অবনিং বিভর্ত্তীতি অবনিভৃৎ পর্বতঃ তদ্ বান্ধবঃ সজাতীয়ানাং সর্বেষাং পর্বতানাং পরমাত্মীয়ঃ হিমাদ্রিঃ হিমালয়ঃ অতিজড়োঽপি জড়ত্বাদচলোঽপি হর্ষাদাগতঃ হর্ষবশেন কথমপি জড়তাং পরাভূয় উপস্থিতঃ সন্ অহ্নায় তূর্ণমেব, শৈলকল্পং শৈলাদীষদূনং মহিষং মহিষাসুরং বিন্ধ্যবুদ্ধ্যা অয়ং বিন্ধ্য এব ভাবদিতিধিয়া আশ্লিষ্যন্ যাবদালিঙ্গতি তাবৎ যস্যাঃ উমায়াঃ ইত্যর্থঃ স্মিতদশনরুচা স্মিতে মৃদুহসিতে দশনানাং দন্তানাং যা রুক্ তয়া হাস্য বিকশিত—দন্তপ্রভয়া ইত্যর্থঃ, অস্মিন্ মহিষাসুরে, শ্বেতীকৃতে অশ্বেতে কৃষ্ণবর্ণেঽপি শ্বেততামাপাদিতে শুভ্রীকৃতে

ইত্যর্থঃ, তুল্যরূপঃ সমরূপঃ যস্মিন্ বিন্ধ্য ইতি ভ্রান্তির্জাতা তেন মহিষেন তুল্যং রূপং যস্য অপিচ শুভ্রতাপন্নেন বিন্ধ্যতুল্যেন মহিষেন তুষার শুভ্রস্য হিমালয়স্য তুল্যরূপতা। অতঃ আলিঙ্গনবশাৎ উভয়োর্যোগেন যো হিমাদ্রিঃ দ্রাক্ সহসা দ্রাঘীয়ান্ ইব আসীৎ পূর্বতোঽপি দীর্ঘতর ইবাদৃশ্যত সা উমা বঃ যুষ্মাকং অবতমসনিরাসায় অতিগহনস্য তমসঃ দূরীকরণায়, অবসমন্ধেভ্যস্তমসঃ ইতি অবাৎ তমসো অচি অবতমসম্ ইতি সিদ্ধম্, স্যাৎ ভবতু। ৫৮

শ্লোকার্থ—দেবশত্রু নিহত হইয়াছে শুনিয়া পর্বতগণের পরমাত্মীয় হিমালয় অতি জড় হইয়াও, জড়তাপ্রভাবে চলিতে অশক্ত হইয়াও হর্ষবশে শীঘ্র আগমন-পূর্বক বিন্ধ্যপর্বত ভ্রমে শৈলকল্প মহিষাসুরকে আলিঙ্গন করিলে এবং যাঁহার হাস্যবিকশিত দন্তপ্রভায় সেই মহিষ শ্বেতবর্ণধারণ করিলে, তুষারশুভ্র বিন্ধ্যপর্বত-সদৃশ মহিষের দেহের সহিত মিলিত হইবার ফলে যেন পূর্বাপেক্ষাও দীর্ঘতর হইয়াছিলেন, সেই উমাদেবী তোমাদের অতিগহন তমো নিরসনের নিমিত্ত হউন। ৫৮

ক্ষিপ্তোঽয়ং মন্দরাদ্রিঃ পুনরপি ভবতা বেষ্ট্যতাং বাসুকেঽব্ধৌ
প্রীয়স্বানেন কিং তে বিসতনুতনুভির্ভক্ষিতৈস্তার্ক্ষ্য নাগৈঃ।
অষ্টাভির্দিগ্‌গজেন্দ্রৈঃ সহ ন হরিকরী কর্ষতীমং হতে বঃ
হ্রীমত্যা হৈমবত্যাস্ত্রিদশরিপুপতৌ পান্ত্বিতি ব্যাহৃতানি ॥ ৫৯

অন্বয়—হে বাসুকে (ওহে বাসুকি) অয়ং (এই মহিষাসুর) অব্ধৌ ক্ষিপ্তঃ (সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত) মন্দরাদ্রিঃ (মন্দর পর্বত) পুনরপি (পুনর্বার) ভবতাবেষ্ট্যতাং (তুমি বেষ্টন কর) তার্ক্ষ্য (ওহে গরুড়) বিসতনুতনুভিঃ (মৃণালের ন্যায় কোমল শরীর) নাগৈঃ (সর্পগণ) ভক্ষিতৈঃ কিম্ (ভক্ষণ করিয়া কি হইবে) অনেন (ইহাদ্বারা, ইহা ভক্ষণ করিয়া) প্রীয়স্ব (প্রীত হও) ইমং (ইহাকে) অষ্টাভিঃ দিগ্‌গজৈঃ (আটটি দিগ্‌গজের সহিত) হরিকরী (ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবত) কর্ষতি (টানিয়া আনিতেছে) ত্রিদশরিপৌ (দেবগণের শত্রু) হতে (নিহত হইলে) হ্রীমত্যা হৈমবত্যাঃ (লজ্জাশীলা হৈমবতীর) ইতি (এই প্রকার) ব্যাহৃতানি

(উক্তিসকল) বঃ (তোমাদের) পান্তু (রক্ষা করুক)। ৫৯

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে বাসুকে, নায়ং মহিষং পরং অব্ধৌ ক্ষীরোদধৌ ক্ষিপ্তঃ নিক্ষিপ্তঃ মন্দরাদ্রিঃ অতঃ ভবতা পুনরপি বেষ্ট্যতাং বেষ্টনেন গৃহ্যতাম্। হে তার্ক্ষ্য গরুড়, নাল্পেন খাদ্যেন তে তৃপ্তিঃ—অতঃ বিসতন্তু তনুভিঃ বিসং মৃণালং তস্য তন্তুরিবতনুর্যেষাং তৈঃ, মৃণালকোমল শরীরৈঃ নাগৈঃ সর্পৈঃ ভক্ষিতৈঃ তেষাং ভক্ষণেন ইত্যর্থঃ। কিম্ নিষ্ফলত্বাৎ নিষ্প্রয়োজনম্ ইত্যর্থঃ, অনেন মহিষাসুর শরীরেণ প্রীয়স্ব প্রীতিং লভস্ব, মহাকায়স্য অস্য ভক্ষণেন তৃপ্তো ভব। ইমং দৃশ্যমানং মহিষাসুরং অষ্টাভিঃ দিগ্‌গজৈঃ সহ হরিকরী হরেরিন্দ্রস্য করী ঐরাবতঃ কর্ষতি আকৃষ্য যুদ্ধক্ষেত্রাৎ নয়তি, ঈদৃগেবায়ং শৈলকল্পশরীরঃ, ত্রিদশরিপৌ দেব-বৈরিনি মহিষাসুর হতে নিহতে সতি, হ্রীমত্যা গর্বপ্রকাশেন লজ্জাবত্যা হৈমবত্যাঃ পার্বত্যাঃ ইতি এবম্প্রকারাণি ব্যাহৃতানি ভাষিতানি, বঃ যুষ্মান্, পান্তু রক্ষন্তু। ৫৯

শ্লোকার্থ—ওহে বাসুকি, এই যাহাকে দেখিতেছ, তাহা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত মন্দরপর্বত। তুমি পুনর্বার ইহা বেষ্টন কর। ওহে গরুড়, মৃণালসদৃশ কোমল শরীর নাগগণকে ভক্ষণ করিয়া কি হইবে? অল্প খাদ্যে তো তোমার তুষ্টি হয় না। অষ্টদিগ্‌গজের সহিত ঐরাবত ইহাকে টানিয়া আনিতেছে। তুমি এই মহিষকে ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হও। দেবারি মহিষাসুর নিহত হইলে গর্বপ্রকাশার্থ লজ্জিতা হৈমবতীর এইরূপ উক্তিসমূহ তোমাদিগকে রক্ষা করুক। ৫৯

এষ প্লোষ্টা পুরাণাং ত্রয়মসুহৃদুরঃ পাটনোঽয়ং নৃসিংহো
হন্তা ত্বাষ্ট্রং দ্যুরাষ্ট্রাধিপ ইতি বিবিধান্যুৎসবেচ্ছাহৃতানাম্।
বিদ্রাণানাং বিমর্দে দিতিতনয়ময়ে নাকলোকেশ্বরাণা
মশ্রদ্ধেয়ানি কর্মাণ্যবতু বিদধতী পার্বতী বো হতারিঃ॥ ৬০

অন্বয়—এষঃ (ইনি অর্থাৎ শিব) পুরাণাং ত্রয়ং (তিনটি পুর) প্লোষ্টা (দগ্ধ করিয়াছেন) অয়ং (ইনি) অসুহৃদুরঃ পাটনঃ (শত্রুর বক্ষোবিদারণকারী) নৃসিংহঃ (নরসিংহ) (ইনি) ত্বাষ্ট্রং (বৃত্রাসুরের) হন্তা (হননকারী) দ্যুরাষ্ট্রাধিপঃ (স্বর্গরাজ্যের অধিপতি) দিতিতনয়ময়ে (দৈত্যময়) বিমর্দে (যুদ্ধে) বিদ্রাণানাং

(পলায়মান) উৎসবেচ্ছাহৃতানং (পরে উৎসবের জন্য পুনর্মিলিত) নাকলোকে-শ্বরাণাং (স্বর্গাধিপতিগণের) বিবিধানি (বহু) অশ্রদ্ধেয়ানি (অশ্রদ্ধেয়) কর্ম্মাণি (কার্য্যসকল) বিদধতী (উল্লেখকারিণী) হতারিঃ (শত্রুনিধনকারিণী) পার্বতী (পার্বতী) বঃ (তোমাদের) অবতু (রক্ষা করুন)। ৬০

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যুদ্ধাৎ পলায়মানাম্ শিবাদীন্ তর্জনী সঙ্কেতেন নির্দিশ্য পার্বত্যা অশ্রদ্ধাবশাৎ সোৎপ্রাসমুক্তং এষঃ সম্মুখস্থিতঃ শিবঃ পুরাণাং ত্রয়ং অসুরাণাং সৌবর্ণং রাজতমায়সঞ্চ পুরত্রয়ং প্লোষ্টা দগ্ধা প্লুষধাতো তৃচি ল্যুটি বা রূপম্, অয়মপি অসুহৃদ্ধবঃ পাটনঃ অসুহৃৎ শত্রুঃ তস্য উরসঃ বক্ষোদেশস্য পাটনঃ বিদারকঃ হিরণ্যকশিপোঃ বক্ষোহনেনৈব বিদীর্ণং তাদৃশপ্রথিতবিক্রমোহপি নৃসিংহঃ অয়মপি ত্বাষ্ট্রং বৃত্রং হন্তা হননকারী, ত্যুরাষ্ট্রাধিপঃ দৌরেবরাষ্ট্রং তস্য অধিপঃ দিতিতনয়ময়ে দৈত্যবহুলে বিমর্দে যুদ্ধে বিদ্রাণানাং পূর্বং পলায়িতানাং পশ্চাৎ তস্মিন্ হতে উৎসবেচ্ছাহৃতানাং মিলিত্বা আনন্দবর্ধন কার্য্যাদীনামনুষ্ঠানার্থং পুনঃ একত্র কৃতানাং, নাকলোকেশ্বরাণাং স্বর্গাধিপানাং বিবিধানি বহুনি, অশ্রদ্ধেয়ানি তাদৃশপ্রথিতবিক্রমাণমপি যুদ্ধাৎ পলায়নাদিরূপাণি অতঃ অসংভাবনীয়ানি কর্মাণি বিদধতী (ধাতুনামনে কার্যত্বাৎ অত্র) বদন্তী হতারিঃ হতঃ অরির্যস্যাঃ তাদৃশী মহিষাসুর—নিহন্ত্রী ইত্যর্থঃ, পার্বতী বঃ যুষ্মান অবতু রক্ষতু। ৬০

শ্লোকার্থ—ইনিই অসুরগণের পুরত্রয় বিদগ্ধ করিয়াছেন। ইনিই বক্ষোবিদারণকারী নৃসিংহ। বৃত্রহন্তা স্বর্গাধিপতিও ইনিই। দৈত্যবহুল যুদ্ধে যাঁহারা পূর্বে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং মহিষাসুর নিহত হইলে উৎসবেচ্ছায় যাঁহাদের পুনর্মিলিত করা হইয়াছিল, সেই শিবাদি লোকেশ্বরগণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের অশ্রদ্ধেয় কর্মসমূহের উল্লেখকারিণী শত্রুনাশিনী পার্বতী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬০

শত্রৌ শাতত্রিশূলক্ষতবপুষি রুষা প্রেষিতে প্রেতকাষ্ঠাং
কালী কীলালকুল্যাত্রয়মধিকরয়ং বীক্ষ্য বিশ্বাসিত দ্যৌঃ।

ত্রিস্রোতাস্ত্র্যম্বকেয়ং বহতি তব ভৃশং পশ্য রক্তা বিশেষান্-
নো মূর্দ্ধ্না ধার্য্যতে কিং হসিতপতিরিতি প্রীতয়ে কল্পতাং বঃ ॥ ৬১

অন্বয়—শাতত্রিশূলক্ষতবপুষি (তীক্ষ্ণ ত্রিশূলে ক্ষত শরীর) শত্রৌ (শত্রু) রুষা (ক্রোধে) প্রেতকাষ্ঠাং (প্রেতলোকে), প্রেষিতে (প্রেরিত হইলে) বিশ্বাসিত দ্যৌঃ (আকাশমণ্ডলের সহিত বদ্ধ পরিচয়া) কালী (দেবী কালিকা) অধিকরয়ং (অতিশয় বেগবতী) কীলালকুল্যাত্রয়ং (জলপূর্ণ তিনটি ছোট নদী-ত্রয়) বীক্ষ্য (দেখিয়া) ত্র্যম্বক (ওহে শিব) ইয়ং ত্রিস্রোতা (এই গঙ্গা) ভৃশং রক্তা (অতিশয় লোহিতবর্ণ অথবা অনুরাগবতী) বহতি (প্রবাহিত হইতেছে) বিশেষাৎ (বিশেষ আদর করিয়া) তব মূর্দ্ধ্না (তোমার মস্তকদ্বারা) কিং নো ধার্য্যতে (কোন ধারণ করা হইতেছেনা) ইতি (এই প্রকারে) হসিতপতিঃ (পতির প্রতি উপহাসপরায়ণা) বঃ (তোমাদের) প্রীতয়ে (প্রীতির নিমিত্ত) কল্পতাং (হউন)। ৬১

চণ্ডীপ্রভা টীকা—শাতত্রিশূলক্ষতবপুষি শাতং শোতমুকরণে ইতি ধাতো ক্ত প্রত্যয় নিষ্পন্নং, তীক্ষ্ণং যং ত্রিশূলং তেন ক্ষতং বপুর্যস্য তস্মিন্ তীক্ষ্ণত্রিশূল-ক্ষতশরীরে, শত্রৌ বৈরিণি মহিষাসুরে রুষা ক্রোধেন হেতুনা, প্রেতকাষ্ঠাং প্রেতৈঃ সেবিতা প্রেতানাং বা কাষ্ঠা দিক্ তাং যমালয়মিত্যর্থঃ। প্রেষিতে সতি বিশ্বাসিতা পরিচিতা দ্যৌর্যস্যাঃ আকাশং সুষ্ঠুজ্ঞাতবতী কালী, অধিকরয়ং অধিকবেগং কীলালকুল্যাত্রয়ং কীলালং জলং তেন পূর্ণাঃ কুল্যাঃ ক্ষুদ্রা সরিতঃ (খাল ইতি ভাষা) তাসাং ত্রয়ং বীক্ষ্য অবলোক্য, ত্রিশূলেন ত্রিষু স্থানেষু বিদ্ধাৎ মহিষশরীরাৎ তিস্রঃ শোণিতধারাঃ নিঃসৃত আকাশে প্রবহন্তি কীলাল-কুল্যা ইব তাং বীক্ষ্য ইত্যাশয়ঃ পতিমুপহস্য তয়া যদোচ্যত তদুচ্যতে, হে ত্র্যম্বক, ত্বমপি ত্র্যম্বকঃ তব বিশেষেণ প্রিয়া গঙ্গাপি ত্রিস্রোতাঃ, পশ্য পুরতোঽ-বলোকয় ইয়ং ত্রিস্রোতাঃ স্রোতস্ত্রয়বতী গঙ্গা, ভৃশম্ অত্যর্থঃ রক্তা লোহিতবর্ণা অনুরাগবতী বা বহতি প্রবহতি, তব মূর্দ্ধ্না তব মস্তকেন করণেন, কিং কথং বিশেষৎ পূর্বতোঽপি বিশেষেণ সমাদৃতা নো ধার্য্যতে তাং কথং ন ধারয়সি ?

ইতি এবম্প্রকারেণ হসিতপতিঃ পতির্যয়া সা, পতিম্ উপহাসিনী, সা কালী বঃ প্রীতয়ে কল্পতাং প্রীতিমাবহন্তু। ত্রিস্রোতাঃ গঙ্গাতু স্বচ্ছসলিলা, পরং মহিষস্ত রক্তধারাত্রয়ং লোহিতং তৎ প্রদর্শ্য এব ইয়ং রক্তা অর্থাৎ অনুরাগবতী গঙ্গা প্রবহতি কথং তাং ন মস্তকে ধারয়সি, অপিচ রক্তা লোহিতবর্ণা তেন রজস্বলেয়ামিত্যাপি গূঢ়সঙ্কেতঃ তাদৃশ্যা তস্যাঃ সপত্ন্যাঃ মস্তকেন ধারণার্থোঽনুনয়ঃ উপহাসং গময়তি, ত্বং গঙ্গায়াং তথৈবানুরক্তং যৎ রজস্বলামপি তামাস্ত্রিয়সে ইত্যুপহাসঃ। ৬১

শ্লোকার্থ—তীক্ষ্ণত্রিশূলদ্বারা ক্ষত-দেহ মহিষাসুর যমালয়ে প্রেরিত হইলে আকাশের সহিত দৃঢ়পরিচয়া কালী অতিশয় বেগবতী তিনটি জলপূর্ণ খাল অর্থাৎ মহিষাসুরের শরীর হইতে ত্রিধারায় নির্গত রক্ত দেখিয়া ত্র্যম্বককে উপহাসচ্ছলে বলিলেন, "এই দেখ, অত্যন্ত লোহিতবর্ণা অথবা অনুরাগিণী গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। বিশেষ আদর করিয়া ইহাকে মস্তকে ধারণ করিতেছনা কেন?" এইরূপে পতির প্রতি উপহাসকারিণী দেবী কালীকা তোমাদের প্রীতিবর্ধন করুন। ৬১

শৃঙ্গে পশ্যোর্ধ্বদৃষ্ট্যাধিকতরমতনুঃ সন্ন পুষ্পায়ুধোঽস্মি
ব্যালাসঙ্গেঽপি নিত্যং ন ভবতি ভবতো ভীর্ণ যজ্ঞোঽস্মি যেন।
ত্বং মুঞ্চোচ্চৈঃ পিনাকিন্ পুনরপি বিশিখং দানবানাং পুরোঽহং
পায়াৎ সোৎপ্রাসমেবং হসিতহরমুমা মৃদ্গতী দানবং বঃ॥ ৬২

অন্বয়—অধিকতরম্ ঊর্ধদৃষ্ট্যা (আরও বেশী উপরের দিকে চাহিয়া) শৃঙ্গে পশ্য (আমার শিং দুইটি দেখ) অতনুঃ সন্ (কামও অতনু, অনঙ্গ। আমিও অতনু, মহাকায়। সুতরাং অতনু হইয়াও) পুষ্পায়ুধঃ ন অস্মি (আমি কাম নহি, যে আমাকে দৃষ্টিপাতেই ভস্ম করিবে) ভবতঃ (তোমার) নিত্যং ব্যালাসঙ্গেঽপি (সর্বদা সর্পের সহিত সংশ্রব থাকিলেও) ভীঃ (ভয়) ন ভবতি (আমার হয় না) যেন (যেহেতু) নয়জ্ঞঃ অস্মি (আমি নয়, গারুড় শাস্ত্র জানি) [নিতং বাণাসঙ্গে-ঽপি (সর্বদা তোমার সহিত বাণ থাকিলেও) ভবতঃ ভীঃ ন ভবতি (তোমা

হইতে ভয় পাইনা) যেন (যেহেতু) ন যজ্ঞঃ অস্মি (আমি যজ্ঞ নহি)] হে পিনাকিন্ (ওহে শিব) ত্বং (তুমি) পুনরপি (ফিরিয়া) বিশিখং উচ্চৈঃ মুঞ্চ (খুব জোরে শরক্ষেপ কর ; বিশিখকে, কার্ত্তিকেয়কে পাঠাইয়া দাও) অহং দানবানাং পুরঃ (আমি দানবগণের পুরত্রয়, আমি দানবগণের অগ্রেই অবস্থিত) এবং (এই প্রকারে) সোৎপ্রাসং (উপহাস সহকারে) হসিতহরং (যে শিবকে উপহাস করিয়াছে সেই) দানবং (দৈত্যকে) মৃদ্নতী (মর্দনকারিণী) উমা (উমা) বঃ (তোমাদের) পায়াৎ (রক্ষা করুন)। ৬২

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে হর, অধিকতর মূর্ধদৃষ্ট্যা মম শৃঙ্গে পশ্য গগনসীমান—মতিক্রমস্থ মে শৃঙ্গে তথৈবোচ্চৈরুত্থিতে যৎ দৃষ্টিং সুতরামুন্নস্য পশ্য। অহম্ অতনুঃ সন্ অপি ন পুষ্পায়ুধঃ, নাস্তি তনুর্যস্য সোঽপি অনঙ্গঃ অতনুঃ যং ত্বং দৃষ্ট্যা এব ভস্মীকরোষি অহমপি অতনুঃ যতোঽহং ন তনুঃ ন কৃশঃ, অতঃ অতনুরপি নাহং তে দৃষ্টিমাত্রেণ দগ্ধব্যঃ পুষ্পায়ুধঃ কামঃ, ন চাহং পুষ্পায়ুধঃ কুসুম কোমলাণি ন মে শাস্ত্রাণি তানি পর্বতমপি ভিন্দন্তীত্যর্থঃ ভবতঃ নিতং ব্যালাসঙ্গেঽপি ফণিভূষণো ভবান্ ত্বয়া সহ নিত্যমেব ব্যালানাং সর্পাণামাসঙ্গঃ সংশ্লেষোঽস্তি, তথাপি মে ভীর্ভয়ং ন ভবতি যেন হেতুনা ন যজ্ঞঃ গারুড়াদিশাস্ত্রমেব নয়ঃ তমহং জানামি যেন ন মে সর্পেভ্যঃ শঙ্কা। বাণাসঙ্গেঽপি ইতি পাঠে, নিত্যমেব ভবতো বাণানাং শরাণাং আসঙ্গোযোগোঽস্তি, তৎসত্ত্বেঽপি ভবতো মে ভীর্ভয়ং ন, যেন হেতুনা, নাস্মি যজ্ঞ ইতি, ত্বাম্ শরক্ষেপোদ্যতং দৃষ্ট্বা দক্ষানুষ্ঠিতযজ্ঞঃ এব মৃগরূপমাশ্রিত্য পলায়িতবান্ নাহং তাদৃশ সন্ত্রস্তো যজ্ঞঃ যেন পলায়িতো। হে পিনাকিন্, উচ্চৈরেব যথাসাধ্যবেগেন এব বিশিখং শরং মুঞ্চ, অথবা মামভিভবিতুং বেগেন দেবসেনাপতিং তে পুত্রং বিশিখং স্কন্দং মুঞ্চ প্রেরয়, অহং দানবানাং পুরঃ নগরানি, পুর শব্দস্য প্রথমা বহুবচনে রূপম্ মামেব দানবানাং পুরত্রয়ং মত্বা শরং মুঞ্চ পরং জানীয়াং যথা শরক্ষেপেণ পূর্বং ত্বয়া পুরত্রয়ং দগ্ধং মাং তথা ন ধক্ষ্যস্যেব অথবা অহং দানবানাং পুরঃ অগ্রতঃ এব ন পশ্চাৎস্থিতঃ এবং সোৎপ্রাসং উৎপ্রাসেন উপহাসেন সহ বর্তমানং অতএব হসিতহরং হসিতো হরো যেন তাদৃশং

দানবং মৃদ্গতী পাদেন পিংষতী উমা, বঃ যুষ্মান্ পায়াৎ রক্ষেদিতি। ৬২

শ্লোকার্থ—ওহে শিব, চক্ষু আরও উপরে তুলিয়া আমার শৃঙ্গদ্বয় দেখ। কারণ উহারা আকাশের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তনু বা অঙ্গ নাই বলিয়া কাম অতনু বা অনঙ্গ। তনু অর্থে কৃশ নহি, অতএব আমিও অতনু। কিন্তু অতনু হইলেও আমি পুষ্পায়ুধ নহি যে, তুমি দৃষ্টিমাত্রে আমাকে ভস্ম করিবে। আর আমার অস্ত্রশস্ত্রও পুষ্পসম কোমল নহে, তাহা পর্বতও ভেদ করিতে পারে। আমি জানি, সর্বদাই সাপের সহিত তোমার যোগ আছে। উহাতে আমি ভীত নহি। কারণ আমি নয়জ্ঞ। আমি গারুড়াদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন; কিরূপে সর্পকুলের দমন ও বিনাশ করা যায়, তাহা আমি জানি। এই শ্লোকে 'বাণাসঙ্গে' পাঠ ধরিলে, জানি, সর্বদাই তোমার বাণের সহিত যোগ আছে, কিন্তু উহাতেও আমি ভীত নহি। কারণ, আমি যজ্ঞ নহি। তোমাকে শর নিক্ষেপে উদ্যত দেখিয়া দক্ষের যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণপূর্বক পলায়ন করিয়াছিল। আমি সেই যজ্ঞতুল্য ভীরু নহি। এত ধীরে কেন, যত জোরে পার তুমি শরক্ষেপ কর। অথবা আমাকে বধ করার জন্য তোমার বীরপুত্র ও দেবসেনাপতি বিশিখকে, কার্তিকেয়কে শীঘ্র পাঠাও। মনে কর, আমি দানবগণের সেই বিখ্যাত ত্রিপুর। আর পূর্ববৎ তুমি আমাকে শরানলে ভস্মসাৎ করিতে পারিবে না। অথবা আমি দানবগণের অগ্রভাগেই অবস্থিত, পশ্চাতে নহে। এইরূপে শিবকে যে উদ্ধত অসুর উপহাসে প্রমত্ত, তাহাকে যিনি হেলায় মর্দন করিয়াছেন, সেই উমাদেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬২

নন্দীশোৎসার্য্যমানাপস্থতি সমন মন্নাকিলোকং নুবত্যা
নপ্তুর্হস্তেন হস্তং তদনুগতগতেঃ ষন্মুখস্যাবলম্ব্য।
জামাতুর্মাতৃমধ্যোপগমপরিহৃতে দর্শনে শর্ম দিশ্যান্-
নেদীয়শ্চুম্ব্যমানা মহিষবধমহে মেনয়া মূর্দ্ধ্নুমা বঃ॥ ৬৩

অন্বয়—মহিষবধমহে (মহিষাসুরের বধোৎসবে) নন্দীশোৎসার্য্য মানাপস্থতি-মনমন্নাকিলোকং (সরিয়া দাঁড়ান, সরিয়া দাঁড়ান বলিয়া নন্দীকেশ্বর জনতা

অপসারিত করিবার সময়েই যে স্বর্গবাসী দেবগণ মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিতে ছিল, তাহাদের) স্তুবত্যা (স্তুতি করিতে করিতে) হস্তেন (হস্তদ্বারা) তদনুগতগতেঃ (পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগত) নপ্তুঃ ষন্মুখস্য (নাতি ষড়াননের) হস্তম্ আলম্ব্য (হাত ধরিয়া) জামাতুঃ (জামাতা) মাতৃ মধ্যোপগমপরিহৃতে দর্শনে (শ্বশ্রূ প্রভৃতি মাতৃস্থানীয়া নারীগণ ও উমার সখী ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্ট মাতৃকা- গণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া থাকিলে) নেদীয়ঃ (নিকটে পাইয়া) মেনয়া (মেনা কর্তৃক) মূর্ধ্নি চুম্ব্যমানা (মস্তকে চুম্বিতা) উমা (উমা বঃ (তোমাদের) শর্ম (মঙ্গল) দিশ্যাৎ (বিধান করুন)। ৬৩

চণ্ডীপ্রভা টীকা—মহিষবধমহে মহিষাসুরস্য বধজনিতে উৎসবে, নন্দীশোৎ সার্য্যমাণাপস্থতিসমনমন্নাকিলোকং নন্দীশঃ নন্দীকেশ্বরঃ তেন উৎসার্য্যমান অপসরত ইতি কৃত্বেত্যর্থঃ, অতএব অপসৃতিসমং পস্থানং মুক্ত্বা পার্শ্বাদিষু স্থানে অপসরণেন তুল্য কালমেব যো নমন্ প্রণমন্ নাকিলোকঃ স্বর্গবাসি দেবগণঃ ত স্তুবত্যা স্তবত্যা নন্দীশকৃতরুক্ষাচরণেন ভবন্তো মা কিঞ্চিদন্যথা মন্যস্তামেবং কথয়ন্ত্যা হস্তেন তদনুগতগতেঃ তস্যাঃ অনুগতাগতির্যস্য তস্য অনুপদং পশ্চাদাগতস্য নপ্তু ষন্মুখস্য ষড়াননস্য হস্তমবলম্ব্য, নার্য্যঃ নেক্ষিতব্যাঃ বিশেষণ যত্র শ্বশ্র্বাদয়ঃ ভার্য্যায় সখ্যশ্চ সন্তি, তত্রস্থিতাং প্রিয়াং দ্রষ্টুকামস্যাপীত্যর্থঃ জামাতুঃ শিবস্য দর্শনে চক্ষুষিঃ মাতৃমধ্যোপমপরিহৃতে শ্বশ্রূপ্রভৃতয়ঃ দেব্যাঃ সখীভূতা ব্রহ্মাণ্যাদয়শ্চ অষ্টৌ মাতৃকাঃ এব মাতরঃ তাসাং মধ্যে য উপমঃ দৃষ্টিপাতঃ ইত্যর্থঃ স পরিহৃত পরিত্যক্তঃ যেন তস্মিন্, নেদীয়ং অত্যন্ত সমীপে যথাস্যাৎ সমীপে প্রাপ্য এ মেনয়া মাত্রা মূর্ধ্নি মস্তকে চুম্ব্যমানা উমা, বঃ শর্ম মঙ্গলং দিশ্যাৎ বিদধ্যাৎ। ৬৩

শ্লোকার্থ—মহিষাসুর বধজনিত উৎসবে নন্দীকেশ্বর 'সরিয়া দাঁড়ান, পথ দিন' ইত্যাদি বলিয়া যখন বিপুল জনতা উৎসারিত করিতেছিলেন, তখনই স্বর্গ বাসী দেবগণ নতমস্তকে প্রণাম করিতেছিলেন। 'নন্দীকেশ্বরের রুক্ষ আচরণে আপনারা কিছু মনে করিবেন না' ইত্যাদি বলিয়া দেবগণের স্তুতি করিতে করিতে এবং স্বহস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগত পৌত্র ষড়াননের হাত ধরিয়া, দেবাঙ্গনাগণে

মধ্যবর্তিনী প্রিয়া গৌরীকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও যেখানে শ্বশ্রূ প্রভৃতি মাতৃগণ এবং ভার্য্যার সখীস্থানীয়া মাতৃকাগণ আছেন, 'সেদিকে দৃষ্টিপাত অনুচিত' ভাবিয়া জামাতা শিবের দৃষ্টি মাতৃমণ্ডলের মধ্য হইতে অন্যত্র চালিত হইলে, নিকটে পাইয়া মাতা মেনকাকর্তৃক মস্তকে চুম্বিতা উমা তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। ৬৩

ভক্ত্যা ভৃগ্বত্রিমুখ্যৈর্ম্মুনিভিরভিনুতা বিভ্রতী নৈব গর্ব্বং
শর্বাণী শর্মণে বঃ প্রশমিত সকলোপপ্লবা[১] সা সদাস্তু।
যা পার্ষ্ণি ক্ষুণ্ণ শক্রুর্বিগলিত কুলিশপ্রাসপাশত্রিশূলং
নাকৌকোলোকমেব স্বমপি ভুজবনং সংযুগেঽবস্তুমংস্ত ॥ ৬৪।

অন্বয়—পার্ষ্ণিক্ষুণ্ণ শক্রঃ (একমাত্র গোড়ালি দ্বারাই যিনি শক্র মহিষাসুরকে চূর্ণ করিয়াছিলেন) সা শর্বাণী (যে চণ্ডিকা) বিগলিতকুলিশপ্রাসপাশ ত্রিশূলং (যাহাদের বজ্র, প্রাস, পাশ ও ত্রিশূল হস্ত হইতে স্খলিত হইয়াছিল সেই) নাকঃওকোলোকং (স্বর্গবাসী দেবগণকে) স্বং ভুজবনম্ অপি (এবং নিজ সহস্র-ভুজের বনকে) সংযুগে (যুদ্ধে) অবস্তু এব (অপদার্থ বলিয়াই) অসংস্ত (মনে করিয়াছিলেন) ভৃগ্বত্রিমুখ্যৈঃ মুনিভিঃ অভিনুতা (ভৃগু ও অত্রি প্রভৃতি প্রধান মুনিগণের দ্বারা স্তুতা হইয়াও) গর্বং নৈব বিভ্রতী (যিনি গর্বধারণ করেন নাই) প্রশমিত সকলোপপ্লবা (সমস্ত বিঘ্ন দূর করিয়া) সা (তিনি) সদা (সর্বদা) বঃ (তোমাদের) শর্মণে (মঙ্গলের নিমিত্ত) অস্তু (হউন)। ৬৪

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যা পার্ষ্ণি ক্ষুণ্ণ শক্রঃ কিমস্ত্রাদিভিরিতি তুচ্ছং মত্বা কেবলয়া পার্ষ্ণ্যা এব ক্ষুণ্ণশ্চূর্ণীকৃতঃ শক্রর্যয়া তাদৃশী শর্বাণী চণ্ডিকা, বিগলিত কুলিশপ্রাসপাশত্রিশূলং কুলিশশ্চ প্রাসাশ্চ পাশাশ্চ ত্রিশূলানিচেতি দ্বন্দ্বঃ, বিগলিতানি কুলিশপ্রাসপাশত্রিশূলানি যস্য তং হস্তাদ্ জয়েন ভ্রষ্টানি ইত্যর্থঃ। তাদৃশং নাকৌকোলোকং নাকঃ স্বর্গ বা ওকো বাসস্থানং যস্য তাদৃশং লোকঃ জনসমূহং ইন্দ্রাদি দেবগণং তথা স্বম্ আত্মীয়ং ভুজবনং ভুজানাং বহুত্বাৎ বনমপি তথাচ শ্রীশ্রী চণ্ড্যাঃ—

১ সকলোকপ্লবা ইতি বা পাঠঃ

"স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যানতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্॥
ক্ষোভিতাশেষ পাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্।
দিশো ভুজ সহস্রেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥"

সংযুগে মহিষসুরেন সহযুদ্ধে, অবস্তু নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ অপদার্থং অকিঞ্চিৎকর মিত্যাশয়ঃ, সমংস্ত মন্যতে স্ম, ভৃগ্বত্রিমুখৈঃ ভৃগুশ্চ অত্রিশ্চ মুখ্যৌ প্রধানৌ যেষাং তৈঃ মুনিভিঃ অভিষ্টুতা স্তুতা। অতএব সত্যাপি গর্ব কারণে গর্বং দর্পং নৈব বিভ্রতী ধারয়ন্তী প্রশমিতসকলোপপ্লবা প্রশমিতো নিরসরতঃ সকলঃ উপপ্লবো বিঘ্নো যয়া তাদৃশী সর্ববিঘ্নান্ হরন্তী, সা চণ্ডিকেত্যর্থঃ সদা বঃ যুষ্মাকং শর্মণে মঙ্গলায় অস্তু ভবতু। ৬৪

শ্লোকার্থ—একমাত্র পায়ের গোড়ালিদ্বারাই দেবশত্রু মহিষাসুরকে চূর্ণীকৃত করিয়া যে স্বর্গবাসী দেববৃন্দের হস্ত হইতে বজ্র, প্রাস ও ত্রিশূলাদি অস্ত্র স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের, এমনকি নিজের ভুজবনকেও[১] যিনি যুদ্ধে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়াছিলেন, ভৃগু, অত্রি প্রমুখ প্রধান মুনিগণ দ্বারা সংস্তুতা হইয়াও যিনি গর্বিতা হন নাই, সর্ববিঘ্ন দূরীভূত করিয়া সেই শর্বাণী সর্বদা তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হউন। ৬৪

চক্রং শৌরেঃ[২] প্রতিহতমগমৎপ্রাগ্ দ্যুধাম্নাং তু পশ্চাদ্-
আপচ্চাপং বলারের্ন পরমগুণতাং পূস্ত্রয়প্লোষিণোঽপি।
শক্ত্যালং মাং বিজেতুং ন জগদপি শিশো ষন্মুখে কা কথেতি
ন্যক্ কুর্বন্নাকিলোকং রিপুরবধি যয়া সাবতাৎ-পার্বতী বঃ॥ ৬৫

অন্বয়—প্রাক্ (পূর্বেই) শৌরেঃ (বিষ্ণুর) চক্রং (সুদর্শন চক্র) প্রতিহতম্ অগমৎ (প্রতিহত হইয়াছিল) পশ্চাদ্ তু (তাহার পরে) দ্যুধাম্নাং (দেবগণের

---

১ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে (২/৩৯) বর্ণিত আছে, মহিষাসুরের সহিত মহাযুদ্ধে দেবী চণ্ডিকা সহস্রভুজা হইয়াছিলেন।

২ প্রতীপং ইতি অতিরিক্ত পাঠ বা অন্যত্র দৃষ্ট

চক্র, সেনাবল) বলারেঃ (ইন্দ্রের) চাপং (ধনু) অগুণতাং (গুণশূণ্যতা) ন আপৎ (প্রাপ্ত হয় নাই) পরম (অধিকন্তু) পুস্ত্রয়প্লোষিণঃ অপি (যিনি অসুরগণের ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই ত্রিপুরারিও) জগদপি (সমস্ত জগৎও) মাং (আমাকে) শক্ত্যা (শক্তি অস্ত্র বা বলদ্বারা) বিজেতুং (জয় করিতে) ন অলং (সমর্থ নহে) শিশৌ (শিশু) ষন্মুখে (ষড়াননের সম্বন্ধে) কা কথা (আর কি বলিবার আছে ?) ইতি (এই প্রকারে) নাকি লোকং (স্বর্গস্থ দেবগণকে) ন্যক্কুর্বন্ (যে অধঃকৃত বা তুচ্ছ করিয়াছিল, সেই) রিপুঃ (মহিষাসুর) যয়া (যৎকর্তৃক) অবধি (নিহত করিয়াছিল) সা পার্বতী (সেই পার্বতী) বঃ (তোমাদের) অবতাৎ (রক্ষা করুন) । ৬৫

চণ্ডীপ্রভা টীকা—প্রাক্ পুরৈব শৌরেঃ বিষ্ণোঃ চক্রং সুদর্শনং প্রতিহতম্ অগমৎ প্রতীপতামগচ্ছৎ, পশ্চাত্তু ত্র্যধাম্নাং দ্যোবেরধাম যেষাংতেষাং স্বর্গবাসিনাং দেবানাং চক্রং বলমিতি অধ্যাহার্য্যং, বলারেঃ ইন্দ্রস্য চাপং ধনুঃ ন কেবলং অগুণতাং মৌর্বীহীনতাং আপৎ প্রাপ্তবৎ পরম্ পুস্ত্রয়-প্লোষিণঃ অপি পুরাং ত্রয়ং তৎ প্লোষ্টুং শীলমস্য অসুরাণাং পুরত্রয়স্য দাহকর্ত্তুঃ ত্রিপুরারেরপি ধনুশ্ছিন্নগুণমভবদ্দিত্যর্থঃ, জগদপি সর্বমপি জগৎ, শক্ত্যা বলেন তদাখ্যেন অস্ত্রেন বা, মাং বিজেতুং পরাভবিতুং নালং ন সমর্থং, শিশৌ বালমাত্রে ষন্মুখে শক্তিধরে, কা কথা বাঙ্মাত্রমপি অপাস্তং ইতি এবম্প্রকারেণ নাকিলোকং স্বর্গবাসিদেববৃন্দং ন্যক্কুর্বন্ তুচ্ছতয়া অধঃ কুর্বন, রিপুঃ মহিষাসুরঃ যয়া অবধি নিহতঃ, সা পার্বতী বঃ যুষ্মান্ অবতাৎ রক্ষতু । ৬৫

শ্লোকার্থ—প্রথমেই বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র ও পরে স্বর্গবাসী দেবগণের সৈন্যচক্র প্রতিহত হইয়াছিল । কেবল ইন্দ্রের নহে, যিনি অসুরগণের তিনটি নগর দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই ত্রিপুরারির ধনুও গুণশূন্য হইয়াছিল । বল বা শক্তি অস্ত্রদ্বারা 'সমস্ত জগৎও আমাকে পরাজিত করিতে পারে না, বালক ষড়াননের কথা না বলিলেও হয়', এইরূপে যে মহাঅসুর স্বর্গবাসীগণকে অবজ্ঞাভরে অধঃকৃত করিয়াছিল, সেই দেবশত্রুকে যে পার্বতী নিহত করিয়াছিলেন, তিনি তোমা-দিগকে রক্ষা করুন । ৬৫

বিদ্রাণে রুদ্রবৃন্দে সবিতরি তরলে বজ্রিণি ধ্বস্তবজ্রে
জাতাশঙ্কে শশাঙ্কে বিরমতি মরুতি ত্যক্তবৈরে কুবেরে।
বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠিতাস্ত্রে মহিষমতিরুষং পৌরুষোপঘ্ননিঘ্নং
নির্বিঘ্নং নিঘ্নতী বঃ শময়তু দুরিতং ভূরিভাবা ভবানী॥ ৬৬

অন্বয়—রুদ্রবৃন্দে বিদ্রাণে (রুদ্রগণ পলায়ন করিলে) সবিতরি তরলে (সূর্য্যদেব তরলচিত্ত হইয়া পলায়ন করিলে) বজ্রিণি ধ্বস্তবজ্রে (ইন্দ্রের বজ্র বিধ্বস্ত হইলে) শশাঙ্কে জাতাশঙ্কে (চন্দ্র ভয়গ্রস্ত হইলে) মরুতি বিরমতি (বায়ু প্রবাহিত হইতে বিরত হইলে) কুবেরে ত্যক্তবৈরে (কুবের শত্রুতা পরিহার করিলে) বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠিতাস্ত্রে (বিষ্ণুর অস্ত্র কুপিত হইলে) পৌরুষেপঘ্ননিঘ্নং (একমাত্র নিজ আশ্রয় পৌরুষাধীন) অতিরুষং (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ) মহিষং (মহিষাসুরকে) নির্বিঘ্নং নিঘ্নতী (নির্বিঘ্নে হননকারিণী) ভূরিভাবা (প্রচুর প্রভাবান্বিতা) ভবানী (দুর্গা) বঃ (তোমাদের) দুরিতং (পাপ ও দুষ্কৃতি) শময়তু (প্রশমিত করুন)। ৬৬

চণ্ডীপ্রভা টীকা—রুদ্রবৃন্দে অজাদ্যেকাদশসংখ্যকে রুদ্রে, অথাচ 'অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরুপাক্ষঃ সুরেশ্বরঃ। জয়ন্তো বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকোঽপরাদিতঃ॥ বৃষকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দী রৈবতস্তথা। একাদশৈতে কথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ॥' ইতি গরুড়ে। বিদ্রাণে পলায়িতে সবিতারি সূর্য্যে তরলে ভয়াৎ তরলচিত্তে পলায়িতেব, বজ্রিনি ইন্দ্রে, ধ্বস্তবজ্রে ধ্বস্তোবিনষ্টোবজ্রোযস্য তাদৃশে সতি, শশাঙ্কে চন্দ্রে, জাতাশঙ্কে জাতা আশঙ্কা তথাবিধে ভয়গ্রস্তে মরুতি বায়ৌ বিরমতি প্রবহণক্রিয়াং স্থগয়তি, কুবেরে ধনাধিপে, ত্যক্তবৈরে বৈরভাবং পরিত্যজ্য উদাসীনে স্থিতে, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণৌ, কুণ্ঠিতাস্ত্রে কুণ্ঠিতং ধারশূন্যং অস্ত্রং যস্য তাদৃশিজাতে পৌরুষোপঘ্ননিঘ্নং পৌরুষং স্বকীয় সাতিশবীর্য্যরূপং এব উপঘ্নং আশ্রয়ঃ তস্য নিঘ্নং অধীনং কেবলং স্ববলাশ্রয়িনমিত্যর্থঃ, অতিরুষং অতিশয়িতা রুট্ যস্য তাদৃশমতিক্রুদ্ধং, মহিষং মহিষাসুরং, নির্বিঘ্নং নির্বাধং নিঘ্নতী হন্ত্রী, ভূরিভাবা ভূরিঃ প্রচুরঃ ভাবঃ প্রভাবো যস্যা সা প্রচুর প্রভাবান্বিতা ভবানী চণ্ডিকা বঃ যুষ্মাকং দুরিতং পাপং শময়তু নাশয়তু। ৬৬

শ্লোকার্থ—রুদ্রগণ পলায়ন করিলে, সূর্য্য তরলচিত্তে অপসৃত হইলে, ন্দ্রের বজ্র বিধ্বস্ত হইলে, চন্দ্র শঙ্কিত হইলে, বায়ু প্রবাহে বিরত হইয়া স্তব্ধ ইলে, কুবের শত্রুভাব পরিত্যাগ পূর্বক ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে ও বিষ্ণুর ক্র কুণ্ঠিত, শক্তিহীন হইয়া পড়িলে যে দৈত্য একমাত্র নিজ পৌরুষ আশ্রয় রিয়াছিল, সেই অতিক্রুদ্ধ মহিষাসুরকে প্রচুর প্রভাববিশিষ্টা যে ভবানী নির্বিঘ্নে নহত করিয়াছিলেন, তিনি তোমাদের পাপ নাশ করুন। ৬৬

ভূষাং ভূয়স্তবাদ্য দ্বিগুণতরমহং দাতুমেবৈষ লগ্নো
ভগ্নে দৈত্যেন দর্পান্মহিষিতবপুষা কিং বিষাণে বিষণ্ণঃ।
ইত্যুক্ত্বা পাতু মাতুর্মহিষবধমহে কুঞ্জরেন্দ্রাননস্য
ন্যস্যন্নাস্যে গুহো বঃ স্মিতসিতরুচিনী দ্বেষিণো দ্বে বিষাণে॥ ৬৭

অন্বয়—অহং (আমি) অদ্য (আজ) ভূয়ঃ (ফিরিয়া) তব (তোমার) ষাং (অলংকার) দ্বিগুণতরং দাতুং (দ্বিগুণ করিয়া দিবার জন্য) লগ্নঃ (উপস্থিত ইয়াছি) মহিষিতবপুষা (মহিষাকারধারী) দৈত্যেন (দৈত্যদ্বারা) বিষাণে ভগ্নে দন্ত ভগ্ন হওয়ায়) কিং বিষণ্ণং (বিষণ্ণ হইয়াছ কি?) মাতুঃ (মাতার) হিষবধমহে (মহিষাসুর বধোৎসবে) ইত্যুক্ত্বা (ইহা বলিয়া) কুঞ্জরেন্দ্রাননস্য াস্যে (গজেন্দ্রবদন গণেশের মুখে) দ্বেষিণঃ (শত্রু মহিষাসুর) স্মিতসিতরুচিনী হাস্যপ্রভায় শুভ্রবর্ণ) দ্বে বিষাণে (দুইটি শৃঙ্গ) ন্যস্যন্ (ন্যস্ত করিয়া) গুহঃ কার্তিকেয়) বঃ (তোমাদিগকে) পাতু (রক্ষা করুন)। ৬৭

চণ্ডীপ্রভা টীকা—অহমদ্য ভূয়ঃ পুনঃ, তব ভূষাং ভূষণং, অস্য বিবরাদ্ হিঃস্থিতত্বাৎ দন্তোঽপি ভূষণমেব, দ্বিগুণতরং দ্বিগুণিতযথাস্যাৎ তথা কৃত্বা দাতুং, গ্নঃ উপস্থিতঃ। একদন্তো হি গণেশঃ তস্য দন্তদ্বয়ারোপে দ্বিগুণতরমেব ভূষণং ম্পদ্যতে। মহিষিতবপুষা মহিষাকার শরীরেণ দৈত্যেন মহিষাসুরেণ, বিষাণে গ্নে সতি, তব দন্তে ভগ্নে, দ্বিরদরদস্য শৃঙ্গাকারত্বাৎ দন্তস্যাপি বিষাণত্বমবধেয়ম্। কং বিষণ্ণোঽসি ইতি প্রশ্নঃ। মাতুশ্চণ্ডিকায়াঃ মহিষাসুরবধমহে মহিষাসুর ধোৎসবে কুঞ্জরেন্দ্রাননস্য গজেন্দ্রবদনস্য গণেশস্য, আস্যে মুখে দ্বেষিণঃ শত্রোর্মহিষা-

সুরস্য, স্মিতসিতরুচিনী স্মিতেন মৃদুহাস্যেন সিতা শুভ্রা রুচিঃ প্রভা যয়োস্তে দ্বে বিষাণে শৃঙ্গে ন্যস্যন্ যোজয়ন্, গুহঃ কার্তিকেয়ঃ বঃ যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। ৬৭

শ্লোকার্থ—আমি তোমার দন্ত ভূষণ দ্বিগুণ করার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। মহিষাকার দৈত্যদ্বারা তোমার দন্ত ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া তুমি কি বিষণ্ণ হইয়াছ? মাতা দুর্গাদ্বারা মহিষাসুর বধরূপ যুদ্ধোৎসবে ইহা বলিয়া গজেন্দ্রবদন গণেশের মুখে দেবশত্রু মহিষাসুরের হাস্যপ্রভায় শুভ্র দুটি দন্তরূপ শৃঙ্গ যোজনাকারী কার্তিকেয় তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬৭

বিশ্রাম্যন্তি শ্রমার্তা ইব তপনভৃতঃ সপ্তয়ঃ সপ্ত যস্মিন্-
স্সুপ্ত্যাঃ সপ্তাপি লোকাঃ স্থিতিমুষি মহিষে যামিনীধাম্নি যত্র।
ধারাণাং রৌধিরীণামরুণিমণি নভঃ সান্দ্রসংধ্যাং দধান-
স্তস্য ধ্বংসাৎ সুতাদ্রেরপরদিনপতিঃ পাতু বঃ পাদপাতৈঃ ॥ ৬৮

অন্বয়—যস্মিন্ (যাহাতে) তপনভৃতঃ (সূর্য্যের বহনকারী) সপ্ত সপ্তয়ঃ (সপ্ত অশ্ব) শ্রমার্ত্তাঃ ইব (যেন পরিশ্রান্ত হইয়াই) বিশ্রাম্যন্তি (বিশ্রাম করে) স্থিতিমুষি (লোকযাত্রার বিপ্লবকারী) যামিনীধাম্নি (রাত্রির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ) যত্র মহিষে (যে মহিষাসুর) সপ্তঃ অপি লোকাঃ (ভূরাদি সপ্ত ভুবন) সুপ্তাঃ (যেন নিদ্রামগ্ন) পাদপাতৈঃ (চরণ পেষণে) তস্য ধ্বংসাৎ (তাহাকে ধ্বংস করিবার ফলে) রৌধিরীণাং ধারাণাং (শোনিত ধারা সমূহের) অরুণিমণি (রক্তিমায়) নভঃ সান্দ্রসন্ধ্যাং (আকাশে গাঢ় সন্ধ্যারাগ) দধানঃ (ধারণকারী) অপরদিনপতিঃ (যেন দ্বিতীয় সূর্য্যসম) অদ্রেঃ সুতা (গিরিজা) বঃ (তোমাদের) পাতু (রক্ষা করুন)। ৬৮

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যস্মিন্ তপনভৃতঃ তপনং সূর্য্যং বহনক্রিয়য়া বিভ্রতি ধারয়ন্তি যে তে সপ্ত সপ্তয়ঃ সপ্তাশ্বাঃ শ্রমার্তাঃ ইব ক্লান্তা ইব, বিশ্রাম্যন্তি অবসন্নদেভারং নিধায় শেরতে, অর্থাৎ যস্মিন্ কৃষ্ণবর্ণে সূর্য্যাশ্বা অপি লীনাঃ, অপিচ যত্র স্থিতিমুষি লোকযাত্রা এব স্থিতিঃ তাং মুষ্ণাতি হরতি তস্মিন্ সংসার স্থিতিবিপ্লাবিনি, যামিনীধাম্নি যামিন্যাঃ রাত্রেঃ ধাম প্রভা ইব ধাম প্রভা

যস্য তস্মিন্ মসীকৃষ্ণে ইত্যর্থঃ মহিষে মহিষাসুরে, সপ্তঅপি ভূরাদয়ো লোকাঃ ভুবনানি সুপ্তা ইব অদৃশ্যত্বাৎ লীনা ইব, পাদপাতৈঃ চরণ পীড়নৈঃ তস্য ধ্বংসাৎ তং হত্বা, রৌধিরীণাং শোণিতসংপৃক্তানাং ধারাণাং স্রোতসাং অরুণিমনি রক্তিম্না নভঃসান্দ্রসন্ধ্যাং নভসি সান্দ্রা গাঢ়া যা সন্ধ্যাঃ অরুণোদয়ান্বিতা প্রাতঃ সন্ধ্যা তাং তদ্রাগ ইব রাগমিত্যর্থঃ দধানঃ ধারয়ন্। অপরদিনপতিঃ দ্বিতীয়সূর্য্য ইব, অদ্রেঃ হিমালয়স্য সুতা গিরিজা বঃ যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। ৬৮

শ্লোকার্থ—যে সপ্তাশ্ব সূর্য্যকে বহন করে, তাহারাও যেন শ্রান্ত হইয়াই যাহাতে বিশ্রামপরায়ণ, লোকযাত্রার বিপ্লবকারী রাত্রিপ্রভাযুক্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ যে মহিষাসুরে ভূরাদি সপ্তলোকও যেন নিদ্রামগ্ন, মাত্র পাদপেষণদ্বারা তাহাকে ধ্বংস করার ফলে শোণিত স্রোতের অরুণবর্ণে আকাশে গাঢ় প্রাতঃ সন্ধ্যা সৃজনকারিণী দ্বিতীয় সূর্য্যসমা গিরিজা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬৮

দেবারের্দানবারেদ্রুর্তমিহ মহিষচ্ছদ্মনঃ পদ্মসদ্মা
বিদ্রাতীত্যত্র চিত্রং তব কিমিতি ভবন্নাভিজাতো যতঃ সঃ।
নাভীতোঽভূৎস্বয়ংভূরিব সমরভুবি ত্বং তু যদ্বিস্মিতাস্মী-
ত্যুক্ত্বাতদবিস্মিতং বঃ স্মররিপুমহিষীবিক্রমেঽব্যাজ্জয়ায়াঃ॥ ৬৯

অন্বয়—ইহ (এই যুদ্ধক্ষেত্রে) মহিষচ্ছদ্মনঃ (কপট মহিষরূপধারী) দেবারেঃ (দৈত্যের নিকট হইতে) পদ্মসদ্মা (পদ্মাসন ব্রহ্মা) দ্রুতং বিদ্রাতি (দ্রুত পলায়ন করিতেছে) ইত্যত্র (এ বিষয়ে) তব (তোমার) কিমিতি চিত্রং (বিস্মিত হইবার কি আছে?) যতঃ (যেহেতু) সঃ (তিনি) দানবারেঃ (বিষ্ণুর) নাভিজাতং (নাভি হইতে উৎপন্ন) ভবন্ (হইয়াই আছেন) [অথবা অভিজাতঃ ন ভবন্ আস্তে (ঊর্ধাঙ্গ হইতে উৎপন্ন নহেন বলিয়া কৌলীন্যহীন হইয়াই আছেন)] সমরভুবি (যুদ্ধক্ষেত্রে) ত্বং তু (তুমিও) যৎ (যে) স্বয়ম্ভূঃ (স্বয়ম্ভূ হইয়াও) না ভীতঃ ইব অভূৎ (যেন নাভি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছ) [অথবা ন অভীতঃ অভূৎ (নির্ভীক হওনাই)] বিস্মিতা অস্মি (তাহাতেই আমি বিস্মিত হইয়াছি)

ইত্যুক্ত্বা (ইহা বলিয়া) স্মররিপুমহিষীবিক্রমে (পার্বতীর বিক্রম প্রকাশে) জয়ায়াঃ (সখি জয়ার) তদ্‌বিস্মিতং (সেই বিস্ময়) বঃ (তোমাদিগকে) অব্যাৎ (রক্ষা করুক)। ৬৯

চণ্ডীপ্রভা টীকা—শিবং সম্বোধ্য জয়ায়াঃ উক্তিরিয়ম্ মহিষচ্ছদ্মনঃ দেবারেঃ কপটমহিষরূপাৎ দৈত্যাৎ পদ্মসদ্মা পদ্মমেব সদ্মবশতির্যস্য স ব্রহ্মা দ্রুতং বিদ্রাতি পলায়তে, হে শিব ইতুহং তব, ইত্যত্র অস্মিন্ ব্যাপারে, কিমিতি চিত্রং কিং নাম বিস্ময়স্থানম্? যতঃ সঃ ব্রহ্মা দানবারেঃ বিষ্ণোঃ নাভিজাতঃ নাভিমণ্ডলাদুৎপন্নঃ ভবন্ এব আস্তে, অথবা স ন ঊর্ধাবয়বাৎ উৎপন্নঃ অতঃ ন অভিজাতঃ কুলীনঃ এব, অকুলীনস্য পলায়নে ন তাদৃশ দোষঃ। সমরভুবি যুদ্ধক্ষেত্রে ত্বং তু যৎ স্বয়ম্ভূঃ সন যতঃ স্বয়মেব জাতোঽসি নতু অন্যস্মাৎ, তাদৃশোঽপি নাভীত এব অভূৎ (নাভিশব্দঃ হ্রস্বান্তো দীর্ঘান্তোঽপি)। অভূদিত্যত্র পুরুষব্যত্যয়েন অভূরিতি পঠনীয়ম্। পরিহাসে পরুষবচনাদীনাং ব্যতয়ো ন দোষায়। কিংবা ন অভীতঃ পরং ভীতঃ এব। যৎ ত্বমপি ব্রহ্মাইব নাভিজ ইব ভীতং আসী তস্মাদেব অহং বিস্মিতা অস্মি। স্মররিপুমহিষীবিক্রমে স্মররিপু শিবঃ তস্য মহিষী চণ্ডিকা তস্যাঃ বিক্রমে পরাক্রমপ্রকাশে, ইত্যুক্ত্বা এবং কথয়িত্বা শিবমুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ জয়ায়াঃ তদ্ বিস্মিতং বিস্ময়ং, বঃ যুষ্মান্ অব্যাৎ রক্ষেৎ। ৬৯

শ্লোকার্থ—মহিষাকৃতি মহাদৈত্যের নিকট হইতে ব্রহ্মা দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছেন। ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে! যেহেতু তিনি বিষ্ণুর নাভি হইতে উৎপন্ন অথবা ঊর্ধাঙ্গ হইতে উৎপন্ন নহেন বলিয়া অভিজাত বা কুলীন নহেন। হে শিব, আপনি তো স্বয়ম্ভূ! ব্রহ্মার ন্যায় কাহারও অঙ্গ হইতে আপনি উৎপন্ন হন নাই। তাহা হইলেও যে নাভিজাত ব্রহ্মাসদৃশ যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীক হইয়া আসিতে পারেন নাই, তাহাতেই আমি সুবিস্মিত হইয়াছি। স্মরারি শিবের মহিষীর বিক্রমপ্রকাশের অবসরে এই বলিয়া সখি জয়া যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক। ৬৯

নিস্ত্রিংশেনোচিতং তে বিশসনমুরসশ্চণ্ডি কর্মাস্য ঘোরং
ব্রীড়ামস্যোপরি ত্বং কুরু দৃঢ়হৃদয়ে মুঞ্চ শস্ত্রাণ্যমূনি।
ইত্থং দৈত্যৈঃ সদৈন্যং সমদমপি সুরৈস্তুল্যমেবোচ্যমানা
রুদ্রাণি দারুণং বো দ্রবয়তু দুরিতং দানবং দারয়ন্তী ॥ ৭০

অন্বয়—হে চণ্ডি (চণ্ডি), নিস্ত্রিংশে (নির্লজ্জে) উরশঃ বিশসনং (বক্ষো-বিদারণ করা) তে (তোমার) ন উচিতং (উচিত নহে) ঘোরং কর্ম (ভয়ঙ্কর কার্য্য) অস্য (ত্যাগ কর) দৃঢ়হৃদয়ে (কঠোর হৃদয়ে) অস্য উপরি (ইহার উপর) ব্রীড়াং কুরু (একটু সঙ্কোচ প্রকাশ কর) অমূনি শস্ত্রাণি (এই সকল শস্ত্র) মুঞ্চ (ফেলিয়া দাও) দৈত্যৈঃ (দৈত্যগণ কর্তৃক) ইত্থং (এই প্রকার) সদৈন্যং (কাতর ভাবে) নিস্ত্রিংসেন (তরবারি দ্বারা) উরসঃ বিশসনং (বক্ষোবিদারণ) তে উচিতং (তোমার করা উচিত) অস্য (ইহার) কর্ম (কার্য্যসকল) ঘোরং (অতিভয়ঙ্কর) অস্য উপরি (ইহার উপর) ত্বং (তুমি) ব্রীড়াং কুরু (যদি বধ না করা হয়, তাহা হইলে লজ্জিতা হও) দৃঢ় হৃদয়ে (হে দৃঢ়হৃদয়ে) অমূনি শস্ত্রাণি (এই সকল অস্ত্র) মুঞ্চ (ক্ষেপণ কর) সুরৈঃ (দেবগণ কর্তৃক) ইত্থং (এই প্রকার) সমদং (গর্বের সহিত) তুল্যমেব উচ্যমানা (কথিতা বা অনুরুদ্ধা) দানবং দারয়ন্তী (দানবের বিদারণ কারিণী) রুদ্রাণী (রুদ্রের স্ত্রী) বঃ (তোমা-দের) দারুণং দুরিতং (ঘোর পাপ) দ্রবয়তু (বিনাশ করুন)। ৭০

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যুধ্যমানা রুদ্রাণী যুগপদো দৈত্যৈঃ দৈব্যসহকারেণ দেবৈশ্চ সগর্বং অনুরুদ্ধা। তথা হে নিস্ত্রিংশে, লজ্জাং বিহায় অবরোধং ত্যক্ত্বা প্রকাশমেব ত্বং যুদ্ধক্ষেত্রমাগতা, অতএব নির্লজ্জে চণ্ডি, উরসো বিশসনং দৈত্যানাং বক্ষোবিদারণরূপং কর্ম, তে নোচিতং ন কর্তব্যম্। ঈদৃশং ঘোরং ভয়ঙ্করং কর্ম অস্য ত্যজ (অসু ক্ষেপণে ইত্যস্য লোটি রূপম্), হে দৃঢ় হৃদয়ে কঠোরান্তঃকরণে, অস্য মহিষাসুরস্য উপরি ব্রীড়াং কুরু রমণী ভূত্বাপি প্রকাশং পরপুরুষেণ যুধ্যসে ইতি সলজ্জা ভব, অমূনি শস্ত্রাণি মুঞ্চ ব্যবহারমকৃত্বা ত্যজ দৈত্যৈঃ ইত্থমেবং প্রকারং সদৈন্যং কাতরতয়া সহ, তথা নিস্ত্রিংশেন ত্রিংশদঙ্গ-

লীভ্যোঽপি দীর্ঘতরেণ অসিনা তে তব উরসঃ মহিষাসুরস্য বক্ষোদেশস্য বিশসন হননং উচিতং কর্তব্যম্। অস্য মহিষাসুরস্য কর্ম ঘোর মতিভীষণম্, ে সংকল্পেন দৃঢ়হৃদয়ে, অস্য উপরি ব্রীড়াং কুরু। যদি সপদি ন হন্যতে তত্তু লজ্জা জনকমিতি মন্যস্ব, অমূনি শস্ত্রাণি মুঞ্চ ইমমুদ্দিশ্য ক্ষিপ, সুরৈঃ ইত্থং সমদং সগর্ব তুল্যমেব যুগপদেব, উচ্যমানা কথিতা অনুরুদ্ধেত্যর্থঃ দাবনং মহিষাসুরং দারয়ন্তী শূলেন বিধ্যন্তী, রুদ্রাণী বঃ যুষ্মাকং দারুণং দুরিতং ঘোরং পাপং দ্রবয়ন্ নাশয়তু। ৭০

শ্লোকার্থ—একই সময়ে দানবগণ কাতর প্রার্থনা করিলেন, "ওহে চণ্ডিকে অন্তঃপুর পরিত্যাগ পূর্বক আসার জন্য তুমি নির্লজ্জ। দুর্জয় মহিষের বক্ষোবিদার করা তোমার অনুচিত। এই ঘোর কার্য্য ত্যাগ কর। ওহে কঠিনহৃদয়ে; ইহা প্রতি পরপুরুষ বলিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জা দেখাও। এই সকল শস্ত্র ফেলিয়া দাও।" যুগবৎ দেবগণও চণ্ডিকাকে বলিলেন, "দীর্ঘ অসিদ্বারাই মহিষের বক্ষোবিদারণ করা আপনার উচিৎ। ইহার কার্য্যসমূহ অতি জঘন্য। যদি ইহাকে বধ ন করেন, তাহা আপনার পক্ষে লজ্জাজনক। অতএব হৃদয় কঠিন করিয়া ইহার প্রতি এই সকল শস্ত্র নিক্ষেপ করুন।" উক্তরূপ গর্বের সহিত দেবগণ যাঁহাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মহিষাসুরের বক্ষোবিদারণ কারিণী সেই রুদ্রাণী তোমাদে ঘোরতম পাপরাশি বিনাশ করুন। ৭০

চক্ষুর্দিক্ষু ক্ষিপন্ত্যাশ্চলিতকমলিনীচারুকোষাভিতাম্রং
মন্দধ্বানানুযাতং ঝটিতি বলয়িনো মুক্তবাণস্য পাণেঃ।
চণ্ড্যাঃ সব্যাপসব্যং সুররিপুষু শরান্ প্রেরয়ন্ত্যা জয়ন্তি
ক্রুট্যন্তঃ পীনভাগে স্তনবলনভরাৎসন্ধয়ঃ কঞ্চুকস্য॥ ৭১

অন্বয়—সব্যাপসব্যং (বামে ও দক্ষিণে) সুররিপুস্য (দৈত্যগণের প্রতি) শরান্ প্রেরয়ন্ত্যাঃ (শরক্ষেপণকারিণী) ঝটিতি মুক্তবাণস্য বলায়িনঃ পাণেঃ (কঙ্কণ শোভিত যে হস্ত ত্বরিতগতিতে শরসকল নিক্ষিপ্ত হইতেছে তাহার) মন্দধ্বানানুযাতং (মন্দ মন্দ শব্দের অনুসরণ করিয়া) দিক্ষু (চারিদিকে) চালিত-

কমলিনীচারুকোষাত্তিতাম্রং (অতিরমণীয় ও চঞ্চল পদ্মকোষের ন্যায় অরুণবর্ণ) চক্ষুঃ (চক্ষু) ক্ষিপন্ত্যা (নিক্ষেপ কারিণী) চণ্ড্যাঃ (চণ্ডীর) স্তনবলনভরাৎ (স্তন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার ফলে) পীনভাগে (যে স্থান অত্যন্ত স্ফীত সেই স্থানে) ত্রুট্যন্তঃ (ছিন্ন হইতেছে এমন) কঞ্চুকস্য সন্ধয়ঃ (কাঁচুলীর জোড়মুখগুলি) জয়ন্তি জয়যুক্ত হউক)। ৭১

চণ্ডীপ্রভা টীকা—সব্যাপসব্যং বামভাগে দক্ষিণেচ সুররিপুষু দানবেষু শরান্ প্রেরয়ন্ত্যাঃ ক্ষিপন্ত্যাঃ তথা ঝটিতি ত্বরয়া মুক্তবাণস্য মুক্তঃ নিক্ষিপ্তঃ বাণঃ যস্মাৎ তস্য অপিচ বলয়িনঃ কঙ্কণান্বিতস্য পাণেঃ হস্তস্য কঙ্কণনিক্বণধ্বনৎকারান্বিতস্য ইত্যর্থ, মন্দো নাতিগম্ভীরো যো ধ্বানঃ শব্দস্তম্ অনুযাতং অনুগতং অর্থাৎ যস্যাং যস্যামেবদিশি শব্দশ্চলতি তত্র তত্রৈব, চলিতা চঞ্চলা যা কমলিনী তস্যা চারুর্মনোহরঃ কোষোগর্ভঃ ইব তাম্রমরুণবর্ণং যৎ চক্ষুস্তদ্ দিক্ষু চতসৃষ্বেবেত্যর্থ ক্ষিপন্ত্যাঃ দৃষ্টিপাতং কুর্বত্যাঃ চণ্ড্যাঃ স্তনবলনভরাৎ স্তনয়োর্যদ্ বলনং উচ্ছ্বাসস্তস্য ভরাৎ পীড়নবেগাৎ, পীনভাগে যত্র স্তুতোঽতিমাত্রং স্ফীতস্তস্মীন্ দেশে, ত্রুট্যন্তঃ বিদীর্য্যন্তঃ কঞ্চুকস্য কঞ্চুলিকায়াঃ সন্ধয়ঃ সন্ধিদেশাঃ জয়ন্তি-সর্বোৎকার্ষেণ বর্ত্তন্তে। ৭১

শ্লোকার্থ—অসুরগণকে লক্ষ্য করিয়া বামে ও দক্ষিণে ত্বরিৎগতিতে শরবর্ষিণী চণ্ডীদেবী বলয়মণ্ডিত কর হইতে মুক্ত শরসমূহ অনতিগম্ভীর শব্দের অনুসরণপূর্বক যখন চারিদিকে চঞ্চল ও মনোহর পদ্মকোষের ন্যায় অরুণবর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার উচ্ছ্বসিত স্তনমণ্ডলের চাপে যে যে স্থানে কাঁচুলীর সন্ধিসমূহ অত্যন্ত স্ফীত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছিল, তৎসমুদয় জয়যুক্ত হউক। ৭১

বাহূৎক্ষেপসমুল্লসৎকুচতটং প্রান্তস্ফুটৎকঞ্চুকং
গম্ভীরোদরনাভিমণ্ডলগলৎকাঞ্চীধৃতার্ধাংশুকম্।
পার্বত্যা মহিষাসুরব্যতিকরে ব্যায়ামরম্যং বপুঃ
পর্য্যস্তাবধিবন্ধবন্ধুরলসৎকেশোচ্চয়ং পাতু বঃ॥ ৭২

অন্বয়—বাহু উৎক্ষেপ সমুল্লসৎ কুচতটং (বাহু উর্ধে উৎক্ষিপ্ত করিবার সময় স্তনতট উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে) প্রান্তস্ফুটৎকঞ্চুকং (কাঁচুলীর প্রান্ত বিদী হইতেছে) গম্ভীরঃ উদর নাভিমণ্ডল গলৎকাঞ্চীধৃতার্ধাংশুকং (গম্ভীর উদরদেশে নাভিমণ্ডল হইতে বস্ত্র স্খলিত হইয়া মেখলার সহিত ঝুলিয়া আছে) পর্যান্তাবধি বন্ধুরলসৎকেশোচ্চয়ং (দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ শোভমান কেশকলাপ শেষসীমা পর্য্য বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে) মহিষাসুরব্যতিকরে (মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ প্রসঙ্গে পার্বত্যাঃ (পার্বতীর) ব্যায়ামরম্যং (শ্রমহেতু বিস্তারবশতঃ রমণীয়) বপু (শরীর) বঃ (তোমাদের) পাতু (রক্ষা করুক)। ৭২

চণ্ডীপ্রভা টীকা—বাহূৎক্ষেপসমুল্লসৎকুচতটং বাহ্বোরুন্নমনেন উচ্ছ্বাসে শোভমানঃ স্তনাভোগঃ যস্য তদ্বিধং, প্রান্তস্ফুটৎকঞ্চুকং স্তনয়োঃ প্রথিম্না প্রান্তে স্ফুটৎ বিদীর্য্যৎ কঞ্চুকং স্তনবন্ধনং যস্য তাদৃশং, গম্ভীরোদরনাভিমণ্ডলগলৎ কাঞ্চীধৃতার্ধাংশুকম্—গম্ভীরং পুষ্ট্যা কান্ত্যাচ গাম্ভীর্য্যযুক্তং যদুদয়ং তত্রস্থিতং য নাভিমণ্ডলং তস্মাৎ গলৎ স্খলৎ তথা কাঞ্চ্যা মেখলয়া ধৃতমবলম্বিতং অর্ধাংশুক বসনার্ধং যস্য তৎ, অর্দ্ধংবসনস্য ভূলুন্ঠিতং অর্ধং চ কথমপি কাঞ্চীগুণে সংশ্লিষ্টংলম্বমানং পর্য্যাস্তাবধিবন্ধবন্ধুরলসৎকেশোচ্চয়ং—বন্ধেন কবরীরচনা বন্ধুরং গুটিকাসমাচিততয়া অমসৃণং তেন লসৎ শোভমানঃ যঃ কেশোচ্চয় কেশকলাপঃ সংগ্রামজনিত চাঞ্চল্যেন তাদৃশোঽপি পর্য্যস্তঃ বিস্রস্তঃ বিলোলি ইত্যর্থঃ অবধিঃ সীমা যস্য তাদৃশং পর্য্যস্তাবধিঃ বন্ধবন্ধুরলসৎকেশোচ্চয়ঃ য তৎ মহিষাসুর ব্যতিকরে মহিষাসুরেণ সহ রণপ্রসঙ্গে, পার্বত্যাঃ চণ্ডিকায়া রণজনিতশ্রমেণ যো ব্যায়ামঃ বিশেষ আয়ামঃ ব্যাযচ্ছমানতেত্যর্থঃ তেন রম্য রমণীয়ং বপুঃ শরীরং তৎ বঃ যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। ৭২

শ্লোকার্থ—উর্ধে বাহু উত্তোলন করিবার সময় স্তনমণ্ডল উচ্ছ্বসিত হইয় উঠিতেছে, কাঁচুলীর প্রান্তদেশ বিদীর্ণ হইতেছে, গম্ভীর কান্তি উদরের নাভিদে হইতে স্খলিত বস্ত্রের অর্ধভাগমাত্র মেখলার সহিত লগ্ন হইয়া ঝুলিতেছে কবরীবন্ধনে বন্ধুর কেশকলাপ শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিলোলিত হইয়া পড়িয়াছে এব

মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধপ্রসঙ্গে রণশ্রান্ত পার্বতীর ব্যায়ত ও রমণীয় ঈদৃশ শরীর তোমাদিগকে রক্ষা করুক। ৭২

চক্রং চক্রায়ুধস্য ক্বণতি নিপতিতং রোমণি গ্রাবনীব
স্থাণোর্বাণশ্চ লেভে প্রতিহতিমুরুণা চর্মণা বর্মণেব।
যস্যেতি ক্রোধগর্ভং হসিতহরিহরা তস্য গীর্বাণশত্রোঃ
পায়াৎপাদেন মৃত্যুং মহিষতনুভৃতঃ কুর্বতী পার্বতী বঃ॥ ৭৩

অন্বয়—যস্য (যাহার) গ্রাবণি ইব রোমাণি (প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় লোমে) নিপতিতং (পতিত) চক্রায়ুধস্য (বিষ্ণুর) চক্রং (চক্র) ক্বণতি (তীক্ষ্ণ শব্দ করে) উরুণা বর্মণা ইব চর্মণা (বিশাল বর্মতুল্য চর্ম দ্বারা) স্থাণোঃ (শিবের) বাণশ্চ (বাণও) প্রতিহতং লেভে (প্রতিহত হয়) তস্য মহিষতনুভৃতঃ (সেই মহিষাকার) গীর্বাণশত্রোঃ (দেবশত্রু অসুরের) পাদেন (পদমাত্র দ্বারা) মৃত্যুং (মরণ) ক্রোধগর্ভং (সক্রোধে) কুর্বতী (বিধানকারিণী) হসিতহরিহরা (হরি ও হরের উপহাসকারিণী) পার্বতী (পার্বতী) বঃ (তোমাদিগকে) পায়াৎ (রক্ষা করুন)। ৭৩

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যস্য মহিষাসুরস্য ইত্যর্থঃ গ্রাবণি প্রস্তরে ইব রোমাণি অতিকঠিনে ইত্যাশয়ঃ. নিপতিতং চক্রায়ুধস্য বিষ্ণোঃ চক্রং সুদর্শনঃ ক্বণতি প্রহতকাংস্য ইব শব্দায়তে, স্থাণো শিবস্য বাণশ্চ উরুণা বিশালেন বর্মণা কবচেনেব চর্মণা, প্রতিহতিং লেভে প্রতিহতোবভূব—দুর্ভেদ্যশরীরত্বাৎ যস্মিন্ হরিহরয়োরপি শাস্ত্রাণি ব্যর্থানীত্যর্থঃ। তস্য মহিষতনুভৃতঃ মহিষাকারস্য, গীর্বাণ শত্রোঃ দেবারেঃ, ক্রোধগর্ভং ক্রোধঃ গর্ভে যস্য তথা কৃত্বা সকোপং, পাদেন পদমাত্র সহায়েন, মৃত্যুং কুর্বতী বিদধতী, অতএব হসিতহরা হসিতৌ হরিহরৌ যয়া সা যুবাভ্যাং শাস্ত্রেণাপি যন্ন কৃতং ময়াতু কেবলং পদাঘাতেনৈব তৎসম্পাদিতমিতি অবুক্তমপি কার্য্যেণোপহসন্তী পার্বতী বঃ যুষ্মান্ পায়াৎ রক্ষেৎ। ৭৩

শ্লোকার্থ—যাহার প্রস্তরোপম দৃঢ় লোমে পতিত হইয়া বিষ্ণুর চক্র সুদর্শনও তীক্ষ্ণ ধ্বনি উদ্গার করিয়াছিল, বিশাল বর্মের ন্যায় চর্মে শিবের বাণও প্রতিহত

হইয়াছে, সেই মহিষাকার শরীরধারী দেবশত্রুর (ক্রোধের সহিত কেবল চরণ-দ্বারাই) মৃত্যু বিধানকারিণী এবং হরি ও হরের উপহাসকারিণী পার্বতী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৭৩

কৃত্বা বক্ত্রেন্দুবিম্বং চলদলকলসদ্‌ভ্রূলতাচাপভঙ্গং
ক্ষোভব্যালোলতারং স্ফুরদরুণরুচিস্ফারপর্য্যন্তচক্ষুঃ।
সন্ধ্যাসেবাপরাদ্ধং ভবমিব পুরতো বামপদাম্বুজেন
ক্ষিপ্তং দৈত্যং ক্ষিপন্তী মহিষিতবপুষং পার্বতী বঃ পুনাতু॥ ৭৪

অন্বয়—চলদলকলসদ্‌ভ্রূলতাচাপভঙ্গং (ধনুরাকৃতি ভ্রূভঙ্গের ফলে চঞ্চল অলকদামের শোভায় শোভিত) ক্ষোভব্যালোলতারং (ক্রোধবশে চঞ্চল তারা-যুক্ত ও) স্ফুরদরুণরুচিস্ফার পর্য্যন্ত চক্ষুঃ (শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত স্পন্দমান অরুণিমা-বিশিষ্ট চক্ষু সমন্বিত) বক্ত্রেন্দুবিম্বং (মুখচন্দ্র) কৃত্বা (করিয়া) বামপদাম্বুজেন (বামপাদপদ্মদ্বারা) ক্ষিপ্তং (দূরে নিক্ষিপ্ত) সন্ধ্যাসেবাপরাদ্ধং (সন্ধ্যারূপারমণীর সেবায় অপরাধী) ভবমিব (শিবতুল্য) মহিষবপুষং দৈত্যং (মহিষাকারবিশিষ্ট অসুরকে) পুরতঃ ক্ষিপন্তী (সম্মুখে নিক্ষেপকারিণী) পার্বতী (পার্বতী) বঃ (তোমাদের) পুণাতু (পবিত্র করুন)। ৭৪

চণ্ডীপ্রভা টীকা—চলদলকলসদ্‌ভ্রূলতাচাপ ভঙ্গং ভ্রূর্লতেব দীর্ঘত্বাৎ, ভ্রূলতে এব চাপং ধনুঃ মধ্যে বক্রত্বাৎ, তস্য ভঙ্গঃ কৌটিল্যসম্পাদনং স চ চলদ্ভিশ্চঞ্চলৈঃ অলকৈশ্চূর্ণকুন্তলৈঃ লসন্ শোভমান এব ভ্রূভঙ্গজনিতালকচাঞ্চল্যেন নিতরাং রমণীয়ং, অপি চ ক্ষোভেন ক্রোধেন ব্যালোলে চঞ্চলে তারে যস্য তাদৃশং স্ফুরদরুণ রুচিস্ফারপর্যন্ত চক্ষু স্ফুরন্তী স্পন্দনমহিম্না স্পষ্টং দীপ্যমানা যা অরুণরুচিঃ লোহিত-কান্তিঃ, তয়া স্ফারঃ প্রসারিতঃ পর্য্যন্তঃ অপাঙ্গপ্রান্তঃ যয়োস্তাদৃশী চক্ষুষী যস্য তথাবিধং বক্ত্রেন্দুবিম্ব মুখচন্দ্রং, কৃত্বা বিধায়, বামপদাম্বুজেন সব্যপদকমলেন অথবা মনোহর পাদপদ্মেন, ক্ষিপ্তং মানেন পাদাহত্যা দূরীকৃতং, সন্ধ্যাসেবাপরাদ্ধং সন্ধ্যো-পসনয়া অপরাধিনং সন্ধ্যা স্ত্রীত্বাৎ পরনারীর সপত্নীব বা অতএব তদুপাসনেন মানবত্যা কোপমুৎপাদয়ন্তং, ভবমিব শিবমিব মহিষিতবপুষং দৈত্যং মহিষাকারম-

স্বরং, পুরতঃ সম্মুখে, ক্ষিপন্তী দূরমুৎসারয়ন্তী হন্বেত্যর্থঃ, তাদৃশী পার্বতী বঃ যুষ্মান্ পুনাতু পবিত্রী করোতু। ৭৪

শ্লোকার্থ—ধনুকসদৃশ কুটিল ভ্রূভঙ্গের ফলে চঞ্চল অলকাবলি দ্বারা এবং ক্রোধে তারাদুইটি কম্পিত ও অপাঙ্গপ্রান্ত পর্যন্ত রক্তিমা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ নয়নদ্বয়ে মুখচন্দ্রকে শোভিত করিয়া (সন্ধ্যা নারী, অতএব পরনারী ও সপত্নী সদৃশ বলিয়া) সান্ধ্য উপাসনার অপরাধে অপরাধী শিবকে যেরূপ মনোহর বাম পদকমলের আঘাতে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বামপদাঘাতে মহিষাকার অসুরকে সম্মুখেই হত্যা করিয়া দূরে নিক্ষেপকারিণী পার্বতী তোমাদিগকে পবিত্র করুন। ৭৪

গঙ্গাসম্পর্কতুষ্যৎকমলবনসমুদ্ধূতধূলীবিচিত্রং
বাঞ্ছাসংপূর্ণভাবাদধিকতররসং তূর্ণমায়ান্সমীপম্।
ক্ষিপ্তঃপাদেন দূরং বৃষগ ইবযয়া বামপাদাভিলাষী
দেবারিঃ কৈতবাবিষ্কৃতমহিষবপুঃ সাবতাদম্বিকা বঃ॥ ৭৫

অন্বয়—গঙ্গাসম্পর্কতুষ্যৎকমলবনসমুদ্ধূতধূলী বিচিত্রং (শিব পক্ষে গঙ্গার সহিত দৃঢ় আলিঙ্গনাদি অপরাধ এবং গঙ্গায় প্রস্ফুটিত কমলসমূহ হইতে উড্ডীয়মান রেণুদ্বারা রঞ্জিত হইয়া। মহিষপক্ষে গঙ্গায় অবগাহন নিমজ্জনাদি বিহারে মথিত পদ্মসমূহ হইতে উত্থিত রেণুদ্বারা রঞ্জিত হইয়া) বাঞ্ছাসংপূর্ণভাবাদধিকতররসং (শিব পক্ষে সম্ভোগবাঞ্ছায় পরিপূর্ণভাবে সরসচিত্ত বা সম্ভোগাভিলাষী হইয়া এবং মহিষপক্ষে যুদ্ধাভিলাষে পূর্ণ হইয়া) তূর্ণং (শীঘ্র) সমীপম্ আয়ান্ (নিকটে আগমনকারী) বামপদাভিলাষী (মনোহর অথবা বামপদধারণ করিবার জন্য ইচ্ছুক) বৃষগঃ (শিব) যয়া (যাহার দ্বারা) পাদেন (পদের দ্বারা) দূরং ক্ষিপ্তঃ (দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল) তথা কৈতবাবিষ্কৃতমহিষবপুঃ দেবারিঃ (কপট মহিষরূপধারী অসুর) দূরং ক্ষিপ্তঃ (দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল) সা অম্বিকা (সেই অম্বিকা) বঃ (তোমাদের) অবতাৎ (রক্ষা করুন)। ৭৫

চণ্ডীপ্রভা টীকা—গঙ্গয়াসহ আলিঙ্গনাদিরূপো যঃ সম্পর্কঃ সংসর্গঃ তেন

দুষ্যন্ জাতাপরাধঃ তথা তস্যাং স্থিতস্য কমলবনাৎ বহুলেভ্যঃ কমলেভ্যঃ (বাহুল্যার্থে এবাত্র বন শব্দঃ) সমুদ্ধৃতা, বাতবেগেন উড্ডীয়মানা ধূলী পরাগরূপা, তয়া বিচিত্রং রঞ্জিতং যথা স্যাৎ তথা, অপি চ বাঞ্ছা সম্ভোগাভিলাষঃ তয়া সম্যক্ পূর্ণো যো ভাবঃ মনোভাবঃ তেন অধিকতরঃ রসঃ অনির্বাচ্যানন্দাত্মকো যস্মিন্ কর্মণি তৎ, দ্বয়মপ্যেতৎ ক্রিয়াবিশেষণং, এবং তূর্ণং ত্বরিতং সমীপমায়ান্ আসন্নো ভবন্, রামপদাভিলাষী বামঃ সব্যঃ মনোহরো বা যঃ পদঃ সংবাহনাদিনা তংসেবিতুং অভিলাষী, বৃষগঃ বৃষেণ গচ্ছতীতি শিবঃ যয়া ক্ষিপ্তঃ সপত্নীসম্ভোগচিহ্নাবিস্ফরণেন মানবত্যা কুপিতয়া দূরীকৃতঃ, স বৃষগ ইব গঙ্গায়ামবগাহননিমজ্জনাদিনা দুষ্টং মথিতং যৎ কমলবনং তস্য ধূল্যা রেণুনা বিচিত্রং রঞ্জিতং যথা স্যাৎ তথা, অপিচ বাঞ্ছাসম্পূর্ণভাবাৎ—সমরেচ্ছয়া সম্পূর্ণমনোভাবাৎ অধিকতররসং সমধিক যুদ্ধোদ্দীপনদীপ্তং যথা তথা তূর্ণং সমীপমায়ন্ আক্রমণার্থং ত্বরিতমুপগচ্ছন্ বামপদাভিলাষী বামঃ প্রতিকূলঃ যঃ পদঃ তদাহন্তুমভিলাষী, কৈতবেন ছলেন আবিষ্কৃতং ধৃতং মহিষবপুর্যেন তাদৃশো দেবারিঃ অসুরঃ পাদেন পদাঘাতেন, ক্ষিপ্তঃ গতপ্রাণং কৃত্বা দূরে নিক্ষিপ্তঃ, সা অম্বিকা পার্বতী বঃ যুষ্মান্, অবতাৎ রক্ষতু। ৭৫

শ্লোকার্থ—সপত্নী গঙ্গার সহিত আলিঙ্গনাদি সম্পর্কে অপরাধী ও তৎপ্রসঙ্গে গঙ্গায় প্রস্ফুটিত কমলসমূহের পরাগে রঞ্জিত হইয়া এবং সম্ভোগ বাসনায় সমাকুল মনোভাব প্রভাবে আনন্দে বিভোর হইয়া সংবাহনাদি দ্বারা মনোহর বাম পদসেবার অভিলাষী শিব ত্বরান্বিত হইয়া নিকটে আগমন করিলে ক্রোধ ও মাননিমিত্ত যিনি পদাঘাতে তাঁহাকে দূরে অপসারিত করিয়াছিলেন, অবগাহন ও নিমজ্জনাদিদ্বারা গঙ্গায় বিকশিত কমলসমূহকে মথিত ও তাহাদের পরাগে ভূষিত হইয়া, যুদ্ধাভিলাষে পরিপূর্ণ মনোভাব লইয়া সমধিক ক্রোধে দেবীর বিরুদ্ধাচরণকারী প্রতিকূল পদ আক্রমনার্থ সবেগে নিকটে আগমনকারী মহিষাসুরকে পদাঘাতে গতাসু করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই অম্বিকা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৭৫

ভদ্রে ভ্রূচাপমেতন্নময়সি নু বৃথা বিস্ফুরন্নেত্রবাণং
নাহং কেলৌ রহস্যে প্রতিযুবতিকৃতখ্যাতদোষঃ পিনাকী।
দেবী সোৎপ্রাসমেবং ধৃতমহিষতনুং দৃপ্তমন্তঃ সকোপং
দেবারিং পাতু যুষ্মানতিপরুষপদা নিঘ্নতী ভদ্রকালী॥ ৭৬

অন্বয়—ভদ্রে (ভদ্রে, মহাশয়ে) বিস্ফুরন্নেত্রবাণং (স্পন্দমান নেত্ররূপ বাণযুক্ত) এতৎ ভ্রূচাপং (এই ভ্রূরূপ ধনু) বৃথা নু নময়সি (বৃথাই নমিত করিতেছেন, ধনুকে গুণ পড়াইতেছেন) অহং (আমি) রহস্যে কেলৌ (গুপ্ত কেলিতে) প্রতিযুবতিকৃতখ্যাতদোষঃ (প্রতিদ্বন্দ্বিনী যুবতিদের দ্বারা সংঘটিত দোষে প্রসিদ্ধ) পিনাকী (শিব) ন (নহি) এবং (এই প্রকার) সোৎপ্রাসং (উপহাস পরায়ণ) দৃপ্তং (গর্বিত) ধৃতমহিষতনু দেবারিং (মহিষাকার অসুরকে) অন্তঃসকোপং (সক্রোধ চিত্তে) নিঘ্নতী (নিধন কারিণী) অতিপরুষপদা (অতিশয় কঠিন পদযুক্তা) দেবী ভদ্রকালী (ভদ্রকালী) যুষ্মান্ (তোমাদিগকে) পাতু (রক্ষা করুন)। ৭৬

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ভদ্রে, বিস্ফুরৎ স্পন্দনেন দীপ্যৎ নেত্রমেব বাণঃ শরঃ যস্য তাদৃশং এতৎ দৃশ্যমানং ভ্রূচাপং ভ্রূধনুঃ, বৃথৈব নু অনর্থকমেব, নময়সি মামহন্তুং নমনেন সগুণং করোষি, তব ভ্রূভঙ্গিং নাহং গণয়ামি, অহং রহস্যে কেলৌ রহোগূঢ়ং কৃতং যৎ তস্মিন্ কেলৌ সম্ভোগাদৌ প্রতিযুবতিকৃতখ্যাত-দোষঃ—তে প্রতিদ্বন্দ্বিন্যঃ গঙ্গাদয়ো যা যুবতয়ঃ তাভিঃ কৃতঃ সঙ্ঘটিতঃ খ্যাতঃ প্রসিদ্ধো দোষো যস্য তাদৃশঃ পিনাকী শিবঃ ন, ঈর্ষ্যয়া কোপেন চ শিবমেব ভ্রূভঙ্গ্যা তর্জ্জয়, ন তু মাম্ ইত্যর্থঃ। এবং সোৎপ্রাসং উপহাসপরায়ণং দৃপ্তং ধৃষ্টং গর্বিতঞ্চ, ধৃতমহিষতনুং মহিষাকারধারিণং, দেবারিং অসুরং অন্তঃসকোপং মুখেন কিঞ্চিদপি অনুক্ত্বা অন্তঃ কোপেন সহ যথা স্যাৎ তথা, নিঘ্নতী নিহন্ত্রী অতিপরুষপদা নিতরাং কঠিনচরণা, দেবী ভদ্রকালী, যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। ৭৬

শ্লোকার্থ—আমাকে লক্ষ্য করিয়া বৃথাই স্পন্দিত নেত্ররূপ বাণযুক্ত ভ্রূধনু গুণারোপপূর্বক অবনমিত করিতেছেন। আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিনী তরুণী-

গণের সহিত সংসর্গদোষের জন্য খ্যাত শিব নহি। ভ্রূভঙ্গ করিতে হয়তো শিবকে লক্ষ্য করিয়াই করুন, আমি উহা গ্রাহ্য করিনা। এইরূপ উপহাসপরায়ণ স্পর্দ্ধিত মহিষাকার অসুরকে যিনি মুখে কিছু না বলিয়া ক্রোধের সহিত নিহত করিয়াছেন, সেই অত্যন্ত কঠিনচরণধারিণী দেবী অম্বিকা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৭৬

অন্যোন্যাসঙ্গ গাঢ়ব্যতিকরদলিত ভ্রষ্টকাপালমালাং
স্বাং ভোঃ সংতজ্য শম্ভৌ খুরপুটদলিত প্রোল্লসদ্ধূলি পাণ্ডুঃ।
ভদ্রে ক্রীড়াভিমর্দো তব সবিধমহং কামতঃ প্রাপ্ত ঈশো-
ঽত্রৈবং সোৎপ্রাসমব্যান্ মহিষসুররিপুং নিঘ্নতী পার্বতী বঃ॥ ৭৭

অন্বয়—ভোঃ ভদ্রে (ভদ্রে) স্বাং (নিজের) অন্যোন্যাসঙ্গ গাঢ়ব্যতিকর দলিত ভ্রষ্ট কাপালমালাং (পরস্পর মিলিত হইয়া গাঢ় আলিঙ্গনজনিত মর্দনের ফলে নিষ্পিষ্ট স্খলিত নরকপালনির্মিত মালাটিকে) শম্ভৌ সন্তজ্য (শিবের উপরই ফেলিয়া রাখিয়া) খুরপুটদলিত প্রোল্লসদ্ধূলিপাণ্ডুঃ (খুরাঘাতে উত্থিত ধূলিধূসর হইয়া) ক্রীড়াভিমর্দো (ক্রীড়াচ্ছলে আলিঙ্গনরূপ মর্দন অথবা সংগ্রাম প্রার্থী) কামতঃ (কামার্ত্ত হইয়া অথবা স্বেচ্ছায়) তব সবিধং অত্র প্রাপ্তঃ (তোমার নিকটে এইস্থানে আগত) ঈশঃ (তোমার প্রভু বা দ্বিতীয় শিব) এবং (এইরূপ) সোৎপ্রাসং (উপহাসপরায়ণ) মহিষাসুররিপুং (মহিষাসুরকে) নিঘ্নতী (হনন-কারিণী পার্বতী (পার্বতী) বঃ (তোমাদিগকে) অব্যাৎ (রক্ষা করুন)। ৭৭

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ভো ভদ্রে, ইতি সম্বোধনং অন্যোন্যং পরস্পরং য আসঙ্গো মেলনং গাঢ়ব্যতিকরঃ আলিঙ্গণরূপঃ দৃঢ়সংসর্গশ্চ সংগ্রামো বা তেন পূর্বং দলিত পিষ্ট পশ্চাৎ ভ্রষ্টা স্খলিতা যা কপালেন নির্মিতা তদ্ বিকারভূতা মালা তাং স্বামপি পিষ্টয়ানয়া কিং প্রয়োজনমিতি মত্বা শম্ভৌ পরাজিতে ভূপতিতে চ ইত্যর্থঃ। সন্ত্যজ্য তদুপরি ক্ষিপ্ত্বা তথা খুরপুটেন দ্রুতধাবনযুক্তেন দৃঢ়েনচেত্যাশয়ঃ, দলিতা চুর্ণিতা প্রোল্লসন্তী চ উর্দ্ধোত্থানেন ভাসমানা যা ধুলিঃ তয়া পাণ্ডুঃ ধূসরঃ অত্র অস্মিন্ স্থানে ভো ভদ্রে, ক্রীড়য়া যোঽভিমর্দঃ আলিঙ্গনং যুদ্ধং বা তদর্থী ক্রীড়য়া

অতিমদমিচ্ছন্নিত্যর্থঃ, কামতঃ স্বেচ্ছয়া কামোদ্দীপনাদ্ বা তব সবিধং সমীপং প্রাপ্তঃ আগতঃ ঈশঃ প্রভুঃ শিবো বা। শিবো ময়া পরাজিতঃ ত্বয়া সাঙ্গমার্থী অহমত্র আগতঃ, প্রতিদ্বন্দিনোঃ যুধ্যমানয়োঃ কামিনোর্গজয়োঃ যথা করিণী বিজয়িনমেব পতিত্বেন বৃণোতি তথা ত্বমপি বিজয়িনং মামেব স্বীকুরু, ঈশমেব মাং মনুস্ব। অথবা যদি তথা ন করোষি যুদ্ধমেব দেহি, যতঃ তত্রাপি তবাহমীশঃ প্রভবিতুঃ সমর্থঃ এব। এবং সোৎপ্রাসম্ উপহাসপরায়ণং, মহিষস্বররিপুঃ, মহিষাসুরং, নিঘ্নতী হন্ত্রী, পার্বতী বঃ যুষ্মান্ অব্যাৎ রক্ষেৎ। ৭৭

শ্লোকার্থ—শিব ও আমি পরস্পর মিলিত হইয়া ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমার নিজের যে কপালমালাটি চূর্ণিত ও স্খলিত হইয়াছে, আমি তাহা পরাজিত ও ভূপতিত শিবের উপরই নিক্ষেপ করিয়া স্বেচ্ছায় অথবা কামার্ত্ত হইয়া তোমার সহিত ক্রীড়াচ্ছলে সংগ্রাম অথবা আলিঙ্গনপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। আমাকে তোমার প্রভু অথবা দ্বিতীয় শিব বলিয়াই মনে কর। এই প্রকার উপহাসকারী মহিষাসুরের নিধনকারিণী পার্বতী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৭৭

জ্বালাধারাকরালং ধ্বনিকৃতভয়ং যং প্রভেত্তুং ন শক্তং
চক্রং বিষ্ণোর্দৃঢ়াস্রি প্রতিবিহতরয়ং দৈত্যমালাবিনাশি।
ক্ষুন্নস্তস্যাস্থিসারো বিবুধরিপুপতেঃ পাদপাতেন যস্যাঃ
রুদ্রাণী পাতু সা বঃ প্রশমিতসকলোপপ্লবা নির্বিঘাতম্॥ ৭৮

অন্বয়—জ্বালাধারাকরালং (প্রান্তে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার দ্বারা ভীষণ) ধ্বনিকৃত ভয়ং (শব্দে ভয় উৎপাদনকারী) দৃঢ়াস্রি (দৃঢ়কোণ সমন্বিত) দৈত্যমালাবিনাশি (দৈত্যসমূহের বিনাশক) বিষ্ণোঃ চক্রং (বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র) প্রতিবিহতরয়ং (প্রতিবেগ হইয়া) যং প্রভেত্তুং (যাহাকে ভেদ করিতে বা বিদারণ করিতে) ন শক্তং (সমর্থ হয় নাই) যস্যাঃ (যাহার) পাদপাতেন (পাদপাতে) তস্য বিবুধরিপুপতেঃ (সেই অসুরাধিপতির) অস্থিসারঃ (অস্থির দৃঢ়াংশ) ক্ষুণ্ণ (চূর্ণ হইয়াছে) প্রশমিতসকলোপপ্লবা (সমস্ত উৎপাত দূর করিয়া) সা রুদ্রাণী (সেই রুদ্রাণী) নির্বিঘাতং (নির্বিঘ্নে) বঃ (তোমাদিগকে) পাতু

(রক্ষা করুন)। ৭৮

চণ্ডীপ্রভা টীকা—জ্বালাধারাকরালং জ্বালা বহ্নিশিখা তয়া যুক্তা যা ধারা প্রান্তঃ তয়া করালং ভীষণং ধ্বনিকৃত ভয়ং সবেগধাবন জনিতো যো ধ্বনিঃ তেন কৃতমুৎপাদিতং ভয়ং যেন তাদৃশং, দৃঢ়াস্রি দৃঢ়ঃ অস্রঃ কোণঃ তদ্‌যুক্তং, দৈত্যমালা-বিনাশি দৈত্যানাং মালা সমূহঃ তাং বিনাশয়িতুং শীলং যস্য স্বভাবাৎ দৈত্যনাশক মিত্যর্থঃ, বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনঃ, প্রতিবিহতরয়ঃ প্রতিহতবেগঃ, যম্ মহিষাসুর-মিত্যর্থঃ, প্রভেত্তুং বিদারয়িতুং ন শক্তং সমর্থমভূদিত্যর্থঃ যস্যাঃ পাদপাতেন পাদস্য পাতনং স্থাপনং তেনৈব, তস্য বিবুধরিপুপতেঃ বিবুধানাং দেবানাং রিপবঃ অসুরাঃ তেষাং পত্যুঃ—মহিষাসুরস্য, অস্থিসারঃ অস্থ্নাং স্থিরাংশঃ, ক্ষুণ্ণঃ চূর্ণীকৃতঃ প্রশমিতসকলোপপ্লবা প্রশমিতাঃ নিবারিতাঃ সকলাঃ সর্বে উপপ্লবাঃ উৎপাতাঃ যয়া সা উৎপাতান্ নিরস্যেত্যর্থঃ। সা রুদ্রাণী বঃ যুষ্মান্ নির্বিঘাতং বিঘ্নানাং অভাবো যথা স্যাৎ পাতু রক্ষতু। ৭৮

শ্লোকার্থ—বিষ্ণুর যে সুদর্শনচক্র স্বভাবতই দৈত্যবিনাশক, যাহা তীক্ষ্ণ কোণযুক্ত ও শব্দে ভয় উৎপাদনকারী এবং প্রান্তে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাদ্বারা ভীষণ সেই চক্রই প্রতিহত বেগে যাহাকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয় নাই, একমাত্র পাদপাতদ্বারা যিনি সেই অসুরাধিপতির দৃঢ় অস্থিসমূহ চূর্ণ করিয়াছিলেন, সর্ববিধ উপদ্রব প্রশমনপূর্বক সেই রুদ্রাণী নির্বিঘ্নে তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৭৮

গাঢ়াবষ্টম্ভপাদপ্রবলভরনমৎ পূর্বকায়োর্ধ্বভাগং
দৈত্যং সংজাতশিক্ষং জনমহিষমিব ন্যক্‌কৃতাগ্র্যাঙ্গভাগম্।
আরূঢ়া শূলপাণিঃ কৃতবিবুধভয়ং হন্তুকামং সগর্বং
দেয়াদ্বশ্চিন্তিতানি দ্রুতমহিষবধাবাপ্ততুষ্টির্ভবানী॥ ৭৯

অন্বয়—গাঢ়াবষ্টম্ভপাদপ্রবলভরনমৎ পূর্বকায়ঃ ঊর্ধ্বভাগং (দৃঢ়রূপে স্থাপিত পায়ের প্রবলচাপে যাহার শরীরের পূর্বভাগের অগ্রদেশ নত হইয়া পড়িয়াছে) ন্যক্‌কৃতাগ্র্যাঙ্গভাগং (শরীরের প্রধান অংশ অর্থাৎ মস্তক নিম্নাভিমুখী হইয়াছে) সংজাত শিক্ষং (শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থাৎ কেহ আরোহণ করিলে এইরূপে নুইয়া পড়িতে

হইবে বলিয়া শিক্ষিত) জনমহিষমিব (সাধারণ লৌকিক মহিষের ন্যায়) কৃতবিবুধভয়ং (দেবগণের শঙ্কা উৎপাদনকারী) সগর্বং (গর্বিত) হন্তুকামং (বধ করিতে অভিলাষী) দৈত্যং (দৈত্যকে অর্থাৎ তাহার পৃষ্ঠে) আরূঢ়া (আরূঢ়া) শূলপাণিঃ (শূলহস্তা) দ্রুতমহিষ বধাপ্ত তুষ্টিঃ (অতি শীঘ্র মহিষাসুরকে বধ করিয়া আনন্দিতা) ভবানী (ভবানী) বঃ (তোমাদের) চিন্তিতানি (অভীষ্ট সকল) দেয়াৎ (প্রদান করুন)। ৭৯

চণ্ডীপ্রভা টীকা—গাঢ়াবষ্টম্ভপাদপ্রবলভরনমৎ পূর্বকায়োর্ধ্বভাগং গাঢোঘোঽষ্টম্ভঃ বিন্যাসঃ তেন যুক্তস্য পাদস্য প্রবলভরেণ নমন্ পূর্বকায়স্য প্রাক্স্থিতপাদদ্বয়াস্থিতার্ধদেহস্য ঊর্ধ্বভাগং যস্য তাদৃশং তথা ন্যক্কৃতাগ্র্যাঙ্গভাগং ন্যক্কৃতোঽধঃকৃতঃ নমিতঃ অগ্র্যাঙ্গস্য প্রধানাঙ্গস্য শিরসঃ ইত্যর্থঃ ভাগঃ প্রদেশঃ যস্য অর্থাৎ নমিতমস্তকং সঞ্জাতশিক্ষং সঞ্জাতা প্রাপ্তা শিক্ষা যেন তং অর্থাৎ আরোহিণি কস্মিংশ্চিৎ এবমেব অঙ্গবিন্যাসঃ কর্তব্য ইতি শিক্ষিতং জনমহিষমিব জনঃ লোকঃ তস্য মহিষমিব লোকব্যবহৃতমহিষমিব, কৃতবিবুধভয়ং উতপাদিতং দেবানাং ভয়ং যেন তং, সগর্বং হন্তুকামং দেবান্ জিঘাংসন্তং মহিষাসুর মিত্যর্থঃ, আরূঢ়া শূলপাণিঃ শূলহস্তা দ্রুতমহিষবধাপ্ততুষ্টিঃ দ্রুততং তূর্ণমেব মহিষবধেন আপ্তা প্রাপ্তা তুষ্টির্যয়া সা ভবানী, বঃ যুষ্মাকং চিন্তিতানি অভীষ্টানি বস্তূনি, দেয়াৎ যচ্ছতু ইত্যাশীঃ। ৭৯

শ্লোকার্থ—দৃঢ়রূপে স্থাপিত শ্রীপদের গুরুভারে যাহার শরীরের সম্মুখস্থ অগ্রভাগ ও মস্তক অবনত হইয়া পড়িয়াছে, দেবগণের নিধনকামী ও ভীতিজনক সেই মহিষাসুরের উপর ঠিক যেন শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধারণ মহিষের উপর যে ভাবে আরোহণ করে, সেইরূপে শূলহস্তে আরোহণ করিয়া অতিশীঘ্র তাহার বিনাশ-পূর্বক যিনি তুষ্টিলাভ করিয়াছিলেন, সেই ভবানী তোমাদের বাঞ্ছিতফল প্রদান করুন। ৭৯

ব্রহ্মা যৌগেকতানো বিরহভবভয়াদ্ ধূর্জটিঃ স্ত্রীকৃতাত্মা
বক্ষঃ শৌরের্বিশালং প্রণয়কৃতপদা পদ্মবাসাধিশেতে।

যুদ্ধক্ষ্মামেবমেতে বিজহতু ধিগিমং যস্ত্যজত্যেষ শক্রো
দৃপ্তং দৈত্যেন্দ্রমেবং সুখয়তু সমদানিঘ্নতী পার্বতী বঃ॥ ৮০

অন্বয়—ব্রহ্মা যোগৈকতান্ (ব্রহ্মা একান্ত যোগপরায়ণ) বিরহভবভয়াদ (বিরহজনিত ভয়ে) ধূর্জটিঃ (শিব) স্বীকৃতাত্মা (পত্নীর সহিত একশরী পরিগ্রহ করিয়াছেন) শৌরেঃ (বিষ্ণুর) বিশালং বক্ষঃ (বিশাল বক্ষোদেশ প্রণয়কৃতপদা (প্রণয়বশে অধিকার করিয়া) পদ্মবাসা (পদ্মালয়া, লক্ষ্মী) অধিশেতে (শয়ন করিয়া আছেন) এবং এতে (এই প্রকারে ইঁহারা) যুদ্ধক্ষ্মাং (যুদ্ধভূমি বিজহতু (না হয় ত্যাগ করুন) যঃ এষঃ শক্রঃ (এই যে ইন্দ্র) ত্যজতি (যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করিতেছে) ইমং ধিক্ (ইহাকে ধিক্) এবং (এই প্রকার বলিয়া দৃপ্তং (অতি দর্পিত) দৈত্যেন্দ্রং (দৈত্যরাজকে) নিঘ্নতী (বধকারিণী) সমদ (মদগর্বিতা) পার্বতী (দেবী পার্বতী) বঃ (তোমাদিগকে) সুখয়তু (সুখ করুন)। ৮০

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ব্রহ্মা যোগৈকাতানঃ যোগে এব একতানঃ একাগ্রত যস্য তাদৃশঃ যোগৈকনিষ্ঠঃ, অতঃ যুদ্ধার্থগমনং ন চিন্তয়ত্যেব, বিরহভবভয়া বিরহাৎ ভবমুৎপন্নং যদ্ভয়ং তস্মাৎ মুহূর্তমপি পত্নীবিরহং অসহিষ্ণুঃ তদ্বিরহশঙ্কয় ধূর্জটিঃ শিবঃ স্বীকৃতাত্মা, স্বীকৃতোঽঙ্গীকৃতঃ গৃহীত ইত্যর্থঃ আত্মা শরীরং যে তাদৃশঃ গৌর্য্যা আত্মা শরীরং অঙ্গীকৃত্যতয়া-সহ একশরীরো জাতঃ যে ভার্য্যাধিকৃতশরীরত্বাৎ সোঽপি যুদ্ধায় গন্তুং ন সমর্থঃ, শৌরেঃ বিষ্ণোঃ বিশাল বক্ষঃ। প্রণয়কৃতপদা প্রণয়েন কৃতমধিকৃতং পদং স্থানং যয়া সা পদ্মবাসা পদ্মালয় লক্ষ্মীঃ—অধিশেতে বক্ষেদেশমাধিকৃত্য তত্রৈব শেতে অতো বক্ষোবিলম্বিনী ভার্য্যামাদায় সোঽপি রণভূমিং গন্তুং নার্হতি। এতে ব্রহ্মাদয়ঃ যুদ্ধক্ষ্মাং রণক্ষেত্র বিজহতু ত্যজন্তু, সমুচিতবাধকসত্ত্বাদিত্যর্থঃ, পরমেষঃ শক্রঃ ইন্দ্রোঽপি ত্যজতি অতঃ ইমং কারণাসত্ত্বেঽপি পলায়মানং ধিক্ এবং কথয়ন্তী দৃপ্তং অতিগর্বিত দৈত্যেন্দ্রং অসুররাজং মহিষাসুরং নিঘ্নতী হন্ত্রী সমদা মদগর্বিতা পার্বতী, ব যুষ্মান সুখয়তু যুষ্মাকং সুখং বিদধাতু। ৮০

শ্লোকার্থ—ব্রহ্মা যোগমগ্ন। শিব বিরহজনিত ভয়ে ভার্য্যা গৌরীর সহিত একাত্মতা স্বীকার করিয়াছেন। বিষ্ণুর বক্ষোদেশ প্রণয়বশে অধিকার করিয়া পদ্মালয়া লক্ষ্মী তথায় শায়িতা আছেন। অতএব ইঁহারা না হয় রণক্ষেত্র ত্যাগ করুন, কিন্তু এই ইন্দ্রও রণভূমি ত্যাগ করিতেছে, ইঁহাকে ধিক্। এইরূপ বাক্য কথনে অতিদর্পিত অসুররাজ মহিষাসুরের নিধনকারিণী মদগর্বিতা পার্বতী তোমাদের সুখ বিধান করুন। ৮০

এবং মুগ্ধে কিলাসীঃ করকমলরুচা মা মুহুঃ কেশপাশম্
সোঽন্যস্ত্রীণাং রতাদৌ কলহসমুচিতো যঃ প্রিয়ে দোষলব্ধে।
বৈদগ্ধ্যাদেবমন্তঃ কলুষিতবচনং দুষ্টদেবারিনাথং
দেবী বঃ পাতু পার্ষ্ণ্যা দৃঢ়তনুমসুভির্মোচয়ন্তী ভবানী॥ ৮১

অন্বয়—হে মুগ্ধে (হে মোহিনী) করকমলরুচা (করকমল দ্বারা) এবং (এইরূপ) কেশপাশম্ (কেশকলাপ) মুহুঃ (বারবার) কিল মা আসীঃ (ক্ষেপণ করিওনা) সঃ যঃ (যাহা) অন্যস্ত্রীণাং রতাদৌ (অন্য নারীর সহিত রতি প্রভৃতি ক্রীড়ায়) দোষলব্ধে প্রিয়ে (অপরাধী স্বামীর প্রতিই) কলহসমুচিতঃ (কলহেই উপযুক্ত) বৈদগ্ধ্যাৎ (রসিকতাবশে) এবং (এই প্রকার) অন্তঃ কলুষিত বচনং (কলুষতার ইঙ্গিতবহ উক্তিকারী) দৃঢ় তনুং (দৃঢ় শরীর) দুষ্ট দেবারিনাথং (দুষ্ট অসুরপতিকে) পার্ষ্ণ্যা (পায়ের গোড়ালিদ্বারা) অসুভিঃ মোচয়ন্তী (গতাসুকারিণী) দেবী ভবানী (দেবী ভবানী) বঃ (তোমাদের) পাতু (রক্ষা করুন)। ৮১

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে মুগ্ধে সদ্যোযৌবনে, করকমলরুচা করকমলমিব তস্য রুচা প্রভয়া এতেন করস্য কোমলত্বমরুণত্বঞ্চোৎপ্রেক্ষিতম্ এবং ইত্থং কেশপাশং কুন্তলকলাপং মুহুঃ বারংবারং মা কিল আসীঃ, মা ক্ষিপ যঃ সঃ কেশক্ষেপঃ অন্যস্ত্রীণাং অন্যনারীণাং তাভিঃ সহেত্যর্থঃ, রতাদৌ সম্ভোগাদিষু দোষলব্ধে প্রিয়ে অপরাধিনিকান্তে কলহসমুচিতঃ কলহার্থং যোগ্যঃ ক্রোধাৎ কেশাদিবিক্ষেপরূপঃ এবং সাবজ্ঞোব্যাপারঃ যাদ্রিতানাং নায়িকানাম্ এব শোভতে, কিং মাং

অন্যনারীসম্ভোগাপরাধিনং কান্তং মত্বা এবং করোষি ইতি গর্ভিতার্থঃ। বেদগ্ধ্যা বৈদগ্ধ্যাৎ এবং অন্তঃ কলুষিতবচনং অন্তঃ কলুষিতং মনসি যঃ কলুষভাবং তে অম্বিতং বচনং যস্য তং, দৃঢ়তনুং কঠোরকায়ং, দুষ্টদেবারিনাথং পামরমসুরাধি পতিং পার্ষ্ণ্যা অসুভিঃ প্রাণৈঃ মোচয়ন্তী গতাসুং কুর্বতী, দেবী ভবানী ব যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। ৮১

শ্লোকার্থ—ওহে মোহিনি, করকমলদ্বারা বারবার এমনভাবে কেশপা ক্ষেপণ করিওনা। অন্যস্ত্রীর সঙ্গে সম্ভোগাদি অপরাধে অপরাধী স্বামীর সহিং কলহকালেই ইহা খাটে। রসিকারূপে কলুষিত অন্তঃকরণে যে এইরূপ কটূক্তি করিয়াছিল, সেই দৃঢ়কায় দৈত্যপতিকে যিনি পায়ের গোড়ালি পেষণেই গতাসু করিয়াছিলেন, সেই ভবানী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৮১

বালোঽদ্যাপীশজন্মা সমরমুডুপভৃৎপাংশুলীলাবিলাসী
নাগাস্য শাতদন্তঃ স্বতনুকরমদাদ্বিহ্বলঃ সোঽপিশান্তঃ।
ধিগ্ যাসি কেতিদুষ্টং মুদিততনুমুদং দানবং সম্ফুরোক্তং
পায়াদ্বঃ শৈলপুত্রী মহিষতনুভৃতং নিঘ্নতী বামপার্ষ্ণ্যা॥ ৮২

অন্বয়—সমরং প্রতি (যুদ্ধে) অদ্যাপি (এখনও) ঈশজন্মা (কার্তিকেয়) বালঃ (বালকমাত্র) উডুপভৃৎ (চন্দ্রশেখর শিব) পাংশুলীলাবিলাসী (ভস্ম ও ধূলিক্রীড়ায় আসক্ত) স্বতনুকরমদাদ্ বিহ্বলঃ (স্ব শরীর জাত মদে বিহ্বল) শাতদন্তঃ (ছিন্নদন্ত) সোঽপি (সেই) নাগাস্য (গজবদন গণেশ) শান্তঃ (নিশ্চেষ্টঃ) ধিক্ ক যাসি (ধিক্, তুমি কোথায় যাইতেছ) ইতি (এই প্রকার) সম্ফুরোক্তং (স্পষ্টবাদী) মুদিততনুমুদং (রোমাঞ্চিত কলেবরে আনন্দবহনকারী) মহিষতনুভৃতং (মহিষাকার) দুষ্টং (দুষ্ট) দানবং (অসুরকে) বামপার্ষ্ণ্যা (বামপায়ের গোড়ালিদ্বারা) নিঘ্নতী (হননকারিণী) শৈলপুত্রী (গিরিজা) বঃ (তোমাদিগকে) পায়াৎ (রক্ষা করুন)। ৮২

চণ্ডীপ্রভা টীকা—সমরং প্রতি ইতি উহ্যং যুদ্ধব্যাপারে ইত্যর্থঃ ঈশজন্মা ঈশাৎ শঙ্করাৎ জন্ম যস্য সঃ কার্তিকেয়ঃ অদ্যাপি ইদানীমপি বালঃ শিশুরেব

ভবতু নাম দেবসেনাপতিঃ পরং সমরং ন জানাতি উড়ুপভৃৎ-উড়বো নক্ষত্রাণি, তাঃ পাতি ইতি উড়ুপশ্চন্দ্রঃ তং বিভর্ত্তি ইতি চন্দ্রশেখরঃ শিবঃ পাংশুলীলাবিলাসী পাংশুধূলি ভস্ম চ তস্মলীলা ক্রীড়া তয়া বিলসিতুং শীলং যস্য স ভস্মাদিভিঃ ক্রীড়াসক্তঃ, স্বতনুকরমদাদ্ স্বতনু স্বশরীরমেব যং করোতি উৎপাদয়তি স মদো দানবারি তস্মাৎ তং মদং পীত্বেত্যর্থঃ, গজবদনত্বাৎ তন্মুখমেব মদং বর্ষতি তেন মদেনৈব বিহ্বলঃ মত্তঃ, অপি চ শতদন্তঃ, শোধাতোঃ ক্ত-প্রত্যয়ে শাত ইতি পদং শাতঃ তীক্ষ্ণঃ অত্রতু ছিন্ন ইতি দন্তোযস্য, জামদগ্ন্যেন একস্য দন্তস্য ভঞ্জনাৎ, নাগাস্য নাগস্য গজস্যেব আস্যং যস্য স গজাননঃ শান্তঃ শমাবলম্বনেন নিশ্চেষ্টঃ, ক যাসি মাম্ অতিক্রম্য ইত্যর্থঃ, পলায়ন পরাং ত্বাং ধিক্, ইতি এবম্প্রকারং সস্ফুরোক্তং স্ফুরেণ স্পষ্টতয়া উক্তং কথিতং যস্য তং স্পষ্টবাদিনং, মুদিততনুমুদং মুদিতা রোমাঞ্চিতা যা তনুঃ তস্যাঃ মুৎ আনন্দো যস্য তং। দুষ্টং পামরং মহিষতনু-ভৃতং মহিষশরীরং দানবং মহিষাসুরমিত্যর্থঃ, বামপার্ষ্ণ্যা বামচরণস্য পার্ষ্ণিদেশেন, নিঘ্নতী নিহন্ত্রী, শৈলপুত্রী গিরিজা, বঃ যুষ্মান্, পায়াৎ রক্ষেৎ। ৮২

শ্লোকার্থ—যুদ্ধের ব্যাপারে কার্তিকেয় এখনও বালকমাত্র। চন্দ্রশেখর শিব তো ভস্ম ও ধূলিক্রীড়াতেই মগ্ন। গজাননের দন্ত ছিন্ন এবং স্বদেহ হইতে উদ্ভূতমদবারি পানে সে প্রমত্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে। আর পলায়ন করিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ, তোমাকে ধিক্! রোমাঞ্চিত শরীরে আনন্দবহন করিয়া যে মহিষশরীরধারী দুষ্ট দৈত্য এইরূপ স্পষ্টোক্তি করিয়াছিল, তাহাকে বামপদের পার্ষ্ণিদ্বারা হননকারিণী গিরিজা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৮২

মূর্ধ্নঃ শূলং মমৈতদ্‌বিফলমভিমুখং শংকরোৎখাতশূলং
সংগ্রামাদ্দূরমেতদ্ধতমরি হরিণা মন্মনঃ কর্ষতীব।
গর্বাদেবং ক্ষিপন্তং বিবুধজন বিভূন্দৈত্যসেনাধিনাথং
শর্বাণী পাতু যুষ্মান্‌পদভরদলনাৎপ্রাণতো দূরয়ন্তী॥ ৮৩

অন্বয়—অভিমুখং শঙ্করঃ উৎখাত শূলং বিমলং (আমার অভিমুখে শঙ্করের দ্বারা ক্ষিপ্ত শূল বিফল হইয়াছে) এতৎ মম মূর্ধ্নঃ শূলং (ইহা আমার শিরঃপীড়া

সদৃশ) হরিণা (বিষ্ণু কর্তৃক) সংগ্রামাৎ দূরমেব (রণক্ষেত্র হইতে দূরে) অরি (চক্র) ধৃতং (ধৃত হইয়াছে) এতৎ (ইহা) মন্মনঃ (আমার চিত্তকে) কর্ষতি ইব (যেন আকর্ষণ করিতেছে) এবং (এইরূপ) বিবুধজনবিভূন্ (দেবাধিপতিগণকে) গর্বাৎ (গর্ববশে) ক্ষিপন্তং (নিন্দাকারী) দৈত্যসেনাধিনাথং (দৈত্য সেনাপতিকে) পদভরদলনাৎ (পদমর্দনের দ্বারা) প্রাণতো দূরয়ন্তী (গতাসুকারিণী) শর্বাণী (দুর্গা) যুষ্মান্ পাতু (তোমাদিগকে রক্ষা করুন)। ৮৩

চণ্ডীপ্রভা টীকা—অভিমুখং মাং লক্ষ্যীকৃত্য আগচ্ছৎ, শংকরোৎখাতশূলং শিবেন নিক্ষিপ্তং শূলং বিফলং অকৃতকার্যাং এতৎ মম মূর্ধ্নঃ শূলং শিবঃ পীড়াজনকং মম মস্তকমনাসাদ্য এব তৎ বিফলং জাতমিতি দুঃখমিত্যর্থঃ, হরিণা সংগ্রামাৎ রণক্ষেত্রাৎ দূরমেব ভয়াৎ রণক্ষেত্রং পরিত্যজ্য দূরে স্থিত্বা অরি (অরাণি সন্তি অস্য ইতি) চক্রং ধৃতং এতদপি মন্মনং মম চিত্তং কর্ষতীব পলায়িতস্যাপি তস্য সমীপং স্বয়ং গত্বা যুদ্ধার্থম্ উৎসুকং মে চিত্তমিত্যর্থঃ এবং বিবুধজন বিভূন্ বিবুধজনানাং দেবগণানাং বিভূন্ প্রভুস্থানীয়ান্ হরিহরাদীন্, গর্বাৎ দর্পাৎ ক্ষিপন্তং মর্মন্তুদেন বচসা ভর্ৎসয়ন্তং, দৈত্যসেনাধিনাথং দৈত্যসেনাপতিং মহিষাসুরং পদভরদলনাৎ পদস্য যৎ ভরযুক্তং দলনং মর্দনং তদেবাবলম্ব্য প্রাণতো দূরয়ন্তী জীবনাৎ পৃথক্ কুর্বতী বিনাশয়ন্তীত্যর্থঃ, শর্বাণী যুষ্মান্, পাতু রক্ষতু। ৮৩

শ্লোকার্থ—আমাকে লক্ষ্য করিয়া শঙ্করকর্তৃক নিক্ষিপ্ত শূল বিফল হইয়াছে। ইহা আমার শিঃরপীড়া উৎপাদন করিয়াছে। রণভূমি হইতে দূরে আসিয়াই বিষ্ণু চক্র ধারণ করিয়াছেন। ইহা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। গর্বভরে হরিহর প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণের এইরূপ নিন্দাপরায়ণ দৈত্যসেনাপতিকে যিনি একমাত্র পদমর্দনদ্বারাই প্রাণহীন করিয়াছিলেন, সেই শর্বাণী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৮৩

ভ্রাম্যদ্ধামৌর্বদাহক্ষুভিতজলচরব্যস্তবীচীন্ সকম্পান্
কৃত্বৈবাশু প্রসন্নান্পুনরপিজলধীন্ মন্দরক্ষোভভাজঃ।

দর্পাদায়ান্তমেব শ্রুতিপুটপরুষং নাদমভ্যুদ্গিরন্তং
কন্যাদ্রেঃ পাতু যুষ্মাংশ্চরণভরনতং পিংষতী দৈত্যনাথম্ ॥ ৮৪

অন্বয়—প্রসন্নান্ অপি জলধীন্ (প্রসন্ন সলিল সমূহকে) পুনঃ (ফিরিয়া) ভ্রাম্যদ্ধামৌর্বদাহক্ষুভিতজলচরব্যস্তবীচীন্ (চারিদিকে প্রসারণশীল শিখাযুক্ত বাড়বানলের দাহে সন্ত্রস্ত জলচরসমূহদ্বারা বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ) সকম্পান্ (কম্পান্বিত) মন্দরক্ষোভভাজঃ (মন্দরজনিত ক্ষোভান্বিত) আশু (শীঘ্র) কৃত্বা (করিয়া) দর্পাৎ আয়ান্তং (সদর্পে আগমনকারী) শ্রুতিপুটপরুষং নাদং অভ্যুদ্ নিরন্তং (অত্যন্ত শ্রুতিকটু নিনাদ উচ্চারণকারী) চরণ ভরণতং (পাদভরে নত) দৈতানাথং (দৈত্যপতিকে) পিংষন্তী (পেষণকারিণী) অদ্রেঃ কন্যা (পার্বতী) যুষ্মান্ (তোমাদের) পাতু (রক্ষা করুন)। ৮৪

চণ্ডীপ্রভা টীকা—প্রসন্নান্ স্বচ্ছসলিলান্ অপি জলনিধীন্ সমুদ্রান্ ভ্রাম্যদ্ধামৌর্বদাহক্ষুভিত জলচরব্যস্তবীচীন্, ভ্রাম্যন্তি সমন্তাৎ প্রসরন্তি ধামানি তেজাংসি যস্য স ভ্রাম্যদ্ধামা, স চ ঔর্বঃ বাড়বানলশ্চ, ইতি কর্মধারয়ঃ, তস্য দাহঃ তেন ক্ষুভিতাঃ সন্ত্রস্তা যে জলচরাঃ তৈঃ ব্যস্তাঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাঃ বীচয়স্তরঙ্গাঃ যেষাং তান্, সকম্পান্। অতএব পুনরপি তান্ মন্দরক্ষোভভাজঃ মন্দরেণ জনিতঃ যঃ ক্ষোভঃ ব্যাকুলতা তং ভজতি ইতি তাদৃশান্ আশু তূর্ণমেব, কৃত্বা সম্পাদ্য দর্পাৎ বলগর্বাৎ হন্তুমায়ান্তং শ্রুতিপুটপুরুষং শ্রুতিপুটস্য কর্ণকুহরস্য পরুষং কর্কশং নিতরাং শ্রবণাসহং নাদং সিংহনাদমিত্যর্থং, অভ্যুদ্ নিরন্তং উচ্চারয়ন্তং চরণভরমাত্রেণৈব নতং চলিতুমশক্তং অবনতকায়ং দৈত্যনাথং মহিষাসুরং পিংষতী মর্দয়ন্তী, অদ্রেঃ পর্বতস্য হিমালয়স্যেত্যর্থঃ কন্যা পার্বতী, যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। ৮৪

শ্লোকার্থ—চারিদিকে শিখা প্রসারিত করিয়া ধাবমান বাড়বানলের দাহে জলচরগণ সংত্রস্ত হইয়া তরঙ্গমালাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতে জলরাশি প্রচণ্ডভাবে দুলিতেছে। বিশালসমুদ্রের প্রসন্নসলিলকে অবিলম্বে যেন তাহারা ঘিরিয়া মন্দরপর্বতদ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে এইরূপ ভাবাপন্ন করিয়া দর্পভরে

অত্যন্ত শ্রুতিকটু সিংহনাদ করিতে করিতে আগত দৈত্যপতিকে কেবল পাদপ্রহারে অবনত করিয়াই যিনি চূর্ণীকৃত করিয়াছেন, সেই পার্বতী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৮৪

মৈনামিন্দোঽভিনৈষীঃ শ্রিতপৃথুশিখরাং শৃঙ্গযুগ্মস্য পার্শ্বং
যুদ্ধক্ষ্মায়াং তনুং স্বাং রতিমদবিলসৎ স্ত্রীকটাক্ষক্ষমেয়ম্।
ভানো কিং বিক্ষিতেন ক্ষিতিমহিষতনৌ ত্বং হি সংন্যস্তপাদো
দর্পাদেবং হসন্তং ব্যসুমসুরমুমা কুর্বতী ত্রায়তাং বঃ॥ ৮৫

অন্বয়—হে ইন্দো (ওহে চন্দ্র) যুদ্ধক্ষ্মায়াং (রণভূমিতে) এনাং শ্রিত পৃথুশিখরাং স্বাং তনুং (উচ্চ পর্বতশিখরাশ্রয়ী তোমার এই নিজের শরীরটিকে শৃঙ্গযুগ্মস্য পার্শ্বং (আমার শৃঙ্গদ্বয়ের পার্শ্বে) মা অভিনৈষীঃ (আনিও না) ইয় (ইহা) রতিমদবিলসৎস্ত্রীকটাক্ষক্ষমা (রতিরঙ্গিনী রমণীগণেরই কটাক্ষের যোগ্য ভানো (ওহে সূর্য্য) বীক্ষিতেন কিং (আমার দিকে চাহিয়া কি হইবে?) ত্বং হি (তুমিও) ক্ষিতিমহিষতনৌ (পৃথিবীতে অতি সাধারণ যে মহিষ দেখা যায় তাহাদের শরীরে) সংন্যস্তপাদঃ (পাদপাত বা কিরণ বিক্ষেপ করিতে পার দর্পাৎ (গর্বভরে) হবং হসন্তং (এইরূপ উপহাসকারী) অসুরং (অসুরকে ব্যসুং কুর্বতী (যিনি গতপ্রাণ করিয়াছেন) উমা (সেই উমা) বঃ (তোমাদের ত্রায়তাম্ (ত্রাণ করুন)। ৮৫

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ভো ইন্দো চন্দ্র, যুদ্ধক্ষ্মায়াং রণভূমৌ, শ্রিতপৃথুশিখরা শ্রিতং পৃথু উচ্চৈঃ শিখরং পর্বতশৃঙ্গং যয়া তাং অত্যুচ্চপর্বতোপরিভাগে স্থিতাং এনাং স্বাং নিজাং তনুং শরীরং, শৃঙ্গযুগ্মস্য মম ইত্যর্থঃ পার্শ্বং সমীপং ম অভিনৈষী, মা আনয় নিষ্ক্রিয়ং গিরিশৃঙ্গমেব সমাশ্রয়, যুদ্ধোন্মদস্য মম শৃঙ্গদ্বয় গিরিশৃঙ্গংমত্বা তৎসমীপং মা এহি যতস্তথাকৃতে বিনাশস্তে অবশ্যম্ভাবী। ইয় তে তনুঃ, রতিমদবিলসৎস্ত্রী কটাক্ষক্ষমা এব রতিমদেন সম্ভোগরসেন বিলসন্ত্য বিলাসবত্যঃ যা স্ত্রিয়ঃ তাসাং কটাক্ষাণাং ক্ষমা যোগ্যা নতু যুদ্ধযোগ্যা সুকুমারত্ব দিত্যর্থঃ। ভানো ভো সূর্য্য, বীক্ষিতেন কি? ময়ি সকোপদৃষ্টিপাতেন অলম্

যতঃ ত্বং হি ক্ষিতিমহিষতনৌ এব সংন্যস্তপাদঃ পৃথিব্যাং তৃণাদিভক্ষণপরা যে াহিষা দৃশ্যন্তে তেষাং তনৌ শরীরে এব সংন্যস্তপাদঃ অর্পিতচরণঃ ক্ষিপ্তরশ্মির্বা —পার্থিব মহিষা এব তে কিরণ পাতেন সন্তপ্তা ভবন্তি নাহং দর্পাৎ বলগর্বাৎ এবং হসন্তং চন্দ্রং সূর্য্যং চ উপহসন্তং অসুরং ব্যসুং বিগতাঃ অসবঃ যস্য তথাবিধং াতপ্রাণং কুর্বতী সম্পাদয়িত্রী, উমা বঃ যুষ্মান্ ত্রায়তাম্ রক্ষতু। ৮৫

শ্লোকার্থ—ওহে চন্দ্র, তোমার যে শরীর উচ্চপর্বতশিখর আশ্রয় করিয়া মাছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহা আমার শৃঙ্গদ্বয়ের নিকট আনিওনা। তুমি কেবল াতিরঙ্গিণী রমণীগণেরই কটাক্ষযোগ্য। ওহে সূর্য্য, আমার দিকে সক্রোধ ষ্টিপাত করিয়া কি হইবে? পৃথিবীতে যে সকল সাধারণ মহিষ দেখা যায়, াহাদের শরীরেই তোমার কিরণ নিপতিত হয়। তাহারাই মাত্র তোমার ন্তাপে কাতর হয়। চন্দ্র ও সূর্য্যকে গর্বভরে এইরূপ উপহাসপরায়ণ মহাসুরকে যিনি সংহার করিয়াছিলেন, সেই উমাদেবী তোমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। ৮৫

সংগ্রামত্রস্তমেতং[১] ত্যজ নিজমহিষং লোকজীবেশ মৃত্যো
স্থাতুং শূলাগ্রভূমৌ গতভয়মজয়ং মত্তমেতং গৃহাণ।
দৈত্যে পাদেন যস্যাশ্ছলমহিষতনৌ শায়িতে দীর্ঘনিদ্রাং
ভাবোৎপত্তৌ জয়ৈবং হসতি পিতৃপতিং সাম্বিকা বঃ পুনাতু॥ ৮৬

অন্বয়—হে লোকজীবেশ মৃত্যো (ওহে কেবল সাধারণ লোকের জীবনের ঁপরই প্রভুত্বকারী যম) এতং (এই) সংগ্রামত্রস্তং (যুদ্ধভীত) নিজমহিষং নিজের মহিষকে) ত্যজ (ত্যাগ কর) শূলাগ্রভূমৌ স্থাতুং (শূলের অগ্রে অবস্থান রিতেও) গতভয়ং (নির্ভীক) অজয়ং (অপরাজেয়) মত্তং (মত্ত) এতং ইহাকে) গৃহাণ (গ্রহণ কর) যস্যাঃ পাদেন (যাঁহার চরণদ্বারা) ছলমহিষতনৌ কপটমহিষশরীরধারী) দীর্ঘনিদ্রাং শায়িতে (দীর্ঘনিদ্রায় শায়িত হইলে) ভাবোৎপত্তৌ (আনন্দিতচিত্তে) জয়া (সখি জয়া) এবং (এইরূপ) পিতৃপতিং যমকে) হসতি (উপহাস করে) সা অম্বিকা (সেই অম্বিকা) বঃ (তোমাদিগকে)

১ সংগ্রামাৎত্রস্তমেতং ইতি বা পাঠঃ

পুনাতু (পবিত্র করুন)। ৮৬

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ভোঃ লোকজীবেশ যঃ লোকানাং মর্ত্ত্যানাং জীবনানামে ঈষ্টে তেষামেব প্রভুঃ নতু মহিষাসুরসদৃশানাম্ মৃত্যো যম সংগ্রামত্রস্তং যুদ্ধভীত এতং নিজমহিষং বাহনরূপং ত্যজ মুঞ্চ। শূলাগ্রভূমৌ শক্রকরস্থিতশূলস্যা অগ্রভূমৌ সম্মুখে, স্থাতুং গতভয়ং নির্ভীকং মত্তং রণমদেনেত্যর্থঃ, অজয় অপরাজেঞ্চ এতং মহিষাসুর শরীর মিত্যর্থঃ গৃহাণ স্বীকুরু। যস্যাঃ পাদে ছলমহিষতনৌ কপটমহিষশরীরধারিণি মহিষাসুর দীর্ঘনিদ্রাং মৃত্যুমিত্যর্থঃ (অত্যন্ত সংযোগে দ্বিতীয়া) শায়িতে মৃত্যুং গমিতে ইত্যাশয়ঃ, ভাবোৎপত্তৌ হর্ষগর্বাদি জনিতো মানাবিকারঃ ভাবঃ তস্য উৎপত্তৌ সত্যাং জয়া পার্বতীসখী পিতৃপতি যমং এবমিত্থং হসতি উপহসতি সা অম্বিকা দুর্গা বঃ যুষ্মান্ পুনাতু পবিত্রী করোতু। ৮৬

শ্লোকার্থ—ওহে যম, তুমি কেবল সাধারণ মর্ত্ত্যলোকের জীবনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পার, মহিষাসুরের ন্যায় মহাসুরের জীবনের উপর নহে। যুদ্ধভীত তোমার বাহন মহিষকে ত্যাগ কর। তাহার পরিবর্ত্তে যে মহিষ শূলের সম্মুখে নির্ভয়ে আসিতে পারে, রণমদে মত্ত ও অপরাজেয় সেই অসুরের দেহকে গ্রহণ কর। যাঁহার পদদ্বারা কপটমহিষশরীর মহিষাসুর চিরনিদ্রায় শায়িত হইলে হৃষ্ট ও গর্বিতচিত্তে সখি জয়া যমকে এইরূপ উপহাস করিয়াছিল, সেই অম্বিকা তোমাদিগকে পবিত্র করুন। ৮৬

শ্রুত্বৈতৎকর্ম ভাবাদনিভৃতরভসং স্থাণুনাভ্যেত্য দূরা-
চ্ছ্লিষ্টা বাহুপ্রসারং শ্বসিতভরচলত্তারকা ধৃতহস্তা।
দৈত্যে গীর্বাণশত্রৌ ভুবনসুখমুষি প্রেষিতে প্রেতকাষ্ঠাং
গৌরী বোঽব্যান্মিলৎসুত্রিদিবিষু তমলং লজ্জয়া বারয়ন্তী॥ ৮৭

অন্বয়—ভুবনসুখমুষি (জগতের সুখ হরণকারী) গীর্বাণশত্রৌ (দেবারি দৈত্যে (দৈত্য) প্রেতকাষ্ঠাং (প্রেতলোক) প্রেষিতে (প্রেরিত হইলে) এতৎ কর্ম শ্রুত্বা (মহিষাসুর নিহত হইয়াছে শুনিয়া) মিলৎসু (মিলিত হইলেন)

ত্রিদিবেষু (দেবগণ) স্থাণুনা (শিবকর্তৃক) দূরাৎ (দূর হইতেই) বাহুপ্রসারং অভ্যেত্য (বাহু প্রসারণপূর্বক আগমন করিয়া) ভাবাৎ (ভাবাবেশে) অনিভৃতরভসং (সকলের সম্মুখে প্রবল আগ্রহের সহিত) শ্লিষ্টা (আলিঙ্গিতা) শ্বসিত ভরচলত্তারকা (দ্রুতশ্বাসের বেগে চঞ্চল তারকা) ধূতহস্তা (কম্পিতহস্তা) তং (তাঁহাকে) অলং (পর্য্যাপ্তরূপে) লজ্জয়া বারয়ন্তী (লজ্জায় বারণকারিণী) গৌরী (গৌরীদেবী) বঃ (তোমাদিগকে) অব্যাৎ (রক্ষা করুন)। ৮৭

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ভুবনসুখমুষি ভুবনং জগৎত্রয়ং তস্য সুখং মুষ্ণাতি ইতি ক্বিপ্ তস্মিন্ জগৎত্রয়স্য সুখাপহারকে গীর্বাণশত্রৌ দেবারৌ দৈত্যে মহিষাসুরে প্রেতকাষ্ঠাং প্রেতানাং কাষ্ঠা দিক্ তাং প্রেতসেবিতাদিশং যমালয়মিত্যর্থঃ প্রেষিতে প্রেরিতে সতি, এতৎকর্ম মহিষাসুরবধরূপমিত্যর্থঃ শ্রুত্বা মিলৎসু একস্মিন্ স্থানে সমাগতেষু ত্রিদিবিষু দেবেষু স্থাণুনা শিবেন দূরাদেব বাহুপ্রসারং বাহ্বোপ্রসারঃ যস্মিন্ কর্মণি তৎ ভুজৌ প্রসার্য্য ভাবাৎ বিশেষ প্রীতেরুল্লাসাৎ অনিভৃতরভসং নিভৃতং রহসি যথা ন স্যাৎ তথা রভসেন কৃত্বা যথা স্যাৎ তথা রভসোবেগহর্ষয়োঃ ইতি বিশ্বঃ, ঔৎসুকমিতিচ কলিঙ্গঃ শ্লিষ্টা আলিঙ্গিতা তেন সরভসালিঙ্গনেন শ্বসিতভরচলত্তারকা তাদৃশং নির্লজ্জচেষ্টং শিবমুদ্বীক্ষ্য সন্ত্রস্তত্বাৎ শ্বসিতস্য দ্রুতশ্বাসস্য যো ভরোবেগঃ তেন চলিতে চঞ্চলে তারকে নেত্রতারে যস্যা তাদৃশী অপিচ কিং করোষি কিং করোষি তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি বাদিনী ধূতহস্তা কম্পিতকরা হস্তৌ ধুনয়ন্তী ইত্যর্থঃ লজ্জয়া ব্রীড়য়া সর্বসমক্ষং শিবস্য তথাচরণাৎ তং শিবং অলং পর্য্যাপ্তং যথাসাধ্যমিত্যর্থঃ বারয়ন্তী নিষিদ্ধন্তী গৌরী বঃ যুষ্মান্ অব্যাৎ রক্ষোদিত্যাশংসা। ৮৭

শ্লোকার্থ—জগতের সুখাপহারক দেবশত্রু মহিষাসুর যমালয়ে প্রেরিত ও তাহা শ্রবণে দেবগণ একস্থানে মিলিত হইলে শিব দূর হইতেই বাহু বিস্তার-পূর্বক আসিয়া প্রচুর হর্ষ ও আবেগের সহিত সকলের সমক্ষে গৌরীকে আলিঙ্গন করিলেন। দ্রুতশ্বাসের বেগে গৌরীর চক্ষুর তারকাদ্বয় অতিশয় চঞ্চল হইয়া পড়িল এবং তিনি লজ্জায় কম্পিতহস্তে তাঁহাকে যথাসাধ্য বাধা

প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপ শিবপ্রিয়া গৌরীদেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৮৭

ভদ্রে স্থাণুস্তবাঙ্ঘ্রিঃ ক্ষতমহিষরণ ব্যাজকণ্ডূতিরেষ
ত্রৈলোক্য ক্ষেমদাতা ভবনভয়হরঃ শঙ্করোঽতো হরোঽপি।
দেবানাং নায়িকে ত্বদ্‌গুণকৃতবচনোঽতো মহাদেব এষ
কেলাবেবং স্মরারির্হসতি রিপুবধে যাং শিবা পাতু সা বঃ॥ ৮৮

অন্বয়—ভদ্রে (ভদ্রে) ক্ষতমহিষরণব্যাজকণ্ডুতি (যাহাতে মহিষাসুরের রণকণ্ডুতি নিবারিত হইয়াছে) এষ তব অঙ্ঘ্রিঃ (তোমার এই চরণই) স্থাণুঃ (শিব) ত্রৈলোক্যক্ষেমদাতা (ত্রিজগতের মঙ্গলদায়ক) অতঃ (এইজন) শঙ্করঃ (শংকর অর্থাৎ মঙ্গলদায়ক, আমি শংকর নহি) ভুবনভয়হরঃ (ভুবনের ভয়হারক) হরোঽপি (অতএব ইহাই হয় বা আমি হর নহি) অয়ি দেবানাং নায়িকে (অয়ি দেবগণের অধিনায়িকা) ত্বদ্‌গুণ কৃতবচনঃ (যদি মহৎ বলিয়া কিছু থাকে তাহা তোমারই গুণ—সেই মহত্ত্বের দ্বারাই অভিহিত) অতঃ (এইজন্য) এষ মহাদেব (ইহাই মহাদেব—আমি মহাদেব নহি) রিপুবধে (শত্রু নিহত হইলে) কেলৌ (ক্রীড়াপ্রসঙ্গে) যাং (যাঁহাকে) স্মরারিঃ (শিব) এবং হসতি (এইরূপ উপহাস করিয়াছেন) সা শিবা (সেই শিবা) বঃ (তোমাদের) পাতু (রক্ষা করুন)। ৮৮

চণ্ডীপ্রভা টীকা—কেলিপ্রসঙ্গে শিবঃ গৌর্য্যাঃ পাদং ধৃত্বা আত্মানং সর্বথা অপলপ্য তাং স্তুত্বা প্রসাদয়তি, বৃথৈব জনাঃ মাং স্থাণু শঙ্কর-হর-মহাদেবাদিনামভিঃ অভিদধতি, পরং তানি নামানি তব চরণদ্বয়মেব অর্হতি নাহং যতঃ ক্ষতমহিষব্যাজরণ কণ্ডূতিঃ মহিষস্য যদ্‌রণং তদ্‌ ব্যাজরণমেব প্রকৃত্যা তু কণ্ডুতিরেবক্ষতা দূরীকৃতা তাদৃশী মহিষব্যাজরণ কণ্ডূতির্যেন অয়ং তব অঙ্ঘ্রিঃ চরণ এব স্থাণুঃ বন্ধনকাষ্ঠরূপে স্থাণৌ যথা মহিষাঃ শরীর কণ্ডুতি-মপনোদয়ন্তি তথা তব চরণে মহিষাসুরস্য রণকণ্ডূতিনির্বৃত্তাঃ অয়মেব স্থাণুঃ বৃথৈব লোকাঃ মাং স্থাণুং কথয়ন্তি। শং মঙ্গলং করোতি ইতি শঙ্করঃ, এষ তে চরণঃ ত্রৈলোক্যক্ষেমদাতা জগৎত্রয়সামঙ্গলবিধায়কঃ, অত এষ এব শঙ্করঃ নাহম্।

এষ এব ভুবনভয়হরঃ অতো হরঽপি। হে দেবানাং নায়িকে দেবানাং পরিচালয়িত্রি—যত্তু কিঞ্চিৎ মহত্ত্বং নাম ত্বদ্‌গুণে ত্বদীয়শক্ত্যাবেব তৎ বর্ত্ততে, ত্বদ্‌গুণেন মহত্ত্বেন কৃতং বচনং যস্য এষ তবাঙ্ঘ্রিরেব স মহাদেবঃ অত্রৈব মহত্ত্বং দেবত্বঞ্চ—নাহং মহাদেবঃ, রিপুবধে শত্রৌ নিহতে সতি, কেলৌ ক্রীড়া-প্রসঙ্গে স্মরারিঃ শিবঃ যাং এবং হসতি নর্মনা ভাষতে, সা শিবা বঃ যুষ্মান্‌ পাতু রক্ষতু। ৮৮

শ্লোকার্থ—হে ভদ্রে, স্থাণু বা বন্ধনকাষ্ঠে মহিষসমূহ যেরূপ গাত্রকণ্ডূতি অপনয়ন করে, সেইরূপ তোমার এই চরণে মহিষাসুরের রণকণ্ডূতি নিবৃত্ত হইয়াছে। অতএব ইহাই যথার্থ স্থাণু। আমার স্থাণু নাম বৃথা। শংকর অর্থে মঙ্গলদায়ক। তোমার চরণই ত্রৈলোক্যের মঙ্গলদাতা। সুতরাং ইহাই শংকর, আমি শংকর নহি। ভুবনের ভয় হরণ করেন বলিয়া ইহাই হর, আমি হর নহি। মহত্ত্ব তোমারই গুণ, তাহার সহিত দেবত্ব যুক্ত হইলেই মহাদেব হয়। তোমার চরণই মহত্ত্ব ও দেবত্ব প্রযুক্ত মহাদেব। ওহে দেবগণের অধিনায়িকা, আমি মহাদেব নহি। ক্রীড়াচ্ছলে শিব যাঁহাকে এইরূপ সপ্রেম পরিহাস করিয়াছিলেন, সেই শিবা চণ্ডী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৮৮

খড়্গঃ কৃষ্ণস্য নূনং রহিতগুণগতির্নন্দকাখ্যাং প্রযাতঃ
শত্রোর্ভঙ্গেন বামস্তব মুদিতসুরো নন্দকস্ত্বেষ পাদঃ।
ভাবাদেবং জয়ায়াং নুতিকৃতিনিতরাং সংনিধৌ দেবতানাং
সব্রীড়া ভদ্রকালী হতরিপুরবতাদ্বীক্ষিতা শম্ভুনা বঃ॥ ৮৯

অন্বয়—কৃষ্ণস্য (কৃষ্ণের) রহিতগুণগতিঃ (গুণহীন) খড়্গঃ (অসি) নন্দকাখ্যাং প্রযাতঃ (নন্দক এই নাম লাভ করিয়াছে) শত্রোঃ ভঙ্গেন (শত্রুকে পরাজিত করিয়াছে বলিয়া) মুদিতসুরং (দেবগণের আনন্দদায়ক) এষ তব বামঃ পাদঃ (তোমার এই বাম বা মনোহর চরণ) নন্দকঃ (সত্যই আনন্দবিধায়ক বলিয়া নন্দক) দেবতানাং সন্নিধৌ (দেবগণের নিকট) ভাবাৎ (উল্লাসভরে) জয়ায়াং এবং নিতরাং নুতিকৃতি (জয়া এইরূপ স্তব করিলে) শম্ভুনা বীক্ষিতা

(শিব কর্তৃক দৃষ্টা) হতরিপুঃ (শত্রুনাশিনী) স ব্রীড়া (লজ্জিতা) ভদ্রকালী (ভদ্রকালী) বঃ (তোমাদিগকে) অব্যাৎ (রক্ষা করুন)। ৮৯

চণ্ডীপ্রভা টীকা—কৃষ্ণস্য রহিতগুণগতিঃ, গুণস্যগতিঃ প্রচারঃ রহিতা গুণগতির্যস্য তাদৃশঃ গুণহীন ইত্যর্থঃ অথবা গুণস্য মৌর্ব্যাঃ গত্যা এব শরশ্চলতি ন তু অসিঃ তেন খড়্গা রহিত গুণগতিরেব। তাদৃশঃ গুণহীনোঽপি কৃষ্ণস্য খড়্গঃ নন্দক ইতি আস্যাং অভিধাং প্রযাতঃ প্রাপ্তঃ পরন্তু শত্রোর্মহিষাসুরস্য ভঙ্গেন পরাজয়েন বিনাশেন বা, মুদিতসুরঃ মুদিতাঃ হৃষ্টাঃ সুরাঃ দেবাঃ যেন তাদৃশঃ তব এষ বামঃ সব্যোমনোহরো বা পাদঃ নন্দনবিধানাৎ নন্দকঃ এব। দেবানাং সন্নিধৌ সমীপে, ভাবাং হর্ষাতিরেষাৎ, জয়ায়াং ইতি ভাবে সপ্তমী এবং নিতরাং অত্যর্থং স্তুতিকৃতি স্তুতিং স্তুতিং করোতি ইতি নৌতেঃ ক্বিপি স্যাতিকৃৎ—তস্যাং জয়ায়ামিত্যস্য বিশেষণং জয়ায়ামেব স্তবত্যাং শম্ভুনা বীক্ষিতা সাভিলাষং দৃষ্টা হতরিপুঃ হতোরিপুর্যয়া সা শত্রুঘাতিনী সব্রীড়া সলজ্জা, ভদ্রকালী বঃ যুষ্মান্ অবতু রক্ষতু। ৮৯

শ্লোকার্থ—কৃষ্ণের খড়্গ গুণহীন। উহা গুণ বা জ্যাদ্বারা চালিত নহে, তথাপি তাহা নন্দক নামে খ্যাত। কিন্তু শত্রুকে পরাজিত করিয়াছে বলিয়া দেবগণের আনন্দবিধায়ক তোমার এই সুন্দর বামপদই প্রকৃত নন্দক। দেবগণের সমক্ষে অত্যন্ত উল্লাসভরে সখি জয়া এইরূপ সভক্তি স্তব করিলে শিব কর্তৃক দৃষ্টা শত্রুঘাতিনী ও লজ্জাশীলা ভদ্রকালী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৮৯

একেনৈবোদ্গমেন প্রবিলয়মসুরং প্রাপয়ামীতি পাদো
যস্যাঃ কান্ত্যা নখানাং হসতি সুররিপুং হন্তুমুদ্যন্সগর্বম্।
বিষ্ণোস্ত্রিঃ পাদপদ্মং বলিনিয়মবিধাবুদ্ধৃতং কৈতবেন
ক্ষিপ্রং সা বো রিপূণাং বিতরতু বিপদং পার্বতী ক্ষুণ্ণশত্রুঃ ॥ ৯০

অন্বয়—বলিনিয়মনবিধৌ (বলিকে বন্ধন করিবার ব্যাপারে) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) পাদপদ্মং (পাদপদ্ম) কৈতবেন (ছলনা করিয়া) ত্রিঃ (তিনবার) উদ্ধৃতং (উদ্ধৃত হইয়াছিল) একে নৈব (একবার মাত্র) উদ্গমেন (উঠাইয়াই)

অসুরং (অসুরকে, মহিষাসুরকে) প্রবিলয়ং প্রাপয়ামি ইতি (বিনষ্ট করিব মনে করিয়া) সুররিপুং (অসুরকে) সগর্বং (গর্বভরে) হন্তুম্ উদ্যম্ (নিহত করিতে উদ্যত) যস্যাঃ পাদঃ (যাহার চরণ) নখানাং কান্ত্যা হসতি (নখকান্তিতে হাস্যোজ্জল হইয়াছিল) ক্ষুণ্ণশক্রঃ (শত্রু নিধনকারিণী) সা পার্বতী (সেই পার্বতী) ক্ষিপ্রং (অতি শীঘ্র) বং (তোমাদের) রিপূণাং (শত্রুগণকে) বিপদং (বিপদ্) বিতরতু (প্রদান করুন) । ৯০

চণ্ডীপ্রভা টীকা—বলিনিয়মনবিধৌ বলেস্তদাখ্যস্য প্রসিদ্ধস্য দানবস্য নিয়মনং বন্দনেন সংযমনং স এব বিধির্ব্যাপারঃ তস্মিন্ বলিং সংযময়িতুমিত্যর্থঃ কৈতবেন ছলেন বিষ্ণোঃ পাদপদ্মং বামনবিগ্রহস্য বিষ্ণোঃ চরণকমলং ত্রিঃ ত্রীন্ বারান উদ্ধৃতং উত্থাপিতং অহং তু একেন উদ্‌গমেন মম পাদস্য সকৃদুত্থাপনেনৈব অসুরং মহিষাখ্যং প্রবিলয়ং প্রাপযামি নাশয়ামি ইত্যর্থঃ ইতি এবং উক্ত্বা মত্বা বা, সুররিপুং দেবারিং মহিষাসুরং হন্তুং নাশয়িতুং সগর্বং উদ্যন্ দর্পেন সহ উত্তিষ্ঠন্ যস্যাঃ পাদঃ নখানাং চন্দ্রপ্রভাণামিত্যর্থঃ কান্ত্যা দীপ্ত্যা হসতি হাসস্য শুভ্রতয়া প্রসিদ্ধিঃ অতঃ ভাস্বরতয়া দীপ্যতে ইত্যর্থঃ ক্ষুণ্ণশত্রুঃ ক্ষুণ্ণশ্চূর্ণীকৃতঃ শত্রুর্যয়া সা শত্রুঘাতিনী, পার্বতী ক্ষিপ্রং অবিলম্বেন, বঃ যুষ্মাকং রিপূণাং বিপদং অত্যাহিতং বিতরতু দদাতু। ৯০

শ্লোকার্থ—বলিকে বন্ধন করার জন্য বিষ্ণু ছলনা করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম তিনবার উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। আমি একবারই পা তুলিয়া মহিষাসুরকে নিহত করিব, ইহা ভাবিয়া দেবশত্রু মহিষাসুরকে নিধনার্থ গর্বের সহিত ঊর্ধ্বে উত্থাপিত যাঁহার পাদপদ্ম নখসমূহের কান্তিদ্বারা হাস্যযুক্ত ও অত্যুজ্জ্বল হইয়াছিল, শত্রুঘাতিনী সেই দেবী পার্বতী অচিরে ত্বদীয় শত্রুগণকে বিপদ্‌গ্রস্ত করুন। ৯০

খড়্‌গং খট্বাঙ্গযুক্তং যুবতিরপি বিভো তে শরীরার্ধলীনা
হাস্যং প্রাগেব লব্ধং সুরজনসমিতৌ দুষ্কৃতেন ত্বয়ৈবম্।
জাতা ভূয়োঽপি লজ্জা রণত ইয়মলং হাস্যতা শূলভর্ত্ত-
দর্পাদেবং হসন্তং ভবমসুরমুমা নিঘ্নতী ত্রায়তাং বঃ॥ ৯১

অন্বয়—হে শূলভর্ত্তঃ বিভো (হে শূলধারী প্রভু) তে (তোমার) খড়্গং খট্বাঙ্গযুক্তং (খট্বাঙ্গযুক্ত খড়্গ) শরীরার্ধলীনা যুবতিরপি (আবার যুবতিকর্তৃক অর্ধদেহ অধিকৃত) এবং দুষ্কৃতেন (এইরূপ অশোভন আচরণ দ্বারা) সুরজনসমিতৌ (দেবগণের মধ্যে) ত্বয়া প্রাগেব (তুমি পূর্বেই) হাস্যং লব্ধং (উপহাসের পাত্র হইয়াছ) ভূয়ঃ (পুনর্বার) রণতঃ (যুদ্ধে) ইয়ম্ অলং হাস্যতা জাতা (পলায়ন করার জন্য প্রচুর উপহাসের কারণ হইয়াছে) দর্পাৎ (দর্পভরে) ভবং (শিবকে) এবং হসন্তম্ অসুরং (এইরূপ উপহাসকারী অসুরকে) নিঘ্নতী (হনন কারিণী) উমা (উমা দেবী) বঃ (তোমাদিগকে) ত্রায়তাম্ (ত্রাণ করুন)। ৯১

চণ্ডীপ্রভা টীকা—হে শূলভর্ত্তঃ শূলস্য ভর্ত্তা ধারকঃ বিভো প্রভো (সম্বোধনে রূপদ্বয়ং), তে খড়্গং অসিঃ, খড়্গঃ খট্বাঙ্গযুক্ত ইতি পাঠ এব সাধীয়ান্—খড়্গশব্দস্য পুংস্ত্বাৎ, খট্বাঙ্গযুক্ত তন্নামকশস্ত্রান্বিতং শরীরার্ধলীনা অর্ধদেহমধিকৃত্যস্থিতা অর্ধনারীশ্বরত্বাৎ, যুবতিঃ যৌবনান্বিতা পার্বতীত্যর্থঃ, অতঃ এবং দুষ্কৃতেন অশোভনাচরণেন সুরজনসমিতৌ দেবানাং সমিতৌ সভায়াং, ত্বয়া প্রাগেব হাস্যং উপহাসঃ লব্ধং প্রাপ্তম্ যুবত্যালিঙ্গিতস্য খট্বাধিরোহণমেব শোভতে নতু খট্বাঙ্গাশ্রয় ইত্যর্থঃ, ভূয়ঃ রণতঃ যুদ্ধাৎ পলায়নত ইত্যাশয়ঃ, ইয়ং পলায়নরূপা লজ্জা হাস্যতা চ উপহাসযোগ্যতা, অলং পর্য্যাপ্ত্যা জাতা দর্পাৎ গর্বাৎ ভবং শিবং এবং হসন্তমুপহসন্তং অসুরং মহিষাসুরং, নিঘ্নতী বিনাশয়ন্তী, উমা বঃ যুষ্মান্ ত্রায়তাম, রক্ষতু। ৯১

শ্লোকার্থ—হে প্রভু শূলধারি, তুমি খড়্গের সহিত খট্বাঙ্গধারণ করিয়াছ। আর যুবতী গৌরী তোমার অর্দ্ধদেহ অধিকৃত করিয়াছে। এই অশোভন আচরণের জন্য পূর্বেই তুমি দেবগণের মধ্যে উপহাসাস্পদ হইয়াছ। যাহাকে যুবতি আলিঙ্গন করিয়া আছে, তাহার খট্বারোহণই শোভা পায়, খট্বাঙ্গধারণ নহে। আবার রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া তুমি প্রচুর উপহাসজনিত লজ্জা প্রাপ্ত হইয়াছ। যে মহাসুর দর্পভরে শিবকে এইরূপ উপহাস করিয়াছিল, তাহার বিনাশকারিণী উমাদেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৯১

স্থাণৌ কণ্ডূবিনোদো নুদতি দিনকৃতস্তেজসা তাপিতং নো
তোয়স্থানে ন চাপ্তং সুখমধিকতরং গাহনেনাঙ্গজাতম্।
শূন্যায়াং যুদ্ধভূমৌ বদতি হি ধিগিদং মাহিষং রূপমেকং
রুদ্রাণ্যারোপিতো বঃ সুখয়তু মহিষে প্রাণহৃৎপাদপদ্মঃ॥ ৯২

অন্বয়—স্থানৌ নুদতি (শিব অথবা বন্ধনস্তম্ভ ঘর্ষণ করিলে) কণ্ডূতিবিনোদ নো (কণ্ডূতি দূর হইয়া সুখলাভ হয়না) দিনকৃতস্তেজসা (সূর্য্যের উত্তাপদ্বারা) তাপিতং (উত্তপ্ত) অঙ্গজাতং (শরীর) তোয়স্থানে গাহনেন (জলাশয়ে অবগাহনদ্বারা) অধিকতরং সুখং ন চ আপ্তং (যে একটু বেশি পাইব তাহাও পাই নাই) মাহিষং একং রূপং (মহিষাকারধারী একজন অর্থাৎ মহিষাসুর) শূন্যায়াং যুদ্ধভূমৌ (দেবগণ পলায়ন করিলে জনরহিত যুদ্ধক্ষেত্র) ধিক্ ইদং (ছি ছি, ধিক্) বদতি (বলিতেছে) মহিষে (মহিষাসুরের উপর) রুদ্রাণ্যা আরোপিতঃ (রুদ্রাণী কর্তৃক স্থাপিত) প্রাণহৃৎপাদপদ্মঃ (প্রাণহরণকারী চরণকমল) বঃ (তোমাদিগকে) সুখয়তু (সুখী করুক)। ৯২

চণ্ডীপ্রভা টীকা—স্থাণৌ শিবে বন্ধনস্তম্ভেবা নুদতি প্রেরয়তি ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ ঘর্ষণং কুর্বতি, কণ্ডূতিবিনোদঃ কণ্ডূতেরবসানজনিতং সুখং নো ন ভবতি, মহিষস্য বন্ধনস্তম্ভে কাষ্ঠে শরীর ঘর্ষণেন কণ্ডূতিবিনোদঃ ভবতি অত্র তু স্থাণুঃ শিব এব তদ্ঘর্ষণং দত্তবান্ তেনাপি মে রণকণ্ডূতির্ন নিবৃত্তাঃ দিনকৃতঃ সূর্য্যস্য তেজসা উত্তাপেন তাপিতং অঙ্গজাতং শরীরং তোয়স্থানে জলাশয়ে গাহনেন স্নানেন, অধিকতরং সুখং চ ন আপ্তং প্রাপ্তং আতপতপ্তশরীরঃ মহিষঃ সলিলাবগাহনেন বিনোদং লভতে—ময়া তু মহিষাসুরেণ সূর্য্যেণ সহ যুদ্ধং কৃত্বা বরুণস্য পলায়নেন তদবগাহনসুখমপি লব্ধং যুদ্ধভূমৌ শূন্যায়াং দেবানাং পলায়নেনেত্যর্থঃ, একং মাহিষংরূপং মহিষাকৃতিঃ কশ্চিৎ—মহিষাসুরইত্যর্থঃ। ধিক্ ইদং—ইদং দেবানাং পলায়নং ধিক্ লজ্জাকরম্ ইতি যদা বদতি তদা তস্মিন্ মহিষে মহিষাসুরে রুদ্রাণ্যা দুর্গয়া—আরোপিতঃ স্থাপিতঃ, প্রাণহৃৎপাদপদ্মঃ প্রাণান্ হরতি ইতি প্রাণহৃৎ তাদৃশঃ পাদপদ্মঃ মহিষাসুরস্য প্রাণহারকচরণঃ

বঃ যুষ্মান্ সুখয়তু সুখিনঃ বিদধাতু। 'বাপুংসিপদ্মনলিনং' ইতি কোষগ্রন্থে পদ্মশব্দস্য পুংস্ত্বমপি দৃশ্যতে—পরং কবিভিস্তৎ নাদ্রিয়তে—অপ্রযুক্তনামায়ং দোষঃ। ৯২

শ্লোকার্থ—মহিষ বন্ধনকাষ্ঠের সহিত শরীর ঘর্ষণ করিয়া কণ্ডূতি বিনোদন করে ও সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইয়া জলে অবগাহন করে। ইহাই মহিষের স্বভাব। স্থাণু শব্দে গৌরীপতি শিব ও শুষ্ক কাষ্ঠস্তম্ভ উভয়ই বুঝায়।

স্থাণু (শিব অথবা স্তম্ভ) ঘর্ষণ করিলেও আমার কণ্ডূতি নিবৃত্তিনিমিত্ত যে সুখ জাত হয়, তাহা হয় নাই। সূর্য্যতাপে শরীর উত্তপ্ত হইলেও জলাশয়ে অবগাহনপূর্ব্বক যে অল্প সুখলাভ করিব, সে সুখও পাই নাই। কারণ শিব, সূর্য্য ও জলাধিপতি বরুণ সকলেই পলায়ন করিয়াছে। দেবগণ পলায়ন করিলে জলশূন্য রণক্ষেত্রে যখন মহিষরূপধারী একজন (মহিষাসুর) 'ধিক্ ধিক' বলিতেছে, তখন সেই মহিষের উপর রুদ্রাণীকর্তৃক যে প্রাণহরণকারী পাদপদ্ম স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে সুখী করুক। ৯২

পিংষঞ্শৈলেন্দ্রকল্পং মহিষমতিগুরুর্ভগ্ন গীর্বাণ গর্বং
শম্ভোর্জাতো লঘীয়াঞ্ছ্রমরহিতবপুর্দূরমভ্যাহ্যপাতঃ।
বামো দেবারিপৃষ্ঠে কনকগিরিসদাং ক্ষেমকারোঙ্ঘ্রি পদ্মো
যস্যা দুর্বার এবং বিবিধগুণগতিঃ সাবতাদম্বিকা বঃ॥ ৯৩

অন্বয়—যস্যা (যাঁহার) কনকগিরিসদাং ক্ষেমকারঃ (সুবর্ণগিরিসুমেরু নিবাসী দেবগণের পক্ষে মঙ্গলদায়ক) দেবারিপৃষ্ঠে বামঃ (অসুরের পৃষ্ঠে প্রতিকূল অর্থাৎ অমঙ্গলজনক) বিবিধগুণগতিঃ (বিবিধগুণপূর্ণ) দুর্বার (দুর্বার) অতিগুরু (অতিশয় গুরুভারযুক্ত) দূরমভ্যাহ্যপাতঃ (বহুদূর হইতে বেগে অগ্রসররূপে লক্ষিত) শ্রমরহিতবপুঃ (অথচ শ্রান্তিহীন) ভগ্নগীর্বাণগর্বং শৈলেন্দ্রকল্পং মহিষং পিংষন্ (দেবগণের গর্বহরণকারী গিরিরাজতুল্য অসুরকে পেষণকারী) অঙ্ঘ্রি-পদ্মঃ (চরণ কমল) শম্ভোঃ (শিবের পক্ষে) লঘীয়ান্ জাতঃ (ভারহীন হইয়াছিল) সা অম্বিকা (সেই অম্বিকা) বঃ (তোমাদিগকে) অবত্যাৎ (রক্ষা করুন)। ৯৩

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যস্যাঃ অম্বিকায়াঃ কনকগিরিসদাং কনকগিরিঃ সুমেরুঃ তস্যাং সীদন্তি বসন্তি যে তেষাং দেবানাং ক্ষেমকারঃ মঙ্গলদায়কঃ, পরং দেবারিপৃষ্ঠে, অসুরপৃষ্ঠে বামঃ প্রতিকূলঃ স্থিতঃ বিবিধগুণগতিঃ একতোমঙ্গলমন্যতোঽমঙ্গলং এবং বিবিধেষু গুণেষু গতির্যস্য তাদৃশঃ, দুর্বারঃ দুষ্প্রতিরোধ্যঃ অতিগুরুঃ দূরমভ্যূহ্যপাতঃ দূরং অভ্যূহং উহনীয়ং লক্ষণীয়ঃ পাতঃ পতনং যস্য তীব্রবেগেন দূরাদেব আগচ্ছন্ দৃষ্টঃ—গুরুত্বাৎ শ্রমেণ লঘুগতির্যুক্তা পরং বিবিধগুণগতিত্বাৎ তাদৃশোঽপি তীব্রগতিযুক্তঃ শ্রমরহিতবপুঃ শ্রান্তিহীনাঙ্গবা, ভগ্নগীর্বাণগর্বং ভগ্নশ্চূর্ণিতো গীর্বাণানাং দেবানাং গর্বো যেন তাদৃশং শৈলেন্দ্রকল্পং শৈলেন্দ্রাৎ হিমালয়াৎ ঈষদূনং মহিষং মহিষাসুরং পিংষন্ অঙ্ঘ্রিপদ্মঃ চরণকমলং শম্ভোঃ শিবস্য তদুরসি স্থাপিতোঽপি, লঘীয়ান্ প্রকর্ষেণ লঘুর্ভারহীনো জাতঃ, সা অম্বিকা বঃ যুষ্মান্ অবতাৎ রক্ষতু। ৯৩

শ্লোকার্থ—যাঁহার পাদপদ্ম সুমেরুবাসী দেবগণের পক্ষে মঙ্গলজনক হইলেও অসুরের পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইয়া অমঙ্গলদায়ক হয়, নানাবিধ বিরুদ্ধগুণযুক্ত (একের পক্ষে মঙ্গলদায়ক, অন্যের পক্ষে তদ্বিপরীত) ও দুষ্প্রতিরোধ্য, গুরুভারযুক্ত হইলেও মনে হয় যাহা শ্রান্তিহীন হইয়া বহুদূর হইতে বেগে আসিতেছে, দেবগণের গর্বচূর্ণকারী ও গিরিরাজ হিমালয় সদৃশ মহাসুর সংহারক এবং শিবের বক্ষে স্থাপিত হইলে যাহা লঘু বোধ হয়, সেই অম্বিকা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৯৩

মার্গং শীতাংশুভাজাং সরভসমলঘুং হন্তুমুত্থন্সুরারিং
নেত্রৈরুদ্ধৃত তারৈঃ সচকিতমমরৈরুন্মুখৈর্বীক্ষ্যমাণঃ।
যস্যা বামো মহীয়ান্মুদিতসুরমনাঃ প্রাণহৃৎপাদপদ্মঃ
প্রাপ্তস্তন্মূর্ধসীমাং সুখয়তু ভবতঃ সা ভবানী হতারিঃ॥ ৯৪

অন্বয়—অলঘুং সুরারিং (গুরুতর শরীর অসুরকে) হন্তুং (বিনাশ করিবার জন্য) সরভসং (তীব্রবেগের সহিত) শীতাংশুভাজাং মার্গং (নক্ষত্র লোকে) উদ্যান্ (উত্থিত) অমরৈঃ (দেবগণ কর্তৃক) উদ্ধৃততারৈঃ নেত্রৈঃ (চক্ষুর তারকা

ঊর্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া) সচকিতং বীক্ষ্যমাণঃ (সচকিত হইয়া দৃষ্ট) মুদিতসুরমন (দেবগণের চিত্তে আনন্দসঞ্চারকারী) তন্মূর্ধসীমাং প্রাপ্তঃ (সেই অসুরের মস্তক প্রান্তে প্রসারিত) যস্যাঃ (যাহার) মহীয়ান্ বামঃ প্রাণহৃৎপাদপদ্মঃ (অত্য মহিমান্বিতঃ ও সেই অসুরের প্রাণহরণকারী বামচরণকমল) হতারিঃ (শত্র নিধনকারিণী) সা ভবানী (সেই ভবানী) ভবতঃ (তোমাদের) সুখয় (সুখী করুন)। ৯৪

চণ্ডীপ্রভা টীকা—অলঘুং অতিগুরুকায়মপি, সুরারিং অসুরং হন্তুং সরভ বেগেন, শীতাংশুভাজাং শীতকিরণশালিনাং মার্গং পন্থানং, যদ্যপী শীতা শব্দেন চন্দ্র এব প্রসিদ্ধঃ তথাপি বহুবচানাদত শীতাংশুভাজঃ নক্ষত্রাণি এ তেষাং মার্গং অর্থাৎ যত্র নক্ষত্রাণি তিষ্ঠন্তি তৎস্থানং এতেন মহিষাসুর মস্তকমপি নক্ষত্রলোকং যাবদুত্থিতমিত্যবগম্যতে। উদ্যন্ উত্তিষ্ঠন্ স্থিত অমরৈশ্চ উদ্ধৃততারৈঃ উদ্ধৃতাঃ ঊর্ধক্ষিপ্তাঃ তারার্যেষাং তৈ নেত্রৈ, সচকি কিমেতদিতি সবিস্ময়ং বীক্ষমাণঃ দৃশ্যমানঃ অপিচ তন্মূর্ধসীমাং তস্য মহিষাসুর মূর্ধ্নঃ মস্তকস্য সীমামবধিং প্রাপ্তঃ গতঃ, অত্যুন্নত্বাৎ তচ্ছরীরস্য মস্তকং নক্ষত্রলো যাবদুত্থিতমিত্যবধেয়ম্, যস্যাং ভবান্যা ইত্যর্থঃ। ঈদৃশো মহীয়ান্ বি মহিমান্বিতঃ বামঃ সব্যঃ প্রাণহৃৎপাদপদ্মঃ প্রাণান্ মহিষাসুরস্য ইত্যর্থঃ হর যঃ তাদৃশঃ পাদপদ্মঃ (অত্রাণি অপ্রযুক্ততাদোষঃ) হতারিঃ হতশত্রুঃ সা ভবা ভবতঃ যুষ্মান্, সুখয়তু সুখিনো বিদধাতু। বামো মহীয়ান্ ইতি বিশেষণদ্ব পাদপদ্মস; স চ সমাগতঃ প্রাণহৃদিতি পদেনান্তরিতঃ, ইদমপি দোষাবহমেব।

শ্লোকার্থ—যাঁহার অতিশয় মহিমান্বিত বামপাদপদ্ম গুরুভার শরীরবি অসুরকে নিধনার্থ তীব্রবেগে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত উত্থিত হওয়ার ফলে দেব সবিস্ময়ে নেত্রতারকা ঊর্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দর্শন করিয়াছিলেন এবং যা দেবগণের চিত্তে আনন্দসঞ্চারপূর্বক সেই মহাসুরের মস্তকে সংলগ্ন হইয়া তাহ প্রাণ সংহার করিয়াছিল, সেই ভবানী তোমাদিগকে সুখী করুন। ৯৪

মূর্ধন্যাপাতভগ্নে মিষমহিষতনুঃ সন্ননিঃশব্দকণ্ঠঃ
শোণাব্জাতাম্রকান্তিপ্রততঘনবৃহন্মণ্ডলে পাদপদ্মে।
যস্যা লেভে সুরারির্মধুরসনিভৃতদ্বাদশার্ধাঙ্ঘ্রিলীলাং
শর্বাণী পাতু সা বস্ত্রিভুবনভয়হৃৎ স্বর্গিভিঃ স্তূয়মানা॥ ৯৫

অন্বয়—মূর্ধ্নি (মস্তক) আপাতভগ্নে (আঘাতের দ্বারা ভগ্ন হইলে) যস্যাঃ (যাঁহার) শোণাব্জাতাম্রকান্তিপ্রততঘনবৃহৎমণ্ডলে (রক্তপদ্মতুল্য কান্তিময় নিবিড় ও বিস্তীর্ণ) পাদপদ্মে (চরণকমলে) মিষমহিষতনুঃ (কপটমহিষাকৃতি) সুরারিঃ (অসুর) সন্ননিঃশব্দকণ্ঠ (অবসন্ন ও রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া) মধুরসনিভৃতদ্বাদশার্ধ আঙ্ঘ্রিলীলাং (মধুপানে নিশ্চল ভ্রমরের আচরণ) লেভে (লাভ করিয়াছিল) স্বর্গিভিঃ স্তূয়মানা (দেবগণ-বন্দিতা) ত্রিভুবনভয়হৃৎ (ত্রিভুবনের ভয়হারিণী) সা শর্বাণী (সেই দেবী দুর্গা) বঃ (তোমাদিগকে পাতু (রক্ষা করুন)। ৯৫

চণ্ডীপ্রভা টীকা—মূর্ধনি মস্তকে, আপাতভগ্নে আপাতেন পদন্যাসেন ভগ্নে সতি, যস্যাঃ শোনাব্জাতাম্রকান্তিপ্রততঘনবৃহন্মণ্ডলে, শোণাব্জং রক্তকমলং কোকনদমিত্যর্থঃ তস্য ইব আতাম্র আরক্তা কান্তিঃ প্রভা যস্য তাদৃশং তথা প্রততং বিস্তীর্ণং ঘনং নিবিড়ং বৃহচ্চ মণ্ডলং বৃত্তাকারঃ পার্ষ্ণিদেশঃ যস্য তচ্চ পরিপুষ্ট লোহিত পার্ষ্ণিসমন্বিতে ইত্যর্থঃ, পদ্মপক্ষে মণ্ডলম্ আবোগ ইত্যবধেয়ম্ পাদপদ্মে, মিষমহিষতনুঃ ছলগৃহীতমহিষবপুঃ সুরারিঃ অসুরঃ সন্ননিঃ শব্দকণ্ঠঃ পদপেষণেন অবসন্নঃ রুদ্ধবাক্ চ, মধুরসনিভৃত দ্বাদশার্ধাঙ্ঘ্রিলীলাং মধুরসেন মধু এব রসস্তস্য পানেন নিভৃতঃ নিশ্চল যো দ্বাদশার্ধাঙ্ঘ্রিঃ দ্বাদশার্ধং ষট্ অঙ্ঘ্রয়ঃ চরণাঃ যস্য ভ্রমর ইত্যর্থঃ তস্য লীলাম্রাচরণং, লেভে প্রাপ্তবান্ পদকমলে ভৃঙ্গবৎ নিশ্চল অবতস্থে ইত্যর্থঃ, স্বর্গিভির্দেবৈঃ স্তূয়মানা বন্দিতা, ত্রিভুবনভয়হৃৎ ত্রৈলোক্য ভয়হারিণী, সা শর্বাণী, বঃ যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। ৯৫

শ্লোকার্থ—পদাঘাতে মস্তক ভগ্ন হইলে যাঁহার রক্তকমল সদৃশ লোহিত বিস্তার্ণ ও পরিপুষ্ট পার্ষ্ণিযুক্ত পাদপদ্মে কপটমহিষশরীরধারী অসুর অবসন্ন ও রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মধুপানে মত্ত নিশ্চল ভ্রমরতুল্য আচরণ করিয়াছিল, ত্রৈলোক্যের

ভয়হারিণী অমরগণবন্দিতা সেই শর্বাণী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৯৫

পাদোৎক্ষেপাদ্ ব্রজদ্ভির্নখকিরণশতৈর্ভূষিতশ্চন্দ্রগৌরৈ-

র্মূর্ধাগ্রে চাপতদ্ভিশ্চরণতল গতৈরংশুভিঃ শোণশোভঃ।

সংন্যস্তালীনরত্নপ্রবিরচিতকরৈশ্চর্চিতঃ ক্ষিপ্তকায়ৈ-

র্যস্যা দেবৈঃ প্রনীতো হবিরিব মহিষঃ সাবতাদম্বিকা বঃ॥ ৯৬

অন্বয়—ক্ষিপ্তকায়ৈঃ দেবৈঃ (সমগ্র শরীর ক্ষেপণ অর্থাৎ দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া দেবগণ কর্তৃক) যস্যাঃ (যাঁহার সম্বন্ধে বা যাঁহার নিকট) পাদোৎক্ষেপাৎ (পদক্ষেপণ বশতঃ) ব্রজদ্ভিঃ (সর্বত্র প্রসারিত) চন্দ্রগৌরৈঃ (চন্দ্রতুল্য শুভ্র) নখকিরণশতৈঃ (নখের কিরণ মালায়) ভূষিতঃ (ভূষিত) মূর্ধাগ্রে (মস্তকের অগ্রভাগে) আপতদ্ভিঃ (নিপতিত) চরণতলগতৈঃ অংশুভিঃ (পদতল হইতে নির্গত কিরণ মণ্ডল দ্বারা) শোণশোভঃ (রক্তবর্ণ) সংন্যস্তালীনরত্ন প্রবিরচিতকরৈঃ (অঙ্গুরীয়ক ও কিরীটাদিতে নিহিত রত্নসমূহ হইতে নির্গত কিরণদ্বারা) চর্চিতঃ (লিপ্ত) মহিষঃ (মহিষাসুর) হবিরিব (হবির ন্যায়) প্রণীত (দত্ত হইয়াছিল) সা অম্বিকা (সেই অম্বিকা) বঃ (তোমাদিগকে) অবতাৎ (রক্ষা করুন)। ৯৬

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ক্ষিপ্তকায়ৈঃ দণ্ডবদ্‌ভূমৌ সর্বশরীরং নিক্ষিপ্য প্রণতৈঃ দেবৈঃ যস্যাঃ অম্বিকায়া সম্বন্ধে যস্যৈ ইত্যর্থঃ পাদোৎক্ষেপাৎ পদতাড়নেন ব্রজদ্ভিঃ সর্বত্রগতৈঃ চন্দ্রগৌরৈঃ চন্দ্র ইব গৌরৈঃ অতিশুভ্রৈঃ নখকিরণশতৈঃ নখানাং কিরণরাজিভিঃ, ভূষিতঃ তথা মূর্ধাগ্রে মস্তকস্যাগ্রভাগে, আপতদ্ভিঃ নিপতনশীলৈঃ চরণতলগতৈঃ চরণতলাৎ নির্গতৈঃ অংশুভিঃ কিরণৈঃ শোণ শোভঃ শোণা রক্তা শোভা যস্য লোহিতবর্ণ ইত্যর্থঃ অপিচ হবির্দানেন যজমানানাং দেবানাং অঙ্গুরীয়ককিরীটাদিষু সংন্যস্তানি নিবেশিতানি তথা লীনানি তত্র তত্র দৃঢ়সংবদ্ধানি চ যানি রত্নানি তৈঃ প্রবিরচিতাঃ কৃতাঃ ক্ষিপ্তাঃ যে করাঃ কিরণাস্তৈঃ, চর্চিতঃ লিপ্তঃ মহিষঃ মহিষাসুরস্য শরীর মিত্যর্থঃ, হবিরিব মাংসবলিরিব, প্রণীতঃ দত্তঃ, সা অম্বিকা বঃ যুষ্মান্ অবতাৎ রক্ষতু।

মাংসবলিরপি যত্র বসাসংসৃষ্ট তত্র শ্বেতঃ অন্যত্র রক্তযোগাল্লোহিত এব ভবতি। ৯৬

শ্লোকার্থ—দেবগণ ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতঃ হইয়া চণ্ডিকার পদতাড়নাহেতু সর্বত্র প্রসারিত চন্দ্রসদৃশ শুভ্র নখের কিরণমালায় শোভিত শ্বেতবর্ণ, মস্তকের সম্মুখভাগে নিপতিত চরণতল হইতে নির্গত কিরণ সমূহ দ্বারা লোহিতবর্ণ এবং যজমান দেবগণের অঙ্গুরীয়ক ও কিরীট প্রভৃতি অলংকারে দৃঢ়সংলগ্ন রত্নপ্রভায় উজ্জ্বল মহিষাসুরের দেহ যাঁহাকে মাংসবলিরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অম্বিকা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৯৬

ক্বায়ং তীক্ষ্ণাগ্রধারাশতনিশিতবপুর্বজ্ররূপঃ সুরারিঃ

পাদশ্চায়ং সরোজদ্যুতিরনতিগুরুর্যোষিতঃ ক্বেতি দেব্যাঃ।

ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্তুতো যঃ সুররিপুমথনে বিস্ময়াবদ্ধচিত্তৈঃ

পার্বত্যাঃ সোঽবতাদ্ বস্ত্রিভুবনগুরুভিঃ সাদরং বন্দ্যমানঃ॥ ৯৭

অন্বয়—অয়ং (এই) তীক্ষ্ণাগ্রধারাশতনিশিতবপুর্বজ্ররূপঃ (শত শত তীক্ষ্ণধারা দ্বারা শাণিত শরীর বজ্রতুল্য) সুরারিঃ (অসুর) ক্ব (কোথায়) যোষিতঃ দেব্যাঃ (রমণীরূপিণী দেবীর) সরোজদ্যুতিঃ (পদ্মতুল্য কান্তিযুক্ত) অনতিগুরুঃ (লঘুভার) অয়ং পাদশ্চ (এই পদই বা) ক্ব (কোথায়) সুররিপুমথনে (অসুর বিনাশ প্রসঙ্গে) বিস্ময়াবদ্ধচিত্তৈঃ (বিস্ময়ান্বিতচিত্ত) ত্রিভুবনগুরুভি (ত্রিভুবনের গুরু ব্রহ্মাদি কর্তৃক) যঃ (যাহা) ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্তুতঃ সাদরং বন্দ্যমানঃ (ইহা ভাবিয়া ভাবিয়া সমাদরের সহিত স্তুতি সহকারে বন্দিত) পার্বত্যাঃ (পার্বতীর) সঃ (সেই পদ) বঃ (তোমাদিগকে) অবতাৎ (রক্ষা করুক)। ৯৭

চণ্ডীপ্রভা টীকা—অয়ং তীক্ষ্ণধারাশতনিশিতবপুর্বজ্ররূপঃ তীক্ষ্ণং যৎ ধারাণাং অশ্রিবদুন্নত পেশীনাং শতং তেন নিশিতং শাণিতং যথা স্যাৎ তাদৃশং বপুর্যস্য অতএব বজ্ররূপং বজ্রতুল্যঞ্চ যথাহি বজ্র বহুকোণযুক্তং তীক্ষ্ণং কঠিনঞ্চ অস্য শরীরমপি কোণবদুন্নতবহুপেশীযুক্তং কঠিনঞ্চ ইত্যাশয়ঃ, সুরারিঃ দৈত্যঃ

ক, যোষিতঃ দেব্যাঃ রমণ্যাঃ অস্যা দেব্যাঃ সরোজদ্যুতিঃ পদ্মপ্রভঃ অনতিগুরু লঘুশ্চ অয়ং পাদশ্চ ক? দ্বয়োর্মহদন্তরমিত্যাশয়ঃ। সুররিপুমথনে—অসুরস বিনাশপ্রসঙ্গে, বিস্ময়াবদ্ধচিত্তৈঃ বিস্মিতান্তঃকরণৈঃ, ত্রিভুবন গুরুভিঃ ব্রহ্মাদিভি যঃ পদঃ ইত্থং ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্তুতঃ বারং বারং ধ্যাত্বা স্তুতঃ সাদরং বন্দ্যমানশ পার্বত্যাঃ সঃ পদঃ বঃ যুষ্মান্ অবতাৎ রক্ষতু। ৯৭

শ্লোকার্থ—শত শত কঠিন ও উন্নত মাংসপেশীসমূহদ্বারা শাণিত এব বজ্রতুল্য শরীরধারী অসুরই বা কোথায়? আর রমণীরূপিণী চণ্ডিকার পদ্মব প্রভাযুক্ত ও কোমল ও লঘু পদই বা কোথায়? ত্রিভুবনের গুরু ব্রহ্মাদি দেবতা বিস্মিতচিত্তে ইহা ভাবিয়া ভাবিয়া সমাদরের সহিত স্তুতিদ্বারা যাহ বন্দনা করিয়াছিলেন, পার্বতীর সেই শ্রীপদ তোমাদিগকে রক্ষা করুক। ৯৭

বজ্রিত্বং বজ্রপাণের্দিতিতনয়ভিদশ্চক্রিণশ্চক্রকৃত্যং
শূলিত্বং শূলভর্ত্তুঃ সুরকটকবিভোঃ শক্তিতা ষন্মুখস্য।
যস্যাঃ পাদেন সর্বংকৃতমমররিপোর্বাধয়ৈতৎ সুরাণাং
রুদ্রাণী পাতু সা বো দনুবিফলযুধাং স্বর্গিণাং ক্ষেমকারী॥ ৯৮

অন্বয়—বজ্রপাণেঃ (বজ্রধারী ইন্দ্রের) বজ্রিত্বং (বজ্রধারিত্ব) দিতিতনয়ভিদ (দৈত্যগণকে বিদারণকারী) চক্রিণঃ (বিষ্ণুর) চক্রকৃত্যং (চক্রের কার্য্য শূলভর্ত্তুঃ (শূলপাণির) শূলিত্বং (শূলধারণের কার্য্য) সুরকটকবিভো (দেবসেনাপতি) ষন্মুখস্য (কার্তিকেয়ের) শক্তিতা (শক্তিধারণের কার্য্য অমররিপোর্বাধয়া (অসুরকে বাধাদান প্রসঙ্গে) সুরাণাং (দেবগণের) এতৎ সর্ব (এই সকল কার্য্যই) যস্যাঃ পাদেন কৃতং (যাঁহার একমাত্র চরণই করিয়াছে দনুবিফলযুধাং (দানবগণের সহিত যুদ্ধে অকৃতকার্য্য) স্বর্গিণাং (স্বর্গবাসী দেবগণের) ক্ষেমকারী (মঙ্গলদায়িনী) সা রুদ্রাণী (সেই দেবী রুদ্রাণী) ব (তোমাদিগকে রক্ষা করুন)। ৯৮

চণ্ডীপ্রভা টীকা—বজ্রপাণেঃ ইন্দ্রস্য বজ্রিত্বং বজ্রধারণোচিতং কার্য্য দিতিতনয়ভিদঃ দিতিতনয়ান্ দৈত্যান্ ভিন্নতি বিদারয়তি যস্তস্য চক্রিণে

ষ্ণোঃ চক্রকৃত্যং চক্রকার্য্যং শূলভর্ত্তুঃ শূলভৃতঃ শিবস্য, শূলিত্বং শূলধারণোচিতং
ার্য্যং সুরাণাং কটকঃ সেনা তস্য বিভুঃ পতিস্তস্য দেবসেনাপতেঃ ষন্মুখস্য
ডাননস্য শক্তিতা শক্তিধারণোচিতং কার্য্যঞ্চ অমররিপোঃ অসুরস্য বাধয়
িতিইতি—প্রসঙ্গেন, যস্যাঃ পাদেন সুরাণাং এতৎ সর্বং কার্যং কৃতং বজ্রাদীনাং
র্বেষাং শস্ত্রাণাং কার্যাং পাদক্রমেণ সম্পাদিতং দনুবিফলযুধাং দনুষু দানবেষু
ত্যর্থঃ বিফলা যুধ্ যুদ্ধং যেষাং দানবৈঃ সহ সংগ্রামে অকৃতার্থানাং স্বর্গিণাং
দবানাং ক্ষেমকারী, ক্ষেমং মঙ্গলং করোতি ইতি কর্মণ্যন্ ক্ষেমকারঃ ততঃ
্ত্রয়াং ক্ষেমকারী, মঙ্গলদায়িনী সা পার্বতী বঃ যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। ৯৮

শ্লোকার্থ—যাঁহার একমাত্র পদ ইন্দ্রের বজ্রকে, দৈত্যগণের বিদারণকারী
িষ্ণুচক্রকে, শূলপাণির শূলকে এবং দেবসেনাপতি ষড়াননের শক্তিকে বলদান
রিয়াছে, অসুরকে বাধাদান করিতে যাহা দেবগণের উল্লিখিত কার্যসমূহ
ম্পাদন করিয়াছে, দানবগণের সহিত যুদ্ধে অকৃতকার্যা সেই দেববৃন্দের মঙ্গল-
ায়িনী পার্বতী তোমাদিগকে পালন করুন। ৯৮

পঙ্গুর্নেতা হরীণামসমহরিযুতঃ স্যন্দনশ্চৈকচক্রো
ভানোঃ সামগ্র্যপেতঃ কৃত ইতি বিধিনা ত্যক্তবৈরঃ পতঙ্গে।
দর্পাদ্ভ্রাম্যন্রণক্ষ্মাং প্রতিভটসমরাশ্লেষলুব্ধঃ সুরারি-
র্যস্যাঃ পাদেন নীতঃ পিতৃপতিসদনং সাবতাদম্বিকা বঃ॥ ৯৯

অন্বয়—ভানোঃ স্যন্দনঃ (সূর্যের রথ) বিধিনা (বিধাতাকর্তৃক)
ামগ্র্যপেতঃ (সমগ্রতশূন্য অর্থাৎ অসম্পূর্ণ) কৃতঃ (করা হইয়াছে) নেতা
ঙ্গুঃ (সারথি পঙ্গু) অসমহরিযুত (বিষমসংখ্যক সপ্তাশ্বযুক্ত) একচক্রঃ
একচক্র বিশিষ্ট) ইতি (ইহা মনে করিয়া) পতঙ্গে (সূর্য সম্বন্ধে) ত্যক্তবৈরঃ
শত্রুতাশূন্য) প্রতিভটসমরাশ্লেষলুব্ধঃ (যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধার সহিত
িলিত হইতে ইচ্ছুক) সুরারিঃ (অসুর) দর্পাৎ (দর্পভরে) রণক্ষ্মাং ভ্রাম্যন্
রণক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে) যস্যাঃ পাদেন (যাঁহার পদদ্বারা) পিতৃ-
দনং নীতঃ (যমালয়ে প্রেরিত হইয়াছে) সা অম্বিকা (সেই অম্বিকা) বঃ

(তোমাদিগকে) অবতাৎ (রক্ষা করুন)। ৯৯

চণ্ডীপ্রভা টীকা—ভানোঃ সূর্যস্য স্যন্দনঃ রথঃ বিধিনা বিধাত্রা সামগ্র্যপেত সামগ্র্যাঃ অপেতঃ ভ্রষ্টঃ কৃতঃ অসম্পূর্ণ এব বিহিতঃ, যতঃ অস্য নেতা সারথি অরুণঃ পঙ্গুঃ পদহীনত্বাদিত্যর্থঃ, অপিচায়ং অসমহরিযুতঃ অসমাঃ সপ্তসংখ্যকত্বা হরয়ঃ অশ্বাঃ যস্য তাদৃশঃ, একচক্রশ্চ অতএব কৃপয়া পতঙ্গে সূর্যে, পতঙ্গে পক্ষিসূর্য্যয়োঃ ইত্যমরঃ, ত্যক্তবৈরঃ ত্যক্তং বৈরং যেন তাদৃশঃ সুরারিঃ মহিষাসুর ইত্যর্থঃ প্রতিভটসময়াশ্লেষলুব্ধঃ প্রতিদ্বন্দ্বী চটঃ যোদ্ধা তেন সহ আশ্লেষঃ সমাগম তস্মিন্ লুব্ধঃ সন্ দর্পাৎ ন মে প্রতিযোদ্ধাস্তি ইতি গর্বাৎ, রণক্ষ্মাং রণভূমি ভ্রাম্যন্ তদ্ অবস্থ এব যস্যাঃ পাদেন পিতৃপতিঃ যমঃ তস্য সদনং যমালয়ং নীত প্রেরিতঃ, সা অম্বিকা বঃ যুষ্মান্ অবতাৎ রক্ষতু। ৯৯

শ্লোকার্থ—বিধাতা সূর্য্যের রথকে অসম্পূর্ণ করিয়াছেন। যেহেতু ইহা সারথি পঙ্গু, বাহন অশ্বও বিষমসংখ্যক (সাত) এবং রথচক্রও একটিমাত্র সেই হেতু কৃপাবশে সূর্য্যের প্রতি বৈরীভাব ত্যাগান্তে প্রতিদ্বন্দ্বী যোগ্য যোদ্ধা সহিত সংগ্রামলোভে দর্পভরে রণক্ষেত্রে ভ্রমণরত অসুরকে যাঁহার চরণ যমাল প্রেরণ করিয়াছে, সেই অম্বিকা তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৯৯

যুক্তং তাবদ্ গজানাং প্রতিদিশময়নং যুদ্ধভূমের্দিগীশাং
হীয়েতাশাগজত্বং সুভটরণকৃতাং কর্মণা দারুণেন।
যত্ত্বেষ স্থাণুসংজ্ঞো ভয়চকিতদৃশা নশ্যতীত্যদ্ভুতং মে
দর্পাদেবং হসন্তং সুররিপুমবতান্নিঘ্নতী পার্বতী বঃ। ১০০

অন্বয়—যদি সুভটরণকৃতাং (যদি মহিষাসুরের ন্যায়) উৎকৃষ্ট যোদ্ধার সহিত রণে লিপ্ত আমাদের) দারুণেন কর্মণা (মৃত্যুরূপ দারুণ পরিণামে) আশাগজত্ব হীয়েৎ (দিগ্ গজত্বের অবসান ঘটে, এইভয়ে) যুদ্ধভূমেঃ (রণক্ষেত্র হইতে দিগীশাং (দিক্পতিগণের) গজানাং (হস্তীসমূহের) প্রতিদিশম্ অয়নং (দিকে

১ দুরারোগ্য ব্যাধির আরোগ্য কামনায় যে সকল মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান বিহিত, তন্মধ্যে একটিমন্ত্র এইরূপ—ওঁ একচক্ররথায় নমঃ।

দিকে অর্থাৎ যাহার যাহার নিজের দিকে গমন) যুক্তং (ঠিকই হইয়াছে) এষ- স্থাণুসংজ্ঞঃ (স্থাণু [বন্ধনকাষ্ঠ] বলিয়া অভিহিত এই ব্যক্তি [শিব]) ভয়- চকিত দৃশা (ভয়ে চঞ্চল দৃষ্টি হইয়া) নশ্যতি (পলায়ন করিতেছে) ইতি (ইহা) মে অদ্ভুতং (আমার নিকট অদ্ভুৎ বলিয়া মনে হইতেছে কারণ স্থাণুতো অচল) দর্পাৎ (দর্পভরে) এবং হসন্তং (এই প্রকার উপহাসপরায়ণ) সুররিপুং (অসুরকে) নিঘ্নতী (বিনাশকারিণী) পার্বতী (পার্বতী) বঃ (তোমাদিগকে) অবতাৎ (রক্ষা করুন)। ১০০

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যদি মহিষাসুর সদৃশেন সুভটেন প্রবল সৈনিকেন সহরণং করোতীতি রণকৃৎ তেষাং অর্থাৎ তেন সহ যুদ্ধব্যাপৃতানামস্মকং দারুণেন মৃত্যুরূপেণ কর্মণা, আশাগজত্বং দিগ্ গজত্বং ক্ষীয়েত নশ্যেৎ (লিঙা নাশস্য সম্ভাবনা বা বোধ্য তে) এবমাশঙ্ক্য দিগীশাং, দিশঃ ঈষ্টে ইতি দিগীট্ দিকৃপতিঃ তেষাং, ইন্দ্রাদীনাং দিকপতীনাং গজানাং প্রতিদিশং দিশি দিশি অথবা স্বকীয়াং দিশং প্রতি অয়নং পলায়নেন গমনং যুক্তং সদৃশমেব, এষ দৃশ্যমানঃ স্থাণুসংজ্ঞঃ স্থাণুরিতি সংজ্ঞা নাম যস্য স শিব ইত্যর্থঃ. ভয়চকিত দৃশা ভীতিচঞ্চলনয়নেন উপলক্ষিতঃ ভয়বিফলঃ সন্ ইত্যর্থঃ, নশ্যতি অদর্শনং গচ্ছতি পলায়তে ইত্যর্থঃ, ইতি অস্য এতাদৃশং কার্যং, মে মম অদ্ভুতং বিস্ময়করমেব প্রতিভাতি, যতঃ স্থাণুরচল এব স্বস্থানাৎ তস্য বিচলনং বিস্ময়াবহমেব, দর্পাৎ এবং হসন্তং উপহসন্তং সুররিপুং মহিষাসুরং নিঘ্নতী বিনাশয়িত্রী, পার্বতী বঃ যুষ্মান্ অবতাৎ রক্ষতু। ১০০

শ্লোকার্থ—মহিষাসুরের ন্যায় প্রবল যোদ্ধার সহিত সমরে ব্যাপৃত আমাদের দারুণ কর্ম (মৃত্যু) দ্বারা যদি দিগ্ গজত্ব লুপ্ত হয়, এইরূপ আশঙ্কায় দিকৃপতিগণের গজসমূহ যে যার দিকে পলায়ন করিয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই। কিন্তু স্থাণু নামে পরিচিত এই ব্যক্তি ভয়বিহ্বলনেত্রে দৃষ্টিপথের অতীত হইতেছে ; ইহাই আমার নিকট অদ্ভুত প্রতীত হয়। স্থাণু অর্থে শিব ও কাষ্ঠস্তম্ভ। কাষ্ঠ- স্তম্ভ অচল বলিয়া তাহার পলায়ন বিস্ময়জনক। দর্পভরে এইরূপ উপহাস- পরায়ণ মহাসুরের হননকারিণী পার্বতী তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ১০০

স্রস্তাঙ্গঃ সন্নচেষ্টো ভয়হতচেতনঃ সন্নদোর্দণ্ডশাখঃ
স্থাণুর্দৃষ্ট্বা যমাজৌ ক্ষণমিহ সরুষং স্থাণুরেবোপজাতঃ।
তস্য ধ্বংসাৎ সুরারেমহিষিতবপুষো লব্ধমানাবকাশঃ
পার্বত্যা বামপাদঃ শময়তু দুরিতং দারুণং বঃ সদৈব ॥ ১০১

অন্বয়—সরুষং (ক্রুদ্ধ) যং (যাহাকে) আজৌ (যুদ্ধে) ক্ষণং (অল্পকাল) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ইহ (এই স্থানে, যুদ্ধক্ষেত্রে) স্থাণুঃ (শিব) স্রস্তাঙ্গঃ, সন্নচেষ্টঃ, ভয়হতচেতনঃ, সন্নদোর্দণ্ডশাখঃ (সমগ্র শরীর শিথিল, যাবতীয় চেষ্টা অবসাদগ্রস্ত, ভয়ে সংজ্ঞাহীন এবং ভুজদ্বয় অবসন্ন এইরূপ অবস্থাপন্ন) স্থাণুরেব (যেন কীলক বা শুষ্ক কাষ্ঠস্তম্ভতুল্য) উপজাতঃ (হইয়াছিলেন) মহিষিতবপুষঃ তস্য সুরারেঃ ধ্বংসাৎ (মহিষাকার সেই অসুরকে বধ করার ফলে) লব্ধমানাবকাশঃ (বহুমান যুক্ত) পার্বত্যাঃ (পার্বতীর) বামপাদঃ (বামপাদ) সদৈব (সর্বদা) বঃ (ত্বদীয়) দারুণং (ঘোর) দুরিতং (পাপ) শময়তু (প্রশমিত করুক)। ১০১

চণ্ডীপ্রভা টীকা—যং মহিষাসুরং আজৌ রণে ক্ষণমেব সরুষং সক্রোধং দৃষ্ট্বা স্থাণুঃ শিবঃ স্রস্তাঙ্গঃ শিথিলশরীরঃ সন্নচেষ্টঃ সন্না অবসন্না চেষ্টা যস্য তাদৃশঃ নিষ্ক্রিয়ইত্যর্থঃ, ভয়হতচেতনঃ ভয়েন লুপ্তসংজ্ঞঃ, সন্নদোর্দণ্ডশাখঃ দোর্দণ্ডঃ ভুজদণ্ড এব শাখা সন্না অবসন্না দোর্দণ্ডশাখাযস্য পার্শ্ববিলম্বিতাবসন্নভুজ ইত্যর্থঃ। অতএব স্থাণুরেব স্থাণুঃ কাষ্ঠকীলকঃ যথা স্যাৎ তথৈব উপজাতঃ তদবস্থাং প্রাপ্তঃ, মহিষিতবপুষঃ মহিষাকারস্য তস্য সুরারেঃ অসুরস্য ধ্বংসাৎ, লব্ধমানাবকাশঃ মানস্য পূজায়াঃ অবকাশঃ অবসরঃ লব্ধঃ মানাবকাশঃ যেন সঃ ইতঃ প্রাক্ যুদ্ধব্যাপৃতায়াঃ দেব্যাঃ ভক্তৈরপি পাদপূজাবসরঃ ন প্রাপ্তঃ যুদ্ধবিরতৌ তু প্রাপ্ত এব ইত্যর্থঃ। পার্বত্যাঃ বামপাদঃ সদৈব বঃ যুষ্মাকং দারুণং দুরিতং ঘোরমপি পাপং শময়তু দূরীকরোতু। ১০১

শ্লোকার্থ—মহাযুদ্ধে অল্পকালের জন্যও যাহাকে ক্রুদ্ধ দর্শনে শিব ভয়ে সংজ্ঞা হারাইয়া শিথিল শরীরে ও অবসন্ন হৃদয়ে স্থাণুসদৃশ নিষ্ক্রিয় হইয়াছিলেন, মহিষাকৃতি সেই মহাসুরকে সংহারের ফলে পার্বতীর যে বামপদ ভক্তগণের

পূজায় অবসর লইয়াছিল, তাহা তোমাদের মহাপাপ প্রশমিত করুক। ১০১

কুম্ভে দন্তৈর্নিরুদ্ধে ধনুষি বিমুখিতজ্যে বিষাণেন মূলাৎ
লাঙ্গুলেন প্রকোষ্ঠে বলয়িনি পতিতে তৎকৃপাণে স্বপাণেঃ।
শূলে লীলাঙ্ঘ্রিপাতৈর্ললিতকরতলাৎ প্রচ্যুতে দূরমুর্ব্যাং
সর্বাঙ্গীণং লুলায়ং জয়তি চরণতশ্চণ্ডিকা চূর্ণয়ন্তী॥ ১০২

ইতি শ্রীবাণভট্ট-বিরচিতং চণ্ডীশতকং সমাপ্তম্।

অন্বয়—দন্তৈঃ (দন্তদারা) কুম্ভে নিরুদ্ধে (কুম্ভ নিরুদ্ধ হইলে) বিষাণেন (শৃঙ্গ দ্বারা) মূলাৎ বিমুখিতজ্যে ধনুষি (মূল অর্থাৎ কটিদেশ হইতেই ধনুকের জ্যা ছিন্ন হইলে) লাঙ্গুলেন (লাঙ্গুলদ্বারা) প্রকোষ্ঠে বলয়িনি (মণিবন্ধ বলয়যুক্ত অর্থাৎ বেষ্টিত হইলে) স্বপাণেঃ (স্ব হস্ত হইতে) তৎ কৃপাণে পতিতে (সেই প্রসিদ্ধ অসি স্খলিত হইলে) লোলাংঙ্ঘ্রিপাতৈঃ (শিথিল চরণ পাত হেতু) ললিত করতলাৎ (সুকোমল হস্ত হইতে) শূলে উর্ব্যাং প্রচ্যুতে (শূলটি অনেক দূরে ভূপতিত হইলে) চরণতঃ (চরণদ্বারা) লুলায়ং (মহিষকে) সর্বাঙ্গীণং চূর্ণয়ন্তী (সর্বাঙ্গে চূর্ণকারিণী) চণ্ডিকা (চণ্ডিকা) জয়তি (জয়যুক্ত হউন)। ১০২

চণ্ডীপ্রভা টীকা—মহিষরূপিণঃ অসুরস্য বিক্রমেণ দেব্যাঃ অস্ত্রশস্ত্রাণি ব্যর্থানি, তথাপি ভয়রহিতা সা লীলয়া চরণভরেণৈব তং জঘান ইতি অন্তিমপদ্যে কবির্বর্ণয়তি। দন্তৈর্মহিষস্য ইত্যর্থঃ কুম্ভে বিরুদ্ধে অচলীকৃতে, বিষাণেন শৃঙ্গেন, মূলাৎ কোটিভাগাদেব বিমুনিতজ্যে, বিমুনিতা ছিন্নত্বা নিষ্ফলীকৃতা জ্যা যস্য তস্মিন্ ছিন্ন জ্যাবন্ধনে ইত্যর্থঃ ধনুষি কৃতে তথা লাঙ্গুলেন দেব্যাঃ প্রকোষ্ঠে মণিবন্ধে বলয়িতে বলয়েনেব বেষ্টিতে, লোলাংঘ্রিপাতৈঃ লোলশ্চঞ্চলঃ অংঘ্রেশ্চরণস্য পাতাঃ তৈঃ হেতুভিঃ, চঞ্চল চরণপাতবশাদ্ ইতর্থঃ, ললিতকরতলাৎ কোমলকরাৎ, শূলে, উর্ব্যাং ভূমৌ, দূরং প্রচ্যুতে স্খলিতে চরণতঃ চরণেন তৃতীয়ার্থে তসিল্, চরণমাত্রেণ ইত্যাশয়ঃ লুলায়ং মহিষং, কোষে তু লুলাপ ইতি পঠ্যতে—লুলা আলোড়িতাঃ আপঃ যেন সঃ মহিষ ইত্যর্থঃ—ভানুদীক্ষিতা-

দিভিশ্চ লুলায় ইতি পাঠোঽপি গৃহীতঃ। সর্বাঙ্গীণং সর্বমঙ্গং ব্যাপ্য চূর্ণয়ন্তী চণ্ডিকা জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। ১০২

ইতি শ্রী উপেন্দ্রনাথ সেনশাস্ত্রী বিরচিতা চণ্ডীপ্রভা টীকা সমাপ্তা॥

শ্লোকার্থ—মহিষাসুর দন্তদ্বারা দেবীর কুন্তাস্ত্র নিরুদ্ধ, শৃঙ্গদ্বারা প্রান্তভাগে ধনুকের গুণ ছিন্ন ও লাঙ্গুলদ্বারা মণিবন্ধ বেষ্টিত করিলে এবং দেবীর হস্তক্ষিপ্ত অসি ও চঞ্চলচরণপাতের ফলে সুকোমল করতল হইতে শূল বহুদূরে ভূপতিত হইলে একমাত্র চরণদ্বারাই মহিষের সর্বাঙ্গ বিচূর্ণকারিণী দেবী চণ্ডিকা জয়লাভ করুন। ১০২

বাণভট্ট বিরচিত চণ্ডীশতকের অনুবাদ সমাপ্ত॥

আচার্য আনন্দ বর্দ্ধন রচিত
'দেবীশতক'

অনন্ত মহিমব্যাপ্ত বিশ্বাং বেধা ন বেদ যাম্ ।
যাচ মাতেব ভজতে প্রণতে মানবে দয়াম্ ॥ ১

ন তাপনীত ক্লেশায়াঃ সুরারিজনতাপনী ।
ন তাপনী তনুর্যস্যাস্তুল্যা নাদীন তাপনী ॥ ২

বক্ত্রপদ্মা বিধের্ভান্তি যয়া সর্গলয়ো দয়া ।
যা সাক্ষাদ্ যাচ জনিত স্থিতিসর্গলয়ো দয়া ॥ ৩

যাশ্রিতা পাবনতয়া যাতনাচ্ছিদ নীচয়া ।
যাচনীয়া ধিয়া মায়াযামায়াসং স্তুতাশ্রিয়া ॥ ৪

তমাংসি ধ্বংসমায়ান্তি যস্যাঃ স্তুত্যাদরেণ বঃ ।
তস্যাঃ সিদ্ধ্যৈ ধিয়াং মাতুঃ কল্পন্তাং পাদরেণবঃ ॥ ৫

ইতি কুলকম্

ঋষীণাং সাদয়ামাস যা তমাংসি ত্রয়ীময়ী ঃ
পায়াদ্ বঃ সা দয়ামাধিচ্ছিদং জগতি বিভ্রতী ॥ ৬

স্মরদ্বিষা যা যযাচে যয়া চেয়ং বিধেঃ ক্রিয়া ।
যাং চাচ্যুতোঽপি তুষ্টাব তুষ্টা বঃ সাস্তু পার্বতী ॥ ৭

যা দমাবনযাগেন স্বারাধা নয় সারয়া ।
হরি কৈতবহাস্যায় সাযামা বিজিতা যয়া ॥ ৮

(প্রতি লোমানু লোমতঃ এব পরবর্ত্তী শ্লোকঃ)

যায়তাজিবিমায়া সা যস্যা হা বত কৈরিহ ।
যা রসায়ন ধারা স্বা ন গেয়ানবমা দয়া ॥ ৯

যা বুদ্ধিরুত্তমালোকঃ সতামার্য্যা পুনাতু বঃ।
যদ্ ভক্তেরুত্তমা লোকঃ প্রাপ্নোত্যেষ বিশুদ্ধতাম্॥ ১০

ইতি বিশেষকম্

অযুদ্ধ সাধুত্রাণায় সামরা যা সহারিণা
খড়্গেন দীপ্রা দেবানাং সামরায়াসহারিণা॥ ১১
চরণাঘাতনিহত কাসরা চ রণাজিরে।
ররাজ যা নয়জয়ৈররাজ যাজনানতা॥ ১২
সাবতাদ্ বোঽম্বিকাভ্যর্চ্যানামা ন ন যশোঽভিতঃ।
তনোতি প্রণতো যস্যা না মাননয় শোভিতঃ॥ ১৩

ইতি বিশেষকম্

সংযতং যাচমানেন যস্যাঃ প্রাণি দ্বিষা বধঃ।
সংযতং যা চ মানেন যুনক্তি প্রণতং জনম্॥ ১৪
যা দমানবমানন্দ পদ মাননমানদা।
দানমানসাক্ষমানিত্যধনমানবমানিতা॥ ১৫

(মুরজবন্ধঃ)

সা রক্ষতাদপারা তে রসকৃদ্ গৌরবাধিকা।
সারক্ষতাদপরাতেরসকৃদ্ গৌরবাধিকা॥ ১৬

সমুদ্গকম্—বিশেষকঞ্চ

অণুত্তমোহরাশয়ো ভবন্তি যামনাশ্রিতাঃ।
অণুত্তমো হরাশয়ো যয়া চিরং চ রঞ্জিতম॥ ১৭
অনন্তরাগতাপায়াস্তারয়িত্রী ভবাপদঃ।
অনন্তরাগতাপায়াঃ সা বো গৌরী ত্রিয়াৎ ক্রিয়াঃ॥ ১৮

সন্দানিতকম্

যামায়াসজিদাসক্তশোকজালস্য পাতিনী।
যা মাতা সর্বদা ভক্তলোকজালস্য পালনী॥ ১৯

সামরাগমনায়াসং ত্যক্ত্বা সার্ধং সুরারিভিঃ।
সামরা গমনায়াসন্নু দ্ধতা যুধি যদ্গণাঃ॥ ২০

সামোদয়াজয়া শতৈঃ শস্ত্রৈঃ শত্রৌ হতে যয়া।
সামোদয়া জয়াশা তৈর্গীর্বাণৈর্গর্বতো জহে॥ ২১

যয়ায়াযায্যয়া য্যুং যো যোহয়ং যেয়যৈয় যাম্।
যযুযায়িয়য়েযায় যযেহযাযায় যায়যুক্॥ ২২

সাব্যাদ্দেগৌরী সদা যুষ্মান্ সদায়ুষ্মান সমৃদ্ধ্যতি।
শরণং যাং নরোগচ্ছন্ন রোগচ্ছন্দমেতি চ॥ ২৩

কৃতাস্পদা যয়া সংপদঘানি সুরবৈরিষু।
হন্তি যা বাঙ্ময়ী দূরাদপঘানি সুরবৈরিষুঃ॥ ২৪

জিতা নয়া যা নতাজিতারসাততসারতা।
ন সাবনা নাবসানয়াতনারিরিনা তয়া॥ ২৫

মনোভবারাতিমনোভিরাময়া জরাময়াপকরণৈ কদক্ষয়া।
মদক্ষয়ান্নির্মলতাং দদানয়া সদা নয়াস্থা ক্রিয়তাং তবার্যয়া॥ ২৬

সমাযযাবিন্দ্রহিতায় যা রণে সমাযযা যান জিতারিসেনয়া।
স মা যযাচে হরমাশ্রিতঃ স্ফুটং সমা যযামুগ্ধতয়া মনোজ্ঞতাঃ॥ ২৭

সা ভাবক্ষালবর্যা নুতবিভাবিতনুর্যা বলক্ষাবভাসা
জনানস্যাশয়প্রা নবনলিনবনপ্রায়শস্যাননাজা।
সাতং বর্মাননস্থা রহসি রসিহরস্থাননর্মাবতংসা
পায়াদক্তা রণত্রা মতনমনতমত্রাণরক্তা দয়ায়া॥ ২৮

উপাসতে কৃষ্টিকৃতোদয়াং যাং জনা সদারাধনমীহমানাঃ।
শংভোঃ প্রসিদ্ধা তনুতাং বহন্তী গৌরী হিতং সা ভবতাং বিধিয়াৎ। ২৯
যাং সন্ত এব ত্রিদশৈঃ পুমাংসঃ সমা নমস্যন্তি সদানভোগাঃ।
অঘানি যস্যাঃ প্রণতা বিপক্ষৈঃ সদানমস্যন্তি সদা নভোগাঃ॥ ৩০
যস্যাঃ প্রভাবোহ্যসদাং বিপক্ষসেনা বধানন্দঘিতাহরস্য।
মনোম্বুজস্যাবহতু শ্রিয়ৈ বঃ সেনাবধানং দয়িতা হরস্য॥ ৩১
সুরা জিতা ভাবিতদেবরাজ দ্বিপক্ষয়া যাত রণাদভীতম্।
স্বসাং ন বো ধাম হিতং ন নাম সদৈবসেনা ভবতোহিতানাম্॥ ৩২
সুরাজিতা ভাবিতদেবরাজ দ্বিপক্ষমায়া তরণাদভীতম্।
স্বাপন্নবোধামহিতং ননাম সদৈব সেনা ভবতো হিতানাম্॥ ৩৩
(মহাযমকম)

সুরানিতিদ্বেষিজনৈরভিক্রুতানুদাহরন্ত্যা স্বয়মাহবোগুতা।
শিবোহস্ত তাপপ্রশমস্তয়া তব প্রশস্তয়া তত্ত্বদৃশা বিধীয়তাম্॥ ৩৪

বক্ত্রং বিভ্রত্যুপহিতচন্দ্রায়াসং যা সংমোহ প্রশমন সূর্যাধারা।
ধারানীতোমরমরিমাচিক্ষেপ ক্ষেপত্যক্তা রণভূবি সা বঃ পায়াৎ॥ ৩৫
হিতেহিতেঽস্তু তে স্তুতে জিতাজিতামিতামিতা।
জয়াজয়া জনোহজনো যয়া যয়াবলং বলম্॥ ৩৬
সক্তিং বঃ সুকৃতার্জনে বিদধতী সত্রা যতাং ত্রায়তাং
দুর্গাদুগ্রদূষিতোদ্ধতধিয়ামযাসদা যা সদা।
সাধুৎসাহবিধানসক্তমনসাং মুখ্যা ততাং খ্যাততাং
সংস্মৃত্যৈব......[মৎসরভরস্ফীতাপদাং তাপদাম্]॥ ৩৭
যা মূর্তিং কিমপি স্মরারিবপুষা ধত্তে সমাযোজিতাং।
যাং দৃষ্ট্বৈব বিনাশমাপ সহসা শুম্ভঃ সমাযোঽজিতাম্
যা নম্রৈঃ সুরসিদ্ধকিংনরনরৈঃ খেদং বিনা শস্যতে।
সা হেতুর্ভবতাং ত্রিলোচনবধূরশ্রীবিনাশস্য তে॥ ৩৮

সাযা সাযাস্ত্রিলোক্যাঃ শরণমকরুণক্ষুণ্ণ দৈত্যপ্রবীরা
স্বৈরং স্বৈরং শসর্গৈর্গহনতম মহামোহহার্দং হরন্তী।
শস্যা শস্যাদধানা সকলমভিহিতং ভক্তিভাজঃ স্মৃতৈব
স্তাদস্তাদভ্রদোষা দ্বিষদুপশমনী সর্বতঃ পার্বতী বঃ॥ ৩৯
সুরস্থরচিত চিত নব নব ভব ভব নানাদরাদরাযেযে
লয়লয়চরণৌ চরণৌ ন ন মামি নতেন ন তে॥ ৪০

যা বিস্ময়ং স্মরভিদা চক্রেঽঙ্কারোপিতা নবং নারীণাম্।
বিদধে যচ্চাপস্য ন চ ক্রেংকারোঽপি তানবং নারীণাম্॥ ৪১

যা হস্তাং চ প্রযাতা বিহায়সা কংসমাহ তারাতিবলেন।
কৃষ্ণস্তব পরমায়া বিহায় সাকং সমাহতারাতিবলেন॥ ৪২

তাং নমত যা চ সমারম্ভনেকশো ভাতি ভদ্রকালী নতয়া।
খ্যাতি যয়া জনতোজ্জ্বলবিবেকশোভাতি ভদ্রকালী নতয়া॥ ৪৩

তাং স্মরত যা স্মৃতৈব হি মানবতামরসমানতা রাতি বলাৎ।
যৎ প্রণতং শ্রীঃ শ্রয়তে মানবতামরসমানতা রাতি বলাৎ॥ ৪৪
অনবরাগসমুদ্ভব দেহতামুপগতা দদৃশে গিরিশেন যা।
অনবরাগসমুদ্ভবদেহ তামবনতোঽস্মি জগৎ প্রিয়তাং সতীম্॥ ৪৫

মেনে নূনমনেন মাননমুমানাম্না তু মেনোম্মনা
নূন্নৈনোনমনে নিমানমমুনা নো নাম নানান্নুমে।
মোনে নামসমান নিম্নমননান্নানামিনানূনিমে
মুন্মিন্নমাননমা নমী মুনিমেনামানাননোম্নামিনি॥ ৪৬

তাং বন্দেঽহং নবং দেহং জ্ঞানরূপং বিধায় যা।
সুধীরস্যতি ধীরস্য মহামোহময়ীং ত্বচম্॥ ৪৭

যাং নুত্বা যান্তি হৃত্বার্থসজ্জায়াং (সু) গিরিশস্যতাম্ ।
নৌম্যহং ভক্তিমাস্থায় সজ্জায়াং গিরিশস্য তাম্ ॥ ৪৮

যদানতোঽযদানতো ন যাত্যয়ং নয়াত্যয়ম্ ।
শিবেহিতাং শিবেহিতাং স্মরামিতাং স্মরামি তাম্ ॥ ৪৯

সর স্বতিপ্রসাদং মে স্থিতিং চিত্তসরস্বতি ।
সরস্বতি কুরু ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সরস্বতি ॥ ৫০

ত্বদ্ভক্তি ভাবিতধিয়ো জগতামত্র যে ত্রয়ে ।
জন্মবত্তামহং মন্যে তেষামেবানৃণাং নৃণাম্ ॥ ৫১

জগতঃ সাতিরেকা ত্বং গতিরস্য স্থিরাধিকা ।
তরস্যত্রাসতারারৈঃ সাস্যত্রাসরসস্থিতিঃ ॥ ৫২

ত্বন্নাম স্মরণাদেব ন লক্ষ্মীশ্চপলায়তে ।
সর্বতঃ পার্বতি ক্ষিপ্রমলক্ষ্মীশ্চ পলায়তে ॥ ৫৩

জয়ন্তি ভক্তা বিত্তেশসমরায়স্তবাহবে ।
তুভ্যং নমস্ত্রিলোকার্থ সমরায়স্তবাহবে ॥ ৫৪

সত্ত্বং সম্যক্সমুন্মীল্য হৃদি ভাসি বিরাজ সে ।
দ্বিষামরীণাং ত্বং সেনাং বাহিনীমুদকম্পয়ঃ ॥ ৫৫

দূরাগতরসা ধন্যঃ সেবতে যস্তব স্তুতিঃ ।
দূরাগত রসাধন্যঃ কল্পন্তে তস্য সিদ্ধয়ঃ ॥ ৫৬

মোহং হৃত্বাস্পদং যাসি সাত্ত্বমম্ব রবাসিনা ।
যা ন সং স্তূয়সে কেন সা ত্বম্বরবাসিনা ॥ ৫৭

প্রকাশ্য গৃহ্যপুংসস্যখেদচ্ছেদাম্বুদাবলী ।
প্রজ্ঞাত্মনেন বিমলা স্থিতা দৃশ্যসি বিদ্বতাম্ ॥ ৫৮

ভবানি যে নিরন্তরং তব প্রণামলালসাঃ।
মনস্তমোমলালসা ভবন্তি নৈব তু কচিৎ॥ ৫৯

বিভাবনাকুলা ত্বয়ি ক্রমেণ দেবী ভাবনা।
বপুষ্যতি স্থিরেতরে নিতান্তমেব পুষ্যতি॥ ৬০

মহোঽদয়ানামধী রণেন মহোদয়ানামবধীরণেন।
মহোদয়ানামব ধীরণেন মহোদয়ানামবধীরণেন॥ ৬১

ন মজ্জনেন তীর্থানাং তদিহ প্রাপ্যতে শুভম্।
নমজ্জনেন তীর্থানাং সেবয়া যত্তবাম্বিকে॥ ৬২

প্রযাতি মোহে নিঃসারভারতীব্রতমেত্যয়ম্।
ত্বৎ প্রসাদাজ্জনঃ সারভারতীব্রতমেত্যয়ম্॥ ৬৩

শাস্ত্রপ্রভাবহসিতাঃ সতাং যা নির্মলা গিরঃ।
শাস্ত্রপ্রভাবহসিতাস্ত্বমম্ব তিমিরচ্ছিদঃ॥ ৬৪

শমীহ তে সমানতো বিভাবিতোঽত্রসন্ন যঃ।
বিভাবিতোঽত্র সন্নয়ঃ শমীহতে স মানতঃ॥ ৬৫

মাতরং ত্বা পদং সত্য আশ্রিতাস্তে কথং জনাঃ।
মা তরস্ত্বাপদং সত্য আত্মং শ্রেয়ঃ সমাশ্রিতাঃ॥ ৬৬

ভাতি ত্বত্তনুসংশ্লেষে সত্যম্ব বপুরনুত্তরম্।
সংসারাব্ধৌ সদাত্মস্তে সত্যম্ বপুরনুত্তরম্॥ ৬৭

যচ্ছ মে নিত্যসংসঙ্গি যচ্ছমে তদিদং মনঃ।
স্বচ্ছলো ভক্তিযোগস্তে সচ্ছলোকবিবেকসূঃ॥ ৬৮

কে বলন্তে বিতম্বন্তকৃতন্ত্বৎ প্রণতা ভবে।
কেবলং তে বিতম্বন্ত আসতে বিমলাং ধিয়ম্॥ ৬৯

দেবী নির্দগ্ধকামস্য ত্বং নিরাবরণাত্মনঃ।
হরস্য শুভ সংতানং তেনাসৌ ভ্রাজতে তথা॥ ৭০
দ্বিষন্তিয়া সপদি বিমুচ্যতে যতস্তবানতো জননি জয়াশয়া ন কঃ।
স্তবানতো জননিজয়া শয়ানকঃ করোতি তে যুধি
মধুসূদন স্বসঃ॥ ৭১

জ্যায়োনিষ্ঠারিবর্যাধিনিয়মনবরস্বৈরদত্তায়তাজ্ঞা
স্বারাধত্বাসমধ্যানি যজনজননি জ্ঞেয়সুস্থাবভাসা।
নানাপূণ্যাগমস্থা জননমনময়জ্ঞাননন্দ্যা বরা ধী—
র্যাতা নব্যা বিভুত্বং নুতসরলমনস্তামসস্যাবহাস্যে॥ ৭২
স্যেহাব স্যা সমস্তানমলরসতনু ত্বং ভুবি ব্যানতার্যা
ধীরা বন্দ্যা ন ন জ্ঞা যমনমননজস্থামগণ্যা পুনানা।
সা ভাবস্থা সুখজ্ঞেহ্নিনজনজয়িনি ধ্যামসত্ত্বাধরাস্বা
জ্ঞাতায়ত্তাদরস্বৈরবনমযনিধির্যা বরিষ্ঠানিযোজ্যা॥ ৭৩
অলোলকমলে চিত্তললাম কমলালয়ে।
পাহি চণ্ডি মহামোহভঙ্গভীমবলামলে॥ ৭৪
দুর্গাপি মাতঃ সুলভাসি ভক্ত্যা ভনানুকূলাপি ভবং ক্ষিণোষি।
অধ্যেয়তাং যাসি সদ্রৈব দেবি ধ্যেয়াসি চিত্রং চরিতং তবৈতৎ॥ ৭৫
মহদেসুরসংধম্মে তবসমাসঙ্গমাগমাহরণে।
হরবহুসরণং ত্বং চিত্তমোহমবসর উমে সহসা॥ ৭৬
বন্দ্যা প্রভাতসংধ্যেব সূর্যালোক প্রবর্তিনী।
নিবর্তয়সি দেবি ত্বং মহামোহময়ীং নিশাম্॥ ৭৭
সংবাদিসারসংপত্তী সদাগোরিজয়েসুদে।
তবসত্তীরদে সন্ত সংসারে সুসমানদে॥ ৭৮

আগমমণিস্ুদমহিমসমসংমদকৃদপরজস্স্থু।
কিরসবিভয়বদিতো সময় উজ্জলভাবসহস্স্থু। ৭৯
ত্বং বাদে শাস্ত্রসঙ্গিন্যাং ভাসি বাচি দিবৌকসঃ।
তবাদেশাস্ত্রসংস্কারাজ্জয়ন্তি বরদে দ্বিষঃ।। ৮০
সদাব্যাজবশিধ্যাতাঃ সদাত্তজ পশিক্ষিতাঃ।
দদাস্যজস্রং শিবতা সুদাত্তজদিশি স্থিতাঃ॥ ৮১
হরেঃ স্বসারং দেবি ত্বা জনতাশ্রিত্য তত্ত্বতঃ।
বেত্তি স্বসারং দেবিত্বা যোগেন ক্ষাপিতাশুভা॥ ৮২
সদাপ্নোতি যতির্জ্যোতিস্তাদৃশং তৎ প্রভাবতঃ।
প্রভাবতঃ সমো যেন কল্পতে মোহনুত্তিতঃ॥ ৮৩
ত্বং সদ্গতিঃ সিতাপারা পরা বিদ্যোত্তিতীর্ষতঃ।
সংসারাদত্র চাম্ব ত্বং সত্ত্বং পাসি বিপত্তিতঃ॥ ৮৪
পরমা যা তপোবৃত্তিরার্যায়াস্তাং স্মৃতিং জনাঃ।
পরমায়াত পোষায় ধিয়াং শরণমাদৃতাঃ॥ ৮৫
প্রবাদিমতভেদেষু দৃশ্যস্তে মহিমাশ্রয়ঃ।
ভান্তি ত্বত্রিশিখস্যেব শিখানামসমাশ্রয়ঃ॥ ৮৬
যচ্চেষ্টয়া তবে স্ফীত মুদারবসুধামতঃ।
যচ্চেতো যাত্যবহিত মুদা রবসুধামতঃ॥ ৮৭
সুরদেশস্য তে কীর্তি মণ্ডনত্বং নয়ন্তি যৈঃ।
বরদে শম্যতে ধীরৈর্ভবতি ভুবি দেবতা॥ ৮৮
তত্ত্বং বীতা বততত্তুত্ত্বং ততবতী ততঃ।
বিত্তং বিত্তব বিত্তত্বং বীতাবীতবতাং বত॥ ৮৯
তারে শরণমুদ্যাস্তী সুরেশরণমুচ্ছমৈঃ।
ত্বং দোষাপাসিনোদগ্র স্বদোষা পাসি নোদনে॥ ৯০

সুমাত রক্ষযালোক রক্ষয়াত্ত মহামানাঃ।
ত্বং ধৈর্য জননী পাসি জননীতিগুণস্থিতীঃ॥ ৯১
খ্যাতিকল্পনদক্ষৈকা ত্বং সামর্গ্যজুষামিতঃ।
সদা সরক্ষ সাংমুখ্যদানবানামসুস্থিতিঃ॥ ৯২
সিতা সংসৎসু সত্তাস্তে স্তুতেস্তে সততং সতঃ।
ততাস্তিতৈতি তস্তেতি সৃতিঃ সৃতিস্ততোঽসি সা॥ ৯৩
ত্বদাজ্ঞয়া জগৎসর্ব ভাসিতং মলমুদ্ধৃতঃ।
সদা ত্বয়া স গন্ধর্ব সমিদ্ধমরিনুত্তিতঃ॥ ৯৪
যতো যাতি ততোঽত্যেতিযয়াতাং সতিং তায়তাং যতৈঃ।
মাতা মিতোত্তমতমা তমোতীতাং মতিং মম॥ ৯৫
মহত্তাং ত্বাং শ্রিতা দাসজনং মোহাচ্ছিদা বস।
যচ্ছুদ্ধত্বং গতঃ পাপমন্যস্য প্রসভং জয়॥ ৯৬
ত্বং সাজ্ঞাসু জগন্মাতঃ স্পষ্টং জ্ঞাতা সুবর্ত্মসু।
প্রজ্ঞা মুখ্যা গমুদ্ভাসি তৎ পৃথিত্বং প্রদর্শয়॥ ৯৭
আজ্ঞাসু জগন্মাতঃ স্পষ্টং জ্ঞাতা সুবর্ত্মসু প্রজ্ঞা।
ভাসি ত্বং সা মুখ্যা সমুৎপৃথুত্বং প্রদর্শয় তৎ॥ ৯৮
হন্দ্রো্যা রুষঃ ক্ষমা এতা সদক্ষোভাস্তমুন্নতঃ।
সতেহিতঃ সেবতে তা সততং যঃ স তে হিতঃ॥ ৯৯
করোষি তাস্তমুৎখাতমোহস্থানে স্থিরামতীঃ।
পদং যতিঃ সুতপসা লভতেহতঃ সশুক্লিম॥ ১০০
দেব্যা স্বপ্নোদ্গমাদিষ্ট দেবীশতকসংজ্ঞয়া।
দেশিতানুপমামাধাদতো নোণ স্তুতো নুতিম্॥ ১০১
হার্দধ্বান্ত নিয়ন্তৃ ভাস্বর বপুঃ স্বর্বাসিনাং সর্বতো
দুর্বারারি পরিক্ষয়ং বিদধতো ধ্যাতৈব নির্বাণসূঃ।

দেহার্ধে নিহিতা ভবেন ভুবনত্রাণৈকতানাত্মনা।
দেবি ত্বং ত্বমিবাপরা জগতি কা সৎকেসরীন্দ্রস্থিতিঃ ॥ ১০২

ক্লেশোন্মাথকরী সতাং ভবহরানন্দৈকহেতো গুরুঃ
মাতা ত্বং জগতাং ভবন্তি বিধবাঃ সার্ব তবানুগ্রহাৎ।
দুর্গে ন ক্বচিদেব সীদতি জনস্ত্বদ্ভক্তিপূতাশয়ঃ
স্তুত্যা ভর্তুরভিন্নযেতি বিবুধৈস্ত্বং স্তূয়সে শ্রীরিব ॥ ১০৩

যেনানন্দকথায়াং ত্রিদশানন্দে চ ললিতা বাণী।
তেন সুদুষ্করমেতৎস্তোত্রম দেব্যাঃ কৃতং ভক্ত্যা ॥ ১০৪

ইতি—দেবীশতকম্

আচার্য্য আনন্দ বর্দ্ধন রচিত দেবীশতক

'বঙ্গানুবাদ'

যাঁহার অনন্ত মহিমায় বিশ্ব ব্যাপ্ত, বিধাতাও যাঁহাকে জানেন না, প্রণত মানবকে যিনি মাতার ন্যায় পালন করেন। ১

যিনি প্রণত মানববৃন্দের ক্লেশ অপনয়ন করেন, যিনি অসুরগণের সন্তাপ-জননী, যাঁহার মূর্ত্তি সূর্য্যবৎ ভাস্বর; যিনি সমৃদ্ধি সাধিকা। ২

যিনি মূর্ত্তিমতী দয়া ও যাঁহার দ্বারা ঋগ্‌বেদাদিরূপ ভ্রমর পুঞ্জের দ্বারা সেবিত বিধাতার মুখপদ্ম সমূহ দীপ্তিলাভ করে, যাঁহার শক্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন, যিনি সাক্ষাৎ সেই মহাশক্তি। ৩

পবিত্রতার জননী রূপে যিনি আরাধিতা, যিনি যাতনা ছেদন করেন, প্রবল ধীশক্তি বলে মায়াকৃত সর্ব চেষ্টা প্রতিহত করেন বলিয়া যিনি প্রার্থনীয়া ও স্বয়ং লক্ষ্মীদ্বারা অর্চিতা। ৪

আগ্রহের সহিত যাঁহার স্তুতি করিলে যাবতীয় তমঃ বিধ্বস্ত হয়, সমস্তপ্রকার ধীশক্তির জননী সেই দেবীর পাদরেণু সমূহ আমাদের সিদ্ধি বিধান করুক। ৫

[অদীনতাপনী=অদীনতায়াঃ আপনী প্রাপিকা। সর্গলয়ঃ=ঋচঃ এব অলয়ঃ—ঋগলয়ঃ, তৈঃ সহ। মায়ায়ামায়াসং=মায়ায়াঃ আয়ামঃ, তস্য আয়াসঃ—তং]

ত্রয়ীময়ী (ঋগ্‌-যজুঃ-সামরূপিণী) যিনি ঋষিগণের যাবতীয় তমোনাশ করিয়াছেন, যিনি সর্ববিধঃ মনঃপীড়া দূরকারিণী দয়ার আধার, তিনি তোমা-দিগকে রক্ষা করুন। ৬

যাঁহাকে স্বয়ং স্মরারি শিবও প্রার্থনা করিয়াছেন, বিধাতার দৃশ্যমান সৃষ্টি ক্রিয়াও যাঁহার ইচ্ছায় সাধিত হইয়াছে, স্বয়ং বিষ্ণুও যাঁহার স্তব করিয়াছেন, সেই পার্বতী তোমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। ৭

চিত্তের প্রশান্তি রক্ষারূপ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার আরাধনা সুকর, যাহারা নানা ছল আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রকে উপহাস করিতে বিস্তর আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে, নীতিমার্গ অবলম্বনে যিনি তাহাদের পরাভূত করিয়াছেন। ৮

অত্যন্ত সংকট সঙ্কুল সংগ্রামেও যিনি মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন না, যাঁহার দয়া সর্বদাই অতিমহতী. এমনকে আছে, যে অমৃত ধারার ন্যায় সেই দয়ার স্তুতি না করে (অর্থাৎ সকলেই যাঁহার সেই দয়ার স্তুতি করিয়া থাকে)। ৯

সাধুবৃন্দের যে বুদ্ধি উৎকৃষ্ট আলোকস্বরূপ, যিনি সেই সুবুদ্ধিস্বরূপিণী, যাঁহার প্রতি ভক্তিদ্বারা তমোরহিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব লাভ হয়, সেই পূজ্যাদেবী তোমাদিগকে পবিত্র করুন। ১০

[দমাবন যাগেন = দমস্য অবনং তদেব যাগঃ তেন। সাযামা = আয়াসেন সহ বর্তমানা, সবিস্তারা। উত্তমা লোকঃ = উৎ খাতং তমঃ যস্মাৎ স উত্তমাঃ, তাদৃশঃ লোকঃ।]

(অষ্টম শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি হইতে বাম দিক হইতে ক্রমে দক্ষিণে বিপরীত ভাবে পাঠ করিলেই নবম শ্লোক পাওয়া যায়। কবি বহুস্থলেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন।)

সাধুগণের পরিত্রাণার্থ দেববৃন্দের যুদ্ধজনিত ক্লেশের অপহারক অসিদ্বারা দীপ্তিময়ী যিনি দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া (অথবা শান্তিবিধায়িনী হইয়া) শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। ১১

রজোগুণ রহিত (রজঃ এবং তমোগুণরহিত অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকৃতির) দেব মানব বৃন্দদ্বারা সেবিতা যিনি রণক্ষেত্রে সুনীতির জয় ঘোষণাপূর্বক চরণাঘাতে মহিষাসুরকে নিহত করিয়াছেন। ১২

সম্মান ও যশদ্বারা অলঙ্কৃত মানবগণ প্রণত হইয়া সর্বত্র যাঁহার যশ বিস্তার করেন, যাঁহার প্রত্যেক নামই পূজার্হ, সেই মহিষমর্দিনী অম্বিকা দেবী তোমাদিগকে উদ্ধার করুন। ১৩

[সামরা = সমরৈঃ সহ বর্তমানা, সাম শান্তিং রাতি দদাতি যা সা। সামরায়াসহারিণা = সামরং সমর সম্বন্ধিনং আয়াসং হর্তুং শীলং যস্য তেন।]

যাঁহার শত্রুগণ যুদ্ধ প্রার্থনান্তে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, জিতেন্দ্রিয় ও প্রণত জনকে যিনি মানের (জ্ঞানের) সহিত যুক্ত করেন। ১৪

যিনি বাগ্‌দেবতারূপিণী এবং দান মান (জ্ঞান) ও ক্ষমাই যাহাদের নিত্যধন সেইরূপ মানবগণ দ্বারা অর্চিতা হইয়া তাহাদের মুখে মানজনিত শ্রী ও অত্যুৎকৃষ্ট চিত্ত প্রশান্তিরূপ আনন্দ দান করেন। ১৫

অতিশয় গৌরবান্বিতা, যাঁহার অসীমতা অবাধিত, যিনি (যে ব্রহ্মবস্তু রস স্বরূপ সেই) রসদাত্রী ও আসক্তির উচ্ছেদকারিণী সেই বাগধিষ্ঠাত্রী, তিনি তোমাদিগকে শত্রুর কবল হইতে বার বার রক্ষা করুন। ১৬

[গৌঃ=বাণী। রসকৃৎ=রসং করোতি, দদাতি অথবা রসং রাগং কৃন্তুতি। অপরাতেঃ=নিকৃষ্ট শত্রোঃ।]

যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অজ্ঞানরাশি দূরীভূত হয় না, যে দেবী কর্তৃক শিবের অনুত্তম অভিপ্রায় সমূহ চিরকাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। ১৭

যিনি পর পর অবিচ্ছেদে আগত সাংসারিক বিপজ্জাল হইতে ত্রাণ করেন, সেই গৌরীদেবী তোমাদের (কামাদিতে) আসক্তি জনিত সন্তাপের সর্ব ক্রিয়া হরণ করুন। ১৮

[নুদ্+ক্ত=নুত্ত (অপনোদিত), ন+উত্ত=অনুত্ত, অনুত্ত—মোহরাশিঃ যেষাং তে। অনন্তরং আগতা অপায়াঃ, অনন্তঃ রাগ তাপঃ যস্যাঃ তস্যাঃ (ভবাপদঃ পদের বিশেষণ)]

যে জননী যমকৃত আয়াস সমূহ (যমযাতনা) জয় করেন এবং (ভক্তদের হৃদয়ে) সংলগ্ন শোকসমূহ দূর করেন এবং সর্বদা ভক্তদিগকে পালন করেন। ১৯

[যম+অন্=যাম্ যামাঃ আয়াসাঃ=যামায়সাঃ, তান্ জয়তি যামায়াসজিৎ]

যাঁহার গণসমূহ (অনুচরবৃন্দ) অনায়াসে শান্তভাব ত্যাগ করিয়া দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধার্থ দেবগণের সহিত গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ২০

জন্মরহিত যে অজাদেবী সহর্ষে তীক্ষ্ণ শস্ত্রসমূহ দ্বারা শত্রুগণকে নিহত করিলে, দেববৃন্দ শত্রুজয় করিয়া শান্তি স্থাপনের যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হয় নাই। ২১

ওহে মনুষ্যগণ, এই দেবীর দর্শন নিমিত্ত তোমরা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও। যে যে ব্যক্তিই অধিগম্যা এই দেবীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার দর্শন পাইয়া তাঁহারা সকলেই সূর্য্যমণ্ডল ভেদপূর্বক মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মনুষ্যগণ মুক্তিলাভার্থ তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়াছেন এবং আশ্রিত ভক্তগণকে তিনিই জ্ঞানের সহিত যুক্ত করেন, জ্ঞানদান করেন। ২২

যাঁহার শরণাগত হইলে সর্বদা দীর্ঘজীবন লাভান্তে মানুষ সমৃদ্ধ হয় এবং ব্যধিদ্বারা পীড়িত হয় না, সেই গৌরী তোমাদের মঙ্গল করুন। ২৩

[সামরাগম্+অনায়াসম্—সামনি শাস্ত্যৌ রাগঃ=সামরাগঃ—তং, অনায়াসং (ক্রিয়া বিশেষণ)]

২২-সংখ্যক শ্লোকটি দুর্বোধ্য। ইহার পদপাঠ এইরূপ করিলে ভাল হয়।

যয়া আয়ায় অয়ি অয়া যুয়ং যঃ যঃ অয়ং যে যয়া ত্রয় যাম্।

য যু যা যি যয়া ইয়ায় য যে অয়ায়ায় যা আ য যুক্॥

[যয়া=হেতুভুতয়া দেব্যা। আয়ায়=(আ+যা+ল্যপ্) আবিভূয়, অয়ি (সম্বোধনে), অয়াঃ=অঃ=বিষ্ণুঃ, অং যাতি=অ+যা+ক=অয়ঃ, যে য য়া=যা+যৎ=যেয়+আপ্—যে য়া (তৃতীয়ার একবচন), এয়=আ+(গত্যর্থক) ঈ+ল্যপ্, যযুযাযিযয়া=যা+ক্বিপ্=যা (গতিঃ), য যুঃ=সূর্য্যাশ্বঃ, য যুভি র্যভি=য যু+যা+নিন্=য যু যায়িন্=সূর্য্যঃ, য যু যায়িনং যাতি=য যু যায়িন্+যা+ক=য যু যায়িয়ঃ সূর্য্যমণ্ডলগামী ; তস্য যা গতিঃ, তয়া ; ইয়ায়=ই+লিট্ নল্, য যে=যা কর্মণি লিট্-এ, অয়ায়ায়=অয়ঃ জ্ঞানং, তস্য আয়ঃ লাভঃ=অয়ায় (৪র্থীর একবচন), আ য় যুক্=আয়েন যুনক্তি=আয় যুজ্+ক্বিপ্।]

(এই শ্লোকে দেবী বিষ্ণুভক্তির হেতুভূতারূপে সম্বোধিতা। বিষ্ণুর সহিত দেবীর কোন ভেদ নাই। দেবী শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে দেবকীর সপ্তম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কংস তাঁহাকে পাষাণে নিক্ষেপ করিলে তিনি ঊর্ধ্বগামিনী হইয়া অন্তর্ধান করেন। দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ নিমিত্ত দেবী কৃষ্ণের ভগিনীরূপে অভিহিতা। হরিবংশে দেবী একানংশা নামে উক্তা অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণের অনংশা,

কৃষ্ণের অংশ নহে, পরন্তু কৃষ্ণের সহিত একা, অভিন্না।)

যিনি সুরবৈরীগণের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের সমস্ত সম্প
বিনষ্ট করিয়াছেন এবং যেমন শর দূর হইতে শত্রু বিনাশ করে, তদ্রূ
বাগ্‌দেবতারূপিণী যিনি সুশব্দ দ্বারা সমস্ত পাপ হনন করেন। ২৪

যিনি নীতিভ্রষ্টদের জয় করেন ও ভক্তবৃন্দকে সংগ্রাম হইতে উদ্ধা
করিতে যাহার দৃঢ়তা বহুদূর ব্যাপিনী, যিনি কেবল রক্ষাকারিণীই নহেন, পর
অন্তকালে যে অসহ্য যাতনা হয়, তাহার অরিস্বরূপা ও প্রভুশক্তিময়ী। ২৫

যিনি স্মরারি শিবের মনোমোহিনী, এবং জরাব্যাধি দূরীকরণে অতিশয় দক্ষ
মদক্ষয়পূর্বক নির্মলতা দান করিয়া সেই আর্য্যা গৌরী তোমার নীতিমার্গে আস্
স্থাপন করুন। ২৬

[নতাজিতার সাততা সারতা—নতানাং ভক্তানাং আজিঃ যুদ্ধং তস্মাৎ তা
তারণে সাততা বিস্তৃতা সারতা দৃঢ়তা যস্যাঃ সা]

যিনি ইন্দ্রের হিতার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন, মায়াবিনী অরি
সেনাও যাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই, সেই সৌন্দর্য্য হেতু প্রসিদ্ধ চন্দ্র
নিজের কৃশতারূপ দৈন্য বশে বিশদাক্ষর যাঁহার মনোজ্ঞতার সৌন্দর্য্য তুল্যত
লাভার্থ প্রার্থনা করিয়াছেন। ২৭

চিত্তমল বিধৌত করিয়া শুদ্ধি সম্পাদনে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা, সংস্তুতা হইয়া যি
মহাপ্রভাবসম্পন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, শুভ্রপ্রকাশময়ী, জ্ঞানীবৃন্দের মনোবাঞ্
পূরণ কারিণী, সদ্যঃ প্রস্ফুট কমলবনের ন্যায় প্রশস্তাননা, জন্মরহিতা, বদনমণ্ডলে
বাগরূপে বর্তমান থাকিয়া যিনি বর্মতুল্য রক্ষা করেন, নিভৃতে রসিক শিরোমণি
শ্রীশিব যথোপযুক্ত স্থানে যে সকল পরিহাস বাক্য বলিয়া থাকেন, তৎসমুদ
যাঁহার কর্ণের ভূষণ, দয়াময়ী, রণ হইতে ত্রাণকারিণী, অভিমত স্তুতিকারিগণে
ত্রাণ কর্ত্রী তিনি প্রকাশিত হইয়া তোমাদের রক্ষা করুন। ২৮

[স মাঃ=স প্রসিদ্ধঃ চন্দ্রঃ। ভাবক্ষাল বর্য্যা=ভাবঃ চিত্তং তস্য ক্ষাল
ক্ষালনং তস্মিন্ বর্য্যা শ্রেষ্ঠা। বলক্ষাবভাসা=বলক্ষঃ শুভ্রঃ অবভাসঃ যস্যাঃ সা
জানানস্যা শয়প্র=জানানঃ (জ্ঞ + শানচ্) জ্ঞানী তস্য আশয়ঃ বাঞ্ছা, তস্য

প্রা পূরণকারিণী (পৃ+অঙ্=প্রা)। নবনলিনবন প্রায়ং শস্যং প্রশংসাযোগ্যং আননং যস্যাঃ সা। সাতং (সো+ক্ত)—শ্রেষ্ঠং, রসী (রস্+ইন্) যো হরঃ তস্ত স্থানে যৎ নর্ম তদেব অবতংসঃ যস্যাঃ, অক্তা (অঞ্জ্+ক্ত+আপ্) ব্যক্তা, দয়াপা=দয়য়া পাতি যা সা]

যিনি বিদ্বানগণের উন্নতি ও সমৃদ্ধি বিধান করেন, সমস্ত নরনারী সর্বদা যাঁহাকে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে অর্ধনারীশ্বররূপে শিবের শরীর বলিয়া যিনি প্রসিদ্ধা, সেই গৌরী তোমাদের হিতসাধন করুন।

অথবা

যিনি বিদ্বানগণের উদয় বিধান করেন, সাধুবৃন্দ যাঁহাকে আরাধনা করিতে যত্নশীল হন, যিনি ব্রহ্মার তনুরূপে প্রসিদ্ধি বহন করেন, সেই (ভগবতী) বাণী তোমাদের হিত সাধন করুন। অথবা

কৃষিকার্য্যের সমৃদ্ধি বিধান করেন বলিয়া, ধনলাভের বাঞ্ছায় সস্ত্রীক সর্বলোক যাহার উপাসনা করেন, বিষ্ণুর মূর্ত্তি রূপে প্রসিদ্ধা সেই পৃথিবী তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। ২৯

[যিনি গৌরী, তিনিই সরস্বতী, ভূতধাত্রী ধরিত্রীও তাঁহারই মূর্ত্তি। কৃষ্টি= বিধান্। ২য় অর্থে—গৌরীহিতং=গোঃ+ঈহিতং, গোঃ=বাণী, ঈহিতং= অভীষ্টম্, শম্ভু=শিব। ৩য় অর্থে শম্ভু=বিষ্ণু, গৌরীহিতং=পূর্বের ন্যায় গোঃ +ঈহিতং, এস্থানে গোঃ=পৃথিবী, সদারাধন মীহমানাঃ—জনাঃ পদের বিশেষণ —সদারাঃ ও ধনমীহমানাঃ]

যাঁহাকে দেবতুল্য পুরুষগণ নমস্কার করিয়া সদ্যঃসদ্য ত্যাগ ও ভোগের (ভুক্তি ও মুক্তির) সহিত যুক্ত হন, অথবা যাঁহাকে নমস্কার করিয়া ত্যাগ ও ভোগ লাভ পূর্বক মানবগণ সদ্যঃ সদ্য দেবতুল্য হইয়া থাকেন, যাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভক্তগণ সদ্যঃসদ্যঃ নভোমণ্ডলে (দিব্য ধামে) গমন পূর্বক কেবল বিপক্ষগণকেই নহে, পাপরাশিও বিনাশ করিয়াছেন। ৩০

যাঁহার প্রভাব দেবগণের বিপক্ষসেনা বধ করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন, এবং দিবস যে পদ্মের শ্রীবিকশিত করিয়া তোলে, সেই হরপ্রিয়া ঈশ্বরীও তোমা-

দের মানসকমলের শ্রী বিকাশের জন্য অবহিত হউন। ৩১

[বধানন্দয়িতাহরস্য=বধানন্দয়িতা অহঃ অস্য মনোঽম্বুজস্য। সেনাবধানং—সা ইনা (ঈশ্বরী) অবধানম্।]

হে দেবগণ, দেবরাজের ঐরাবত হস্তীও যাহার প্রতিকার করিতে পারে নাই, এবং দেবসেনাগণের সহিত তোমরা যাহাদের দ্বারা পরাভূত, সেই তদীয় শত্রু-সেনাগণের রণ হইতে নির্ভয়ে তোমরা গমন কর, অন্যথা অনুকূলস্থান প্রাপ্তি সুলভ নহে। ৩২

তদীয় বিপক্ষগণের যে সেনা সর্বদা প্রভুর সহিত বর্তমান থাকিয়াও এবং যুদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াও কেবল অহঙ্কাররূপ নিজবুদ্ধিবলে গর্হিত, সুদীপ্তা সেই সেনা দেবরাজের ঐরাবত হস্তীর দ্বারাই পরাভূত হইয়া নতি স্বীকার করিয়াছে। ৩৩

বিদ্বেষপরায়ণ শত্রুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পলায়মান দেবগণকে স্বয়ং যুদ্ধে উদ্যত হইয়া ইহা বলিয়াছিলেন, সেই দেবী প্রশস্ত তত্ত্বদৃষ্টি প্রদানান্তে তোমাদের সন্তাপনাশ ও মঙ্গল বিধান করুন। ৩৪

চন্দ্রকেও আয়াস প্রদান করে, এমন মুখশ্রী ধারিণী এবং যিনি মোহান্ধকার বিনাশে সূর্য্যসদৃশী, যাহাদের দ্বারা অমরবৃন্দ কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছে, সেই শত্রুকেও যিনি যুদ্ধার্থে আহ্বান করিয়াছেন, অনিন্দ্যা অনবদ্যা সেই দেবী রণক্ষেত্রে তোমাদের প্রাণ রক্ষা করুন। ৩৫

জন্মরহিত যাঁহাদ্বারা ভক্তগণ জন্মবন্ধন রহিত ও প্রভূত বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছেন, অপরিচ্ছিন্না (অমিতশক্তি ধারিণী) যিনি যুদ্ধজয়ে সমুত্তীর্ণা হইয়াছেন, সেই জয়া তোমার অভীষ্ট ও প্রশস্ত হিতসাধনে বর্তমানা থাকুন। ৩৬

[হিতেহিতে=হিতে+ঈহিতে, অথবা প্রত্যেক হিতসাধনে—বীপ্সায় দ্বিত্ব। জিতাজিতামিতামিতা=জিতাজিতাম্+ইতা+অমিতা, জিতঃ আজিঃ যুদ্ধং যয়া সা জিতাজিঃ তস্যাঃ ভাবঃ তাম্, ইতা=গতা।]

যে দেবী মদোদ্ধততা এবং প্রবল মাৎসর্য্য বশতঃ যাহাদের আপদ্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সন্তাপকারিণী, যাহার সর্বজনবিদিত সর্বব্যাপিত্ব স্মরণ

নিমিত্ত যাহারা সৎকার্য্যে উৎসাহপ্রদানে দৃঢ়সংকল্প, তাহাদের সকলের মধ্যে যিনি প্রধানা, যিনি পুণ্যার্জনে সর্বদা আসক্তি বিধান করেন, এবং অতিশয় দুষ্ট নির্বন্ধশীলতা দ্বারা যাহাদের উদ্ধত চিত্ত দূষিত, সর্বদাই যিনি তাহাদের ক্লেশকারিণী, যিনি সর্ব যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী, তাঁহার অভিমুখে গমনকারী তোমাদিগকে সেই দুর্গা দেবী ত্রাণ করুন। ৩৭

যিনি স্মরারি শিবের সহিত মিলিত হইয়া এক অনির্বচনীয় দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করেন, যাঁহাকে কেহ জয় করিতে পারে নাই এবং যাঁহাকে দেখিয়াই মায়াবী শুম্ভ সহসা বিনাশ লাভ করিয়াছে, প্রণতি-পরায়ণ দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং কিন্নর ও মানবগণ আলস্য হীন হইয়া যাঁহার স্তব করে, সেই ত্রিলোচন গৃহিণী তোমাদের অলক্ষ্মী বিনাশের কারণ হউন। ৩৮

যিনি ক্লেশার্ত্ত ত্রিভুবনের একমাত্র শরণ, শ্রেষ্ঠ দৈত্যবীরগণের নির্দয়ভাবে নিধনকর্ত্রী, নিজের অংশাবতার সমূহ দ্বারা যিনি স্বতন্ত্রতা অবলম্বন পূর্বক গহন তমোরূপ হৃদয়ের মহামোহ হরণ করেন, যাহা হইতে মহাদোষ সমূহ তিরোহিত, ভক্তগণ অমলিন আশা পোষণ করিয়া যাহা বলেন, স্মরণ মাত্রেই যিনি তাহা পূরণ করেন, শত্রুনাশিনী সেই পার্বতীদেবী সর্বতোভাবে তোমাদের মঙ্গল করুন। ৩৯

হে দেবি, দেবগণ স্বয়ং তোমার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন স্তব রচনা করিয়াছেন, সংসার হইতে উৎপন্ন নানাবিধ ভয়ের নিবৃত্তির জন্য তুমিই গন্তব্যা। তোমার যে চরণযুগলে যাবতীয় লীলাবিলাস লীন হইয়া আছে, প্রণতভাবে তাহা প্রণাম করিয়াও আমি পরিতৃপ্ত হইতেছিনা। ৪০

[স্বর-স্বরচিত—নব—নব (স্তব) ভব ভব (সংসারজাত) নানা দর (নানা ভয়) আয়ে যে, আ+যা+যৎ=আয়েয়+আ=আযেয়া—সম্বোধনে—আযেয়ে। ন মাসি=মা+লট্ সি, পূর্ণো ভবামি=তৃপ্তিং গচ্ছামি।]

স্মরারি শিবকর্ত্তৃক ক্রোড়ে আরোপিতা হইয়া যিনি অন্য নারীগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, যাঁহার ধনুকের ক্রেঙ্কারও (টঙ্কার) শত্রুগণের ক্ষয় সাধন না করিয়াছে এমন নহে, অর্থাৎ ক্ষয় সাধন করিয়াছে। ৪১

তারারূপিণী যিনি দ্রুত বেগে আকাশে গমন কালে বলবতী মায়া ত্যাগ

করিয়া শত্রু হন্তা ভ্রাতা বলরামের সহিত কৃষ্ণ তোমাকে বধ করুন, এই কথা কংসকে বলিয়াছিলেন। ৪২

ভক্তগণ কর্তৃক প্রণতা হইয়া যে ভদ্রকালী যুদ্ধক্ষেত্রে নানা রূপে বিরাজ করেন এবং জনসমূহের নিকট উজ্জ্বল বিবেক শোভায় যুক্ত হইয়া মঙ্গল বিধায়িনীরূপে প্রতিভাত হন, তাঁহাকে প্রনাম কর। ৪৩

জ্ঞানিগণ যে দেবীকে স্মরণমাত্র তিনি স্বীয় শক্তি আশ্রয় করিয়া তাহাদিগকে দেবতুল্য করেন, লক্ষ্মী (পরাজয় নিবন্ধন) আনত শত্রুসৈন্য ত্যাগ করিয়া (যাঁহার চরণে) প্রণত ভক্তগণরূপ কমলকে আশ্রয় করেন, তাঁহাকে স্মরণ কর। ৪৪

যিনি শ্রেষ্ঠ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহধারণ করিয়াছিলেন এবং গিরিশ কর্তৃক পরম অনুরাগের সহিত দৃষ্ট হইয়া সমস্ত জগতের প্রিয় হইয়াছেন, সংসার বন্ধন খণ্ডনকারিণী সেই সতীকে অবনত মস্তকে আমি নমস্কার করি। ৩৫

[অনবরাগ সমুদ্ভব = অনবর + অগসমুদ্ভব, অনবরাগসমদ্ভব দেহ = অনবরাগ-সমুৎ অনবেন রাগেন সহর্ষা, ভবদা—ভব + দো + অল = ভবদ + আপ, দো—খণ্ডনে।]

হে দেবি, যাঁহাকে নমস্কার করিলেই সর্বপাপ নাশ হয়, সেই তোমাকে প্রণাম করি। হে দেবি, উৎকণ্ঠিতা জননী মেনকা তোমার উমা নামেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমারতো নাম অসংখ্য, এই একটি উমা নামে তোমার মহিমা কতটুকুই বা বর্ণনা করা যায় ? নিয়ত মৌনবৃত্তি অবলম্বনে কঠোর তপোবলে যাহাদের মমতা বা অহঙ্কার নির্মূল বা অধঃকৃত হইয়াছে, তাহাদের নিকট তুমি আদিত্য সঙ্কাশা। তোমার মুখচন্দ্রমা আনন্দে স্নিগ্ধ ও করুণায় আনত এবং ইহা মুনিদের চিত্তে জ্ঞানোদ্দীপনার প্রকর্ষজনক। ভক্তিভরে তোমাকে নমস্কার করি। ৪৬

[সুম্নৈনোনমনে—সুম্ন + এনঃ + নমন = সুম্নৈনোনমন + আপ—সম্বোধন, নানাম্নসে—নানা অম্নসা (সংজ্ঞা) যস্যাঃ সা—সম্বোধন, নিমানং = পর্য্যাদি। অমমান-নিম্নমননাম্নানামিনানূনিমে = ন মমমানঃ (অহংজ্ঞানং) = অসমান—নিম্ন—মননং (জ্ঞানং) তদেব অম্নং শরীরবৃত্তির্যেষাম্ তেষাং = অসমাননিম্নমননাম্নাম্—ইনঃ

।:, উনিমা = অল্পত্বং, অনূনিমা = সাম্যং, ইনানূনিমে = স্পর্দ্ধাতুল্যো, মুন্‌মিন্ন-মাননমাঃ—মুং হর্ষঃ তেনমিন্নঃ আননমাঃ মুখচন্দ্রঃ যস্যা ; নমী = নমনশীলঃ মুনিমনোমানাননোন্নাম = মুনীনাং মনঃ তস্যমানং জ্ঞানং, তস্য আননং উজ্জীবনং উদ্দীপনং তস্যউন্নামঃ প্রকর্ষঃ—স অস্যাস্তীতি, মুনিমনোমানাননোন্নাম + ইন্‌ + ঈপ্‌—তৎসম্বোধনে—মুনিমনোমানাননোন্নামিনি—]

সুবুদ্ধিরূপা যে দেবী নূতন জ্ঞানমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধীর ব্যক্তিগণের মহা-মোহরূপ আবরণ বিনষ্ট করেন, তাঁহাকে বন্দনা করি। ৪৭

যাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলে প্রাকৃত লোক মনোহর বাক্য সমূহকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রশংসা লাভ করে, সেই গিরিশপত্নী এবং গিরিজা গৌরীকে স্তব করি। ৪৮

যে দেবীর (চরণে) প্রণতব্যক্তিদের অনুকূল দৈবের ক্ষয় হয়না বলিয়া দুর্নীতির পাত্র হইতে হয় না, কাম যাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই, যিনি শিবের হিতকারিণী ও মঙ্গলদায়িনী, তাঁহাকে স্মরণ করি। ৪৯

[অয়ঃ = অনুকূলং দৈবং, তস্যদানং = ক্ষয়ঃ, স্মরামিতাং—স্মরেণ কামেন অমিতাং অনভিভূতাম্।]

হে কুরুক্ষেত্রে নিত্য অবস্থিতা সরস্বতি, মৎপ্রতি অতিশয় প্রসাদ বশে মদীয়চিত্তরূপ সমুদ্রে সর্বদা বিরাজ কর এবং আমার এই শরীরকেও কুরুক্ষেত্রে পরিণত কর। ৫০

(বাগাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী ও দুর্গার বাস্তব ভেদ নাই।)

হে দেবী, ত্রিভুবনে যাহাদের বুদ্ধি তোমার প্রতি ভক্তি ভরে ভাবিত মনে হয়, (আমার দৃঢ়বিশ্বাস) যে সেই সকল মানবের জন্ম ধারণের ঋণত্রয় (দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ) পরিশোধ হইয়াছে। ৫১

হে দেবি, তুমিই জগতের স্থিরা ও শ্রেষ্ঠাগতি এবং শেষ আশ্রয়। তুমি এইজগতে অরিগণের ত্রাণ সাধন না করিয়াই (ভক্তগণের) উদ্ধার সাধন কর এবং যে রসে তোমার স্থিতি, তাহাতে ত্রাসের সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ তুমি

সর্বমঙ্গলা। ৫২

হে পার্বতি, তোমাব নাম স্মরণ করিলে লক্ষ্মী চঞ্চলা হন না। প্রত্যু
সকলদিক হইতে অলক্ষ্মী পলায়ন করে। ৫৩

হে দেবি, কুবেরের ন্যায় ধনবান্ তোমার ভক্তগণ (নিয়ত) যুদ্ধে জয়ল
করিয়া থাকে। ত্রিভুবনের রক্ষার্থ যাঁহার বাহু সর্বদাই যুদ্ধে ব্যাপৃত, (
তোমাকে নমস্কার করি। ৫৪

হে দেবি, তুমি ভক্তগণের চিত্তে রজোগুণ দূরীভূত ও সম্যক্ প্রকা
সত্ত্বগুণের উন্মীলন পূর্বক বিরাজ কর। সেনাপতিবৃন্দের সহিত শত্রুসেনা
তুমিই কম্পান্বিত করিয়াছ। ৫৫

[রজস্+অন=রাজস, বিরাজসে=রজোগুণ রহিতে। সেনাং=ই(
প্রভুণা সহ বর্ত্তমানাম।]

হে দেবি, যে ব্যক্তি তোমার স্তব করে, সেই ধন্য। যে সকল সিদ্ধির
সুদূরপ্রসারী, এবং যে সকল সিদ্ধি দুষ্টবাসনা নিরাকরণ করে, সে (
সিদ্ধিলাভ করে। ৫৬

হে মাতঃ, যে তুমি অনাহত নাদদ্বারা মোহজাল ছিন্ন করিয়া জ্যোতিঃর
পরম প্রকাশ লাভ কর, এমন কোন্ স্বর্গবাসী দেবতা আছেন, যে সেই তোম
স্তব করেনা। ৫৭

হে দেবি, তোমার সেবায় উদ্যত যেসকল মানবরূপ শস্য, তাহাদের (
নিবারক মেঘমালা হইয়া তুমি দেখা দাও এবং জ্ঞানিগণের বুদ্ধিতে আদিত
সদৃশ বিমলপ্রজ্ঞারূপে তুমি অবস্থান কর। ৫৮

[গৃহ্য পুংশস্য—গৃহ্যঃ=অনুকম্পাহ পক্ষঃ, ভক্ত ইত্যর্থঃ তাদৃশঃ পুমান
শস্যং। প্রজ্ঞাত্মনেন বিমলা=প্রজ্ঞাত্মনা+ইনবিমলা]

হে ভবানি, যাহারা তোমাকে প্রণাম নিমিত্ত লালস, কখনও তাহা(
চিত্ত তামসিকতাদ্বারা মলিন হয় না। ৫৯

হে দেবি, সর্বব্যাপিনী তোমাতে যাহাদের যথাবিধি অনুকূলা ভ

বিদ্যমান, তাহারা অত্যন্ত অবিনশ্বর এই শরীরে বিভাবনাকুলা ভাবনাবিশিষ্ট; অর্থাৎ উদাসীন হইয়া থাকেন। ৬০

[বিভাবনাকুলা = বিভৌ—সর্বব্যাপিনাং অনাকুলা অবিচলা, বপুষ্যতিস্থিরেতরে = বপুষি অতিস্থিরাদিতরে = অস্থিরে]

অহো! (কি আশ্চর্য্য!) তুমি নির্মম হইয়া নির্দয় (হিংস্র) অসুরগণের তেজবীর্য্য মহারণে বিনাশ করিয়াছ। নিরন্তর সুখ উৎপাদন করিয়া যাহারা অনুকূল দৈববলে মহাজ্ঞানের অধিকারী এবং ধৈর্য্যশালীবৃন্দের মধ্যে প্রধান (প্রভু) তাহাদিগকে রক্ষা কর। ৬১

[অহো দয়ানামবধীরণেন (নির্মমোভূত্বা-ত্বং) অদয়ানাং মহঃ (ওজঃ) বলেন অবধীঃ। মহোদয়ানামবধীরণেন (নিরন্তর সুখোৎপাদনেন) মহোদয়ানাং ধীরণেনং (মহাজ্ঞানশালিনাং য ধীরনং ধৈর্য্যবন্তং ইনং প্রভুং) অব রক্ষ]

হে অম্বিকে, তোমার চরণে প্রণত (নমৎ জন) ব্যক্তি তীর্থ বা আগমশাস্ত্রের সেবা করিয়া যে শুভ ফল লাভ করে, গঙ্গাদি তীর্থে অবগাহন করিয়াও তাহা পায় না। ৬২

হে দেবি, নিঃসার বা দুর্বল ব্যক্তিদের পক্ষে যে ভার তীব্রতম, অর্থাৎ অতিশয় দুঃখপ্রদ, সেই মোহের অত্যয় বা ক্ষয় হইলে তোমার প্রসাদে ভারতীব্রত বা বাগদেবতার সারভূত যে শব্দব্রহ্মরূপিনী পশ্যন্তী বাক্, তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, অন্তরে জ্যোতিস্বরূপ শব্দব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করে। ৬৩

হে জননি, তুমি যে তিমিরবিধ্বংসিনী শস্ত্রসমূহের প্রভা বহন কর, তাহাই শান্তপ্রভাব দ্বারা উজ্জ্বল ও নির্মল সাধুগণের বাত্য। ৬৪

[শস্ত্রাণাং—(শস্ত্র+অণ্) = শাস্ত্রং—তস্য প্রভাঃ, শাস্ত্র প্রভাঃ বহসি তাঃ ত্বং অম্ব = শাস্ত্রপ্রভাবহসিতাস্ত্বমম্ব]

হে দেবি, এই জগতে ভীত না হইয়া যে ব্যক্তি (বিভু) বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হয় নাই, সেও তোমার চরণে প্রণত হইলে জিতেন্দ্রিয় ও নীতিমান্ জ্ঞানীরূপে বিভাবিত হয় এবং মোক্ষরূপ পরম মঙ্গল লাভ করে। ৬৫

[ইহ অত্র সন্ যঃ বিভৌ (বিষ্ণৌ) ন ইতঃ (গতঃ) স শামী তে আনত (সন্) মানতঃ (জ্ঞানতঃ) বিভাবিতঃ (লক্ষিতঃ) সন্নয়ঃ (নীতিমান্ ভূত্বা অত্র শং (মোক্ষরূপ মঙ্গলং) ঈহতে (প্রাপ্নোতি)]

হে জননি, যাহারা (আদ্য শ্রেয়োরূপিণী) সর্বমঙ্গলরূপিণী তোমাকে আশ্র করিয়াছে তাহারা সদ্যঃ সদ্যঃই আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেনা কেন ? ৬৬

[ত্বা ত্বাম্ আশ্রিতাঃ···· ··আদ্যং শ্রেয়ঃ পদং সমাশ্রিতাঃ]

হে মাতঃ, তোমার শরীরের সহিত যুক্ত হইয়া ত্রিপুরারি অত্যন্ত শোভান্বি হইয়াছেন। তত্ত্বদর্শিগণ সত্যরূপ তোমার শরীর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার শ্রে তরণী বলিয়া থাকেন। ৬৭

[হরন্নৎ (ত্রিপুরারি) ভাতি··· ··বপুঃ অনুত্তরং (শ্রেষ্ঠং) তরং প্লবং—তরণীমিত্যর্থঃ]

হে দেবি, যে চিত্ত শমগুণে নিত্যসঙ্গত, আমাকে তদ্রূপ চিত্ত দান কর তোমার অকপট ভক্তিযোগ নির্মলান্তঃকরণ লোকগণের (প্রকৃতি পুরুষে ভেদজ্ঞানমূলক) বিবেক উৎপাদন করে। ৬৮

[যচ্ছমে = যৎ + শমে, স্বচ্ছলঃ = সু + অচ্ছলঃ]

হে দেবি, যাহারা কামজয়ী ও তোমার চরণে প্রণত ; তন্মধ্যে কে আ ইহলোকে প্রত্যাগত হয় ? তাহারা কেবল মোহমুক্ত বিমলবুদ্ধি বিস্তার করিয় অবস্থান করেন। ৬৯

[বিতন্বন্ত কৃতঃ = বিতনুঃ কামঃ, তস্য অন্তকৃতঃ বিনাশকাঃ]

হে দেবি, যিনি কামকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন এবং যাঁহার আত্মা মোহাদি আবরণ শূণ্য অথবা যিনি দিগম্বর, তুমিই সেই হরের শুভরাশি স্বরূপা এবং সেই তোমাদ্বারাই হর শোভা পান। অথবা যিনি নিষ্কাম ও মোহাবরণ শূণ্য, তুমি সেই হরের অশুভরাশি হরণ কর বলিয়াই তিনি শোভা পান। ৭০

[হরস্য শুভ সন্তানং—পক্ষে হরসি + অশুভ সন্তানম্]

হে মধুসূদন-ভগিনি, সংগ্রামে জয়লাভের আশায় কেই বা তোমার স্তুতি না করিয়া থাকে ? যেহেতু তোমার প্রণামপরায়ণ ব্যক্তি যদি স্বসম্পর্কীয়

শত্রুগণ হইতে ভীত হইয়া নিরুদ্যম হইয়াও থাকে, তাহা হইলে প্রণামানন্তর সে সদাঃ সদ্যঃ সেই ভয় হইতে মুক্ত হয়। ৭১

হে দেবি, তুমি শ্রেষ্ঠগণের শেষ সীমা, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তুমি ভক্তগণের প্রবল শত্রুগণ ও যাবতীয় মনঃপীড়া নিবারণার্থ তোমার অবিনাশিনী প্রতিশ্রুতি দিয়াছ। তুমি সুখসেব্যা বলিয়া যোগিগণের স্বীয় সাধ্যাস্বরূপ যজন বা উপাসনাস্বরূপিণী। মানবের জ্ঞাতব্য অর্থসমূহে তুমি দৃঢ়-প্রকাশ স্বরূপিণী। তুমি নানা আগম বা শাস্ত্রে বিদ্যমানা। তুমি ভক্তগণের প্রণামরূপ যজ্ঞে আনন্দলাভ কর। তুমি বিদ্যাস্বরূপা বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা বন্দনীয়া। স্তবদ্বারা তোমার চিত্ত সরলতা লাভ করে। তুমিই উত্তমা ধীশক্তি এবং তুমি যাবতীয় মোহামোহকে অবহাস করিয়া অবস্থিত। তুমি বিভুরূপে সর্বব্যাপিনী এবং স্তবনার্হা—, এতাদৃশী তুমি সর্বভক্তকে রক্ষা কর। ৭২

[স্যা=সা, ত্যদ্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন, সা ত্বং সমস্তান্ অব। জ্যায়সাং নিষ্ঠা পরাকাষ্ঠা=জ্যায়োনিষ্ঠা, সু অনায়াসেন আরাধ্যতে ইতি স্বারাধ্যা, স্বারাধত্বেন যানি সযোগ্যানি ধ্যানিনাং যানি যজনানি তানি জনয়তি যা তৎ সম্বুদ্ধিঃ ; তেন স্তবেন সরলং মনোযস্যাঃ-তাদৃশী তথা তামসস্য অবহাস্যা অবহাসকারিণী]

[এই ৭৩ শ্লোক পূর্ববর্ত্তী (৭২) শ্লোকের প্রতিলোম পাঠ]

হে দেবি, তোমার তনু (শরীর) নির্মল ও রসময়ী, তুমি ধৈর্য্যশালিনী, অগম্যা, (আর্য্যা) প্রভু বা কর্ত্রী, এবং পৃথিবীতে সর্বলোক কর্তৃক নমস্কৃতা। তুমি সর্বদর্শিণী, অহিংসাদি যম এবং মনন রূপ জ্ঞান দ্বারা যে বীর্য্যলাভ করা যায়, তুমি সেই বীর্য্যদ্বারা লভ্যা। তুমি পবিত্রা, সুযজ্ঞা এবং যাহারা ঈশ্বর স্বীকার করেনা, সেই নাস্তিক গণের পরিভবকারিণী। তুমি অভয়রূপিণী অভয়া, এবং ভক্তগণের হৃদয়ের ভাবরূপে স্থিতা। তুমি তামসিক জনগণকে তারণ (রক্ষা) কর না। জগতের পালনই তোমার বিধান। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠা ও অনিযোজ্যা, অর্থাৎ তুমি স্বাধীনা, কেহই তোমাকে নিয়োগ বা তোমার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না। এতাদৃশী তুমি সর্বজনকে রক্ষা কর। ৭৩

[স্তা—সা ইহ অব স্তা—সা সা ত্বম্ ইহ জগতি (সর্বান্) সব, ভুবি (সর্বৈ: ব্যানতা-প্রণামেন স্তুতা, আর্য্যা স্বামিনী, ন ন জ্ঞা অপি তু জ্ঞা সর্বদর্শিনী যমনসননজস্থামগম্যা (গণ্যা)=যমশ্চ মননঞ্চ তাভ্যাং জাতং যৎস্থাম বীর্যং তে গম্যা-অথবা গণ্যা (পরিচ্ছেদ্যা), অনিন জন জায়িনি=ইনঃ=প্রভুঃ, অনিন =অনীশ্বরঃ, অনীশ্বরাণাং জনানাং জয়িনী—(সম্বোধনে রূপম্), আয়ত্তাদ স্বৈঃ=আয়ত্তঃ বশ্যঃ অদরঃ অভয়ং তদেব স্ব আত্মা যেষাং তৈঃ,—ধ্যামসত্ত্বাধ =ধ্যাম ধূসরং তমোময়ং যৎ সত্ত্বং তস্য অধরা]

হে চণ্ডি, তুমি অচঞ্চলালক্ষ্মী, চিত্তরূপমনোহর কমলবাসিনী, এবং অবিদ্য রূপ মোহভঙ্গনিমিত্ত উগ্রবলধারিণী নির্মলজ্ঞানস্বরূপা, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। ৭৪

[এই শ্লোকটি ভাষাসম অলঙ্কারের উদাহরণ। ইহার পদসমূহ সংস্কৃ রচিত। মহারাষ্ট্রীয়, পৈশাচী, মাগধী, সৌরসেনী ও অপভ্রংশ প্রাকৃত এক রূপ।]

হে দেবি, দুর্গা (দুর্গমা) হইয়াও তুমি সুলভা, ভব অর্থে শিবের অনুরক্ত হইয়াও তুমি ভব অর্থাৎ পুনর্জন্ম ক্ষয় কর। তুমি ধ্যেয়া (ধ্যানগম্যা) হইলে সর্বদাই অধ্যেয়া অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠে আলোচনা যোগ্যা। অতএব তোমা চরিত্র বিচিত্র। ৭৫

হে উৎসবদায়িনী উমে, আমার যে আগমাহরণ বা বিদ্যার উপার্জনে দেবগণে সহিত মিলন হয়, তাহা তুমি রক্ষা কর। এবং যে চিত্ত মোহের ফলে সংসা বহুবার যাতায়াত করিতে হয়, তোমার অবসর সময়ে সহসা তাহা হরণ কর।

এই শ্লোককে মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত বলিয়া ধরিলে তাহার সংস্কৃতরূপ এই প্রকা হয় :—

মম দেহিরসং ধর্মে তমোবশায়াশাং গমাগমাৎ হর নঃ।

হর বধু, শরণং ত্বং চিত্তমোহোঽপসরতু মে সহসা ॥

মহারাষ্ট্রীয়রূপ—

মহ দেসু রসং ধম্মে তমবসং গমাগমা হর নে।

হর বহু সরণং তং চিত্তমোহ অবসর উমে সহসা ॥

ার অর্থ–

হে হরবধূ গৌরি, আমাকে ধর্মানুরাগ প্রদান কর। সংসারে বারবার াতায়াত নিবন্ধন আমার তামসিক বাসনা হরণ কর, এবং অচিরে আমার চিত্ত হইতে মায়ামোহ অপসারণ কর। তুমিই আমার কেবল শরণ বা আশ্রয়। ৭৬

হে দেবি, সূর্য্যালোকপ্রবর্ত্তিনী প্রাতঃ সন্ধ্যার ন্যায় তুমি বন্দনীয়া, জ্ঞানিগণের ানদায়িনী হইয়া মহামোহরূপ রাত্রির অবসান কর। ৭৭

[সূরি+আলোক=সূর্য্যালোক]

হে দেবি, তোমার বিদ্যমানতা ও উজ্জ্বলতারূপ দ্বিবিধ সত্তার একটি প্রাণ-ায়িনী ও অপরাধী শত্রুগণের পরাজয় সাধনে বলবতী, ও অন্যটি (অর্থাৎ উজ্জ্বলতা বা জ্যোতিঃস্বরূপটি) যাবতীয় সৃষ্টিকার্যে শব্দব্রহ্মরূপে সাধারণ ভাবে অবস্থিত ও ভবসমুদ্র পারদায়িনী। ৭৮

[হে অসুদে প্রাণদায়িনি ; সদাগোরিজয়ে—সদ্‌বিদ্যমানং আগঃ অপরাধঃ যষাং অরীণাং তেষাং জয়ে ; তব সংবাদিসারসম্পত্তি—সংবাদিনী সারস্য লস্য সংপত্তিঃ যয়োঃ তে সত্তে, সত্তীরদে শোচনপারপ্রদে ; সুসমানদে—সুসমং ভূতসর্গে সাধারণত্বেন অবস্থিতং) আনং (শব্দং শব্দব্রহ্ম) দদাতি যা—তৎ ম্বোধনে।]

সৌরসেনী ভাষায়—

গৌরি (হে গৌরি), জয়েসু (জগৎসু), দে (তে), তবসত্তি (তপঃ শক্তিঃ), দা (সদা), সংবাদিসার সংপত্তী (শম্বাতিসার সংপ্রাপ্তিঃ), সংসারে (সংসারে), দে (রতে), সুসমানদে (সুশমানতে), সম্ভু (শংতু),

হে গৌরি, ত্রিভুবনে তোমার তপঃশক্তি বজ্রের তুল্য সারময়ী, সংসারে রত ইয়াও যাহারা শমপরায়ণ ও তোমার প্রতি প্রণত, সেই শক্তি তাহাদের

মঙ্গলবিধায়িনী হউক। ৭৮

হে দেবি, যে আগমসমূহ (শাস্ত্র) রজোগুণ রহিত জনগণের নিকট মণিতুল্য, কিন্তু এই সংসারে জড়বুদ্ধিযুক্ত যাহাদের সংমদ (মত্ততা) সেই শাস্ত্রজ্ঞান ও অতিপ্রশংসিত দমগুণের পক্ষে হিমের ন্যায় অনিষ্টকর। তুমি যেরূপ যাজ্ঞিকগণের ভয় হরণ কর, উপযুক্ত অবসরে তাহাদের সেই সংমদও সেইরূপে দূরীভূত কর। ৭৯

[অপরজস্সু=অপরজঃসু, আগমমণি—সুদন—হিমসম—সংমদ—কৃৎ, কৃন্তি ইতি কৃৎ, সবঃ যজ্ঞঃ তদ্বান্ সবী যাজ্ঞিকঃ, সবিনাং ভয়বৎ, উজ্জলভাবসহস্সু —উদগতঃ জলভাবঃ অর্থাৎ জাড্যং, তদেব সহঃ বলং যেষাং তেষু।]

অপভ্রংশ প্রাকৃতে ঃ—

জস্সু (যস্য), মণি (মনঃ), পর (কেবলং), আগম—সুদমহিম—সম—সংমদকৃ (আগম-শ্রুতমহিমা-শম-সংমদকৃত), সবি (সঃ অপি), কির (কিল), ভয়বদিতো সময়-উজ্জলভাবসহস্সু (ভগবতি তোষময়োজ্জল—ভাবসহস্রম্)

যাহার চিত্ত শাস্ত্রে রতিবিশিষ্ট, বেদজ্ঞানে মহিমান্বিত, ও শমজনিত আনন্দ পূর্ণ, সেও নিশ্চয়ই ভগবতীর সন্তোষ হেতু সহস্র সহস্র উজ্জ্বলভাবের অধিকারী হয়। ৭৯

হে বরদে, তুমি দেবগণের শাস্ত্র সঙ্গত বাক্যে বিরাজ কর এবং তাহারা তোমার আদেশরূপ অস্ত্রসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া শত্রুগণকে জয় করে। ৮০

হে দেবি, তুমি পরব্রহ্মে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া, যে সকল জিতেন্দ্রিয় ভক্তগণ সর্বদা তোমার জপ ও ধ্যান করে তাহাদের অজস্র মঙ্গল দান করিয়া থাকো। ৮১

[সুদাত্তজদিশি= সু-উদাত্তা প্রধানা যা অজদিক্ বিষ্ণু স্থানং ব্রহ্ম বা তস্যাম্।]

হে দেবি, যে জনগণ মোক্ষ যোগাবলম্বনে স্বকীয় অশুভ বিনাশ করিয়াছে তাহারা শ্রীহরির ভগিনী (কাত্যায়নী বা একাংশা) তোমাকে তত্ত্বানুসারে আশ্রয় করিয়াই নিজকে উৎকর্ষ বা সারস্বরূপ জানিয়া থাকে। ৮২

হে দেবি, যতিগণ তোমার প্রভাবেই সর্বদা সেই প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপকে

প্রাপ্ত হইয়া মোহমুক্তি বলে সূর্য্যতুল্যদ্যুতিমান হইয়া থাকেন। ৮৩

[মোহমুত্তিতঃ=মুদ্+ক্তি=মুক্তিঃ, মোহস্য মুক্তিঃ, তস্যাঃ হেতোঃ, প্রভাবতঃ =প্রভাবৎ+ঙা১ সূর্য্যস্য]

হে মাতঃ, তুমি শুভ্রা (সিতা) ও অসীমা (অপারা)। তুমিই জীবগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর, এবং যাহারা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী তুমিই তাহাদের নিকট পরাবিদ্যারূপিণী। ৮৪

[এই শ্লোকের চতুর্থ চরণে যে কয়েকটি বর্ণ আছে, প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের মধ্যে তাহা বিক্ষিপ্ত আছে।—১ম ও ২য় চরণের ২, ১, ৬, ৪, ১১, ৯, ১৩, ও ১৬ সংখ্যক বর্ণ যথাক্রমে পাঠ করিলেই-"সত্বংপাসি বিপত্তিতঃ" পাওয়া যায়।]

হে জনগণ, তোমরা আদরের সহিত দেবীর যে স্মৃতি পরম তপস্যাস্বরূপা, শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, উহ ও অপোহ—এই অষ্টবিধ বুদ্ধির পুষ্টি হেতু তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। ৮৫

হে দেবি, শিবের ত্রিশূলস্থ ভিন্ন ভিন্ন শিখা (ফলক) তুল্য বাদিগণের নানাবিধ মতভেদের মধ্যেও সমস্ত মহিমার আশ্রয় তোমার প্রভায় প্রদীপ্ত। ৮৬

[অসমাশ্রয়ঃ=অসমা অশ্রিঃ কোটিঃ যেষাং তে]

হে দেবি, তোমার শ্রবণ মননাদি চেষ্টার দ্বারা চিত্ত অবহিত ও বিকশিত হইয়া জ্যোতির্ময় আনন্দধাম হইতে ক্ষরিত শ্রেষ্ঠধন ওঁ কার-রূপ শব্দামৃত পান করে। ৮৭

[বর সুধামতঃ=বরসুধাম্ অতঃ।]

হে বরদে, যে ধীর যতিগণ এই সংসারে তোমাকেই ইষ্টদেবীরূপে আরাধনা করেন, তাহারা স্বর্গকেও শোভিত করেন। ৮৮

হে দেবি, সাহা, তুমিই তো সাংখ্য যোগীবৃন্দের জ্ঞানরূপ পরমধন। ত্রিবিধ ব্যথা বা দুঃখনাশক তত্ত্ব তুমিই বিবৃত করিয়াছ। ৮৯

[অন্বয় মুখে যাহা অনুমতি হয়, তাহাই বীত, তদ্বিপরীত অবীত ; সাংখ্যে বীত ও অবীত অর্থে প্রকৃতি ও পুরুষকে বুঝায়। প্রকৃতি—পুরুষবাদী

সাংখ্যগণকেই "বীতাবীতবৎ" বলা হইয়াছে। বীতাবত তুৎ=বীতা বিগতা, অবততা বিস্তীর্ণা তুদঃ ব্যথা যত্র তৎ, তুদ্+ক্বিপ্=তুৎ]

হে তারে (তারাদেবী) শরণাগত জনগণের পরিত্রাণার্থ তুমি দেবেন্দ্রের যুদ্ধ (সংকট) রক্ষা কর এবং সেই কার্য্যে প্রেরিত হইয়া তোমার পাপ নাশক প্রচণ্ড বাহুবলে পালন কর। ৯০

[দোষান্ পাপান্ অপাস্যতি ইতি দোষাপাসিন্—তেন=দোষাপাসিনা। উদগ্রাঃ স্বে দোষাঃ বাহবঃ যস্যাঃ সা=উদগ্রস্বদোষা।]

স্নেহময়ী জননি, তোমার নিত্যপ্রকাশরূপ অক্ষয় জ্যোতিঃ এবং উদারচিত্ত ধারণ করিয়া তুমি জনগণের ধৈর্য্য উৎপাদনপূর্বক তাহাদের সন্মার্গানুসারিণী নীতি ও ক্ষমাদি গুণ রক্ষা করিয়া থাকো। ৯১

হে দেবি, এই জগতে অনব অর্থাৎ প্রাচীন ও অপৌরুষেয় যে সাম, ঋক ও যজুঃ বেদত্রয়ী বিদ্যমান, তুমিই তাহাদের প্রাণস্বরূপা এবং তুমিই তৎসমুদয়কে অপভ্রংশ প্রভৃতি বিকৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছ, সমৃদ্ধি উৎপাদনে সর্বদা একমাত্র তুমিই নিপুণা। ৯২

[সামর্গ্যজুষাং=সাম+ঋক্+যজুষাং, স্থলে রেফটি গ্-এর পূর্বে স্থাপন না করিয়া পরে স্থাপন করিলে, অর্থাৎ উক্ত স্থলে "সামগ্র্যযুষাং" পাঠ করিলে—এইরূপ অর্থ হয়।]

তুমি মুখ্য দানবগণের সহিত মিলিত সমগ্র রাক্ষসকুলের প্রতিপত্তি বিনাশে একমাত্র সুদক্ষা এবং তুমিই তাহাদের অসুস্থিতি বা সুখে অবস্থানের বিঘ্ন-স্বরূপা। ৯২

হে দেবি, সাধুগণ তোমার স্তুতি করিয়াই ধর্ম সভায় প্রশংসিত হন। তুমিই তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকারিণী। ঈতিনামক আপদ্‌সমূহ ও ব্যাধিপ্রভৃতি হইতে মুক্ত দীর্ঘজীবনেরও তোমার প্রসাদেই তাহারা অধিকারী হইয়া থাকেন। ৯৩

[স্তুতি স্তুতোঽসি সা=(বিপরীত ক্রমে) সা (ত্বং) অসি ততঃ (তস্মাৎ) ঊতিঃ (রক্ষা—রক্ষাকারিণী), অব+ক্তি=ঊতি ; সতঃ=সাধোঃ, সতত্বং

তে স্তুতেঃ (হেতোঃ) ; সং সংস্থ—সিতা (নির্মলা—প্রশংসিতা) সত্তা ; (তস্ত সতঃ) অস্তিতা ততা (বিস্তীর্ণা) এতি ; (কীদৃশী অস্তিতা ?) ইতি স্থিতিঃ—আপদাং জননী—তস্তা ক্ষপিতা ; তস্তেতি স্থিতিঃ—আপন্নি বারিণী ।]

হে চিত্তমলাপহারিণী দেবি, অরিগণের বিনাশ নিবন্ধন যাহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, গন্ধর্বাদি সে বিশ্বজগৎ (ত্রৈলোক্য) তোমার আলোকে উদ্ভাসিত ও তোমার আজ্ঞায় নিয়ন্ত্রিত। ৯৪

[মলস্থৎ+যতঃ=মলস্থদ্যতঃ, মল+স্থদ্+ক্বিপ ; শমিদ্ধং লব্ধজ্ঞানম্, অরিস্থুত্তিতঃ—অরীণাং স্থুত্তিঃ অরিস্থুত্তিঃ, ততঃ।]

হে দেবি, আমার অস্থির বুদ্ধি যে স্থানেই গমন করে, সেই স্থান হইতেই ফিরিয়া আসে। আমার এই বুদ্ধিতে সংযমনী শক্তি এমন ভাবে বিস্তার কর, যাহাতে ইহা তমোনির্মুক্তা হইয়া সত্যই আমার জ্ঞানময়ী অপরিচ্ছিন্না জননী হইতে পারে) ৯৫

[শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধে য ও ত এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে ম ও ত দুইটি মাত্র বর্ণ আছে।]

হে দেবি, তোমার ভক্তগণের মধ্যে যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ তোমার স্বকীয় মহত্ত্ব অবলম্বন করিয়া মোহচ্ছেদনকারিণীরূপে তাহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিতা হও, এবং যাহারা অন্যপ্রকার (যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ নহে) তাহাদের পাপ বিনাশ কর। ৯৬

[মোহচ্ছিদাবস—মোহচ্ছিৎ+(মোহং ছিন্নত্তি ইতি মোহ+ছিদ্+ক্বিপ্) আবস।]

হে জগজ্জননি, সন্মার্গ প্রদর্শিকা প্রজ্ঞার মধ্যে তুমিই প্রধানারূপে সুপরিজ্ঞাতা, যাহাতে সেই প্রজ্ঞা বিস্তার লাভ করিয়া উদ্ভাসিত হয় তাহাই কর। ৯৭

হে জগজ্জননি, যে সমস্ত ব্যক্তি সন্মার্গগামী তুমিই তাহাদের প্রধানা পরিচালয়িত্রী রূপে বিদিতা, তোমার আনন্দরূপিণী সেই প্রজ্ঞাকে বিস্তারপূর্বক সুপ্রকট কর। ৯৮

[পূর্বের ৯৭ সংখ্যক 'ত্বং সাজ্ঞাস্থ' ইত্যাদি শ্লোকটির পদগুলির স্থান বিপর্য্যয় করিয়া অনুষ্টুপ ছন্দ হইতে আর্য্যাছন্দে পরিণত করিয়া এই শ্লোকটি নির্মিত।]

হে দেবি, তুমি ক্ষমারূপিণী। তোমার ক্ষমা যেমনই ক্রোধনাশিনী, তেমনই সত্যা ও ক্ষোভরহিতা। যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ সন্মার্গে প্রবর্ত্তিত হইয়া সেই ক্ষমার আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই তোমার ভক্তির অনুকূল হইয়া থাকে। ৯৯

যে দেবি, যাবতীয় মোহ উৎখাত করিতেই তোমার মতি স্থিরভাবে অবস্থিতা। এই জন্য (অর্থাৎ তুমি মোহ নাশ কর বলিয়া) যতিগণ স্বতপস্যারদ্বারা শুক্লপদ অর্থাৎ সত্ত্বগুণযুক্ত স্থান অথবা দেবযানরূপ শুক্লাগতি লাভ করেন। ১০০

দেবীকর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া তাঁহারই আদেশে নোণতনয় আনন্দবর্ধন দেবীশতক নামে এই স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। ১০১

হে দেবি, তোমার ভাস্বরমূর্ত্তি অন্তঃকরণের অন্ধকার দূরীভূত করে। তুমি সর্বপ্রকারে স্বর্গবাসী দেবগণের শত্রুদিগের ক্ষয় সাধন কর। ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক ধ্যাত হইয়া তুমি তাহাদিগকে নির্বাণ মুক্তি প্রদান কর। যাঁহার আত্মা ত্রিভুবনের ত্রাণের নিমিত্ত একাগ্র, সেই শিবকর্ত্তৃক তুমি দেহার্দ্ধে ধৃতা। এই জগতে তোমার ন্যায় সুন্দর কেসরীন্দ্রে আর কে অধিষ্ঠিতা? ১০২

[শ্লোকটির মধ্যে একটি প্রহেলিকা আছে। প্রশ্ন—ত্বমিবাপরা কা সৎকেসরীন্দ্র স্থিতিঃ? উত্তর—অভবেন ভুবনত্রানৈকতানাত্মনা দেহার্দ্ধে নিহিতা সৎকেসরীন্দ্রস্থিতিঃ—অর্থাৎ জন্মরহিত ও ভুবনত্রাণের জন্য একাগ্র চিত্ত যে নৃসিংহরূপী বিষ্ণু দেহার্দ্ধে শোভমান কেসরীন্দ্রকে ধারণ করিয়াছেন—তিনিই 'ত্বমিব' তোমার ন্যায়। 'ভবেন' স্থলে 'অভবেন' পাঠ করিতে হইবে।]

[এই শ্লোকটি শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর স্তুতিরূপে চারিপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়।]

দুর্গা পক্ষে—হে দুর্গে, তুমি সাধুদের ভববন্ধন মোচনকারিণী, সর্বপ্রকার ক্লেশ নাশিনি, আনন্দের একমাত্র হেতু, সমস্ত জগতের গুরু ও মাতা। তোমার অনুগ্রহে সর্বপ্রকার বিভবের উদয় হয়, যাহাদের চিত্ত তোমার ভক্তিপূত তাহারা কেহই ক্লেশে অবসন্ন হন না। পণ্ডিতগণ লক্ষ্মীর ন্যায় তোমার ভর্ত্তার ন্যায় অভিন্নভাবে তোমার স্তুতি করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপক্ষে—হে বিষ্ণো, তুমি ভববন্ধন মোচনকারী, ক্লেশসমূহ দূরীকরণে করী-সদৃশ (হস্তীর ন্যায় বলবান্), আনন্দের একমাত্র হেতু, ত্রিজগতের গুরু ও প্রমাতা (মাতা)। তোমার অনুগ্রহে সর্বপ্রকার বিভবের উদয় হয় (অর্থাৎ লোকে সাযুজ্যাদি মুক্তি লাভ করে), যাহাদের চিত্ত তোমার ভক্তি রসে পবিত্র তাহারা দুর্গম এই সংসারে কোনও ক্লেশে অভিভূত হন না। পণ্ডিতগণ জগতের ভারবহন কারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় তোমারও স্তুতি করেন।

ভবানী পক্ষে—দুর্গা পক্ষে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। তাহা ব্যতীত—হে দুর্গে, হে বিন্ধ্যবাসিনি, (ত্বং) "সতাং ক্লেশোন্মাথকরী ভব" সাধুদের ক্লেশ বিনাশিনী হও, এবং (ত্বং) হরানন্দৈক হেতো—হরের আনন্দের একমাত্র হেতু (সম্বোধনে)—এইরূপ অর্থ করা যায়, অবশিষ্টাংশ দুর্গা পক্ষে স্তুতির ন্যায়।

শিব পক্ষে—হে ভব, হে আনন্দৈক হেতো, ত্বং জগতাং মাতা হিংসকঃ—ত্রৈলোক্যস্য সংহর্ত্তা—হে শিব, তুমি আনন্দের একমাত্র হেতু, এবং ত্রৈলোক্যের সংহার কর্ত্তা—এইরূপ অর্থ করা যায়। অবশিষ্টাংশ বিষ্ণু পক্ষে স্তুতির ন্যায়। ১০৩

যে কবি আনন্দকথা ও ত্রিদশানন্দে তাহার বাণীকে লালন করিয়াছেন, ভক্তিবশে তিনি দেবীর এই দুষ্কর স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। ১০৪

[টীকাকার কয়্যট বলেন, আনন্দ কথা ও ত্রিদশানন্দ বলিতে কবি তাহার রচিত বিষমবাণলীলা ও অর্জুন চরিত নামক কাব্যদ্বয়কে বুঝাইয়াছেন।]

ভূমিকা

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজীর সনির্বন্ধ অনুরোধে আচার্য্য আনন্দ বর্দ্ধন রচিত "দেবীশতক" এর বঙ্গানুবাদের ভার লইয়াছিলাম। আমার মত অশীতি-বৎসরের বয়োভারে জীর্ণ, ক্ষীণদৃষ্টি, নষ্ট স্মৃতি ও নানা ব্যাধিতে ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এই কার্য্য খুব সহজ হয় নাই। দেবীশতকের অনুবাদ ও পাষাণ পেষণ করিয়া রসনিষ্কাশন প্রায় একই ব্যাপার। কবি সহজ পথে বিচরণ করেন নাই। কোন শ্লোক মাত্র একটি বর্ণে। কোনও শ্লোক বা দুইটি মাত্র বর্ণে রচিত। উৎকট যমক ও শ্লেষে প্রায় প্রতিটি শ্লোক কণ্টকিত। বাল্মীকি, ব্যাস, বা কালিদাসের রচনার অনুবাদ যেমন প্রতি পদে মূলের অনুগত করিয়া ও ভাব প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া করা যায়, দেবীশতকের শ্লোকের অনুবাদ সেইরূপে করা দুষ্কর। প্রত্যেকটি কবিতার একটা অর্থ আছে বটে, তবে শ্লেষ ও যমকের অনুরোধে একটি সরল ভাব প্রবাহ প্রায় কোথাও নাই। কবি একটি মাল্য রচনা অবশ্য করিয়াছেন, কিন্তু সে মালায় ফুলের সঙ্গে, রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ, জীবপুত্রিকার বীজ ও কোথাও কোথাও তুলসী কাষ্ঠের গুটিকার অদ্ভুত সম্মেলন ঘটিয়াছে। মালাটি পবিত্র বটে, কিন্তু ইহাতে ফুলের মালার সৌষ্ঠব অনুপস্থিত।

এই শ্রেণীর কবিতায় কবিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক প্রগল্ভ পাণ্ডিত্যের অভাব নাই। কালিদাসের পর হইতেই এইরূপ প্রগল্ভ পাণ্ডিত্যের সূত্রপাত। ভারবির রচনাতেই প্রথম উৎকট যমক ও সর্বতোভদ্র, গোমূত্রিকাবন্ধ প্রভৃতির প্রচুর সমাবেশ দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী কালে ভট্টি, মাঘ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক কালে মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের রচনায় পর্য্যন্ত এই ধারা চলিয়া আসিয়াছে। নলোদয় নামক যমক কাব্যটি কালিদাসের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ইহা রঘুবংশ, কুমার সম্ভব ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের কবির রচনা বলিয়া মনে করেন না। কালিদাস নামে একাধিক কবি নানা সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। কালিদাসের

পরে উৎকট পাণ্ডিত্যের অধিকারীগণ কবির আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। বাণভট্ট 'কবীনামগলদ্ দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া'—বলিয়া যে সুবন্ধুর প্রতিপদ শ্লেষে রচিত বাসবদত্তার প্রশংসা করিয়াছেন, সেই সুবন্ধুও এই শ্রেণীর কবি। ইহার সহিত কবিরাজ কবির রাঘবপাণ্ডবীয়ের নাম করা যাইতে পারে। এই পথে বিচরণ করিয়াও কেহ কেহ দুর্বোধতার জটিলজালে আবদ্ধ হন নাই, স্বয়ং বাণভট্টই তাহার দৃষ্টান্ত। "নলচম্পূ" রচয়িতা ত্রিবিক্রম ও "যুধিষ্ঠির বিজয়" রচয়িতা কাশ্মীর দেশীয় কবি বাসুদেবও বাণভট্টের অনুগামী বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। আচার্য্য দণ্ডী কাব্যাদর্শে যমকাদির উদাহরণ প্রদান করিলেও তাঁহার রচনা দশকুমার চরিতে কোথাও ইহার গন্ধমাত্র নাই। দণ্ডীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া বৈদর্ভমার্গে গমন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এমন কবিরও অভাব নাই। নৈষধীয় চরিতের কবিকে ভারবি ও মাঘের রোগ স্পর্শ করে নাই।

দেবীশতক অনুবাদ করিতে যাইয়া আমার একটা ধারণা দৃঢ় হইয়াছে যে, ইহার কবি আনন্দবর্ধন ও ধ্বন্যালোক রচয়িতা আনন্দবর্ধন উভয়ে কখনও এক ব্যক্তি নহেন। বোম্বাই নির্ণয় সাগর পুস্তক প্রকাশন হইতে মুদ্রিত ধ্বন্যালোকের ভূমিকায় আনন্দ বর্ধন ধ্বন্যালোক, দেবীশতক, বিষমবাণলীলা, অর্জুনচরিত বিনিশ্চয়টীকার ধর্মোত্তমার বিবৃতির রচয়িতা বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে কেবল প্রথম দুইখানি গ্রন্থই পাওয়া যায়। কবি ও সমালোচক সমাজে ধ্বন্যালোক রচয়িতা আনন্দবর্ধন সুরুচির জন্য প্রসিদ্ধ। ধ্বনি গ্রন্থের ২য় উদ্যোতের ষোড়শ কারিকায় বলা হইয়াছে—

ধ্বন্যাত্মভূতে শৃঙ্গারে যমকাদি নিবন্ধনম্।
শক্তাবপি প্রমাদিত্বং বিপ্রলম্ভে বিশেষতঃ॥

শৃঙ্গাররস ধ্বনির আত্মাস্বরূপ, সামর্থ্য থাকিলেও তাহাতে যমকাদির ব্যবহার প্রমাদ বলিয়া গণ্য। বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে। ইহারই আলোকে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন,—

'যমকাদীনাং যমক প্রকারাণাং নিবন্ধনং দুষ্কর শব্দ ভঙ্গশ্লেষাদীনাং শক্তাবপি

প্রমাদিত্বম্। প্রমাদিত্বমিত্যনেনৈতদ্দর্শতে কাকতালীয়েন কদাচিৎ কস্যচিদেকস্য যমকাদে র্নিষ্পত্তাবপি ভূম্নালঙ্কারবদ্ রসাঙ্গত্বেন নিবন্ধোন কর্ত্তব্যঃ'। ইহার টীকায় আচার্য্য অভিনবগুপ্ত 'দুষ্কর' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'দুষ্করেতি মুরজচক্রবন্ধাদিঃ'। ইহার মোটামুটি অর্থ এইযে, নানা প্রকার যমক, দুষ্কর মুরজবন্ধাদি, সভঙ্গ অথবা অভঙ্গ শ্লেষ প্রভৃতি রচনায় দক্ষতা থাকিলেও শৃঙ্গার রসে তাহার ব্যবহার অপরাধের তুল্য, মস্তবড ভুল। কাকতালীয় ন্যায়ে হঠাৎ একটা আধটা যমক রচনার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহা তেমন দোষাবহ না হইতে পারে, কিন্তু রসের অঙ্গস্বরূপ অলঙ্কারের ন্যায় প্রচুর পরিমান যমক ব্যবহার কিছুতেই উচিত নহে। দণ্ডী প্রভৃতি আচার্য্যগণও যমকের প্রশংসা করেন নাই।

ধ্বন্যালোককার আনন্দবর্ধনের উক্ত উক্তির পরও কি বিশ্বাস করিতে হইবে যে দেবীর স্তুতি করিতে যাইয়া তিনি যত প্রকারের দুর্বোধ্য যমক আছে, তাহাদের একত্র সমাবেশ করিবেন। বাৎসল্য ও ভক্তিরসতো শৃঙ্গাররসেরই প্রকার ভেদ। এমনকি ভক্তিরসকে শৃঙ্গাররসের চরমোৎকর্ষ বলিলেও ভুল হয় না। যিনি যমকের এত নিন্দা করিয়াছেন, সেই আনন্দবর্ধন দেবীর স্তোত্রে এত যমক ব্যবহার করিবেন, ইহা নিতান্তই অবিশ্বাস্য। কেবল যমকই বা বলি কেন, কোন যমক মাত্র একটি বর্ণে, কোনটি দুইটি মাত্র বর্ণে গ্রথিত। গোমূত্রিকাবন্ধ প্রভৃতি নানা বন্ধেরও অভাব নাই। ইহার উপর আছে, ভাষাসম অলঙ্কার অথবা শ্লেষের আশ্রয়ে একই শ্লোকে নানা ভাষার সমাবেশ। ইহাও শেষ কথা নহে, কবি কোথাও কোথাও প্রহেলিকাও ব্যবহার করিয়াছেন। ফল কথা পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য যতরকমের কৌশল থাকিতে পারে, কবি সমাজে নিন্দিত হইলেও, তিনি তাহার কোনটিই ত্যাগ করেন নাই।

স্তব যদি আন্তরিকতা শূন্য হয়, তবে তাহা স্তবই নহে। চণ্ডী, গীতা প্রভৃতিতে যে স্তবগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, বাল্মীকি, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি রচিত যে অসংখ্য স্তব আছে, তাহার সহিত দেবীশতকের তুলনা করিলে ঐ সকলের সহিত দেবীশতকের পার্থক্য যে কত বেশী, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

বাংলার রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি ভক্তের পদাবলী তো দূরে থাকুক, দাশরথির অনেক গানের সহিতও ইহার তুলনা হয় না।

দেবীশতকে যে শ্রেণীর যমক দেখা যায়, সেই শ্রেণী যমক রচনা করিতে হইলে, কেবল যমক ও ছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অক্ষরের পর অক্ষর যোজনা করিতে হয়, ফলে যাহা দাঁড়ায়, পরে ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে তাহার কোন একটা অর্থ আবিষ্কার করিতে হয়। ইহাতে বাক্ ও অর্থ পরস্পরের প্রণয়ে আকৃষ্ট হরগৌরীর ন্যায় নিত্য সম্বদ্ধ নহে। এক্ষেত্রে বাক্ প্রধান, অর্থকে তাহার সহিত জোর করিয়া আনিয়া মিলাইয়া দিতে হয়। এ যেন অর্থরূপ মহাসমাধিমগ্ন শবকল্প মহাকালের বক্ষে বাগ্‌রূপিণী মহাকালীর উলঙ্গ নৃত্য। রুদ্রট বলিয়াছেন,—

মনসি সদা সুসমাধিনি বিস্ফুরণমনেকধাভিধেয়স্য।
অক্লিষ্টানি পদানি চ বিভান্তি যস্যামসৌ শক্তিঃ ॥

প্রকৃত কবির চিত্তে নানার্থযুক্ত শব্দসমূহের অক্লেশে আবির্ভাব হয়, পদ্মের মধুগন্ধে যেমন পংক্তি বদ্ধ ভ্রমরগণ আকৃষ্ট হয়, তেমনই কবির ভাবে আকৃষ্ট শব্দের পর শব্দ আসিতে থাকে। তাহার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, মাথা ঘামাইতে হয় না। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর মহাকবির উদাহরণ। দেবীশতকের কবি ইহাদের সগোত্র নহেন।

দেবীশতকের রচয়িতা আনন্দবর্ধন। রাজতরঙ্গিণীর পঞ্চম তরঙ্গে কথিত হইয়াছে,—

মুক্তাকণঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্ধনঃ
প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎ সাম্রাজ্যেঽবন্তি বর্মণঃ।

সুতরাং অবন্তি বর্মার রাজত্বকালে যে বিখ্যাত কবি আনন্দ বর্ধন বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নেই। অবন্তি বর্মা ৩৯৫৯ কলিগতাব্দে পরলোক গমন করেন, তাহার ১১৯ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪০৭৮ কলিগতাব্দে কয্যট দেবী-শতকের টীকা রচনা করেন।

উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অন্যূন ১১৫ বৎসর তো বটেই বরঞ্চ তাহার

বেশী হওয়াই সম্ভব। ধ্বন্যালোকের রচয়িতা রাজানক আনন্দবর্ধন পিতা
নাম উল্লেখ করেন নাই। দেবীশতকের রচয়িতা আপনাকে নোণসূত বলিয়
পরিচয় দিয়াছেন; তাহার পিতার নাম নোণ কিন্তু তিনি রাজানক কিন
জানিবার উপায় নাই। দেবীশতকের ১০৪ শ্লোকে কবি বলিয়াছেন,—'যেনান
কথায়াং ত্রিদশানন্দে চ লালিতা বাণী' অর্থাৎ তিনি আনন্দকথা এবং ত্রিদশান
নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ধ্বন্যালোক নামক গ্রন্থও যে তাহার রচন
তাহা বলেন নাই। কয্যট টীকায় বলিয়াছেন,—আনন্দ কথা, বিষমবাণলীলা
এবং ত্রিদশানন্দ অর্জুন চরিতেরই নামান্তর। বিষমবাণলীলা ও অর্জুন চরি
যে ধ্বন্যালোক রচয়িতা আনন্দবর্ধনের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই, কেনন
উক্তগ্রন্থে আনন্দবর্ধন বিষমবাণলীলা হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কি
কথা হইতেছে দেবীশতক রচয়িতা, বিষমবাণলীলা ও অর্জুন চরিতের না
না করিয়া সেস্থানে 'আনন্দ কথা' ও 'ত্রিদশানন্দ' নামে তাহাদের পরিচ
দিলেন কেন? তিনি কি ইচ্ছা করিলে তাঁহার রচিত শ্লোকে এই দুইটি গ্রন্থে
স্পষ্ট উল্লেখ করিতে পারিতেন না? আনন্দ কথা আর বিষমবাণলীলা, ত্রিদশান
ও অর্জুন চরিত কি একই গ্রন্থ না পৃথক গ্রন্থ? কয্যট ও আনন্দবর্ধন উভয়ে
কাশ্মীর বাসী, উভয়ের সময়ের পার্থক্য পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। খ্রীষ্টা
হিসাবে অবন্তি বর্মার পরলোকগমনের সময় ৮৫৯ খ্রীঃ ও কয্যটের টীকা রচনা
সময় ৯৭৮ খ্রীঃ। এই সময়ের মধ্যে একই দেশের এক পণ্ডিতের অন্য এক
পণ্ডিত সম্বন্ধে এত ভুল হওয়া অসম্ভব না হইলেও, কিছু সন্দেহ থাকিয়া যায়
ইহার পরে দেবীশতক রচয়িতা আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোক রচয়িতা আনন্দবর্ধ
হইতে আরও পূর্ববর্ত্তী। তাহার প্রকৃত পরিচয়ের সূত্র ক্ষীণ হইয়া আসিে
কয্যট নামমাত্রের সাম্য দেখিয়া বিষমবাণলীলা ও আনন্দ কথার লেখকে
একই ব্যক্তি মনে করিয়াছেন এবং আনন্দ কথা ও ত্রিদশানন্দ নামক পুস্ত
দুখানি লুপ্ত হইবার জন্য, তিনি পান নাই। বিষমবাণলীলা ও অর্জুন চরিত
কেই আনন্দ কথা ও ত্রিদশানন্দ মনে করিয়াছেন, ইহা আমার অনুমান।

দেবীশতক রচয়িতার পাণ্ডিত্য যে অসাধারণ ছিল, তাহাতে কোনও সন্দে

নাই। কবিসমাজে দেবীশতকের প্রতিপত্তিও ছিল। মম্মট কাব্য প্রকাশেও বিশ্বনাথ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া সাহিত্যদর্পনে দেবীশতকের "মহদে স্থরসংধম্মে" ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১০১ শ্লোকে দেবীশতক রচয়িতা বলিয়াছেন যে স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া তিনি এই স্তব রচনা করিয়াছেন। কাশ্মীরের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি মঙ্খও তাহার শ্রীকণ্ঠ চরিত কাব্য সম্বন্ধে অনুরূপ স্বপ্নাদেশের কথা বলিয়াছেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও স্বপ্নাদেশে গ্রন্থরচনার উদাহরণের অভাব নাই। বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম এমন কি ভারত চন্দ্র পর্য্যন্ত স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন। ইহা কি সত্যই স্বপ্ন না গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধির জন্য দেবাদেশের কল্পনা—এ রহস্য ভেদ করিবার কোন উপায় নাই।

দেবীশতকের টীকাকার কয্যট, তাহার পিতার নাম চন্দ্রাদিত্য, মহাভাষ্যের প্রদীপ নামক টীকাকার কয্যটের পিতার নাম জয্যট ; অতএব ইহারা পৃথক ব্যক্তি। কয্যট অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, দেবীশতকের টীকায় তাহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় আছে। বস্তুতঃ কয্যটের টিকার সাহায্য না পাইলে মাদৃশ ব্যক্তির দেবীশতকের বঙ্গানুবাদে হস্তক্ষেপ করার কোন সম্ভাবনাই ছিলনা। অনুবাদ কার্য্যে কয্যটের টীকাই আমার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। দুঃখের বিষয় কয্যটের টীকাও যে খুব সরল, তাহা নহে। তদব্যতীত স্থানে স্থানে কয্যট মূলের অনেক পদের ব্যাখ্যা করেন নাই। বলাবাহুল্য সেই সকল স্থানের ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। মূলের টীকানুগত ব্যাখ্যা করিবার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, সফল হইয়াছি কিনা জানি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাল্মীকি, ব্যাস বা কালিদাস প্রভৃতির রচনার যেরূপ মূলানুগত আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব, দেবীশতকের শ্লোকগুলির সেরূপ অনুবাদ সম্ভব নহে। হয়ত আমার অপেক্ষা যোগ্যতর কোনও পণ্ডিত এই অনুবাদ করিলে অনুবাদটি নির্দোষ হইত, কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তির নানা ত্রুটি বিচ্যুতি কেবল থাকা সম্ভব, তাহাই নহে, নিশ্চয়ই আছে। অতিশয় দুর্বোধ শ্লোকগুলির অনুবাদ পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক মূল শ্লোকের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। তথাপি পাঠকের পক্ষে মূল শ্লোকটির মধ্যে প্রবেশের

ইচ্ছা তো স্বাভাবিক। এই জন্য উক্ত শ্লোকগুলির অনুবাদের সহিত অতি সংক্ষিপ্ত টীকার যোজনা করিয়াছি। পাঠক উহা অবলম্বনে মূল শ্লোকে প্রবেশের চেষ্টা করিতে পারেন। শ্লোকের মধ্যে গোমূত্রিকাবন্ধ প্রভৃতি নানাবিধ বন্ধ আছে, তাহার রেখা চিত্র ও প্রস্তাব দিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু তাহাতে গ্রন্থের আকারও অনেক বাড়িয়া যাইবে। এই সকলের Block করিয়া মুদ্রণের ব্যয়ও অত্যধিক হইবে। সেই জন্য সে চেষ্টা করি নাই।

বার্দ্ধক্য, বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতির জন্য এই অনুবাদ কার্য্যে যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তাহার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠকগণের ও পণ্ডিত সমাজের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিলাম। ইতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনশাস্ত্রী

মহাকবি বাণভট্ট

এক

পণ্ডিত শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনশাস্ত্রী

মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির আবির্ভাব কাল লইয়া যেমন বিতর্কের অবধি নাই, সৌভাগ্যবশতঃ বাণভট্ট সম্বন্ধে সেরূপ কোনও বিতর্কের অবকাশ নাই। ষোল কিংবা সতের বৎসর বয়সে সম্রাট হর্ষবর্ধন সিংহাসনারোহণ করেন এবং চল্লিশ বৎসর প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া ৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ইহা অবিসংবাদে স্বীকার করেন। বাণভট্ট যে হর্ষবর্ধনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন, স্বয়ং কবিই 'হর্ষচরিতে' তাহা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব ইহাও প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ। 'হর্ষচরিতে' বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয়, তাঁহারা উভয়েই তখন ২০/২১ বৎসরের যুবক। পরবর্ত্তীকালে উভয়ের মধ্যে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারও কারণ, একদিকে যেমন উভয়ের বিদ্যাবত্তা, অন্যদিকে তেমনই সমবয়স্কতা। কোনও শিলালেখে বর্ণিত হইয়াছে যে, সম্রাট হর্ষবর্ধন নিজ প্রাসাদের অতি নিকটেই বাণভট্ট ও ময়ূরভট্টের জন্য মনোরম হর্ম্য নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 'সূর্য্যশতক' রচয়িতা ময়ূরভট্ট মানতুঙ্গের মতে বাণভট্টের শ্বশুর। প্রবন্ধচিন্তামণিকারের মতে বাণভট্ট ময়ূরভট্টের ভগিনীপতি। উভয়ের বন্ধুত্বের কথা বিবেচনা করিলে প্রবন্ধচিন্তা-মণিকার মেরুতুঙ্গের মতই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। বাণ ও ময়ূর উভয়েই যে হর্ষবর্ধনের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি'তে রাজশেখরের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিও উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

অহো প্রভাবো বাগ্‌দেব্যা যন্মাতঙ্গদিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণ ময়ূরয়োঃ॥

৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে হর্ষবর্ধন সিংহাসনারোহণ করিলে তাঁহার

জন্মকাল হয় ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। আমাদের মনে হয় বাণভট্ট উহারই দুই-এক বৎসর আগে বা পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'হর্ষচরিতে' মহাকবি পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহার নাম প্রীতিকূট লিখিয়াছেন। কবির উক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে শোণনদ ও ভাগীরথী উভয়ই উহার অনতিদূরে ছিল। ইহাতে অনুমতি হয়, প্রাচীন পাটলীপুত্রের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে মহাকবি বাণভট্ট জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

বেদাদি সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম সদাচারসম্পন্ন প্রসিদ্ধ বাৎস্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশে বাণভট্টের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম চিত্রভানু ও মাতার নাম রাজদেবী। বাণের পুত্রের নাম ভূষণ বা পুলিন্দ। ইনিই বাণের অসম্পূর্ণরচিত 'কাদম্বরী' নিজের রচনাদ্বারা সম্পূর্ণ করেন। যে বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার উপর লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই অকৃপণ অনুকম্পা ছিল। কাদম্বরীতে পিতার প্রপিতামহ কুবেরের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, কুবের ছিলেন 'অনেক গুপ্তার্চিতপাদপঙ্কজঃ'। বাণভট্ট হইাত পাঁচ পুরুষ অর্থাৎ অন্যূন একশত বৎসর পূর্বে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগেও গুপ্তসম্রাটবৃন্দের বিপুল প্রতিপত্তি ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও উপরাজগণের মধ্যেও অনেকে সম্রাটের পুত্র-পৌত্র অথবা জ্ঞাতিগণ ছিলেন এবং ইহাদের সকলের নিকটই তিনি যথেষ্ট মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ফলে লক্ষ্মীর কৃপালাভে এই বংশ বঞ্চিত হয় নাই।

ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের কন্যা তো বটেই, উপভোগার্থ শূদ্রকন্যাকেও বিবাহ করিতে পারিতেন। শাস্ত্রে ইহার সমর্থন আছে। বাণভট্টের সময়েও এই প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই। বাণের পিতা চিত্রভানুর শূদ্রজাতীয়া এক ভার্য্যা ছিলেন। এই ভার্য্যার গর্ভে চন্দ্রসেন ও মাতৃষেণ নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। বাণ পারশবভ্রাতারূপে তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সমাজেও উপভোগার্থ শূদ্রকন্যার সহিত পরিণয় ধনাঢ্য গৃহস্থের পক্ষে যতটা সম্ভব, দরিদ্রের পক্ষে ততটা নয়। কবির পারিবারিক আর্থিক অবস্থা যে ভালই ছিল, ইহাও তাহার এক প্রমাণ।

অতি অল্পবয়সেই বাণভট্টের মাতৃবিয়োগ এবং তাঁহার চতুর্দশ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। কুলোচিত বিদ্যাভ্যাসে তিনি অমনোযোগী ছিলেন না। এই সময় হইতে কেবল বেদাদিপাঠে আপনাকে ব্যাপৃত না রাখিয়া বহু বন্ধু বান্ধবের সহিত অবাধে মিশিতে আরম্ভ করেন। এই বন্ধুগণের মধ্যে কেহ প্রাকৃত ভাষার কবি, কেহ দেশীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, কেহ গায়ক, কেহ বাদক এবং এমনকি সন্ন্যাসী হইতে সাপুরিয়া পর্যন্ত বহুলোক ছিলেন। কেবল পুরুষ নহে, অভিনেতার সহিত নর্তকী এবং প্রসাধন কার্য্যে ও অঙ্গসংবাহনে নিপুণা রমণীগণ পর্য্যন্ত তাহার বান্ধবী ছিলেন। ইহাদের সহিত অবাধে মেলামেশা ও যত্র তত্র বিচরণ বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ ও তৎকালীন সমাজ সুদৃষ্টিতে দেখিত না। ফলে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র বলিয়া যুবক বাণভট্টের অপবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাদের সহিত বন্ধুত্বে তিনি যে অভিজ্ঞতা ও লোকাচারে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার কাব্য রচনায় বিশেষ সহায়ক হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের কৃষ্ণ নামে এক ভ্রাতা ছিল। তিনি কিরূপ ভ্রাতা তাহা জানা যায় না। তাঁহার সহিত বাণভট্টের পরিচয় ছিল। যখন অজিরবতী নামক নদীতীরে হর্ষবর্ধন সেনানিবাস স্থাপনপূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণ মেখলক নামক এক দূতের হস্তে বাণভট্টের নিকট একটি পত্র পেরণ দ্বারা অনুরোধ করেন যে, যদি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে আগমন কর। এই পত্র পাইয়া বাণ কয়েকদিনের মধ্যেই হর্ষবর্ধনের সহিত দেখা করেন। বোধ হয় অজিরবতী তৎকালে গঙ্গা বা শোণেরই কোন শাখা-নদীর নাম ছিল এবং পাটলীপুত্র হইতে অতি দূরে ছিলনা।

হর্ষবর্ধনের সহিত বাণের প্রথম সাক্ষাৎকারের ফল ভাল হয় নাই। বাণের উচ্ছৃঙ্খলতা হর্ষের কর্ণগোচর হইয়াছিল। বাণকে দেখিয়াই পার্শ্ববর্তী মালবরাজ কুমার হর্ষবর্ধনের নিকট অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিলেন, 'মহানয়ং ভুজঙ্গঃ'—এই লোকটি একটি সর্পবৎ লম্পট। এই কথা বাণের কাণে গিয়াছিল এবং মাথা নীচু না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ,

লোকে যাহাই বলুক, অবাঞ্ছিত বহু লোকের সহিত আমি মিশিয়াছি সত্য, কিন্তু কখনও অব্রাহ্মণোচিত কোন কুৎসিৎ কার্য্য করি নাই।' যাহা হউক্, হর্ষবর্ধনের এই বিভাগ স্থায়ী হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁহার গুণের সম্যক্ পরিচয় পাইয়া স্বকীয় রাজসভায় স্থান প্রদান করেন। পরবর্ত্তীকালে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়।

অনুমান ৫৬ বৎসর বয়সে হর্ষবর্ধন পরলোক গমন করেন। বাণভট্টও দীর্ঘজীবন লাভ করেন নাই। মহাকাব্য 'কাদম্বরীর' অর্ধাংশ রচনা করিয়াই সম্ভবতঃ হর্ষের জীবিতকালেই তাঁহার মৃত্যু হয়। 'কাদম্বরী'র উত্তরার্দ্ধ তাঁহার পুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দের রচনা। 'হর্ষচরিত'কেও সম্পূর্ণ বলা চলে না। ইহার প্রথম দুইটি উচ্ছ্বাসে কবি স্বীয় পূর্বপুরুষদের ও নিজের কথাই বলিয়াছেন। তৃতীয় হইতে অষ্টম উচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত পুষ্পভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া হর্ষবর্ধনের কথায় পূর্ণ। ইহাতে রাজ্যশ্রীঘটিত বৃত্তান্ত, গৌড়রাজের বিরুদ্ধে হর্ষের অভিযান, কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার সহিত তাহার বন্ধুত্বের কথা আছে, কিন্তু চৈনিক পরিব্রাজক ইউ-এন-স্যাং অথবা পুলকেশী কর্তৃক হর্ষের পরাজয়ের কোন উল্লেখ নাই। শেষোক্ত ঘটনাটি হর্ষবর্ধনের প্রীতিকর নহে বলিয়াই হয়তো উল্লিখিত নাই। বাণভট্টের নিকট হইতে হর্ষ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তিনি উত্তরকালে লোকের সে আশা পূর্ণ করেন নাই। হয়তো তাঁহা[র] আরও অনেক কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল, অকালমৃত্যুর জন্যই তাহা সম্ভব হয় নাই

এখানে বাণভট্টের কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সংস্কৃতের সহি[ত] পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাহা জানেন। তাঁহার রচনার বহুদোষের উল্লেখ কর[া] যায়, তথাপি সাহিত্য জগতে তাঁহার 'কাদম্বরী' যে অদ্বিতীয়, তাহাতে বিন্দুমা[ত্র] সংশয় নাই। বলা হয়, 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'। এমন কিছু নাই, যা[হা] বাণ বর্ণনা করেন নাই। পরবর্ত্তী সকল কবিই অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহা[র] উচ্ছিষ্টভোজী, তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। কোনও কবির পক্ষে ইহা ক[ম] গর্বের বিষয় নহে।

মহাকবি বাণভট্ট

দুই

অধ্যাপক শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী এম. এ.

সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কবিগণের মধ্যে অনেকেরই জীবনকাহিনী আমাদের নিকট আজও অজ্ঞাত আছে। কয়েকজন কবি নিজেদের রচনায় দু'একটি শ্লোকে আত্মপরিচয় প্রদান করেছেন মাত্র। অনেকে আবার তাও করেননি। সৌভাগ্যক্রমে মহাকবি বাণভট্ট এর ব্যতিক্রম। তাঁর 'কাদম্বরী' কাব্যের প্রারম্ভে তিনি স্ববংশের পরিচয় লিখে গেছেন এবং 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে নিজের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। হর্ষচরিতের প্রথম দুই উচ্ছ্বাসে বাণভট্ট পূর্বপুরুষগণের ধারা বর্ণনা করেছেন এবং নিজের প্রথম জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখেছেন। তৃতীয় উচ্ছ্বাসের প্রথমার্ধেও আত্মজীবনীমূলক কাহিনী বিবৃত করেছেন।

বাণের বংশাবলী

হর্ষচরিতে উল্লিখিত বাণভট্টের বংশাবলী এইরূপ।
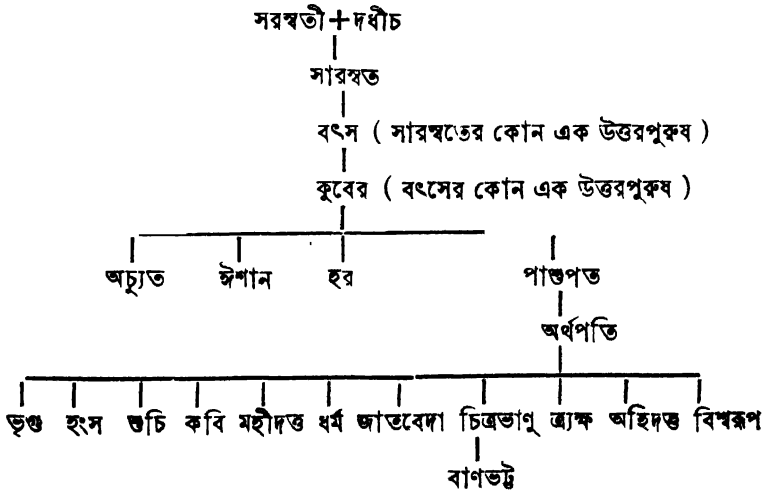
'কাদম্বরী' কাব্যে প্রাপ্ত বংশবর্ণনায় দেখা যায়, গুপ্তরাজগণদ্বারা বিশেষভাবে সম্মানিত কুবের নামে বাৎস্যায়ণ গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম অর্থপতি। অর্থপতির পুত্র চিত্রভানু। এই চিত্রভানুই বাণের পিতা। উক্তমর্মে 'কাদম্বরী' কাব্যে নিম্নোক্ত শ্লোকচতুঃষ্টয় দৃষ্ট হয়।

"বভূব বাৎস্যায়নবংশসম্ভবো দ্বিজো জগদ্গীতগুণীঽগ্রণীঃ সতাম্ ।
অনেকগুপ্তার্চিতপাদপঙ্কজঃ কুবেরনামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১০
হিরণ্যগর্ভো ভুবনান্তকাদিব ক্ষপাকরঃ ক্ষীরমহার্ণবাদিব।
অভূৎ সুপর্ণো বিনতোদরাদিব দ্বিজন্মনামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ ॥ ১৩
স চিত্রভানুতনয়ং মহাত্মনাং সুতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্ত্রশালিনাম্।
অবাপ মধ্যে স্ফটিকোপলামলং ক্রমেণ কৈলাসমিব ক্ষপাভৃতাম্॥ ১৬
সরস্বতীপাণিসরোজসম্পুটপ্রমৃষ্টহোমশ্রমশীকরাম্ভসঃ।
যশোংশুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপাত্ততঃ সুতো বাণ ইতি ব্যজায়ত॥ ১৯

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, 'কাদম্বরী' কাব্যে উল্লিখিত বংশাবলীতে পাশুপতের নাম নাই। 'হর্ষচরিতে' পাশুপতকে কুবেরের পুত্র এবং অর্থপতির পিতা অর্থাৎ বাণের প্রপিতামহরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভ্রম কিভাবে হল তা ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। এর একমাত্র সন্তোষজনক উত্তর এইরূপ হ'তে পারে যে, 'কাদম্বরী'র যে শ্লোকে পাশুপতের উল্লেখ ছিল, কালক্রমে তা নষ্ট হয়েছে। পুস্তকাকারে প্রথম মুদ্রণকালে হয়তো পাণ্ডুলিপিতে ঐ শ্লোকটি পাওয়া যায়নি।

বাণ অতি পবিত্র বিদ্বৎকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিজের পূর্বপুরুষগণের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, অনবরত যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তদুপলক্ষে অকাতরে ধনদান তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল। 'কাদম্বরী'র কথামুখে পূর্বপুরুষ কুবেরের পরিচয় প্রদানান্তে তিনি বলেছেন, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল সরস্বতীর বাসস্থান। সেই মুখমণ্ডলের সমস্ত অমঙ্গল বেদোচ্চারণে দূরীভূত হয়েছে, ওষ্ঠাধরযুগল পুরোডাশ ভক্ষণে পবিত্র হয়েছে, সোমরসপানে আমোদিত এবং নিখিল শাস্ত্রোচ্চারণে শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। তাঁর গৃহে ব্রাহ্মণ-বালকগণ বেদপাঠকালে পিঞ্জরস্থ শুকসারীগণদ্বারা পদে পদে নিগৃহীত হবার ভয়ে

শঙ্কিত থাকতেন। অর্থপতির পরিচয়কালে বাণ বলেছেন, প্রতি প্রভাতে নবীন শিষ্যদল তাঁর মুখোচ্চারিত বাক্যাবলীদ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের শ্রীসম্পাদন করতেন। অসংখ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করে তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে বহু ধন দান করতেন। নিজপিতা চিত্রভানু প্রসঙ্গে বাণ বলেছেন, তিনি এত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন যে, যজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি সঞ্চিত হয়েই বুঝি দিগ্‌বধূদের অলকরাজিকে কৃষ্ণবর্ণ করেছিল। জ্ঞাতিগণের গৃহে বেদাধ্যয়ন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের কিরূপ প্রচলন ছিল, তা তিনি 'হর্ষচরিতে' বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, তাঁদের গৃহসমূহ সর্বদা প্রাধ্যয়ণশব্দে মুখরিত থাকত। যজ্ঞোত্থিত ভস্মরাশিতে তাঁদের ললাট আচ্ছাদিত থাকত এবং তাদের দীর্ঘ কেশরাজি পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করেছিল। গৃহপ্রাঙ্গণে সারি সারি কৃষ্ণসার মৃগচর্মোপরি পুরোডাশ এবং নীবার ধান্য রক্ষিত ছিল। শত শত শিষ্য অনবরত যজ্ঞের জন্য কুশ, সমিধ এবং গোময় আহরণে ব্যস্ত থাকত। যে সমস্ত গাভী যজ্ঞীয় আমিক্ষার জন্য দুগ্ধ দান করত, তাদের খুরের চিহ্ন প্রাঙ্গণের সর্বত্র অঙ্কিত ছিল। সেখানে উপবিষ্ট ঋত্বিগণ মৃত্তিকাদ্বারা কমণ্ডলুমার্জনে ব্যস্ত থাকত। উডুম্বর শাখাসমূহ সেখানে স্তূপাকার করা ছিল। অনবরত আহুতিপ্রদানে চতুর্দিকের সমস্ত কিছু পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করেছিল। বৃক্ষরাজির শাখাগুলি আহুত ঘৃতের কজ্জলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল।

বাণের প্রথমজীবন

বাণভট্টের পূর্বপুরুষ বৎস হিরণ্যবাহু নদের তীরে প্রীতিকূট নামক স্থানে বাস করতেন। হিরণ্যবাহু নদকে শোণ নদ বলে। প্রীতিকূটের অপর নাম ব্রাহ্মণাধিবাস। প্রীতিকূটেই বাণের জন্ম হয়। বাণের পিতার নাম চিত্রভানু এবং মাতার নাম রাজদেবী। শিশুকালেই বাণ মাতৃহারা হলে তাঁর পিতা তাঁকে পরম স্নেহে পালন করেন। এই বিষয়ে হর্ষচরিতে বাণ লিখেছেন,—

"স বাল এব বিধের্বলবতোবশাদুপসম্পন্নয়া ব্যযুজ্যত জনন্যা।
জাতস্নেহস্তু নিতরাং পিতৈবাস্য মাতৃতামকরোৎ॥"

পরম বিদ্বান্ পিতার যত্নে স্বগৃহেই বাণ শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে

চৌদ্দবৎসর বয়সে তিনি পিতাকেও হারালেন। পিতৃহারা হয়ে বাণ দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত সমাজের বিভিন্নস্তরের একদল মানুষের সঙ্গ নিয়ে তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পর্য্যাপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তি বাণের ছিল। কেবল বিভিন্ন দেশ দেখার প্রবল আগ্রহেই তিনি ঘরছাড়া হন। বিখ্যাত বংশের সন্তান হয়েও এই চঞ্চলতা ত্যাগ করতে পারেননি বলে আত্মীয়স্বজনগণের কাছে তিনি অনেক উপহাস প্রাপ্ত হয়েছেন। নানাদেশ পরিভ্রমণ করে বাণ প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, এতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁর রচনাসমূহে এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখা যায়। ভ্রমণের কৌতূহল নিবৃত্ত করে তিনি প্রীতিকূটে ফিরে এলেন। এর মধ্যে বাণ তাঁর বংশগত বিদ্যাবত্তার ঐতিহ্য অনুসারে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। কারণ 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে দেখতে পাই, সম্রাট হর্ষবর্ধনের নিকট আত্মপরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন,

"ব্রাহ্মণোঽস্মি জাতঃ সোমপায়িনাং বংশে বাৎস্যায়নানাম্।
যথাকালমুপনয়নাদয়ঃ কৃতাঃ সংস্কারাঃ ॥
সম্যক্ পঠিতঃ সাঙ্গো বেদঃ, শ্রুতানি যথাশক্তি শাস্ত্রাণি ॥"

কিরূপে বাণ সম্রাট হর্ষবর্ধনের অনুগ্রহ লাভ করেন, সেকথা তিনি হর্ষচরিতে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। একদিন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বাণ স্বগৃহে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা চন্দ্রসেন উৎসুকভাবে তথায় প্রবেশ করলেন এবং একখানি পত্র দিলেন। পত্রখানি লিখেছেন সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের জ্ঞাতিভ্রাতা কৃষ্ণ। তাতে তিনি লিখেছেন, কোন কোন দুষ্টলোক বাণের বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করেছে। কিন্তু পত্রলেখক বাণের চরিত্র অবগত আছেন এবং সম্রাটকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, যৌবনের চাঞ্চল্য ব্যতীত বাণের অন্য কোন চরিত্রদোষ নাই। সম্রাট সে কথা মেনে নিয়েছেন। সুতরাং কালবিলম্ব না করে বাণ যেন রাজসভায় উপস্থিত হন।

এই পত্র পেয়ে বাণ অত্যন্ত শঙ্কিত হলেন। ভাগ্যদেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি অনুষ্ঠান করে তিনি প্রীতিকূট থেকে হর্ষবর্ধনের রাজসভায়

উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। যাত্রার তৃতীয় দিনে তিনি হর্ষবর্ধনের সভায় পৌছলেন। হর্ষবর্ধন তখন মণিতার নগরের নিকট অজিরাবতী নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেছিলেন। বাণ রাজসভায় নীত হলে সম্রাট প্রথমে কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু অল্পকালমধ্যেই তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে অশেষ অনুগ্রহ দেখালেন।

সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করে গৃহে ফিরে এলে বাণের আত্মীয়বন্ধুগণ তাঁকে পরম সমারোহে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য সুদৃষ্টি নামক পাঠক বায়ুপুরাণ পাঠ করেন। সূচীবাণ নামে অপর একজন ছুটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন। বাণের জ্ঞাতিভাই গণপতি, অধিপতি, তারাপতি ও শ্যামল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের কাহিনী বিবৃত করতে তাঁরা বাণকে অনুরোধ করলেন। এইভাবে হর্ষচরিত রচনার সূত্রপাত হয়। বাণের আত্ম-জীবনীমূলক কাহিনী এখানেই পরিসমাপ্ত হয়েছে। তাঁর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে আর কিছু জানার উপায় নাই।

বাণের সময়

মহাকবি বাণভট্টের জন্মসাল এবং তারিখ নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর অবস্থান-কাল নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয়েছে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌সাঙ্‌ ৬২৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে তিনি তৎকালীন উত্তরভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হর্ষ-বর্ধনের কথা লিখেছেন। নিজের পৃষ্ঠপোষক সম্রাট হর্ষবর্ধনের যে বর্ণনা বাণ তাঁর 'হর্ষচরিতে' দিয়েছেন, তার সঙ্গে হিউয়েন্‌ সাঙের বর্ণনার প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, হিউয়েন্‌ সাঙ্‌ বর্ণিত হর্ষ এবং বাণভট্টের হর্ষ অভিন্ন সম্রাট। ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করেছেন, তিনি ৬০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ বাণভট্টের অবস্থান-কাল বলে নির্দেশ করা যায়।

বাণের সাহিত্যকৃতি

বাণভট্ট নিঃসন্দেহে সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা। তাঁর 'কাদম্বরী'

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে সর্বোত্তম গ্রন্থরূপে স্বীকৃত। বর্তমান জীবনে এবং পূর্ব পূর্ব জীবনে চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রেমের কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। মূল আখ্যানের পাশাপাশি পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রেমের কাহিনীও গ্রন্থকার সুকৌশলে বিবৃত করেছেন। পুণ্ডরীকের অভিশাপে চন্দ্রমা চন্দ্রাপীডরূপে জন্মগ্রহণ করেন ও কাদম্বরীর প্রণয়ে আবদ্ধ হন। চন্দ্রমার অভিশাপে পুণ্ডরীক বৈশম্পায়নরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান জন্মে চন্দ্রাপীড় রাজা শূদ্রকরূপে এবং বৈশম্পায়ন শুকপক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। নায়ক নায়িকার কয়েক জন্মের এই অদ্ভুত কাহিনী অবলম্বন করে বাণভট্ট অতি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রাকৃতিক অলঙ্কার প্রয়োগে এবং সর্বোপরি শব্দচয়নের নিপুণতায় 'কাদম্বরী' কালজয়ী মহাগ্রন্থের খ্যাতি অর্জন করেছে। 'কাদম্বরী' সম্পর্কে সাহিত্যরসজ্ঞ পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে, সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে যদি এই একটিমাত্র গ্রন্থ থাকত, তা'হলেও সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য রচনার জন্য তা গর্ব করতে পারত। কোন প্রাচীন সমালোচক বলেছেন, 'কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে'। 'কাদম্বরী' রচনা সমাপ্ত হবার পূর্বেই বাণভট্ট পরলোকগমন করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দ গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। বাণের রচিত অংশ পূর্বার্ধ এবং ভূষণের রচিত অংশ উত্তরার্ধ নামে পরিচিত। উত্তরার্ধের ভূমিকায় ভূষণ লিখেছেন,

"যাতে দিবং পিতরি তদ্বচসৈব সার্ধং বিচ্ছেদমাপ ভুবিযস্ত কথাপ্রবন্ধঃ।

দুঃখং সতং তদসমাপ্তিকৃতং বিলোক্য প্রারব্ধ এব স ময়া ন কবিত্বদর্পাৎ॥"

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' সংস্কৃত ভাষায় ইতিহাস বিষয়ক একমাত্র গদ্যরচনা। গ্রন্থখানি আটটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। প্রথম উচ্ছ্বাসে বাণ নিজবংশাবলী এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভায় তাঁর গমন ও অনুগ্রহলাভ বর্ণিত। গৃহে ফিরে বাণ আত্মীয়বন্ধুবর্গের কাছে কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করেছেন এবং কিরূপে তাঁদের অনুরোধে হর্ষবর্ধনের কাহিনী বিবৃত করলেন, তার বর্ণনা তৃতীয় উচ্ছ্বাসে প্রদত্ত। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস পর্যন্ত বর্ণনার বিষয় রাজবংশের উৎপত্তি, প্রভাকরবর্ধনের প্রভাব, রাজ্যবর্ধন

ও হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রীর জন্ম, গ্রহবর্ম্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ, হূণগণের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্ধনের যুদ্ধযাত্রা, প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু, মালবরাজকর্তৃক গ্রহবর্ম্মার হত্যা ও রাজ্যশ্রীর বন্দীদশা এবং গৌড়রাজকর্তৃক রাজ্যবর্ধন হত্যা প্রভৃতি। সপ্তম উচ্ছ্বাসে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে হর্ষের যুদ্ধযাত্রা থেকে রাজশ্রীর অন্বেষণ পর্য্যন্ত বিবৃত। অষ্টম উচ্ছ্বাসে হর্ষকর্তৃক বিন্ধ্যপর্বতে মরণোদ্যত রাজশ্রীর উদ্ধার বর্ণিত। এই গ্রন্থ আকস্মিকভাবে এইখানেই শেষ হয়েছে। 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে বাণের কবিকল্পনা ও কবিসুলভ অতিশয়োক্তি অনেকস্থলেই ঐতিহাসিক তথ্যের সততাকে অতিক্রম করেছে। মনে হয়, ইতিহাসের সত্য পরিবেশন অপেক্ষা রসিকজনের মনোমুগ্ধকর কাব্যসৃষ্টিই ছিল কবির উদ্দেশ্য। তাঁর সে উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

'পার্বতীপরিণয়' নামে একখানি নাটকও বাণের নামে প্রচলিত আছে। এই নাটকের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে,

"অস্তি কবিঃ সার্বভৌমো বৎসান্বয়াজলধিসম্ভবো বাণঃ।"

কালিদাসকৃত 'কুমারসম্ভবে'র বিষয়বস্তুর অবলম্বনে এই নাটক রচিত বলে মনে হয়। বিষয়বস্তুর উদ্ভাবনে বা নাট্যকৌশলে বিশেষ কোনো মৌলিকতা না থাকলেও তা বাণের রচনারূপে স্বীকৃত। কোন কোন পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, শ্রীহর্ষের নামে প্রচলিত 'রত্নাবলী' নামক নাটিকা বস্তুতঃ বাণের রচনা। অর্থের বিনিময়ে বাণ উক্ত নাটিকা শ্রীহর্ষের নামে প্রচার করেছিলেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনো যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

'চণ্ডীশতক' রচনা

'চণ্ডীশতক' বাণরচিত অন্য একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। বাণ প্রধানতঃ গদ্য-কাব্যের রচয়িতা হলেও 'চণ্ডীশতকে'র একশত শ্লোক রচনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ লক্ষ্যণীয় এই যে, 'কাদম্বরী'তেও বাণ চণ্ডীকা-মন্দিরের অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তবু কেউ কেউ চণ্ডীশতককে বাণভট্টের রচনা বলে স্বীকার করতে ইতস্ততঃ করেন। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, পরবর্ত্তী-

কালে 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরনে', 'কাব্যপ্রকাশে' এবং অর্জুনবর্মদেবকৃত 'অমরুশতকে'র টীকায় চণ্ডীশতকের শ্লোকের উদ্ধৃতি দেখা যায়। অর্জুনবর্মদেব চণ্ডীশতককে বাণের রচনা বলে সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "উপনিবদ্ধঞ্চ ভট্টবাণেনৈবংবিধ এব সংগ্রামপ্রস্তাবে দেব্যাস্তদ্ভঙ্গীভির্ভগবতা ভর্গো সহ প্রীতি-প্রতিপাদনায় বহুধা নর্ম। যথা 'দৃষ্টাবাসক্তদৃষ্টিঃ' ইত্যাদি।" 'দৃষ্টাবাসক্তদৃষ্টি' ইত্যাদি চণ্ডীশতকের ৩৭ সংখ্যক শ্লোক।

শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত একশতটি শ্লোকে মহিষাসুরের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর যুদ্ধ এবং পরিশেষে মহিষাসুর বিনাশ এই শ্লোকশতকে কবি বাণভট্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। চণ্ডীশতকের টীকাকারগণের মধ্যে সোমেশ্বরের পুত্র ধনেশ্বর প্রধান। তাছাড়া নাগোজী ভট্ট, ভাস্কর রায় এবং অপর একজন অজ্ঞাতনামা টীকাকারের টীকাও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য থেকে কবি 'চণ্ডীশতকে'র বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন। কথিত আছে, কবি ময়ূরভট্ট 'সূর্য্যশতকে'র অনুকরণে বাণভট্ট 'চণ্ডীশতক' রচনা করে-ছিলেন। কবি ময়ূর বাণভট্টের শ্বশুর ছিলেন এবং তিনিও সম্রাট হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষক লাভে ধন্য হন। দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ময়ূরভট্ট 'সূর্য্যশতক' রচনা করেন এবং সূর্য্যদেবের কৃপায় রোগমুক্ত হন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বাণের 'চণ্ডীশতক' ছাড়াও চণ্ডীসম্পর্কে আরও বেশ কিছু রচনা পাওয়া যায়। যেমন, লক্ষ্মণাচার্য্য বিরচিত 'চণ্ডীকুচপঞ্চাশিকা', রুদ্রত্রিপাঠী রচিত 'চণ্ডীচরিত নাটক', ভৈরবানন্দ রচিত 'চণ্ডীচরিতচন্দ্রিকা', চণ্ডসিংহ রচিত 'চণ্ডীকুচসপ্ততি' ও 'চণ্ডীকাচরিত' এবং কালিদাস রচিত 'চণ্ডিকাদণ্ডস্তোত্র' প্রভৃতি।

মহাকবি বাণভট্ট
তিন

অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ

মহাকবি বাণভট্ট তাঁহার কথাকাব্য 'কাদম্বরীর' প্রারম্ভ শ্লোকে নিজ বংশ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অপর আখ্যায়িকা কাব্য 'হর্ষচরিতে'র ভূমিকাতে তিনি আরও বিস্তৃতভাবে স্বীয় বংশপরিচয় এবং আত্মকাহিনী লিখিয়াছেন। 'হর্ষচরিত' হইতেই সাধারণতঃ তাঁহার জীবনী সংকলিত হইয়া থাকে। প্রায় সমকালীন বা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালের কবিগণও তাঁহাদের গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ বাণভট্টের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছেন। ঐসকল বৃত্তান্তে কিছু নিছক কল্পনা থাকাও অসম্ভব নহে এবং পণ্ডিতগণ সকলেই উহাকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তথাপি বাণের কালনির্ণয়ে ঐসকল প্রাসঙ্গিক উল্লেখের মূল্য অনস্বীকার্য। আমরা এখানে তাঁহার আত্মজীবন-সম্বন্ধে বাণ স্বয়ং যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। প্রসঙ্গতঃ প্রবাদ সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলিব।

বাৎস্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে কুবের নামক এক প্রভাবশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। গুপ্তরাজগণ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। কুবেরের অচ্যুত, ঈশান, হর ও পাশুপত নামে চারি পুত্র ছিল। পাশুপতের পুত্র অর্থপতি এবং অর্থপতির ভৃগু, হংস প্রভৃতি একাদশ পুত্রের অন্যতম চিত্রভানুই বাণের পিতা। 'কাদম্বরী' কাব্যের প্রারম্ভে যে বংশবর্ণনা আছে, তাহাতে পাশুপতের উল্লেখ নাই। তথায় উল্লেখ না থাকিলেও পাশুপত সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ, 'হর্ষচরিতে'র প্রথম উচ্ছ্বাসের সমগ্র অংশই বাৎস্যায়ন-বংশ বর্ণনা এবং তাহাতে প্রত্যেক পুরুষের বিবরণই অতি বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত। 'কাদম্বরী'র কোথাও পাশুপতের উল্লেখ নাই। ইহার কারণ, পাশুপতের উল্লেখযুক্ত শ্লোকটি সম্ভবতঃ লিপিকার-প্রমাদ নিমিত্ত মাতৃকাগ্রন্থে বাদ পড়িয়া গিয়াছে এবং তদ্দৃষ্টে

মুদ্রিত গ্রন্থেও উহার উল্লেখ নাই। 'কাদম্বরী'র ভূমিকার বিংশ শ্লোকের মধ্যে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে কুবেরের বর্ণনা প্রদত্ত এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে আছে '........দ্বিজন্মনামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ।' পূর্বে কুবেরের বর্ণনা, তৎপরই 'ততঃ' বলিয়া অর্থপতির বর্ণনা দিয়াছেন। এইজন্য 'ততঃ' শব্দদ্বারা কুবের একই বুঝায় বলিয়া মনে হয়। কুবেরের বর্ণনান্তে পরের শ্লোকটিতে পাশুপতের বর্ণনা ছিল ইহা ধরিয়া লইলে 'ততঃ' শব্দদ্বারা পাশুপতকেই বুঝাইবে। পাশুপতের বর্ণনাতেও সম্ভবতঃ একটি শ্লোকই ছিল। কারণ, কাদম্বরীর ভূমিকাতে প্রাপ্ত শ্লোকসংখ্যা বিশ; আর হর্ষচরিতের ভূমিকার শ্লোকসংখ্যা একুশ। সম্ভবতঃ কবি সমানসংখ্যক শ্লোকদ্বারাই কথা এবং আখ্যায়িকা নামক গদ্যকাব্যদ্বয়ের আদর্শস্বরূপ কাদম্বরী এবং হর্ষচরিতের পীঠিকা রচনা করিয়াছিলেন।

বাণভট্টের বংশ প্রতিষ্ঠাতা আদিপুরুষ বৎস ঋষি হিরণ্যবাহু অথবা শোণ নদের তীরে প্রীতিকূট নামক ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামে বাস করিতেন। সেখানেই চিত্র ভানুর ঔরসে এবং রাজদেবীর গর্ভে বাণভট্টের জন্ম হয়। অতি শৈশবকালেই বাণ মাতৃহীন হন এবং পিতাই একাধারে মাতা ও পিতার স্নেহে তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। চতুর্দশ-বর্ষ বয়সে পিতা তাঁহার উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই পিতার মৃত্যু হয়। বাণভট্ট লিখিয়াছেন পিতার মৃত্যুতে তিনি কিছুদিন অত্যন্ত শোকার্ত ছিলেন। তারপর যৌবনের প্রারম্ভেই পিতৃহীনতানিবন্ধন যে স্বাতন্ত্র্য পাইলেন, তাহাতে তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অনেক সঙ্গী-সাথী ছিল। তিনি তাহাদের প্রত্যেকেরই বিবরণ দিয়াছেন। এই সময়ে তিনি 'ভবঘুরের' জীবন যাপন করিতে থাকেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "অগাচ্চনিববগ্রাহা গ্রহবানিব নবযৌবনেন স্বৈরিণীমনসা মহতামুপহাস্যভাব"। ইহার অর্থ, আমাকে নিয়ন্ত্রিত করার কেহ ছিলেন না, অতএব আমি নবযৌবনদ্বারা ভূতগ্রস্ততুল্য হইলাম এবং স্বৈরাচারের ফলে সজ্জনগণের পরিহাসের পাত্র হইলাম।

বাণভট্টের পৈতৃকসম্পত্তি, যে সম্পত্তির তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, যথেষ্টই ছিল। তথাপি নানাদেশ ভ্রমণের কৌতুহলবশে তিনি বিভিন্ন স্থানে

ঘুরিয়া বেড়াইলেন। এইরূপ ভ্রমণকালে তিনি নানা রাজকুল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। নানাস্থানে প্রসিদ্ধ গুরুকুলে যাইয়া তিনি বহু বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন, খ্যাতনামা পণ্ডিতগোষ্ঠীতে যাইয়া শাস্ত্রালাপ করিলেন এবং এইরূপে কিছুকাল যাপন করাতে তাঁহার বুদ্ধি মার্জিত হইল ও চরিত্র উদার হইল। তিনি ব্যবহারনিপুণ হইলেন এবং পরিশেষে স্বীয় পৈতৃক পন্থাই অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ পিতৃপিতামহাদির ন্যায় স্ববংশোচিত অধ্যয়নাদিদ্বারা পাণ্ডিত্য-গরিমায় মণ্ডিত হইলেন। তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা চিরতরে বিলুপ্ত হইল এবং শাস্ত দান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরূপে তিনি স্বীয় জন্মভূমি প্রীতিকূটেই ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর বাণভট্ট স্বভবনে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার এক পারশবজাতীয় ভ্রাতা চন্দ্রসেন একজন বার্তাবহকে লইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। বার্তাবহ মেখলক, রাজা হর্ষদেবের কৃষ্ণনামক ভ্রাতার নিকট হইতে এক চিঠি আনিয়াছিল। তাহাতে অনুরোধ ছিল, বাণভট্ট যেন অনতিবিলম্বে হর্ষবর্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কয়েকটি দুষ্ট লোক বাণের বিরুদ্ধে হর্ষের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। এই বিষয়ে রাজভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হর্ষের নিকট প্রতিবাদরূপে বলিয়াছেন, বাণভট্টের যৌবনোচিত কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যতা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দোষই আরোপিত, ঈর্ষা-প্রসূত। উহাতে সম্রাট যেন কর্ণপ্রদান না করেন। রাজা হর্ষও কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস করিলেন। অতএব বাণ যেন অচিরে রাজদরবারে চলিয়া যান। উক্ত চিঠিতে এতদতিরিক্ত কিছু লেখা ছিলনা।

ঐ চিঠি পাইয়া বাণভট্ট প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। ঈর্ষা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে রাজার কর্ণে প্রচুর কুৎসা ঢালিয়াছেন। অপর-দিকে রাজভ্রাতা কৃষ্ণ আশ্বাসপ্রদানপূর্বক সম্রাট হর্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। যদি কৃষ্ণের আশ্বাসে তিনি রাজদরবারেই যান, তাহা হইলে কিরূপ সম্বর্ধনা হইবে অথবা সম্বর্ধনার পরিবর্তে লাঞ্ছনা পাইতে হইবে, তাহাও জানা নাই। নানা শঙ্কায় চিত্ত আন্দোলিত হইলেও পরিশেষে তিনি রাজদরবারে গমনই স্থির করিলেন।

একটি শুভদিন স্থির করিয়া তিনি গৃহে প্রয়াণোচিত দেবতার্চন ও হোমাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিলেন এবং রাজদর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। দারুণ গ্রীষ্মসন্তপ্ত হইয়া প্রথমদিনে চণ্ডিকা কানন অতিক্রম করিয়া মল্লকূট নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামে তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা এবং হৃদ্যবন্ধু জগৎ-পতির গৃহে উক্তদিন অবস্থানপূর্বক আতিথ্যদ্বারা আপ্যায়িত হইলেন এবং রাত্রিবাস করিলেন। পরদিন ভাগীরথী পার হইয়া যষ্টিগৃহক নামক বনমধ্যস্থ গ্রামে রাত্রিযাপন করিলেন। তৃতীয় দিবসে অজিরবতী নদীতীরে মণিতার নগরে তিনি উপস্থিত হইলেন। উহার নিকটেই সম্রাট হর্ষবর্ধন শিবির সন্নিবেশপূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন। সেদিন বাণভট্ট রাজভবনের অদূরেই কোনস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিলেন। স্নানাহারের পর বিশ্রামান্তে তিনি অপরাহ্ণে মেখলকের সহিত হর্ষবর্ধনের সন্দর্শনে গেলেন। দৌবারিক বাণের আগমন সংবাদ দিয়া সম্রাটের অনুজ্ঞা আনাইলেন এবং বাণভট্টকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন বাণকে দেখিয়া কোন আনুকূল্যের ভাব দেখাই লেন না। শুধু বলিলেন 'মহানয়ং ভুজঙ্গঃ', অর্থাৎ এই ব্যক্তি অত্যন্ত স্ত্রীব্যসনী ইহার উত্তরে বাণ শুধু বলিলেন, "মহারাজ, আমাতে ভুজঙ্গতা কোথায় দেখিলেন ? আমি বুঝিতেছি, আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত কেহ আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে। বিনা পরীক্ষায় ভূপতিগণের পক্ষে কোন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। আমাতে যৌবনোচিত চপলতা ছিলনা, তাহা বলিতেছিনা। কিন্তু তাহা এমন গুরুতর কিছু নহে যে, তাহা ইহকাল বা পরকালের প্রতিকূল হইয়াছে। সোমপায়ী ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম। স্বয়ং সাঙ্গবেদ অধ্যয়নান্তে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছি এবং সমাবৃত্ত হইয়া দারপরিগ্রহ করিয়াছি। ইদানীং যথাযথভাবে গৃহস্থ ধর্ম পালন করিতেছি। আপনি কালে আমার যথার্থ পরিচয় পাইবেন।" সম্রাট বাণভট্টের উত্তর যুক্তিসহকারে অনুধাবন করিলেন এবং 'মহানয়ং ভুজঙ্গঃ' এইরূপ কটাক্ষের প্রত্যুত্তরে বাণ যে অতিক্ষুদ্র বাক্য "কা মে ভুজঙ্গতা" উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বাণের কবিত্বশক্তিরও পরিচয় পাইয়াছিলেন। ঐ বাক্যকে শব্দশ্লেষানুসারে তিনটি

াকে) পরিণত করা যায়। তন্মধ্যে প্রথম 'কা মে ভুজঙ্গতা' এইরূপ বিশ্লেষণে র্থ হইবে, আমাতে ভুজঙ্গতা বা স্ত্রীব্যসনিত্ব কোথায় দেখিলেন? দ্বিতীয় বশ্লেষণে 'কামে ভুজঙ্গতা' অর্থাৎ ভুজঙ্গতা কামে থাকে। তৃতীয় বিশ্লেষণ এই প্রকার—'কা মে ভুজং গতা', কোন্ নারী আমার বাহুপাশে আশ্লিষ্ট হইয়াছে? ৎপর সম্রাট হর্ষও 'এই প্রকারই আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল' ইহা বলিয়া দিনকার মত সম্ভাষণ ও আসন দানে ও দৃষ্টিদানদ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত রিলেন এবং সূর্য্যাস্ত হইলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর কতিপয় দন মধ্যেই বাণভট্ট সম্রাট হর্ষবর্ধনের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

নানাভাবে সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইয়া তিনি একদিন শরৎকালে স্বজন র্শনার্থ দেশে ফিরিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ অত্যন্ত ষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া নানা প্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্বক নিজেদের ও াণের আনন্দবর্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু সুদৃষ্টি বায়ুপুরাণ হইতে াবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন। মাতুলপুত্র গণপতি, অধিপতি, তারাপতি শ্যামল পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইলেন এবং ইঙ্গিত বুঝিয়া ামল সম্রাট হর্ষবর্ধনের অদ্ভুৎ জীবনবৃত্তান্ত শুনাইবার জন্য বাণকে অনুরোধ ানাইলেন। বাণ বলিলেন, "অনন্তগুণের আধার হর্ষবর্ধনের চরিতকথা সরস্বতীও লিয়া শেষ করিতে পারিবেন না। ক্ষুদ্র মানুষ কি করিয়া তাহা বিবৃত করিতে ারে? তবে যদি একান্তই কৌতুহল থাকে, তবে আমি আগামীকল্য হইতে কথা শুনাইব। অদ্য সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে।" এই বলিয়া বাণভট্ট শোণনদে ন্ধ্যোপাসনার জন্য চলিয়া গেলেন। এইস্থানেই তাঁহার আত্মজীবনীতে ছেদ ড়িল।

বাণভট্ট তাহার অমর কথাকাব্য 'কাদম্বরী' সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুমুখে তিত হইয়াছিলেন। সুপুত্র ভূষণভট্ট উত্তরভাগ লিখিয়া উহা সমাপ্ত করিয়াছেন। ত্তরভাগের পীঠিকায় তিনি লিখিয়াছেন,

"যাতে দিবং পিতরি তদ্বচসৈব সার্দ্ধং বিচ্ছেদমাপ ভুবি যস্ত কথাপ্রবন্ধঃ।
দুঃখং সতাং তদসমাপ্তিকৃতং বিলোক্য প্রারব্ধ এব সময়ানকবিত্বদর্পাৎ॥"

কাদম্বরীর কোন কোন মাতৃকায় এবং অন্যান্য প্রাচীন প্রবন্ধে বাণভট্টের পুত্রে নাম পুলিন বা পুলিন্দরূপে উল্লিখিত। রাজসভায় উপনীত হইবার পূর্বেই তি বিবাহ করিয়াছিলেন—একথা পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনকে বলিয় ছিলেন। পূর্বেই এবিষয় আলোচিত হইয়াছে। কাদম্বরী গ্রন্থের প্রারম্ভে তি ভৎসু বা ভর্ৎসু নামক কোন পণ্ডিতকে অভিবাদন করিয়াছেন। মনে হয়, ভৎ তাঁহার একজন অধ্যাপক ছিলেন এবং বহু পণ্ডিত গোষ্ঠীতে যাতায়াত করিলে অধ্যাপকের মর্য্যাদা তাঁহাকেই দিতেন। এই ভৎসু মৌখরি রাজগণেরও গু ছিলেন। কারণ, তাঁদের সম্বন্ধে বাণ বলিয়াছেন, 'সশেখরৈর্মৌখরিভিঃ কৃতার্বনম্

বাণভট্ট যেসব গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'কাদম্বরী এবং 'হর্ষচরিত'ই সমধিক উল্লেখযোগ্য। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এইদে আলঙ্কারিক সমাজে একটি বাক্য প্রচলিত আছে, 'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি সম্ভবতঃ বাণভট্ট ঐ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়াই গদ্যকাব্যের প্রধান ভেদদ্বা স্বকীয় পারদর্শিতা প্রদর্শনার্থ কাদম্বরী হর্ষচরিত আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন বলা বাহুল্য, এবিষয়ে তিনি অনন্যসাধারণ। কাব্যপ্রকাশে "কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ইত্যাদি বাক্যের অর্থকৃতে অংশের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে, "শ্রীহর্ষাদের্বাণাদী নামিব ধনম্।" কাশ্মীরীয় কিম্বদন্তীর প্রমাণে কোন কোন পণ্ডিত বলে 'রত্নাবলী' নাটক বস্তুতঃ বাণভট্টেরই কৃতি। তিনি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে উ হর্ষের নামে লিখিয়াছেন। সমুচিত কারণেই এই মত পণ্ডিত সমাজে অগ্রাহ্য নাগানন্দ, প্রিয়দর্শিকা এবং রত্নাবলী নাটকত্রয় শ্রীহর্ষের রচিত। এ বিষ সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না। দামোদর গুপ্ত, আনন্দবর্ধন, ধনঞ্জ এবং কাশ্মীরীয় ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থকার তাঁহাদের গ্রন্থে 'রত্নাবলী' শ্রীহর্ষবিরচি বলিয়াছেন। গ্রন্থপর্য্যালোচনা করিলে তিনটি নাটক এক গ্রন্থকারেরই মনে হয় নলচম্পূর টীকাতে চণ্ডপান 'পার্বতীপরিণয়' নামক একটি নাটককে বাণে রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও 'চণ্ডীশতক' বাণভট্টেরই রচনা বলি

প্রখ্যাত পণ্ডিত কাণে মহাশয় কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, কাব্যপ্রকাশ এবং অমরুশতকের অর্জুনবর্মদেব-কৃত টীকায় 'চণ্ডীশতক' বাণের রচনা বলিয়াই উল্লিখিত। বাণভট্ট মহামাহেশ্বর ছিলেন। ইহা তাঁহার রচনায় সর্বত্র অতি সুস্পষ্ট। মাহেশ্বরী শক্তি চণ্ডিকার উল্লেখ তিনি নানাভাবে বিভিন্নস্থানে করিয়াছেন। বাণ চণ্ডিকামন্দিরের অতি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়াছেন। ভগবতী চণ্ডিকার মহিমা কীর্তনাভিলাষে তিনি চণ্ডীশতক লিখিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। মানতুঙ্গাচার্যাকৃত ভক্তামরস্তোত্রের টীকায় গুণাকর ও রত্নচন্দ্র প্রভৃতি বাণের চণ্ডীশতক রচনার যে কারণ দেখাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কাব্যমালার প্রথম খণ্ড চতুর্থগুচ্ছকে মুদ্রিত চণ্ডীশতকের টিপ্পনীতে পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ বলিয়াছেন, 'বাণভট্টস্য চণ্ডীশতক নির্মাণে কারণং মানতুঙ্গপ্রনীত ভক্তামরাখ্য জিনস্তুতিটীকা কর্তৃভির্গুণাকররত্নচন্দ্রাদিভিঃ স্ব স্ব টীকারম্ভে লিখিতমস্তিতচ্চ কপোল কল্পিতমিতি।'

কবি ময়ূরভট্ট বাণভট্টের শ্বশুর ছিলেন। কাহারও মতে ময়ূর বাণের জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধী, এরূপ প্রবাদও আছে। একদা ব্রাহ্মমুহূর্তে ভ্রমণকালে ময়ূর বাণের গৃহসমীপাগত হইয়া শুনিলেন, বাণ ও তাঁহার পত্নীর মধ্যে শৃঙ্গার সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছে। ইহা শুনিয়াই ময়ূর একটি শ্লোক রচনা করিয়া যাহাতে বাণ শুনিতে পান, এরূপভাবে আবৃত্তি করিলেন। বাণের সহিত ময়ূরের যে সম্বন্ধ ছিল, ঐ সম্বন্ধে ময়ূরের ঐরূপ শ্লোকে বাণকে পরিহাস নিতান্ত গর্হিত ছিল। এজন্য ময়ূর অপরাধী হন এবং তাহার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। পরে সূর্য্যশতক রচনা করিয়া সূর্য্যস্তবদ্বারা তিনি রোগমুক্ত হন। ইহা অশ্রদ্ধেয় কিংবদন্তীই মনে হয়।

শ্লোকবহুল 'কাদম্বরী' এবং 'মুকুট-তাড়িতক' নাটক নামক আরও দুইটি গ্রন্থ বাণ রচনা করেন। ঐসকল পুস্তকের কোন সন্ধান এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, 'পার্বতীপরিণয়' গ্রন্থের কর্তা বাণ এবং 'কাদম্বরী' কর্তা বাণ এক ব্যক্তি নহেন। বিদ্যারণ্যশিষ্যপ্রক বাণ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি 'শব্দচন্দ্রিকা' রচয়িতা। পার্বতীপরিণয়-কবি নিজেকে বাৎস্যায়ন বাণরূপে

উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট বাৎস্য গোত্রীয় ছিলেন। গদ্যকাব্য রচনায় বাণের যেরূপ দক্ষতা ছিল, তদ্রূপ দক্ষতা পদ্যকাব্য রচনায় ছিল না। সেইজন্য সম্ভবতঃ কাদম্বরী ও হর্ষচরিতের উৎকর্ষতা অন্যান্য পদ্যগ্রন্থে লক্ষিত হয় না। সেজন্যই ঐ সব গ্রন্থ বাণকৃত নহে বলিয়া অনুমিত। কিন্তু ইহা সমীচীন নহে। বিশেষতঃ যখন বহু প্রাচীন গ্রন্থকার ঐসকল গ্রন্থকে বাণের রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, বাণভট্ট প্রণীত কাব্যানুশাসন ও অর্জুনবর্মদেব-কৃত অমরুশতক-টিকা প্রভৃতি গ্রন্থে চণ্ডীশতকের শ্লোক সমুদ্ধৃত হইয়াছে।

বাণের কাল লইয়া বিশেষ বিবাদ নাই। তিনি সম্রাট শ্রীহর্ষের রাজসভায় ছিলেন, ইহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্-সাঙ্ ৬২৯-৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সতের বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁহার বিবরণে হর্ষবর্ধন সম্বন্ধে বিস্তারিত ঘটনাবলী প্রদত্ত। সম্রাট হর্ষবর্ধন ৬০৬-৬৪৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বিবরণ এবং আরও নানা বিবরণ, ঘটনা ও উদ্ধৃতি প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, বাণভট্ট খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ হইতে ৭ম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন।

পরিশিষ্ট (ক)

১। শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী প্রণীত 'বাণভট্টের আত্মকথা' হিন্দী হইতে বাংলায় অনূদিত এবং ৩০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

২। শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর সম্পাদিত বাণভট্টকৃত 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের ভূমিকায় আছে, "বশ্যবাণী কবি চক্রবর্ত্তী শ্রীবাণভট্টের সম্রাট হর্ষ প্রদত্ত নাম। সেই যুগে শ্রীহর্ষবর্ধনের উপাধি ছিল পরমমাহেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী। এই দুই উপাধি হইতে বুঝা যায়, তদানীন্তন সমাজের স্থিতিশীলতা এবং সুস্থির স্বাস্থ্য ছিল। সম্রাট হর্ষবর্ধন ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি সম্রাট হলেও বাণভট্ট রাজনৈতিক কূট আলাপের অবতারণা করেন নি।

উহাতে গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের তৎকালীন পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। যিনি এই আখ্যায়িকার গ্রন্থকর্তা, তিনি উদগ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সম্রাটকেও কটূক্তিতে সুভাষিত সম্বর্ধনা জানাতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি ব্রহ্মবীজকে ভুলতেন না এবং নিজেকে রাজনীতির বহুদূরে রাখতেন। এ হেন জনৈক সাহিত্যিক যখন বিনাবৃত্তিতে এক সম্রাটের চরিত লিখতে আরম্ভ করেন, তখন মানতেই হবে, সম্রাটটিও ছিলেন এক অদ্ভুৎ মানুষ। মহাদান ছিল তাঁর আশ্রম। এই ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার অরণ্যে আমি ত্রস্তপদে অগ্রসর হয়েছি। ইত্যাদি"

শ্রীকৃষ্ণধন দে কৃত 'গল্পে কাদম্বরী'।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার মন্তব্য করেন, "মহাকবি বাণভট্ট খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্ধনের (২য় শিলাদিত্য) সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর গদ্যরচনা পদ্ধতি ছন্দোময় ও কাব্যধর্মী ছিল। কাদম্বরী, হর্ষচরিত, রত্নাবলী, পার্বতীপরিণয় ও চণ্ডিকা শতক প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁরই রচনা। ইত্যাদি"

———

পরিশিষ্ট—(খ)

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯০২ সালে মে মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার ছোট উদয়পুরে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজের জন্ম। বাবার নাম ছকুমোহন, মার নাম সীতাদেবী। সাত ভাইবোনের মধ্যে ছোট স্বামী জগদীশ্বরানন্দ পূর্বাশ্রমে ভুবনমোহন বলে পরিচিত ছিলেন। অসাধারণ দুরন্ত অথচ ধীশক্তিসম্পন্ন ভুবনমোহনের ছোটবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি ছিল একটা অসাধারণ টান। প্রায়ই তিনি নদীর ধারে বটগাছের নিচে থাকতেন ধ্যানমগ্ন। প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা এবং আই. এস. সি. পাশ করার পর বি. এস. সি. পরীক্ষার ঠিক আগে তাঁর বাঁ চোখটি প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। এই সময়েই তিনি বাড়ী ছেড়ে বেলুড়মঠের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট মহাপুরুষ শিবানন্দজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। শুরু হয় কর্মের পথে ইষ্টলাভের সাধনা। দিল্লীর গিরিষ্টোন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে থাকার সময়েই স্বামী শিবানন্দজীর কাছে তিনি ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে হন ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধা চৈতন্য এবং ১৯২৭ সালে গ্রহণ করেন সন্ন্যাস। শুরু হয় পরিব্রাজক জীবন। ১৯২৫ থেকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ—এই দীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ধর্ম প্রচার ও সেবাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তবে প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আজমীরে তিনি যে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তাই ছিল রাজস্থানের প্রথম রামকৃষ্ণ আশ্রম। এই সব কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি চলে তাঁর সাধনা এবং তাতে আসে সিদ্ধিও।

আপন সাধনায় তিনি ছিলেন অটল। নিজের জ্ঞানে, তপস্যার বলে যাকে জেনেছেন তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে কোন বাধাই তাঁর কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এই আত্মবিশ্বাস এবং তপনিষ্ঠার মূলেই স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বেলুড়মঠ থেকে চলে এসে বেলুড়েই গিরিশ ঘোষ রোডে

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র সন ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন মাসে। ধর্মচক্র নামটি সুপ্রাচীন ও সুগভীর ভাবার্থসূচক। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধ সারনাথে প্রথম যে ধর্মোপদেশ দেন তা ইতিহাসে ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে প্রসিদ্ধ, যা আজও সমগ্র প্রাচ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে।

সেবানুষ্ঠানকে গৌণ রেখে পরমার্থ সাধনই মুখ্য হয় ধর্মচক্রের উদ্দেশ্য। এবং প্রাত্যহিক জপ-ধ্যান ও শাস্ত্র পাঠাদিতে আশ্রমবাসী ও আগত ভক্তবৃন্দের ধর্মজীবনকে করা হয় উদ্‌ভূত।

তথাকথিত সংসার বন্ধনে যাতে না পড়তে হয়, সেজন্য মহাযোগীগণ বহির্জগৎ সম্পর্কে থাকেন উদাসীন। স্বামীজী মহারাজও বহির্জগৎ সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁর কাছে স্বার্থবুদ্ধি ছিল না। সর্বদা শ্রীশ্রীমহামায়ার যন্ত্র স্বরূপে কাজ করে গেছেন। মন সর্বদাই ব্রহ্মভাবে তন্ময় থাকতো। শেষ জীবনে শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও সর্বদা হাসিমুখ পরিলক্ষিত হত।

একালের সাধুসন্তদের মধ্যে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ছিলেন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একজন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের জীবন-বৃত্তান্ত 'নবযুগের মহাপুরুষ' গ্রন্থের দুই খণ্ডে তেত্রিশ বছর আগে তিনি প্রকাশ করেন। এই কাজ তাঁর আগে এমনভাবে আর কেউ করেছেন কিনা জানি না। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, সুবোধানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

স্কুলে পড়ার সময়ে এক যোগীর কাছে তিনি যোগাসন শিখেছিলেন। প্রায় ত্রিশ বছর যোগাসন অভ্যাস করে তিনি অনেককে তা শিখিয়ে দেন। 'যৌগিক ব্যায়াম' বইটি তিনি লেখেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে স্বামী কুবলয়ানন্দের 'আসন' ও 'প্রাণায়াম' এবং শ্রীযোগেন্দ্রের 'যোগ পার্সোন্যাল হাইজিন' অবলম্বনে। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'যোগ' বইটির উল্লেখ করতে চাই। এতে আছে পাতঞ্জল যোগসূত্র, তার ব্যাসদেব কৃত সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য, আর ব্যাস-ভাষ্যের বাচস্পতি মিশ্রের টীকা। এর চারটি পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হয়েছে

ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা ও গৌড়পাদের ভাষ্য অনুযায়ী সাংখ্য দর্শনের সার, পবনবিজয় স্বরোদয় শাস্ত্র অবলম্বনে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ক্রিয়া, সপ্ত চক্রের বর্ণনা এবং ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অবধূত-সংবাদ। যোগ-ভাষ্য পড়ার আগে এই বইটি পড়লে পাঠক উপকৃত হতে পারেন। লুপ্তপ্রায় যোগবিদ্যাকে সঞ্জীবিত করার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজের স্মরণীয় কীর্তি গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ। বাঙালীর ঘরে ঘরে তাঁর এই দুটি বই এখন দেখা যায়। শ্রীধর স্বামীর টিকা ও তার অনুবাদ-সহ তিন খণ্ডে গীতা এবং গোপাল চক্রবর্তীর তত্ত্ব প্রকাশিকা টিকা ও তার অনুবাদ-সহ 'দেবী মাহাত্ম্যে'র অনুবাদও তিনি করেছেন। 'দেবী-মাহাত্ম্যে'র তিনি যে ইংরেজী অনুবাদ করেন তা প্রকাশ করেছেন মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ। ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদের অনুবাদেও তিনি হাত দিয়েছিলেন। তাঁর 'বেদান্ত' বইটি বেদান্ত দর্শনের ভূমিকা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতীর বেদান্ত সারঃ গ্রন্থের অনুবাদ, নৃসিংহ সরস্বতীর সুবোধিনী টীকা, পূর্বমীমাংসাচার্য আপদেবের বালবোধিনী টীকা এবং রামতীর্থের বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকার সারাংশে বইটি সমৃদ্ধ। তাঁর 'প্রেমযোগে' রাসতত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা, কবীর, রুইদাস, অজামিল প্রভৃতি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রেমযোগীদের সম্পর্কে আলোচনা আছে। দেশবিদেশের বহু মহাপুরুষের কথা স্বামীজী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। যেমন শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ভক্ত রঘুনাথদাস, সন্ত তুলসীদাস, হিন্দু দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, মিশরের রাজর্ষি আখনাটুন, গৌড়পাদ, কাশ্মীরের ব্রহ্ম-বিদুষী লাল্লেশ্বরী, তত্ত্বদর্শী মাইস্টার একহার্ট, গুজরাতের তাত্ত্বিক কবি নরসিংহ মেহতা, গীতার মারাঠী টীকাকার জ্ঞানেশ্বর, সংস্কৃত বিৎ মনিয়ার উইলিয়মস, আনন্দ কুমারস্বামী, চীনের ঋষি লাউৎজে প্রভৃতি।

ছাত্রাবস্থা থেকেই স্বামী জগদীশ্বরানন্দজীর দৃষ্টি ছিল ক্ষীণ। প্রসিদ্ধ মার্কিন চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডাঃ উইলিয়ম এইচ বেটস-এর প্রণালী অনুসরণ করে তিনি উপকৃত

হন। বেটস-এর 'দ্য কিওর অব ইমপারফেক্ট সাইট বাই ট্রিটমেণ্ট উইদাউট গ্লাসেস' বইটি পড়ে তিনি লিখেছেন 'বিনা চশমায় ক্ষীণদৃষ্টির প্রতিকার।' বেটস-প্রণালী সম্বন্ধে এইটিই প্রথম বাংলা বই। আরও বহু বই তিনি লিখে গেছেন।

কর্ম ও ধর্মজীবন সমাপনান্তে গত ২১শে আশ্বিন ১৩৮৫ শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। দেহত্যাগের পূর্ব দশবৎসর তিনি আগত অবতার ভগবান কল্কিদেবের আরাধনায় মগ্ন থাকেন। এবং কল্কিমন্দির স্থাপনান্তে কষ্টি পাথরের ভগবান কল্কি দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় কল্কি সাহিত্য রচনা। এই মহা-পুরুষের চির ত্যাগোদ্দীপ্ত সাধু জীবনের চির বরাভয় কৃপাকণায় মানবের মনুষ্যত্ব ও বৈরাগ্য কুসুম প্রস্ফুটিত হোক।

—এই প্রার্থনা জানাই। হরি ওঁ তৎ সৎ।

———